بسم الله الرحمن الرحيم

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحى يوحى - (القران)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(আল-কুরআন)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর (রহঃ))

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল- হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

আল- হাদীছ প্রকাশনী
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
শা'বান, ১৪৩৪ হিজরী, ২০১৩ ইং, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৬০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* মোহাম্মদী লাইব্রেরী
  চকবাজার, ঢাকা-১২১১

* নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
  ও
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 16th volume translated with essential explanation in to Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Al-Hadith Prokashony. 2 Waise Quarni Road. Mohammad Nagar. Munshihati. Ashrafabad. Kamrangirchar. Dhaka-1211. Bangladesh. Price: Tk. 260.00. US$- 5.00.

সূচীপত্র

১৬তম খণ্ড সমাপ্ত

১৭তম খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ

Π

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

অধ্যায় ঃ ফারায়িয (উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টনের বিধান) সম্পর্কে

কিতাবুল বুয়ূ-এর পরে কিতাবুল ফারায়িয স্থাপনের হিকমত ঃ

কিতাবুল বুয়ূ, মুসাকাত এবং মুযারাআ-এর মধ্যে সম্পদের বিনিময় সম্পদ লাভের ওসীলা ছিল কিংবা কর্ম ও চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে সম্পদ লাভের বিবরণ ছিল। অতঃপর গ্রন্থ প্রণেতা (রহ.) এমন একটি বিষয়ের হাদীছসমূহ সংকলন করিয়াছেন যাহা দ্বারা সম্পদের বিনিময় ছাড়া সম্পদ লাভ হয়। আর ইহাতে চেষ্টা-সাধনা কিংবা কর্মেরও কোন প্রয়োজন হয় না। আর উহা হইতেছে الميراث (উত্তরাধিকারী সম্পদ) الهبة (হেবা-দান) এবং الوصية (ওসীয়ত)। এই কারণেই كتاب الفرائض কে كتاب البيوع এবং كتاب المساقاة-এর পরে স্থাপন করা হইয়াছে। অতঃপর كتاب الهبة তারপর كتاب الوصية স্থাপন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ২য়, ১)

ফারায়িয-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ

الفرائض শব্দটি فريضة-এর বহুবচন। আর ইহা فعيلة-এর ওযনে مفروضة-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর ইহা الفرض হইতে উদ্ভূত যাহার অর্থ القطع (কর্তন)। যেমন বলা হয় فرضت لفلان كذا অর্থাৎ তাহার জন্য সম্পদের কিছু অংশ কর্তন করা হইয়াছে। আল্লামা রাগিব (রহ.) বলেন, الفرض হইতেছে কোন একক বস্তুকে কর্তন করা। مواريث কে فرائض নামে নামকরণের কারণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ نصيبا مفروضا (এই অংশ নির্ধারিত নিসাব) অর্থাৎ مقدارا و معلوما (পরিমাণ নির্ধারিত ও জ্ঞাত) কিংবা مقطوعا عن غيرهم (অন্যান্যদের হইতে কর্তন কৃত অংশ)। -(ফতহুল বারী, ২ ঃ ১২)

এই স্থানে فرائض দ্বারা মর্ম হইল মৃত ব্যক্তির ছাড়িয়া যাওয়া সম্পদের মধ্যে শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ বিশেষ।

فرائض-এর পারিভাষিক অর্থ হইল هو علم باصول من فقه وحساب تعرف به كيفية تقسيم التركة بين ورثة الميت (ইলমে ফারায়িয এমন কিছু ফিকহী ও হিসাবের উসূল-এর নাম যাহার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা যায়। -(তাকমিলা, ১ম, ১ ও অন্যান্য)

ইলমুল ফারায়িয-এর ফযীলত ও ইহা শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

ইলমুল ফারায়িয-এর ফযীলত ও তাহা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই তাকীদ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন,

قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانی امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتی يختلف الاثنان فی الفرايضة لا يجدان من يقضيها۔

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ফারায়িয শিক্ষা কর এবং তাহা লোকদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা আমি ওফাত প্রাপ্তদের একজন আর অচিরেই ইলম উঠাইয়া নেওয়া হইবে এবং ফিতনা প্রকাশ হইবে। এমনকি ত্যাজ্য সম্পত্তিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্য হইবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দেওয়ার মত কাহাকেও পাইবে না)। -(তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য হাদীছে হযরত আবূ বুকরা (রাযিঃ) হইতে মারফূ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

تعلموا القران والفرائض وعلموها الناس اوشك ان ياتی علی الناس زمان يختصم الرجلان فی الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما۔

(তোমরা কুরআন এবং ফারায়িয শিক্ষা কর এবং তাহা লোকদেরকে শিক্ষা দাও। আশংকা করা হইতেছে যে খুব সম্ভব অচিরেই লোকদের উপর এমন এক যুগ আসিবে যাহাতে দুই ব্যক্তির মধ্যে ত্যাজ্য সম্পতি বন্টনের ব্যাপারে বাদানুবাদ হইবে। কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দেওয়ার মত কাহাকেও পাওয়া যাইবে না)। -(তিবরানী)

অন্য রিওয়ায়তে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

ان النبی صلی الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم۔ وهو اول شئ ينسی وهو اول شيئ ينزع من امتی۔

(তোমরা ফারায়িয (সম্পদ বন্টন বিদ্যা) শিক্ষা কর এবং তাহা লোকদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা, ইহা হইতেছে ইলমের অর্ধাংশতুল্য। আর এই বিদ্যাই প্রথম লোপ পাইবে। আর আমার উম্মত হইতে সর্বপ্রথম ইহাই ছিনাইয়া নেওয়া হইবে)। -(ইবন মাজা, দারা কুতনী, তাকমিলা, ২য়, ২)

ইসলামী শরীআতে মীরাছের নীতি সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ

ইসলামী শরীআতে মৃতের ত্যাজ্য সম্পদে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য ন্যায় নিষ্ঠার সহিত অর্থ সুসমভাবে আত্মীয়দের মধ্যে বন্টনের নীতি পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ফলে এই বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম ও তাহাদের প্রচলিত নীতি হইতে ইসলামী শরীআতের احكام المواريث (মীরাছের নীতি) নিম্নলিখিত কারণসমূহে শ্রেষ্ঠ।

প্রথম কারণ ঃ মৃত ব্যক্তি যাহা ছাড়িয়া যাইবে তাহা সকল কিছুই মীরাছ।

মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন স্থাবর অস্থাবর সম্পদের যাহা কিছু ছাড়িয়া যাইবে সকলকিছুই ওয়ারিছদের মীরাছ। চাই উহা ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু হউক যেমন কাপড়, বাসন-পত্র ইত্যাদি কিংবা সেই সকল বস্তু যাহা দ্বারা লাভবান হওয়া সম্ভব। যেমন জমি, ব্যবসার জিনিসপত্র, নগদ টাকা পয়সা ইত্যাদি। ইসলামী শরীআত এই সকল বস্তুর উপর ওয়ারিছদের হক নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। চাই বস্তুটি ছোট হউক কিংবা বড়। আর ইহা হইতে কেবল তিনটি বস্তু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। আর উহা হইতেছে ঃ দাফনের খরচ, কর্জ পরিশোধ এবং ত্যাজ্য সম্পতির এক তৃতীয়াংশের উপর জায়িয ওয়াসিয়্যাত।

দ্বিতীয় কারণ ঃ মীরাছ নিকটবর্তীদের হক, দূরবর্তীদের নহে।

মীরাছ মৃতের নিকটবর্তীদের হক। ইহাতে দূরবর্তীদের কোন অংশ নাই যতক্ষণ নিকটবর্তী জীবিত থাকিবে। আর অনেক বিধর্মী সম্প্রদায় আছে যাহারা মৃতের নিকটাত্মীয়দের উপর প্রতিবেশী ও বন্ধুদের প্রাধান্য দেয়। আর মৃতের প্রতিবেশী ও বন্ধুদেরকে তাহার সম্পদ প্রদান করা হয় অথচ তাহার সন্তান-সন্ততি পরিবার-পরিজন মৃতের সম্পদ হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহা কি যুলুম নহে।

তৃতীয় কারণ ঃ মীরাছের মধ্যে পুরুষ মহিলা, ছোট-বড় সকলের হক।

ইসলামী শরীআতে মীরাছে পুরুষ মহিলা, ছোট-বড় সকলেই অংশীদার। পক্ষান্তরে আরবে জাহিলয়্যাত যুগে কন্যা, মহিলা এবং শিশুদেরকে মীরাছের মধ্যে ওয়ারিছ করা হইত না।

চতুর্থ কারণ ঃ ওয়ারিছগণের মাপকাঠি (معيار) হইল নিকটবর্তী (আত্মীয়-স্বজন) হওয়া।

ইসলামী শরীআতে ওয়ারিছ সূত্রে হকদার হইবার মাপকাঠি হইল নিকটবর্তী হওয়া। কাজেই মৃতের যেই ব্যক্তি যত নিকটবর্তী হইবে সেই ব্যক্তি অন্যান্যদের তুলনায় ততবেশী ওয়ারিছ সূত্রের অধিক হকদার হইবে। তবে এই কানূন শুধু 'আসাবা' -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে নিকটবর্তী থাকিলে দূরবর্তী সর্বদা মাহরূম হইবে। আর এই নীতি "যুবিল ফুরূয'-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে না। কেননা, তাহাদের অংশ কুরআন, হাদীছ ও ইজমা দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

পঞ্চম কারণ ঃ ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া।

ইসলামী শরীআতের নীতিতে প্রত্যেক ওয়ারিছ স্বীয় ওয়ারিছী সূত্রে প্রাপ্ত অংশে পূর্ণাঙ্গ মালিক হন। পক্ষান্তরে ইহা الهنود (হিন্দু)-এর নীতি এবং কতক اليونانيين (গ্রীস) এবং الرومانيين (ইটালিয়ান)-এর নীতি। তাহাদের নীতিতে প্রাপ্ত সম্পদে তথা জমি এবং বাড়ীতে পরিবারের সকল সদস্য অংশীদার থাকার কারণে কেহ অতীব প্রয়োজনেও তাহার অংশ বিক্রি করিতে কিংবা অন্যদের হইতে তাহার অংশ আলাদা করিতে পারে না। ফলে তাহারা অনেক অসুবিধায় পতিত হয়। এই নীতির কারণে কোন ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও তাহার ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না।

আর ইসলাম এই সকল বাতিল নীতি বর্জন করিয়াছে। প্রত্যেক ওয়ারিছকে তাহার প্রাপ্ত অংশে পূর্ণ মালিকানা প্রদান করিয়াছে। ফলে তাহার মালিকানা বস্তুতে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে। আর এই কারণেই ইসলামী শরীআত মৃত্যুর পর পরই যতখানি সম্ভব ততখানি তাড়াতাড়ি ওয়ারিছী সম্পদ বন্টন করিবার জন্য গুরুত্ব দিয়াছে। -(তাকমিলা, ২য়- ৩-৬)

بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হইবে না

(৪০২০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى قَالَ أَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ قَالَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

(৪০২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হইবে না এবং কাফিরও মুসলমানের ওয়ারিছ হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হইবে না)। আয়িম্মায়ে আরবাআ এবং ফকীহগণের মতে মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হইবে না। এই ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহাদের উভয়ের মতে মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হইবে। কিন্তু বিপরীত হইবে না তথা কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হইবে না। তাঁহাদের দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ الاسلام يزيد ولا ينقص (ইসলাম বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় না)। আর

এতদুভয়ের অনুরূপ মাসরূক, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইবরাহীম আন-নাখয়ী এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে। কিন্তু আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) স্বীয় আল-মুগনী গ্রন্থের ৬ঃ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে অনুরূপ তাহাদের হইতে বর্ণিত নাই। কেননা ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, ليس بين الناس اختلاف فى ان المسلم لايرث الكافر (মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হইবে না এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোকদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই)

আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর সহিত এই কওলের সম্বন্ধের বিষয়টি নির্ভরযোগ্য। অনুরূপ হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর সহিতও। কেননা, ইবন আবী শায়বা (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মা'কাল (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এই ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হইতে উত্তম কোন ফায়সালা অপর কাহারও ফায়সালা দেখি নাই। আমরা আহলে কিতাবের ওয়ারিছ হইব আর তাহারা আমাদের ওয়ারিছ হইবে না। যেমন তাহাদের মেয়েদের বিবাহ করা আমাদের জন্য হালাল। আর আমাদের মেয়ে তাহাদের জন্য হালাল নহে। (ইহা হাফিয (রহ.) স্বীয় الفتح গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নাই)। আর আল্লামা উছমানী (রহ.) স্বীয় ইলাউস সুনান গ্রন্থের ১৮ঃ৩২৯ পৃষ্ঠায় উভয়ে কওল-এর ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, কাফিরের যদি স্বীয় ধর্মের কোন ওয়ারিছ না থাকে। তবে তাহার কোন নিকট আত্মীয় মুসলমান বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তাহার ত্যাজ্য সম্পতি মুসলমানের বায়তুল মালে জমা হইবে। অতঃপর ইমাম স্বীয় ইজতিহাদ এবং অভিমত অনুযায়ী যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যয় করিবেন। কাজেই এই ক্ষেত্রে হযরত মু'আয ও হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) ইজতিহাদ ভিত্তিক অভিমত যে, উক্ত সম্পদ মৃত কাফিরের নিকটাত্মীয় মুসলমানকে দেওয়া উত্তম। যাহাতে ইসলামে প্রবেশ করায় তাহার অন্তর জয় হয়। আর ইহাকে ওয়ারিছ সূত্রে না বলিয়া অন্তর জয় সূত্রে বলা সমীচীন হইবে।

জমহুরে উলামার দলীল আলোচ্য হাদীছ। আর তাহাদের প্রদত্ত দলীল الاسلام يزيد ولاينقص (ইসলাম বৃদ্ধি করে এবং হ্রাস করে না)-এর জবাব হইল এই হাদীছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইসলাম সকল ধর্ম হইতে উত্তম। মীরাছের মাসআলা বর্ণনা করা হাদীছের উদ্দেশ্য নয়। আর মীরাছকে বিবাহের সহিত কিয়াস করিলে আলোচ্য হাদীছের সহিত تعارض (একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী) হয় এবং অপর কিয়াসের ক্ষতিসাধন করে। আর তাহা হইতেছে যে, মীরাছের সম্পর্ক ولاية (অভিভাবকত্ব)-এর সহিত। অথচ মুসলমান এবং কাফিরের মধ্যে কোন ولاية (অভিভাবকত্ব) নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা, ২য়, ১১)

ولايرث الكافر المسلم (আর কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হইবে না)। এই বিষয়ে ফকীহগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর এক অভিমত ইহার ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, মীরাছ বন্টন হইবার পূর্বে যদি কাফির ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে সে মুসলমানের মীরাছ পাইবে। আর ইহা হযরত উমর, উছমান, হাসান বিন আলী, ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর অভিমত। আর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন জারির বিন যায়দ, হাসান, মাকহুল, কাতাদা, হুমায়দ, ইয়াস বিন মুআবিয়া ও ইসহাক (রহ.)।

আর জমহুরে উলামায়ে কিরামের মতে মীরাছ বন্টনের আগে ও পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাজেই مورث -এর মৃত্যুবরণ করা কালীন সময়ে (তাহার নিকটাত্মীয়) কোন ব্যক্তি কাফির থাকিলে সে মীরাছ হইতে বঞ্চিত হইবে। যদিও সে মীরাছ বন্টন হইবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত। আর ইহা আবূ তালিব (রহ.) সূত্রে ইমাম আহমদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। আর অনুরূপ হযরত আলী, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রাযিঃ), আতা, তাউস, যুহরী, সুলায়মান বিন ইয়াসার, নাখয়ী, হাকম (রহ.) প্রমুখ বলিয়াছেন (শরহুল কবীর লি ইবনে কুদামা ৭ঃ১৬০)।

তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথেই তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়ারিছদের হক প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়। কাজেই তাহার মৃত্যুকালীন সময়ে তাহার কোন নিকটাত্মীয় কাফির থাকিলে তাহার হক উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না; বরং ইহাতে অন্যান্যদের হক প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। সুতরাং مورث -এর মৃত্যুর

পরে ইসলাম গ্রহণের দ্বারা পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হকের মধ্যে কোন পরিবর্তন হইবে না। এই কারণে মীরাছ বন্টনের আগে পরের কোন পার্থক্য নাই। সকল অবস্থায় কাফির মুসলমানের মীরাছ পাইবে না। -(তাকমিলা- ২ঃ১১-১৩)

ইলমী ফায়দা

عن على بن حسين (হযরত আলী বিন হুসাইন (রাযিঃ))। তিনি 'যয়নুল আবেদীন' উপাধীতে প্রসিদ্ধ। সায়্যিদুনা হযরত আলী (রাযিঃ)-এর নাতি এবং শহীদ হুসাইন (রাযিঃ)-এর পুত্র। যুদ্ধের সময় তিনি পিতার সহিত ছিলেন এবং অসুস্থ থাকিবার কারণে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। আর হযরত ইবন ওহাব (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়তগণের মধ্যে হযরত আলী বিন হুসাইন (রাযিঃ) ছাড়া আর কাহারও উপাধী 'যয়নুল আবেদীন' ছিল না। তিনি অত্যধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বলিয়া এই উপাধী লাভ করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি আজীবন প্রত্যেক দিবা-রাত্রিতে এক হাজার রাকআত নামায আদায় করিতেন। -(তাহযীব, ৭ঃ৩০৫-৩০৭)

عن عمرو بن عثمان (আমর বিন উছমান (রাযিঃ)) তিনি হইলেন সায়্যিদুনা হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রাযিঃ)-এর বড় সাহেবজাদা। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় কন্যা 'রমলা'কে তাহার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) স্বীয় 'আত-তাবকাতুল উলা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ছিকাহ রাবী ছিলেন। তাহার হইতে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা العجلى (রহঃ) বলেন, তিনি মাদানী, ছিকাহ ও কিবারে তাবেঈনগণের একজন ছিলেন। -(তাহযীব, ৮ঃ২৮)

ইহা সেই সকল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত যাহা আলে আলী (রাযিঃ) আলে উছমান (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের মধ্যে উত্তম আচরণ ছিল এবং তাহারা একে অপর হইতে দ্বীনের বিষয়সমূহে উপকৃত হইতেন। -(তাকমিলা, ২ঃ১০)

باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা মীরাছের হকদারদেরকে তাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ দিয়া দাও। অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তিদের প্রাপ্য

(৪০২১) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ قَالَ نَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"

(৪০২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ নারসী (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মীরাছের হকদারদেরকে তাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ দিয়া দাও। অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা (মৃতের) নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (তোমরা মীরাছের হকদারদেরকে তাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ (বন্টন করিয়া) দিয়া দাও)। এই স্থানে الفرائض দ্বারা মর্ম হইল, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মজীদে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট অংশসমূহ। আর উহা হইতেছে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ। আর اهلها দ্বারা মর্ম হইল যাহারা শরীআতের নস তথা কুরআন মজীদ দ্বারা (মীরাছের) অংশের হকদার হইয়াছে।

মোটামুটিভাবে ইসলামী শরীআত ওয়ারিছদেরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। (১) اصحاب الفروض (আসহাবুল ফুরুয)। তাহারা হইতেছে সেই সকল লোক যাহাদের প্রাপ্য অংশ শরীআত কর্তৃক $\frac{১}{২}$ এবং $\frac{১}{৪}$ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন স্বামী, স্ত্রী এবং মা প্রমুখ।

(২) العصبات (আসাবাগণ)। তাহারা হইলেন মৃত ব্যক্তির সেই সকল নিকটাত্মীয় যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে তাহারা শুধু পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে হইবে। যেমন মৃত ব্যক্তির অধঃস্তন পুরুষ তথা মৃতের পুত্রগণ এবং পুত্রের অবর্তমানে তাহাদের পুত্রগণ অর্থাৎ নাতিগণ, যত নীচের দিকেই হউক, الاخوة (ভাইগণ) এবং الاعمام (চাচাগণ)। আর তাহাদের হুকুম হইতেছে যে, আসহাবুল ফুরুযকে তাহাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ আসাবারা প্রাপ্য হয় (আর 'আসহাবুল ফুরুয' শ্রেণীর কোন ওয়ারিছ না থাকাবস্থায় সম্পূর্ণ সম্পত্তিই আসাবারা প্রাপ্ত হইবে) আর উর্ধতন আসাবার বর্তমানে অধঃস্তন আসাবাগণ সম্পত্তির অংশ পাইবে না। আর যদি মৃতের আত্মীয়দের মধ্যে কয়েক জন সমান স্তরের হয় তাহা হইলে আসাবাগণের অংশ তাহাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

(৩) اولو الارحام (উলুল আরহাম)। তাহারা হইল মৃতের মহিলা আত্মীয়স্বজন। যেমন মৃতের العمة (ফুফু) এবং ফুফুর অবর্তমানে তাহাদের মেয়েগণ অর্থাৎ নাতনীগণ। যত নিচের দিকেই হউক, الخال (মামা) এবং الخالة (মামি)। আর আসাবাগণের কেহ জীবিত থাকিলে তাহারা ওয়ারিছ হইবে না। আর যদি আসাবাগণের কেহই জীবিত না থাকে তাহা হইলে তাহাদের (উলুল আরহামদের) হুকুম আসাবাগণের হুকুমের ন্যায়।

আলোচ্য হাদীছ কেবল প্রথম দুই প্রকারের হুকুম বর্ণনা করিয়াছে। যাহার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, আসহাবুল ফুরুযকে ত্যাজ্য সম্পদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ নিকটতম আসাবাগণ প্রাপ্য হইবে। -(তাকমিলা, ২ঃ১৪)

فهو لاولى (তবে তাহা (মৃতের) নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য)। لاولى দ্বারা لاقرب (নিকটাত্মীয়-এর জন্য) মর্ম। আর اولى শব্দটি ولى (ل বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠন) হইতে উদ্ভূত। যাহার অর্থ القرب (নিকটবর্তী)। আর সহীহ মুসলিম শরীফে ইবনুল হায্যা (রহ.) সূত্রে ইবন মাহান (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে– فهو لادنى এই বাক্যের لادنى শব্দটি قرب (নিকটবর্তী)-এর অর্থে স্পষ্ট। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সর্বাবস্থায় ইহা দ্বারা اقرب العصبات (নিকটবর্তী আসাবাগণ) মর্ম। অর্থাৎ 'আসহাবুল ফুরুয'দের সম্পদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ আসাবাগণ পাইবে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৪)

رجل ذكر (পুরুষ লোক)। رجل (লোক)কে ذكر (পুরুষ)-এর সহিত বন্দীত্ব করা হইয়াছে। অথচ প্রত্যেক رجل (লোক)ই ذكر (পুরুষ) হয়। (ইহার সহজ উত্তর হইতেছে رجل শব্দটি কোন কোন সময় شخص (ব্যক্তি)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই অস্পষ্টতা দূর করিতে ذكر (পুরুষ) শব্দ সংযোগ করা হইয়াছে)। অবশ্য ইহাতে সেই দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, এই প্রকার (আসাবা)-এর মীরাছের হকদার হইবার سبب (কারণ) হইল مذكر (পুরুষ) হওয়া। কিংবা এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই স্থানে رجل শব্দটি انثى (মহিলা)-এর মুকাবালায় ব্যবহৃত হইয়াছে, صغير (ছোট, বালক)-এর মুকাবালায় ব্যবহৃত হয় নাই। কাজেই আসাবাদের প্রত্যেকেই পুরুষ ওয়ারিছ হইবে। চাই সে বড় তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হউক কিংবা ছোট তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হউক। কাজেই কোন মহিলা عصبة بنفسه হইতে পারিবে না।

উল্লেখ্য যে, আসাবা শ্রেণীর আত্মীয় তিন প্রকার (১) عصبة بنفسه (২) عصبة بالغير (৩) عصبة مع الغير এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার عصبة بنفسه -এর জন্যই পুরুষ হওয়া শর্ত। আর বাদ বাকী عصبة بالغير যেমন পুত্রদের সহিত কন্যা মিলিত হইয়া আসাবা হয়। কিংবা العصبة مع الغير যেমন মৃতের কন্যা সন্তানের বর্তমানে বোন আসাবা হয়। তবে এই শেষ দুই প্রকারের উপর عصبة শব্দের প্রয়োগ مجاز (রূপক) হিসাবে হয়। তাই এতদুভয় আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ওয়ারিছ হয় না। তবে অন্য 'নস' দ্বারা ওয়ারিছ হয়। (দ্বিতীয় প্রকারের দলীল للذكر مثل حظ الانثيين (একজন পুরুষের অংশ দুই জন নারীর অংশের সমান। সূরা নিসা- ১১)-এর নীতিতে মীরাছ প্রাপ্ত হইবে। আর তৃতীয় প্রকারের দলীল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة (মৃতের কন্যা সন্তানের বর্তমানে বোনদের আসাবা বানাও)।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছই আসাবাগণ ওয়ারিছ হইবার আসল দলীল। আর এই হাদীছের ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য হইয়াছেন যে, আসহাবুল ফুরুযদেরকে সম্পদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ নিকটবর্তী আসাবাগণ প্রাপ্ত হইবে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৫)

পুত্রের বর্তমানে নাতির মীরাছ

আলোচ্য হাদীছ এই ব্যাপারে সর্বাধিক শক্তিশালী দলীলের একটি যে, মৃতের ছেলের সহিত নাতি-নাতনী ওয়ারিছ পাইবে না। কেননা, ছেলেরা বর্তমান থাকিলে তাহারাই মৃতের اولى رجل ذكر (সর্বাধিক নিকটবর্তী পুরুষ ব্যক্তি) ফলে তাহারাই সমুদয় সম্পদের প্রাপ্য হইবে। আর ছেলেদের তুলনায় নাতি-নাতনী ابعد (দূরবর্তী) হইবার কারণে দাদার ত্যাজ্য সম্পদে ওয়ারিছ হইবে না। আর এই মাসআলায় القرون الاولى (প্রথম যুগে তথা খুলাফায়ে রাশিদূন-এর যুগে)-এর ইসলামী উম্মাতের মধ্যে ঐকমত্য ছিল। এই ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। পরবর্তীতে কোন এক সময়ে আমাদের দেশে পশ্চিমা ধাঁচের এক জামাতের আবির্ভাব হইল যাহারা শরীআতে মাসআলাসমূহে যুক্তির প্রাধান্য দেয়। তাহারা অনেক মাসআলায় অনুরূপ বাড়াবাড়ি করে যাহার একটি হইতেছে যে, তাহারা বলেন, নাতি-নাতিনীরা স্বীয় পিতার বর্তমানে দাদার ত্যাজ্য সম্পদে ওয়ারিছ হইতে বঞ্চিত হইবে বটে, কিন্তু চাচাদের বর্তমানে তথা চাচাদের সহিত বঞ্চিত হইবে না বরং নাতি-নাতিনীরা ওয়ারিছ হইবে। যদিও এই নাতির সহিত মৃত (দাদা)-এর অন্যান্য পুত্রগণ (সংশ্লিষ্ট নাতির পিতা ছাড়া) থাকে আর ইহা এই কারণে যে, তখন নাতি স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হইবে।

তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান। -সূরা নিসা, ১১)। তাহারা বলেন, আয়াত الاولاد (সন্তানগণ) শব্দটি নাতিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তাই এই আয়াতের ভিত্তিতে নাতি-নাতনীরা ওয়ারিছ হইবে।

তাহারা উসূলে ফিকহে অজ্ঞ হওয়ার কারণে এই ধরনের দলীল পেশ করিয়াছেন। কেননা, বস্তুতঃভাবে الولد শব্দটি দ্বারা ابن (পুত্র) মর্ম (حقيقة)। আর مجاز (রূপক) অর্থে حفيد (নাতি-নাতিনী)-এর উপর প্রয়োগ হয়। আর উসূলে ফিকহের একটি স্বীকৃত কানূন রহিয়াছে যে, একই সময়ে حقيقة এবং مجاز কে جمع (একত্রিত) করা জায়িয নাই। কাজেই الولد দ্বারা একই ওয়াক্তে ابن এবং حفيد মর্ম হইবে না।

আয়াতের একটি মর্ম হইতেছে যে, الاولاد শব্দটি দ্বারা কেবল الابناء (ছেলে-মেয়ে) মর্ম। الاحفاد (নাতি-নাতিনী) মর্ম নহে। এই অবস্থায় মৃতের ابناء (ছেলে-মেয়ে) না থাকিলে আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে নাতি-নাতিনীরা ওয়ারিছ হইবে। তবে এই আয়াতের ভিত্তিতে নহে।

কখনও উক্ত জামাআত এইভাবে দলীল পেশ করেন যে, ইসলাম ইয়াতীমদের হুকূকের প্রতি খুবই গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কাজেই তাহাদেরকে তাহাদের দাদার মীরাছ হইতে বঞ্চিত করা সম্ভব নহে। ইহাও তাহাদের হইতে মীরাছে কানূনের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবার কারণে হইয়াছে। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ওয়ারিছ হইবার বিষয়টি ইয়াতীম, ফকীর কিংবা অভাবগ্রস্থ-এর সহিত সম্পর্ক নাই; বরং নিকটবর্তী হওয়ার সহিত সম্পর্ক। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ (পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীদেরও অংশ আছে। -সূরা নিসা- ৭)। আর আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, الحقوا الفرائض باهلها - فما بقى فهو

لاولى رجل ذكر (তোমরা মীরাছের হকদারদেরকে তাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ দিয়া দাও। অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা (মৃতের) নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য)।

মীরাছের ভিত্তি যদি ইয়াতীম, ফকীর এবং অভাবগ্রস্ত হইত তাহা হইলে মৃতের নিকটাত্মীয় ধনীদের মধ্য হইতে কেহই মীরাছ পাইত না; বরং সম্পূর্ণ মীরাছই ইয়াতীম ও মিসকীনরা পাইয়া যাইত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (আর সম্পদ বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে তাহাদেরকে খানা খাওয়াইয়া দাও এবং তাহাদের সহিত সদালাপ কর। -সূরা নিসা- ৮)। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকিবে যাহারা শরীআতের বিধান অনুযায়ী তাহার মীরাছ পায় না। আর যেহেতু সকলে ফারায়িযের কানূন সম্পর্কে অবহিত নয় সেহেতু প্রত্যেক আত্মীয়ই অংশ পাওয়ার আশা করিতে পারে। তাই যেই সকল আত্মীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তাহারা বিষণ্ন ও দুঃখিত হইতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া নির্দেশ দেন যে, মৃতের আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের মধ্যে যাহারা মীরাছ প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা মীরাছ বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকিলে তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব হইতেছে, এই সম্পদ হইতে তাহাদের পানাহার করাইয়া দেওয়া এবং কিছু দিয়া দেওয়াও। ইহা এক প্রকার সদকা ও ছাওয়াবের কাজ। সুতরাং এই আয়াতে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ হয় না। কেননা, ওয়ারিছ হইবার মাপকাঠি (معيار) শুধু আত্মীয় হওয়া নহে। আর না ইয়াতীম ও মিসকীন হওয়া; বরং মৃতের নিকটবর্তী আত্মীয় হওয়া মাপকাঠি। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকিলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হইবে। সহীহ বুখারী শরীফে যায়দ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ولايرث ولد الابن مع الابن (ছেলের সহিত ছেলের সন্তান ওয়ারিছ হইবে না)।

আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থে লিখেন, মৃতের ছেলেদের সহিত নাতি-নাতিনীরা ওয়ারিছ হইবে না। ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -(তাকমিলা, ২ঃ ১৬-১৮)

এই মাসআলাটি আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (রহ.) স্বীয় কিতাব 'আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল' ৬ঃ৩৩১ পৃষ্ঠায় খুবই সুস্পষ্টভাবে লিখেন যে, এই স্থানে দুইটি উসূল স্মরণ রাখিতে হইবে। (১) ميراث -এর ভিত্তি اقرب (নিকটবর্তী আত্মীয় হওয়া)-এর উপর। কোন ওয়ারিছ সম্পদশালী হওয়া না হওয়া অথবা অনুগ্রহের পাত্র হওয়া না হওয়ার উপর ইহার ভিত্তি নহে। (২) শরয়ী ও আকলী দৃষ্টিকোণে মীরাছের ক্ষেত্রে الاقرب فالاقرب -এর কানূন প্রযোজ্য। অর্থাৎ মৃতের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন থাকা অবস্থায় দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন মীরাছ হইতে বঞ্চিত হইবে।

এই দুই উসূল সম্মুখে রাখিয়া গভীর চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তির চারজন পুত্র সন্তান থাকে এবং প্রত্যেক পুত্রের আবার চারজন করিয়া ছেলে থাকে তাহা হইলে মীরাছ কেবল পুত্ররাই পাইবে নাতিরা পাইবে না। আমার মনে হয় যে, এই মাসআলায় কেহই মতানৈক্য করিবেন না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ছেলেদের বর্তমানে নাতি-নাতনীরা মীরাছ পাইবে না। এখন ধরিয়া নিন যে, পিতার জীবদ্দশায় চার ছেলের মধ্য হইতে একজন ছেলের মৃত্যু হইয়া গেল এবং তাহার চার ছেলে রাখিয়া গেল। এখন দাদার দৃষ্টিতে এই মরহুম ছেলের সন্তানরা এবং অপর তিন ছেলের সন্তানদের অবস্থান একই হইবে। কাজেই الاقرب فالاقرب -এর নীতিতে অপর তিন ছেলের সন্তানরা যেহেতু দাদার ওয়ারিছ হইতেছে না সেহেতু মরহুম পুত্রের সন্তানরাও দাদার ওয়ারিছ হইবে না। ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

যদি বলা হয় যে, মরহুম এই পুত্র যদি জীবিত থাকিত তাহা হইলে তো এক চতুর্থাংশ মীরাছ লাভ করিত। এখন সেই এক চতুর্থাংশই তাহার সন্তানদের দেওয়া হউক। এই কথাটি এই কারণে ভুল যে, এই ক্ষেত্রে পিতার

জীবদ্দশায় মৃত এই পুত্রকে পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিছ বানানো জরুরী হয়। অথচ আকল এবং শরয়ী কানূনের ভিত্তিতে مورث (পিতা)-এর মৃত্যুর পূর্বে মীরাছ জারি হয় না।

সারকথা, যদি নাতিদেরকে (যাহাদের পিতা মৃত্যু বরণ করিয়াছে) নাতি হইবার কারণে মীরাছ দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহা এই কারণে ভুল হইবে যে, নাতিরা এমন অবস্থায় দাদার মীরাছ পাইতেছে যেই অবস্থায় ميت (দাদা)-এর পুত্র জীবিত নাই। এতদসত্ত্বেও যদি তাহাদেরকে মীরাছ দেওয়া হয় তাহা হইলে অন্যান্য নাতিদেরকেও মীরাছ দেওয়া উচিত। আর যদি তাহাদেরকে তাহাদের মরহুম পিতার অংশ দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহা এই কারণে ভুল যে, তাহাদের পিতা মৃত্যুর পূর্বে তো তাহার পিতার মীরাছের অধিকারীই হয় নাই। কেননা, তাহার পিতা জীবিত ছিল। কাজেই পিতা যেই বস্তুর মালিক হয় নাই সেই বস্তুর ওয়ারিছ তাহারা কিভাবে হইবে?

যাহা হউক ইয়াতীম এই নাতি-নাতনীরা অনুগ্রহ পাওয়ার উপযোগী। কাজেই কোন দাদা যদি এই ইয়াতীম নাতি-নাতনীদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে চায় তাহা হইলে শরীআতে ইহার অনুমতি রহিয়াছে যে, সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তাহাদের জন্য ওয়াসিয়াত করিতে পারিবে। পিতা জীবিত থাকিলে তাহারা এক চতুর্থাংশ লাভ করিত। কিন্তু এই পন্থায় তো এক তৃতীয়াংশ লাভ করিয়াছে। আর যদি দাদা ওসীয়াত করিয়া না-ও যায় তাহা হইলে ইয়াতীমদের চাচাগণের উচিৎ ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে নিজেদের সহিত অংশীদার করিয়া নেওয়া। এখন যদি নিষ্ঠুর দাদা ওসীয়ত না করে এবং আত্মপূজারী চাচারা অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে তাহা হইলে শরীআতের কী করিবার আছে। অথচ শরীআতে অসহায়দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে জোরালো নির্দেশ রহিয়াছে। আল্লামা লুধিয়ানুভী (রহ.) উক্ত গ্রন্থের ৬ঃ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, দাদা যদি নাতি-নাতনীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে চায় এবং নিজের সম্পদে তাহাদের অংশীদার প্রতিষ্ঠা করিতে চায় তাহা হইলে তাহার জন্য শরীআত দুইটি পন্থা খোলা রাখিয়াছে।

(১) মৃত্যুর অপেক্ষা না করিয়া সুস্থ থাকা অবস্থায় তাহাদেরকে যতখানি দেওয়ার ইচ্ছা করেন ততখানি লিখিতভাবে দিয়া দিবেন এবং নিজের জীবদ্দশায়ই উক্ত পরিমাণ তাহাদের দখলে দিয়া দিবেন।

(২) মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত করিয়া যাইবেন যাহাতে ইয়াতীম নাতি-নাতনীদেরকে স্বীয় ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ তাহাদের প্রদান করা হয়।

দাদা যদি নাতি-নাতনীদের প্রতি এতখানি অনুগ্রহ প্রদর্শন না করেন যে, নিজ জীবদ্দশায় কিছু লিখিয়া না দেন। কিংবা মৃত্যুর পর দেওয়ার জন্য ওসীয়ত না করিয়া যান তাহা হইলে ইনসাফ করিয়া বলুন, ইহা কাহার দোষ। শরীআতের কানূনের না-কি নিষ্ঠুর এই দাদার? আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪০২২) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

(৪০২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়া বিন বিসতাম আল-আয়শী (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা মীরাছের অংশীদারদেরকে তাহাদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ প্রদান কর। আসহাবুল ফুরুয (নির্ধারিত অংশ প্রাপ্য)দের অংশ প্রদান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তিদের প্রাপ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০২১ নং হাদীছে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০২৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ نَا وَقَالَ الآخَرَانِ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

(৪০২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, তোমরা সম্পদ মীরাছের অংশীদারদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক বন্টন কর। অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা (মৃতের) নিকটতম পুরুষ লোকদের প্রাপ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০২১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০২৪) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ.

(৪০২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 'আলা আবূ কুরায়ব হামদানী (রহ.) তিনি ... ইবন তাউস (রহ.) হইতে এই সনদে ওহায়ব ও রাওহ্ বিন কাসিমের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

باب مِيرَاثِ الْكَلاَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কালালাহ (নিঃসন্তান ও পিতা মাতাহীন মৃত ব্যক্তি)-এর মীরাছের বিবরণ

(৪০২৫) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ

(৪০২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ বিন বুকায়র নাকিদ (রহ.) তিনি ... হযরত যাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমি পীড়িত হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পদব্রজে আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমার উপর বেহুঁশী চড়াও হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করিলেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। আমি জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, অতঃপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করিব? তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। ইহার মধ্যে মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত يستفتونك الخ (মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানিতে চায়। কাজেই আপনি বলিয়া দিন। আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)-এর মীরাছ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ জানাইয়া দিতেছেন .... সূরা নিসা, ১৭৬) নাযিল হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كلالة শব্দের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। (১) জমহুর বলেন, 'কালালাহ' হইতেছে সেই ব্যক্তি, যাহার ছেলে-মেয়ে (فروع) এবং পিতা-মাতা (اصول) নাই। এই অবস্থায় তাহার ভাইয়েরা ওয়ারিছ হইবে। (২) 'কালালাহ' হইল ওয়ারিছদের নাম, যাহারা মৃত ব্যক্তির ছেলে কিংবা পিতা নহে।

কাজেই ভাইয়েরাই 'কালালাহ'। (৩) 'কালালাহ' হইল اسم مصدر ইহা الوراثة -এর অর্থে ব্যবহৃত। যখন মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকে না এবং পিতাও থাকে না। (৪) مال مورث (ত্যাজ্য সম্পদ)-এর নাম 'কালালাহ' যাহা এমন ব্যক্তি রাখিয়া গিয়াছে যাহার ছেলেও নাই এবং পিতাও নাই। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১৯-২০)

সারসংক্ষেপ ঃ বাপ-দাদা এবং সন্তান ছাড়া যেই ব্যক্তি (পুরুষ হউক কিংবা মহিলা) মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার ওয়ারিছ হিসাবে ভাই কিংবা বোন কিংবা উভয়কে রাখিয়া যায় তাহাকেই 'কালালাহ' বলে।

'কালালাহ' নামকরণ ঃ كلالة (কালালাহ) নামকরণের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেন, كلالة শব্দটি تكلل হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ পার্শ্ব। যেমন চাচার ছেলে। তাহাকে كلالة বলা হয়। কেননা, সে বংশের স্তম্ভ নহে; বরং এক পার্শ্ব। -তাকমিলা, ২, ২০)

ماشيين (উভয়ে পদব্রজে)। ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামাজিক মেলামেশায় অকৃত্রিম স্বভাবের বিষয়টি বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তাঁহার মহান চরিত্রে কোনরূপ বাহ্যিকতা ছিল না। -(তাকমিলা ২ঃ২১)

فاغمى على (আমার উপর বেহুঁশী চড়াও হইল)। اغمى শব্দটি مجهول হিসাবে همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর اغماء (বেহুঁশী) এবং الغشى (অচৈতন্যতা)-এর মধ্যে পার্থক্য হইতেছে الغشى এক প্রকার রোগ যাহা দীর্ঘ অচৈতন্যতার কারণে সৃষ্টি হয়। আর ইহা اغماء (বেহুঁশী) হইতে হালকা। আর اغماء এবং نوم ও جنون -এর মধ্যে পার্থক্য হইল اغماء এর মধ্যে عقل (জ্ঞান) পরাজিত হয় আর جنون (পাগল)-এর মধ্যে عقل (জ্ঞান) বঞ্চিত হয় এবং نوم (নিদ্রা)-এর মধ্যে عقل (জ্ঞান) আচ্ছাদিত হয়। -(তাকমিলা, ২, ২১)

ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ (অতঃপর আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সালিহীনের اثار (অবশিষ্ট চিহ্ন) দ্বারা বরকত লাভ এবং শেফার আশা করা জায়িয। -(তাকমিলা, ২, ২১)

مِنْ وَضُوئِهِ (উদ্বৃত্ত পানি) وضو শব্দটি و বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ সেই পানি যাহা দ্বারা উযূ করা হয়। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা সেই সকল লোক দলীল পেশ করেন যাহারা বলেন ব্যবহৃত পানি পাক। ইহার জবাবে আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ১ঃ৮৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে থাকা অবশিষ্ট পানি তাহার উপর ছিটাইয়া দিয়াছিলেন। কাজেই আলোচ্য হাদীছ তাহাদের পক্ষে দলীল হয় না। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উযূতে ব্যবহৃত পানি তাহার উপর ছিটাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইহার দুই অবস্থা হইবে। প্রথমতঃ এই সম্ভাবনা রহিয়াছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই উযূ قربة (নেক কর্ম যাহা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়)-এর নিয়্যতে ছিল না। আর قربة -এর নিয়্যত ব্যতীত কৃত উযূর ব্যবহৃত পানি (ماء مستعمل) পাক। ইহাতে কাহারও মতানৈক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যবহৃত পানি অন্যান্য লোকদের ব্যবহৃত পানির সহিত কিয়াস করা চলে না। কেননা, উলামাগণের এক বিরাট জামাআতের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর فضلات (ঘাম ও থুথু প্রভৃতি) পবিত্র। কাজেই তাঁহার উযূতে ব্যবহৃত পানির হুকুম কী হইবে? পাক-ই হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২, ২১)

বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ দুই হাদীছে সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে حتى نزلت اية الميراث : يستفتونك (ইহার মধ্যেই মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত يستفتونك الخ নাযিল হইল)। ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, হযরত জাবির (রাযিঃ)ই মীরাছ সংক্রান্ত আয়াতটি يستفتونك الخ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা পরবর্তী রিওয়ায়তের বিপরীত হয়। উক্ত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত يوصيكم الخ নাযিল হইয়াছে। এই বৈপরীত্যের সমন্বয়ে আল্লামা হাফিয (রহ.) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে লিখেন যে, হযরত

জাবির (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়তে শুধু حتى نزلت اية الميراث (ইহার মধ্যেই মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হইল) অংশই محفوظ (সংরক্ষিত)। তিনি ইহার তাফসীরে কিছুই বলেন নাই। তবে ইহার তাফসীর يستفتونك الخ দ্বারা অতিরিক্ত বর্ণনা রাবী হযরত ইবন উয়াইনা (রহ.) পক্ষে করা হইয়াছে। আর তাহার বিপরীতে আগত রিওয়ায়তে রাবী ইবন জুরায়জ (রহ.) কর্তৃক উক্ত অংশের তাফসীরে يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ الخ। আয়াত খানা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই এই বৈপরীত্য হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর পক্ষ হইতে হয় নাই। তিনি এই ঘটনায় কোন আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহা নির্ধারিত না করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে। অতঃপর ইবন উয়াইনা এবং ইবন জুরায়জ (রহ.) উক্ত সংক্ষিপ্তকে বিস্তারিত বর্ণনায় আয়াতদ্বয়কে নির্ধারিত করিতে গিয়া এতদুভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হইয়া গিয়াছে। রাবী ইবন উয়াইনা (রহ.) বলিয়া দিলেন, মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা মর্ম সূরা নিসার শেষ আয়াত 'কালালাহ'-এর আয়াত খানা। আর তাহা হইতেছে يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ (মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানিতে চায়। কাজেই আপনি বলিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কালালাহ-এর মীরাছ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ জানাইয়া দিতেছেন ...। সূরা নিসা ১৭৬) আর আগত রিওয়ায়তে রাবী ইবন জুরায়জ (রহ.) বলেন, মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা মর্ম সূরা নিসা প্রথম অংশের আয়াত। আর তাহা হইতেছে يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ الخ (আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন .... (সূরা নিসা ১১)। সুতরাং এইভাবেই এতদুভয় রিওয়ায়তের মধ্যে সমন্বয় হইবে। -(তাকমিলা, ২, ২২)

(৪০২৬) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِى بَنِى سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِى لاَ أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

(৪০২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পদব্রজে বনূ সালামায় আমাকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনিতে বলিলেন। তারপর তিনি উযূ করেন। অতঃপর তিনি উহা হইতে কিছু পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। তখন আমি জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। অতঃপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করিব? তখন নাযিল হয় يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ الخ (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন। একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান। -সূরা নিসা ১১)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার হিকমত

মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাত তথা মানব জাতিকে নারী-পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, একে অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী ও পরস্পরকে পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পারস্পরিক দায়িত্বভার গ্রহণের ক্ষেত্রে উপযোগিতার বিবেচনা পুরুষ-নারীকে এক ধরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, রোযী-রোজগার, আয়-উপার্জন, মৃতের কাফন-দাফন, পারিবারিক রীতিনীতি পালন,

জীবিত পিতা-মাতা, ছোট ভাইবোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার তত্ত্বাবধান, খোরপোষ, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির সমূহ ব্যয়-ভারের আইনী দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা পুরুষের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। নারীদের জন্য করা হয় নাই। কারণ তাহারা পূর্ণাঙ্গভাবে এই সকল কর্ম সম্পাদনের উপযোগী নহে। ফলে তাহাদের দায়িত্ব পিতা, স্বামী এবং সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাহাদের সম্পদের প্রয়োজন হয় না। তাহা সত্ত্বেও ইসলামী নিরাপত্তা বিধান কল্পে তাহাদেরকে মীরাছ সম্পদে পুরুষের অর্ধেকের মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ তাহার উপর অর্থনৈতিক দায়িত্বভার চাপানো হয় নাই। এমনকি স্বীয় স্বামী কিংবা সন্তানদের জন্য খরচ করাও তাহার উপর ওয়াজিব করা হয় নাই। তাহারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহাদেরকে প্রদান করে তবে সদকার ছাওয়াব পাইবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে একশ্রেণীর মুক্ত বুদ্ধিজীবী মহিলাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়ার পক্ষপাত করিতেছেন। এমন কি তাহাদেরকে মীরাছ সম্পদে পুরুষদের সমান দেওয়ার কথা বলিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য প্রতারণার মাধ্যমে মহিলাদের সমর্থন আদায় করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অন্যথায় যাহারা এই ধরণের কথা বলিতেছেন তাহাদের ব্যাপারে সঠিক তদন্ত করিলে দেখা যাইবে যে, তাহারা ইসলামী শরীআতে প্রদত্ত মীরাছের অংশই যথাযথভাবে তাহাদের মেয়েদের কিংবা বোনদেরকে প্রদান করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম মুক্ত বুদ্ধিজীবী-গণকে কুরআন মজীদের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন এবং হিদায়তের তৌফিক দিন। -(অনুবাদক)

(৪০২৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(৪০২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর আল-কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অসুস্থ অবস্থায়) আমাকে দেখিতে তশরীফ আনেন। আমি খুবই পীড়িত ছিলাম। আর তাঁহার সহিত ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। তাঁহারা উভয়ই পদব্রজে আগমন করেন। তিনি আমাকে তখন অজ্ঞান অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটাইয়া দেন। আমি জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইলাম। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করিব? তখন আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০২৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ.

(৪০২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি রোগে অজ্ঞান ছিলাম। তিনি উযূ করিলেন অতঃপর তাঁহার উযূর পানির কিছু অংশ উপস্থিত সাহাবীগণ আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। আমি জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। অতঃপর আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কালালাহ অবস্থায় আমার মীরাছ বন্টন হইবে। অতঃপর মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (শু'বা (রহ.) বলেন) তখন আমি মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.)কে বলিলাম, তাহা হইলে يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ (মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানিতে চায় অতএব, আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাছ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ জানাইয়া দিতেছেন ...। সূরা নিসা ১৭৬) আয়াত খানা। তিনি (জবাবে) বলিলেন, অনুরূপই অবতীর্ণ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اِنَّمَا يَرِثُنِى كَلَالَةٌ (কালালাহ অবস্থায় আমার মীরাছ বন্টন হইবে)। হাদীছের এই অংশ দ্বারা সেই সকল বিশেষজ্ঞ দলীল পেশ করেন যাহারা বলেন, 'কালালাহ' مورث (মৃত ব্যক্তি)-এর নাম নহে; বরং وارث (উত্তরাধিকারী)-এর নাম। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত অনুচ্ছেদের প্রথমে দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, এই স্থানে কালালাহ দ্বারা হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বোন সকল মর্ম। -(তাকমিলা, ২, ২৬)

هكذا انزلت (অনুরূপই নাযিল হইয়াছে)। হযরত জবির (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 'কালালাহ'-এর মীরাছের ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিবার পরিপ্রেক্ষিতে মীরাছ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। হাদীছের রাবী হযরত শু'বা (রহ.) স্বীয় শায়খ হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর ঘটনায় অবতীর্ণ আয়াত খানা কি সূরা নিসার শেষ আয়াত يَسْتَفْتُوْنَكَ الخ হইতে শেষ পর্যন্ত। জবাবে হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.) বলিলেন, অনুরূপই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহ.) হযরত শু'বা (রহ.)-এর কথাকে সত্যায়িত করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর অভিমতের তায়ীদ হয়। -(তাকমিলা, ২, ২৬)

(৪০২৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح قَالَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ.

(৪০২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.)। তাহারা সকলেই শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ওহাব বিন জারীর (রহ.)-এর হাদীছে আছে 'ফরায়িয'-এর আয়াত নাযিল হইল। আর রাবী নযর ও আকাদী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে ফারয-এর আয়াত নাযিল হইল। কিন্তু তাহাদের কাহারও বর্ণিত রিওয়ায়তে 'শু'বা (রহ.) মুনকাদিরকে বলিলেন' কথাটি নাই।

(৪০৩০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ نَا هِشَامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ

مَا أَغْلَظَ لِى فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِى صَدْرِى وَقَالَ "يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِى فِى آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ". وَإِنِّى إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِى بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

(৪০৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ বিন মুসান্না (রহ.) তাহারা ... মা'দান বিন আবূ তালহা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) জুমুআর দিন খুতবা দেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ করিলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এরও উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার পরে এমন কোন মাসআলা রাখিয়া যাইব না, যাহা আমার নিকট 'কালালাহ'-এর মাসআলা হইতে অধিক জটিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আর কোন বিষয় নিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করি নাই। যেমন বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি 'কালালাহ' সম্পর্কে। আর তিনিও আমাকে অন্য কোন বিষয়ে এমন কঠোরতা দেখান নাই যেমন কঠোরতা দেখাইয়াছেন এই বিষয়ে। এমনকি তিনি তাঁহার মুবারক আঙ্গুল আমার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া ইরশাদ করিলেন, হে উমর! গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার শেষ আয়াত কি তোমার জন্য যথেষ্ট নহে? হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আর আমি যদি জীবিত থাকি তাহা হইলে 'কালালাহ' সম্পর্কে এমন পরিষ্কার ফায়সালা করিব যাহার ব্যাপারে এমন কোন ব্যক্তির মতানৈক্য থাকিবে না যে কুরআন পড়ে আর যে কুরআন পড়ে না। (অর্থাৎ কোন ব্যক্তিরই মতানৈক্য থাকিবে না।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمَ جُمُعَةٍ (জুমুআর দিন)। আর ইহা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)-এর জীবনের শেষ জুমুআর দিনের খুতবা ছিল। -(তাকমিলা, ২ঃ২৭)

وَمَا أَغْلَظَ لِى فِى شَىْءٍ (আর তিনি আমাকে অন্য কোন বিষয়ে এমন কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই যেমন কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন এই বিষয়ে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযিঃ)-এর প্রতি এই আশংকায় কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, হয়ত তিনি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ফকীহগণ কেবল صريح نص (স্পষ্ট নস-এর) উপর ভরসা করিয়া থাকিবে এবং তাহারা নসসমূহ হইতে استنباط (মাসআলা উদ্ভাবন) করা ছাড়িয়া দিবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (আর যদি সেইগুলি পৌঁছাইয়া দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাহাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইত সেই সকল বিষয়, যাহা তাহাতে রহিয়াছে অনুসন্ধান করার মত। -(সূরা নিসা, ৮৩) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাসআলা উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক (واجب) জরুরী বস্তু। কেননা, نصوص صريحة (স্পষ্ট নসসমূহ) নতুন নতুন মাসআলার তুলনায় অনেক কম। যদি ইস্তিমবাত তথা মাসআলা উদ্ভাবন ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক গুরুত্ব পূর্বে বিষয়ে ফায়সালা কঠিন হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২, ২৭)

أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ (গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াত কি তোমার জন্য যথেষ্ট নহে)? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূরা নিসার শেষ আয়াত গ্রীষ্মকালে নাযিল হইয়াছিল। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) স্বীয় 'মুআলিমুস সুনান' গ্রন্থের ৪ঃ১৬২ পৃষ্ঠায় বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা 'কালালাহ' সম্পর্কে দুইটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন। এতদুভয়ের একটি শীতকালে। আর তাহা হইতেছে সূরা নিসার ১২ নং আয়াত, যাহাতে 'কালালাহ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর অপর আয়াত নাযিল করেন গ্রীষ্মকালে। আর তাহা হইতেছে সূরা নিসার শেষ আয়াত। আর এই গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতে এমন বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যাহা শীতকালে অবতীর্ণ আয়াতে নাই। -(তাকমিলা, ২, ২৮)

يَقْضِى بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (যে কুরআন পড়ে আর যে পড়ে না কাহারও মতানৈক্য থাকিবে না)। আর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ১ ঃ ১৪ পৃষ্ঠায় হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি কাতাদাহ (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত আছে فساقضى فيها بقضاء يعلمه من يقرو من لا يقر (হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি অচিরেই এই বিষয়ে এমন ফায়সালা করিব যাহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে যে পড়ে আর যে পড়ে না)। আর উক্ত গ্রন্থের ১ ঃ ৪৮ পৃষ্ঠায় হযরত সাঈদ বিন আবী উরওয়া (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত আছে যে, اقضى فيه اقضية لا يختلف فيها احد يقرأ القران او لا يقرأ القران (আমি এই বিষয়ে এমন ফায়সালা করিব যাহার মধ্যে কাহারও ইখতিলাফ থাকিবে না যে কুরআন পড়ে আর যে কুরআন পড়ে না উভয়েই)। আর এতদুভয় রিওয়ায়তের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, انى سوف اقضى فى الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل ولا يختلف فيها احد (আমি অচিরেই কালালাহ সম্পর্কে এমন একটি ফায়সালা করিব যাহা প্রত্যেক আলিম এবং জাহিল বুঝিতে সক্ষম হইবে। আর এই বিষয়ে কাহারও কোন মতানৈক্য থাকিবে না)।

তাকমিলা গ্রন্থকার 'কালালাহ' সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মাসআলা মতানৈক্যসহ উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হইল।

(১) 'কালালাহ'-এর অর্থ, এই বিষয়ে অনুচ্ছেদের প্রথমে দৃষ্টব্য।

(২) 'কালালাহ'-এর হুকুম, যাহা দুইখানা আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে। (ক) আল্লাহ তা'আলা মীরাছের আয়াতে ইরশাদ করেন, وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (আর যেই পুরুষের ত্যাজ্য সম্পদ, তাহার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাইবে। আর যদি ততধিক থাকে, তাহা হইলে তাহারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হইবে ওসিয়্যতের পর, যাহা করা হয় কিংবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এই বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। -সূরা নিসা, ১২)

(খ) আর সূরা নিসার শেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۗ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানিতে চায়– অতএব, আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাছ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বলিয়া দিতেছেন– যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তাহা হইলে সে পাইবে তাহার ত্যাজ্য সম্পদের অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তাহা হইলে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। আর দুই বোন থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার ত্যাজ্য সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তাহা হইলে একজন পুরুষের অংশ দুই জন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হইবে বলিয়া আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলা হইলেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। -সূরা নিসা, ১৭৬)

প্রকাশ থাকে যে, ১ম আয়াতে 'কালালাহ'-এর বোনকে ছয় ভাগের একভাগ দেওয়া হইয়াছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে 'কালালাহ'-এর বোনকে অর্ধেক দেওয়া হইয়াছে। এই বৈপরীত্যের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, প্রথম আয়াতে اخيافى তথা কেবল মা শরীক (বৈপিতৃয়) ভাই-বোনের অংশ বর্ণনা করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে حقيقى (তথা সহোদর ভাই-বোন কিংবা علاتى তথা পিতা শরীক (বৈমাতৃয়) ভাই-বোনের অংশ বর্ণনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা, ২, ২৯-৩০)

কালালাহ-এর মীরাছ বন্টনের তরীকা নিম্নরূপ

كلالة এর ভাই-বোন দুইটি অবস্থায় হইয়া থাকে।

(১) اخيافى তথা কেবল মা শরীক (বৈপিতৃয়) ভাই-বোন। (২) حقيقى তথা সহোদর ভাই-বোন কিংবা علاتى তথা পিতা শরীক (বৈমাতৃয়) ভাই-বোন।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ اخيافى ভাই-বোন একজন হইলে ছয়ভাগের এক ভাগ (سدس) পাইবে। আর একাধিক অর্থাৎ দুই ভাই-বোন। কিংবা দুই ভাই কিংবা দুই বোন হইলে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ (ثلث) পাইবে। শুধু এই ক্ষেত্রে একজন পুরুষ (مذكر) দুই নারী (انثيين) এর সমান পাইবে না; বরং সমান পাইবে অর্থাৎ كلالة এর ক্ষেত্রে মা শরীক ভাই-বোন সমান পাইবে। ইহা ছাড়া মীরাছের সকল মাসআলায় একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান অংশ পাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ حقيقى (সহোদর) কিংবা علاتى (বৈমাতৃয়) ভাই-বোনের হুকুম হইল, ভাই হইলে সমুদয় সম্পদের মালিক হইবে আর বোন হইলে অর্ধেক সম্পদের মালিক হইবে। দুই কিংবা দুইয়ের অধিক বোন হইলে দুই তৃতীয়াংশ (ثلثان) সম্পদের ওয়ারিছ হইবে। আর যদি ভাই-বোন একাধিক হয় তাহা হইলে للذكر مثل حظ الانثيين ভিত্তিতে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান পাইবে। (ইহা কালালাহ-এর মীরাছ বন্টনের বিস্তারিত পদ্ধতি) আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪০৩১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪০৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... কাতাদাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ اٰخِرُ اٰيَةٍ أُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلَالَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'কালালাহ' সম্পর্কিত আয়াতই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত

(৪০৩২) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

(৪০৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরাম (রহ.) তিনি ... বারা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের সর্বশেষ যেই আয়াত নাযিল হয় তাহা হইল يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ (মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানিতে চায় অতএব, আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাছ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বলিয়া দিতেছেন ...। সূরা নিসা ১৭৬) তথা শেষ আয়াত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اٰخِرُ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ الخ (কুরআন মাজীদের সর্বশেষ যেই আয়াত নাযিল হয় তাহা হইল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ প্রকাশ্য যে, ইহাই কুরআন মজীদের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। কিন্তু সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত নির্ধারণে ভিন্ন ধরণের রিওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে হযরত বারা (রাযিঃ) উপর্যুক্ত রিওয়ায়ত ছাড়া অন্যান্য রিওয়ায়ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ইমাম বুখারী (রহ.) সূরা বাকারার তাফসীরের মধ্যে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বশেষ যেই আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহা হইল ايـة الربا (সূদ সম্পর্কিত আয়াত)।

(২) আল্লামা তাবারী (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতেই রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বশেষে যেই আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহা হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ (ঐ দিনকে ভয় কর, যেই দিন তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাবর্তিত হইবে। -সূরা বাকারা, ২৮১)

(৩) আর নাসায়ী শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতেই বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষে যেই আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহা হইতেছে اذا جاء نصر الله (যখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য ...) শেষ পর্যন্ত।

(৪) হাকিম (রহ.) স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াত হইল لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (তোমাদের কাছে আসিয়াছে তোমাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল। -সূরা তাওবা, ১২৮) সূরার শেষ পর্যন্ত।

(৫) ইবন জারীর তাবারী (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, হযরত মুআবিয়া বিন আবী সুফয়ান (রাযিঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন যে, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ (অতএব, যে ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে। -সূরা কাহ্‌ফ, ১১০) এবং বলিলেন, নিশ্চয়ই ইহা কুরআন মাজীদের সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াত।

(৬) ইমাম ইবন মারদুইয়া (রহ.) হযরত মুজাহিদ (রহ.) সূত্রে হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বশেষে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে যে, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى (অতঃপর তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের দু'আ (এই বলিয়া) কবূল করিয়া নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তাহা সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক। -সূরা আলে ইমরান, ১৯৫) শেষ পর্যন্ত।

যাহা হউক প্রকাশ্য যে, শেষের দুই রিওয়ায়ত দ্বারা মর্ম হইল যে, এতদুভয় আয়াতকে অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয় নাই। আর কতক সাহাবী (রাযিঃ) হইতে প্রমাণিত আছে যে, তাহারা অনুরূপ ব্যাপক কথা দ্বারা সেই সকল মুহকাম আয়াত মর্ম নিয়া থাকেন যাহার হুকুম মানসূখ হয় নাই। যেমন ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, এই আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ (যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তাহার শাস্তি জাহান্নাম। -সূরা নিসা, ৯৩) সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে এবং ইহাকে অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয় নাই। (আর ইহা কতলের হুকুম সম্পর্কীয় যাবতীয় আয়াতে শেষ আয়াত)

হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত শেষ রিওয়ায়তে মর্ম হইতেছে যে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহিলাদের কথা উল্লেখ করেন নাই। তখন নাযিল হইল (১) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ (আর তোমরা আকাঙ্খা করিও না এমন সকল বিষয়ে যাহাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। –সূরা নিসা, ৩২) (২) اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ (নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী। -সূরা আহযাব, ৩৫) এবং (৩) এই আয়াত নাযিল হইল। فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى (অতঃপর তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের দু'আ (এই বলিয়া) কবূল করিয়া নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তাহা সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক। -সূরা আলে ইমরান, ১৯৫)। কাজেই ইহা তিন আয়াতের মধ্যে শেষে

নাযিলকৃত আয়াত। আর ইহা على الاطلاق (সর্বদিক বিবেচনায়) শেষ আয়াত নহে; বরং মহিলাদের ব্যাপারে যেই তিনটি বিষয়ের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ইহা সেইগুলির শেষ আয়াত।

আর প্রথম দুই রিওয়ায়তের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, রিবা তথা সূদ সম্পর্কিত আয়াত وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا (এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তাহা পরিত্যাগ কর। -সূরা বাকারা ২৭৮) এবং আল্লাহ তাআলার ইরশাদ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ (ঐ দিনকে ভয় কর, যেই দিন তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাবর্তিত হইবে। -সূরা বাকারা, ২৮১) এতদুভয় আয়াত একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হইয়াছে ফলে প্রত্যেকটির উপর ‘সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত’ প্রয়োগ হয়। তবে اية الرباء (রিবা সম্পর্কিত আয়াত), اية الكلالة (কালালাহ সম্পর্কিত আয়াত), لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (তোমাদের কাছে আসিয়াছে তোমাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল। -সূরা তাওবা, ১২৮) শেষ পর্যন্ত এবং সূরা নসর-এর মধ্যে বৈপরীত্যের সমন্বয়ে আল্লামা কাযী আবূ বকর (রহ.) স্বীয় الانتصار গ্রন্থে বলেন, এই সকল বিরোধপূর্ণ রিওয়ায়তের কোনটিই সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত নহে; বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ ইজতিহাদ কিংবা প্রবল ধারণা মুতাবিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের দিন কিংবা ওফাতের সামান্য পূর্বে যাহারা তাঁহার পবিত্র যবান হইতে যেই আয়াত শ্রবণ করিয়াছেন সেইটাকেই সর্বশেষ আয়াত বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কিংবা ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, সর্বশেষ যেই আয়াত নাযিল হইয়াছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইগুলিকে তাহার আগের অবতীর্ণ আয়াতের সহিত তিলাওয়াত করিয়াছেন। অতঃপর পূর্বেরগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পর পরেরগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার হুকুম দিয়াছেন। ফলে পরে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এইগুলিই নাযিলকৃত শেষ আয়াত। -(তাকমিলা, ২:৪০-৪১)

(৪০৩৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةٌ.

(৪০৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশশার (রহ.) তাহারা ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা বিন আযিব (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হইল কালালাহ-এর আয়াত এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হইল সূরা বারাআত (তওবা)।

(৪০৩৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.

(৪০৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা হইল সূরা তাওবা (বারাআত) আর সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হইল কালালাহ-এর আয়াত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اٰخِرَ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ تَامَّةً سُوْرَةُ تَوْبَةِ (সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা হইল সূরা তাওবা (বারাআত))। ইহার বিপরীতে নাসায়ী শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হইল اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ الخ (অর্থাৎ সূরা কাউছার)। ইহা সমন্বয়ে উহাই বলা হইবে যাহা আল্লামা বায়হাকী (রহ.) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকেই নিজস্ব ইজতিহাদ কিংবা প্রবল ধারণা মুতাবিক হুকুম দিয়াছেন। ইমাম তাহাভী

(রহ.) হযরত বারা (রাযিঃ)-এর অভিমতকে খন্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, হাজ্জাতুল বিদার পূর্বে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) লোকদের নিয়া হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা তাওবা তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এই সূরা খানি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করিয়া লোকদের শুনাইয়াছিলেন। আর ইহার পরও সূরা এবং আয়াত নাযিল হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সূরা মায়িদার আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ (আজ তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম) হাজ্জাতুল বিদায় নাযিল হইয়াছিল। অধিকন্তু হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে প্রমাণিত আছে যে, সূরা মায়িদা সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা। অতঃপর হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ)-এর কওল দ্বারা প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরা তাওবা এক সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে। অথচ মুহাককিকীন (রহ.) ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়া বলেন যে, এই সূরার কতক আয়াত পৃথকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই হযরত বারা (রাযিঃ) নিজ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বলিয়াছেন পূর্ণ সূরা একসাথে অবতীর্ণ হইয়াছে। আর কতক আয়াত যে পৃথকভাবে নাযিল হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা, ২ ঃ ৪২)

(৪০৩৫) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ قَالَ نَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً.

(৪০৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলেন যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা। (অর্থাৎ تامة এর স্থলে كاملة শব্দ রিওয়ায়ত করিয়াছেন)

(৪০৩৬) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.

(৪০৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত يَسْتَفْتُوْنَكَ الخ -

بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি সম্পদ রাখিয়া যাইবে তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য

(৪০৩৭) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ". فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

(৪০৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যদি এমন লাশ নিয়া আসা হইত যাহার উপর ঋণ রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, সে কি তাহার ঋণ পরিশোধের জন্য ঐ পরিমাণ সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে যাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যাইতে পারে? যদি জানানো হইত যে, সে ঋণ পরিশোধ করিবার পরিমাণ সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে

তাহা হইলে তিনি তাহার জানাযা পড়াইতেন। অন্যথায় বলিতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়াইয়া দাও। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সম্পদের প্রাচুর্যের পথ খুলিয়া দেন তখন তিনি বলেন যে, আমি মুমিনদের জন্য তাহাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী। কাজেই যেই ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাইবে তাহার সেই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যেই লোক সম্পদ রাখিয়া যাইবে উহা তাহার ওয়ারিছদের প্রাপ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়াইয়া দাও)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নামায না পড়াইবার কারণ হইতেছে যে, সে নাজায়িয কাজের জন্য কর্জ করিয়াছিল। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণদার ব্যক্তির জানাযার নামায এই জন্য পড়ান নাই যাহাতে জীবিত লোকদের অন্তরে এই ভয় হয় যে, যদি ঋণ পরিশোধ না করিয়া মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়াইবেন না। তাই সে জীবদ্দশায় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। আর ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। অতঃপর ইসলাম বিজয় হইলে তাহা মানসূখ হইয়া যায়। -(তাকমিলা, ১ম ৪৩, নওয়াভী ২য়, ৩৫)

فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ (তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর) আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, নিঃস্ব মৃত ব্যক্তির ঋণ স্বীয় মাল দ্বারা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। আর কেহ বলেন, বায়তুল মাল হইতে আদায় করিয়া দিতেন। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অনুরূপ করা ওয়াজিব। উমদাতুল কারী ৫ঃ৬৮০ -(তাকমিলা, ১ঃ৪৪)

(৪০৩৮) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ نَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ.

(৪০৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪০৩৯) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِى وَرْقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلاَهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ ".

(৪০৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, সেই মহান সত্তার কসম যাঁহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ-এর প্রাণ। জমিনের উপর এমন কোন মুমিন নাই যাহার সর্বাপেক্ষা নিকটতম ব্যক্তি আমি নই। কাজেই যেই ব্যক্তি ঋণ কিংবা নিঃসম্বল পরিজন রাখিয়া যাইবে আমি তাহার অভিভাবক। আর তোমাদের কেহ যদি সম্পদ রাখিয়া যায় তাহা হইলে সেই সম্পদ তাহার নিকটাত্মীয় পাইবে। সে যে-ই হউক না কেন?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ বাক্যের অর্থ ليس على الارض مؤمن (পৃথিবীর উপর এমন কোন মুমিন নাই) বাক্যে ان শব্দটি نافيه এবং من শব্দটি অতিরিক্ত। -(তাকমিলা, ১ঃ৪৬)

(৪০৪০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ".

(৪০৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এইগুলি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কয়েকখানা হাদীছ বর্ণনা করেন। উহার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব মুতাবিক অন্য সকল লোক অপেক্ষা আমি মুমিনদের সর্বাধিক নিকটবর্তী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি ঋণ কিংবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যায় আমাকে বলিবে, আমি তাহার অভিভাবক। আর তোমাদের মধ্যে যে সম্পদ রাখিয়া যায়, তাহার সম্পদের ওয়ারিছ হইবে তাহার নিকটাত্মীয় যে-ই থাকুক।

(৪০৪১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا"

(৪০৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল-আম্বরী (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি সম্পদ রাখিয়া যায়, উহা তাহার ওয়ারিছদের প্রাপ্য। আর যেই ব্যক্তি নিঃসম্বল পরিবার-পরিজন রাখিয়া যায়, তাহারা আমাদের দায়িত্বে।

(৪০৪২) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ نَا غُنْدَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ "وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ وَلِيتُهُ".

(৪০৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী গুনদার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, আর যেই ব্যক্তি নিঃসম্বল পরিবার-পরিজন রাখিয়া যায়, আমি হইব তাহাদের অভিভাবক।

كِتَابُ الْهِبَاتِ

অধ্যায় ঃ হিবা সম্পর্কে

هبه আর وهب শব্দটি هبه শব্দের বহুবচন। باب فتح এর- مصدر যাহার مادة (মূল) الهبات শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল ايصال الشئ الى الغير بما ينفعه سواء كان مالا او غيره (কোন বস্তু অপর কাহাকেও উপকারের লক্ষ্যে দান করা, চাই উহা সম্পদ হউক কিংবা অন্য কিছু)। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِيْ (কাজেই আপনি নিজের পক্ষ হইতে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে। -সূরা মারইয়াম, ৫-৬) আর هبه কে موهوب নামে নামকরণ করা হইয়াছে। আর শরীআতের পরিভাষায় الهبة هى تمليك العين بلا عوض اى بلا شرط عوض (হেবা হইল, কোন রকম বিনিময় ব্যতীত সম্পদের মালিক হওয়া) অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিনিময়ের শর্ত ব্যতীত মালের মালিক হওয়া। -(হাশিয়ায়ে হিদায়া, ৩য় খণ্ড, ২৮৩ পৃ.)

بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষকে কোন কিছু দান করিবার পর গ্রহীতার নিকট হইতে পুনরায় উক্ত বস্তু ক্রয় করা মাকরূহ-এর বিবরণ।

(৪০৪৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

(৪০৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি একটি দ্রুতগামী উত্তম ঘোড়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদ করিবার জন্য কোন একজন মুজাহিদকে) দান করি। কিন্তু সেই ব্যক্তি ঘোড়াটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিল না। আমার ধারণা হইল যে, সে উহা কম মূল্যে বিক্রি করিয়া দিবে। আমি এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি উহা ক্রয় করিবে না এবং নিজের সদকাকে ফিরাইয়া আনিবে না। কেননা, সদকা ফেরত নেওয়া ব্যক্তি সেই কুকুরের ন্যায় যে বমি করে তাহা আবার ভক্ষণ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ (আমি একটি (দ্রুতগামী উত্তম) ঘোড়া ....)। এই বাক্যে الحمل শব্দটি التصدق (সদকা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর এই ঘোড়াটির নাম 'ওয়ারদ' ছিল। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেন, واهدى تميم الدارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له الورد - فاعطاه عمر - فحمل عليه عمر رضى الله عنه فى سبيل الله - فوجده يباع (তামীমে দারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি ঘোড়া হাদিয়া হিসাবে প্রদান করেন।

ইহাকে ‘ওয়ারদ’ বলা হইত। অতঃপর তিনি উক্ত ঘোড়াটি হযরত উমর (রাযিঃ)কে দান করেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) এই ঘোড়াটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য কোন একজন মুজাহিদকে সদকা করিয়া দেন। (কিন্তু ঘোড়া প্রাপ্ত উক্ত মুজাহিদ ঘোড়াটি যথাযথভাবে লালন-পালন ও যত্ন নিতে অক্ষম হওয়ায়) সে উহা বিক্রি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল)। -(তারকাতে ইবন সা’দ, ১ম, ৪৯০ পৃ.)

عتيق শব্দের ব্যাখ্যায় শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الفرس النفيس الجواد السابق (দ্রুতগামী উত্তম ঘোড়া)। আর হাফিয (রহ.) স্বীয় ‘আল-ফাতহ’ গ্রন্থের ৫ম, ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অগ্রগামী সম্মানিত বস্তুকে عتيق বলা হয়। -(তাকমিলা, ২য়, ৫০)

فى سبيل الله (আল্লাহ তা’আলার রাস্তায়)। হাফিয (রহ.) বলেন, উক্ত ঘোড়াটি এক ব্যক্তিকে সদকার মাধ্যমে মালিক করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে সে উহার সাহায্যে আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় জিহাদ করে। আর যদি উহা আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় ওয়াকফ করিবার উদ্দেশ্যে সদকা করিতেন তাহা হইলে উহা বিক্রি করা জায়িয হইত না। -(তাকমিলা ২ঃ৫১)

فاضاعه صاحبه (কিন্তু সেই মুজাহিদ ব্যক্তি ঘোড়াটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিল না)। অর্থাৎ উহা রক্ষণাবেক্ষণে সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারিল না এবং উহাকে যথাযথভাবে পানাহার দানে এবং লালন-পালনে অক্ষম হইল। আর কেহ কেহ বলেন, ইহার কদর বুঝিতে পারে নাই তাই সে উহা উপযুক্ত মূল্যের কমে বিক্রি করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে, ঘোড়াটি যেই উদ্দেশ্যে তাহাকে সদকা করা হইয়াছিল সেই কাজে ব্যবহার না করিয়া অন্য কাজে ব্যবহার করিতেছিল। তবে প্রথম ব্যাখ্যা অধিক স্পষ্ট। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৫১)

برخص (কম মূল্যে ...)। رخص শব্দটি ر বর্ণে পেশ এবং خ বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহা الغلاء (চড়া মূল্য)-এর বিপরীত শব্দ। অর্থাৎ بثمن رخيص (সস্তা দরে ...)

لا تعد فى صدقتك (নিজের সদকাকে ফেরত নিও না)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর আলোচ্য হাদীছের আলোকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করা মাকরূহ বলেন। আর ইহা ইমাম মালিক, কুফীঈন, শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত। চাই ফরয সদকা হউক কিংবা নফল সদকা। আর কেহ যদি নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করে তবে বিক্রয় ফাসিদ হইবে না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তাহাদের মতে মাকরূহ দ্বারা মাকরূহে তানযিহী মর্ম। আর আল্লামা ابن المنذر (রহ.) বলেন, ইমাম হাসান বাসরী, ইকরামা, রবীআ এবং আওযায়ী (রহ.) নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আর আল্লামা ابن القصار (রহ.) বলেন, এক সম্প্রদায় তথা আহলে যাহির বলেন, কাহারও জন্য নিজের সদকা ক্রয় করা জায়িয নাই। ক্রয় করিলে বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যাইবে।

আর জমহুরে উলামা (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন বস্তু সদকা করে অতঃপর উহা ওয়ারিছ সূত্রে তাহার কাছে আসে তবে ইহা ভোগ করা তাহার জন্য হালাল। হাদীছ শরীফে আছে, وقد جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى تصدقت على امى جارية وانها ماتت قال : وجب اجرك وردها عليك الميراث (এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মা-কে একটি বাঁদী (নফল সদকা হিসাবে) দান করিয়াছিলাম। এখন তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহার ছাওয়াব তোমার আমল নামায় লিখা হইয়া গিয়াছে আর এখন মীরাছ হিসাবে তোমার মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে)।

আল্লামা ইবন তীন (রহ.) বলেন, আহলে যাহির দলের কতক লোক বলেন, মীরাছ হিসাবেও উহা গ্রহণ করা মাকরূহ। তাঁহারা ইহাকে رجوع فى الصدقة (সদকা ফেরত নেওয়া)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহা তাহাদের ভুল। কেননা, ইহা তাহার মালিকানায় অনিচ্ছায় আসিয়াছে।

সারসংক্ষেপ ঃ সদাকাকৃত বস্তু যদি সদকাকারীর মালিকানায় অনিচ্ছায় আসিয়া যায়। যেমন মীরাছ সূত্রে, তাহা কাহারও মতে মাকরূহ নহে। শুধু কতক আহলে যাহির ব্যতিক্রম। আর যদি স্বল্পমূল্যে ক্রয়ের লালসায় ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রয় করে তাহা হইলে মাকরূহে তাহরিমী হইবে। কেননা, ইহা সদকার কিছু অংশ বিনিময় ব্যতীত ফেরত নেওয়া হইল। আর যদি সস্তা দরে ক্রয়ের লালসা ব্যতীত ক্রয় করে তাহা হইলে মাকরূহে তানযিহী হইবে। তবে সর্বাবস্থায় بيع (বিক্রয়) সহীহ হইবে। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৫২)

فان العائد فى صدقته (কেননা, সদকা ফেরত নেওয়া ব্যক্তি ...)। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এতদুভয় আলোচ্য হাদীছকে كتاب الهبه এবং كتاب الصدقة -এর মধ্যে সংকলন করার দ্বারা বুঝা যায় যে, এতদুভয় হযরাত حكم الرجوع (ফেরত নেওয়ার হুকুম)-এর বিষয়ে সদকা এবং হেবার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু হানাফীগণ সদকা এবং হেবা-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। কেননা, হানাফীগণের মতে সদকা ব্যাপকভাবে (مطلقا) ফেরত নেওয়া জায়িয নাই। -(উমদাতুল কারী, ৬ঃ৩০৫)। আর হেবা ফেরত নেওয়া জায়িয আছে, কাযীর ফায়সালার মাধ্যমে কিংবা হেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে। এ বিষয়ে ইনশা আল্লাহু তা'আলা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৪০৫৪ নং) হাদীছে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। -(তাকমিলা, ২ঃ৫২-৫৩)

(৪০৪৪) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ "لاَ تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ".

(৪০৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবদুর রহমান বিন মাহদী (রহ.) তিনি ... হযরত মালিক বিন আনাস (রাযিঃ) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তুমি উহা ক্রয় করিবে না। যদিও উহা তোমাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দিয়া দেয়।

(৪০৪৫) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ نَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

(৪০৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়া বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... হযরত উমর (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি ঘোড়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করেন। অতঃপর তিনি ঘোড়াটিকে উহার মালিকের কাছে দেখিতে পান যে, সে উহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে আর সেই লোকটি দরিদ্র ছিল। তাই তিনি উহা ক্রয় করিয়া নেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা ক্রয় করিবে না। যদিও সে উহাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দিয়া দেয়। কেননা, যেই ব্যক্তি নিজের প্রদত্ত সদকা ফিরাইয়া নেয় সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তাহা ভক্ষণ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০৪৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৪৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

(৪০৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন আসলাম (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী মালিক ও রাওহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ পূর্ণাঙ্গ ও অধিক নির্ভরযোগ্য।

(৪০৪৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

(৪০৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় একটি ঘোড়া সদকা করেন। অতঃপর তিনি উহা বিক্রি হইতে দেখেন। তখন তিনি উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা ক্রয় করিও না এবং তোমার প্রদত্ত সদকা ফিরাইয়া নিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০৪৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৪৮) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي ح، قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৪০৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) ... তাহারা হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪০৪৯) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ".

(৪০৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ) একটি ঘোড়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করেন। অতঃপর তিনি উহাকে বিক্রি হইতে দেখেন। তখন তিনি উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হে উমর! তোমার প্রদত্ত সদকা তুমি ফিরাইয়া নিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০৪৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

باب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ সদকা এবং হেবা দখলে চলিয়া যাওয়ার পর ফিরাইয়া আনা হারাম। তবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে দিলে উহা ফিরাইয়া নেওয়া হারাম নহে।

(৪০৫০) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ".

(৪০৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মূসা রাযী ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি নিজের প্রদত্ত সদকা ফিরাইয়া নেয় সেই ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এবং পুনরায় তাহার বমি নিজেই আহার করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৪০৪৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৫১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪০৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন 'আলা (রহ.) তিনি ... আওযায়ী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন (রহ.)কে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৪০৫২) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ نَا حَرْبٌ قَالَ نَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৪০৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাইর (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আমর (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইবন ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সনদে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ফায়দা

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو **(আবদুর রহমান বিন আমর) ইহা ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর নাম। -(তাকমিলা, ২য় ৫৬)** أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ **(ফাতিমা রাযি.-এর পুত্র)। ইহা দ্বারা মুহাম্মদ আল বাকির (রহ.) মর্ম। আর তাঁহাকে তাঁহার পিতার দাদীর সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা, ২য় ৫৬)**

(৪০৫৩) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو- وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ".

(৪০৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে সদকা করে অতঃপর উহা ফিরাইয়া আনে সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করিবার পর তাহার বমি সে নিজেই আহার করিয়া ফেলে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৪০৫৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৫৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".

(৪০৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, নিজের প্রদত্ত হেবা প্রত্যাহারকারী স্বীয় বমি পুনরায় ভক্ষণকারীর অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (নিজের প্রদত্ত হেবা প্রত্যাহারকারী স্বীয় বমি পুনরায় ভক্ষণকারীর ন্যায়)। আর আবূ দাউদ (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, وقال قتاده - لا نعلم القيئ الا حراما (আর কাতাদা (রহ.) বলেন, বমি ভক্ষণ করা হারাম বলিয়াই আমরা জানি)। ইহা দ্বারা সেই সকল লোক দলীল দিয়া থাকেন যাহারা বলেন, হেবা ফেরত নেওয়া ব্যাপকভাবে (مطلقا) নাজায়িয। সারকথা, সদকা ফেরত নেওয়া নাজায়িয হইবার বিষয়ে সকলেই একমত। তবে হেবা ফেরত নেওয়া সম্পর্কে ফকীহগণের মতানৈক্য আছে। আর এই মাসআলায় দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

(প্রথম) হেবাকারী স্বীয় প্রদত্ত হেবা ফেরত নেওয়া জায়িয নাই। কাযীর ফায়সালার মাধ্যমেও নহে এবং দ্বীনদারীর ভিত্তিতেও নহে। তবে কেবল পিতা স্বীয় সন্তানকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারিবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালিক (রহ.)-এর অভিমত। তাহা ছাড়া ইমাম তাউস ও ইকরামা (রহ.) অনুরূপ মত পোষণ করেন। -(উমদাতুল কারী ৬ঃ২৭৭)

(দ্বিতীয়) যেই ব্যক্তি রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোন কিছু হেবা করে তবে তাহার জন্য স্বীয় প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারিবে যদি موهوب له (হেবা গ্রহীতা) হইতে ইহার কোন বিনিময় গ্রহণ করিয়া না থাকেন। আর যেই ব্যক্তি রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়কে কোন কিছু হেবা করে তাহা হইলে সে স্বীয় প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারিবে না। চাই সে পিতা হউক কিংবা অন্য কেহ হউক। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ইসহাক, নাখয়ী এবং ছাওরী (রহ.)-এর মাযহাব। অধিকন্তু সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, উমর বিন আবদুল আযীয, শুরায়হ, আসওয়াদ, হাসান বাসরী এবং শা'বী (রহ.) অনুরূপ বলেন। আর ইহা হযরত উমর বিন খাত্তাব, আলী বিন সাবী তালিব, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবূ হুরায়রা এবং ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। -(উমদাতুল কারী ৬ঃ২৭৭) আর যদি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কিছু হেবা করে তাহা হইলে ইহার হুকুম রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়কে হেবা করার হুকুমের ন্যায়। কাজেই ইহাতে হেবা ফেরত নেওয়া জায়িয নাই।

উল্লেখ যে, হানাফীগণের মতে হেবা ফেরত নেওয়ার হক হয়তো কাযীর ফায়সালার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয় কিংবা موهوب له (হেবা গ্রহীতা)-এর সন্তুষ্টির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া অন্য কোনভাবে হেবা ফেরত নেওয়ার হক প্রতিষ্ঠা হয় না।

প্রথম অভিমতের প্রবক্তাগণের দলীল আলোচ্য হাদীছ এবং 'সুনানু আরবাআ'-এ হযরত ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত 'মারফু' হাদীছ ঃ لا يحل لرجل ان يعطى عطية - او يهب هبة ، فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده - ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ياكل ماذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه (কাহাকেও কোন কিছু দান করিয়া কিংবা হেবা করিয়া তাহা ফেরত নেওয়া কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নহে। তবে শুধু পিতা যাহা স্বীয় ছেলেকে দান করে (তাহা ফেরত

নেওয়া জায়িয আছে)। দান করিবার পর দান প্রত্যাহারকারী ব্যক্তির উদাহরণ সেই কুকুরের ন্যায় যে খায়, অতঃপর যখন তৃপ্তি সহকারে পেট পূর্ণ হয় তখন বমি করে তারপর স্বীয় বমি খাইয়া ফেলে)

দ্বিতীয় অভিমতের প্রবক্তা তথা হানাফীগণের দলীল ইবন মাজাহ গ্রন্থের বর্ণিত হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته مالم يثب منها (হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হেবাকারী ব্যক্তি হেবার অধিক হকদার। যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার বিনিময় গ্রহণ করে)।

আর রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়কে প্রদত্ত হেবা ফিরাইয়া আনা নাজায়িয হইবার দলীল হইতেছে যাহা হাকিম (রহ.) স্বীয় 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থের ২ঃ৫২ এবং দারা কুতনী (রহ.) স্বীয় 'সুনান' গ্রন্থের ৩ঃ৪৪ পৃষ্ঠায় হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন اذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها (রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হেবা ফিরাইয়া আনা যাইবে না)। আর পিতা কর্তৃক পুত্র হইতে হেবাকৃত বস্তু ফিরাইয়া আনা নাজায়িয হইবার বিষয়টি এই হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত। কেননা, সে ذى رحم محرم (রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়)।

<u>প্রথম অভিমতের প্রবক্তা তথা আয়িম্মায়ে ছালাছা (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব ঃ</u>

'সুনানু আরবাআ'-এ হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত মারফূ হাদীছে هبة الوالد (পিতা কর্তৃক পুত্রের হেবা)কে استثناء (ব্যতিক্রম) করা হইয়াছে। ইহার জবাবে হানাফীগণ বলেন, ইহা হেবা ফিরাইয়া আনা নহে; বরং পিতা হইবার কারণে পিতা স্বীয় পুত্রের মাল নিয়াছেন। আর পিতার জন্য পুত্রের মাল প্রয়োজনে ভোগ করা হালাল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন انت ومالك لابيك (তুমি এবং তোমার মাল সকলকিছুই তোমার পিতার)।

আর হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, এই হাদীছে رجوع فى الهبة (হেবা ফেরত নেওয়া) হারাম বুঝাইবার জন্য উপমা দেওয়া হয় নাই; বরং নিকৃষ্টতা ও মানব আচরণের খেলাফ হইবার বিষয়টি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার তায়ীদে কতক হানাফীয়া বলেন, বমি ভক্ষণ করা যদিও মানুষের জন্য হারাম, কিন্তু কুকুরের জন্য হারাম নহে। কেননা, কুকুর غير مكلف (শরীআতের হুকুমের আওতার বহির্ভূত) প্রাণী। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম رجوع فى الهبة (হেবা ফেরত নেওয়া)কে رجوع الكلب فى قيئه (কুকুর স্বীয় বমি পুনরায় ভক্ষণ করা)-এর সহিত উপমা (تشبيه) দিয়াছেন। رجوع الانسان فى قيئه (মানুষ স্বীয় বমি পুনরায় ভক্ষণ করা)-এর সহিত উপমা দেন নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হেবা ফেরত নেওয়া হারাম নহে; তবে মানবতার খেলাফ ঘৃণ্য স্বভাব বটে যাহা মাকরূহ।

সর্বাপেক্ষা সহীহ জবাব হিদায়া গ্রন্থকার দিয়াছেন যে, হানাফীগণের মতে কাযীর ফায়সালার মাধ্যমে رجوع فى الهبة (হেবা ফেরত নেওয়া) জায়িয। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ العائد فى هبته كالعائد فى قيئه (নিজের প্রদত্ত হেবা প্রত্যাহারকারী স্বীয় বমি পুনরায় ভক্ষণকারীর ন্যায়) দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়। আর এই মাকরূহ দ্বারা মাকরূহে তাহরিমা মর্ম। -(তাকমিলা, ২য়, ৫৭-৬২ সংক্ষিপ্ত)

(৪০৫৫) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪০৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... কাতাদাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪০৫৬) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

(৪০৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, নিজের হেবা ফেরত নেওয়া ব্যক্তি ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে অতঃপর সে নিজেই পুনরায় উহা ভক্ষণ করে।

بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الأَوْلاَدِ فِى الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হেবার ক্ষেত্রে এক ছেলেকে অপর ছেলের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

(৪০৫৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا". فَقَالَ لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَارْجِعْهُ"۔

(৪০৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রহ. বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন। অতঃপর তিনি আরয করেন যে, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি তোমার সকল পুত্রকে কি অনুরূপ দান করিয়াছ? তিনি জবাবে আরয করিলেন, না। তাহা হইলে তুমি তোমার দান ফিরাইয়া নাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (আমাকে সঙ্গে করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিবার কারণসমূহের আলোচনা অচিরেই আসিতেছে। তবে তাঁহার স্ত্রীর পক্ষ হইতে আবেদনকৃত দানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী বানাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। -(তাকমিলা, ২য়, ৬৭)

إِنِّى نَحَلْتُ (নিশ্চয় আমি দান করিয়াছি)। نحلا শব্দটি باب فتح হইতে نحلا মাসদার। ইহার অর্থ বিনিময় ব্যতীত কাহাকেও কিছু দান করা। আর النحلة শব্দটি ن বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ হয় العطية (দান)। -(তাকমিলা, ২য়, ৬৭)

غلاما كان لى (আমার একটি গোলাম (আমার এই ছেলেকে দান করিয়াছি))। অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে, বশীর বিন সা'দ (রাযিঃ) স্বীয় পুত্র নু'মান (রাযিঃ)কে যাহা দান করিয়াছিলেন তাহা একটি গোলাম ছিল। কিন্তু ইবন হিব্বান এবং তাবারাণী (রহ.) ইমাম শা'বী (রহ.) হইতে নকল করেন যে, ان النعمان خطب بالكوفة ۔ فقال ان والدى بشير بن سعد اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان عمرة بنت رواحة نفست بغلام وانى سميته النعمان ، وانها ابت ان تربيه حتى جعلت له حديقة من افضل مال هو لى و انها قالت اشهد النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل لك ولد غيره ۔ قال نعم قال لاتشهدنى الا على عدل ۔ فانى لا اشهد على جور (একদা হযরত নু'মান (রাযিঃ) কূফায় খুতবা দিলেন। অতঃপর বলেন, আমার পিতা বশীর বিন সা'দ (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন। (আমার স্ত্রী) আমরাহ বিনত রাওয়াহার একটি পুত্র সন্তান জন্ম হইয়াছে। আমি তাহার নাম নু'মান রাখিয়াছি। আর আমার উত্তম সম্পদ হইতে কোন বাগান নু'মানকে দান না করিলে সে (আমরাহ) তাহাকে লালনপালন করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

(অতঃপর বশীর (রাযিঃ) স্ত্রীর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নু'মানকে বাগান দান করিলেন। পরে তিনি বাগান ফেরত নেন। অতঃপর আমরাহ-এর পীড়াপীড়িতে এক-দুই বৎসর পর একটি গোলাম দান করিলেন।) কিন্তু (স্ত্রী) আমরাহ বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখিয়া হেবা করুন। (তখন স্ত্রীর কথামতে হযরত বশীর (রাযিঃ) ছেলেকে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই ছেলে ব্যতীত তোমার আর কোন ছেলে আছে কি? নু'মান (রাযিঃ) আরয করিলেন, জী হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ন্যায়ের উপর ব্যতীত আমাকে সাক্ষী করিও না। কারণ আমি যুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হই না)।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দানটি বাগানই ছিল। আর নু'মান (রাযিঃ) জন্মের পর পরই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইবন হিব্বান (রহ.) এই রিওয়ায়ত এবং আলোচ্য হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, ইহা একাধিক ঘটনা। কিন্তু তাহার মত সঠিক নহে। কেননা, বশীর বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর ন্যায় জলীলুল কদর সাহাবীর পক্ষে ইহা অসম্ভব যে, পূর্বের প্রদত্ত মাসআলা (তথা আমি যুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হই না) ভুলিয়া গিয়া পুনরায় দ্বিতীয়বার দানের মাসআলা নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইবেন। অতঃপর ইবন হাজার (রহ.) সালাফি সালিহীনের অনেকগুলি জবাব উল্লেখ করিয়া সর্বাধিক সহীহ জবাব নকল করিয়াছেন যে, হযরত আমরাহ (রাযিঃ) যখন ছেলেকে কিছু দান না করিলে তাহার প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিলেন তখন হয়ত বশীর (রাযিঃ) নিরূপায় হইয়া স্বীয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি বাগান হেবা করিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বাগানটি ফেরত নেন। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁহার হইতে বাগানটি অন্য কেহ হস্তগত করে নাই। এই কারণেই আমরাহ (রাযিঃ) এক-দুই বছর পর পুনরায় নিজের পক্ষ হইতেই বাগানের পরিবর্তে একটি গোলাম হেবা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তখন হযরত বশীর (রাযিঃ) একটি গোলাম হেবা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমরাহ (রাযিঃ) ইহা মানিয়া নিলেও আবার ফিরাইয়া নেওয়ার আশংকায় শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখিয়া হেবা করুন। যাহাতে ফিরাইয়া নেওয়ার সুযোগ না থাকে। আর এই শর্ত পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই হযরত বশীর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়াছিলেন। আর তাহা একবারই হইয়াছিল।

সারকথা হইতেছে, এই ঘটনায় কতক রাবী যাহা সংরক্ষণ করিয়াছেন অন্য রাবী তাহা সংরক্ষণ করেন নাই। কিংবা নু'মান (রাযিঃ) কখনও ঘটনার কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং অন্য সময় অপর অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই রাবীগণ যখন যে যতখানি শ্রবণ করিয়াছেন ততখানি রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ফতহুল বারী ৫ঃ১৫৬। -(তাকমিলা, ২য়, ৬৭-৬৮)

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا (তুমি তোমার সকল পুত্রকে কি অনুরূপ দান করিয়াছ)? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পিতার জন্য সমীচীন হইতেছে তিনি যেন স্বীয় সন্তানদের মধ্যে হেবা ও দান করিবার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখেন। অতঃপর ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে যে, ইহা কি পিতার উপর ওয়াজিব না কি মুস্তাহাব?

এক জামাআত ফকীহ বলেন, সন্তানদের মধ্যে হেবা ও দানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা পিতার উপর ওয়াজিব। আর ইহা তাউস, আতা বিন আবী রিবাহ, মুজাহিদ, ওরওয়া, ইবন জুরায়হ, নাখয়ী, শা'বী, ইবন শুবরুম্মা, আহমদ, ইসহাক, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম বুখারী এবং সকল আহলে যাহির (রহ.)-এর মত।

আর অপর এক জামাআত ফকীহ বলেন, পিতার উপর ইহা ওয়াজিব নহে; বরং মুস্তাহাব এবং বিপরীত করা মাকরূহ। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, মুহাম্মদ বিন হাসান, ছাওরী, লায়ছ বিন সা'দ, কাসিম বিন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ বিন মুনকাদির, শুরায়হ, জাবির বিন যায়েদ ও হাসান বিন সালিহ (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, যদি অন্যান্য সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সকল সন্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখা পিতার উপর ওয়াজিব। অন্যথায় উহা মুস্তাহাব।

ইমাম হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বীনদারীর ভিত্তিতে ওয়াজিব, কাযীর ফায়সালার ভিত্তিতে নহে। কেননা, কতক সন্তানকে কতকের উপর প্রাধান্য দেওয়া দ্বীনদারীর ভিত্তিতে জায়িয নহে, কাযীর ফায়সালার ভিত্তিতে জায়িয।

প্রথম মতের অনুসারী তথা ওয়াজিব হইবার প্রবক্তাগণের দলীল হইতেছে নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ করিতে বারণ করিয়াছেন। আর ইহার সাক্ষী হইতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাকে যুলুম বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। অতঃপর হেবা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়াছেন। আর ইহার প্রত্যেকটি ওয়াজিব হইবার উপর প্রমাণ বহন করে।

দ্বিতীয় মতের অনুসারী তথা মুস্তাহাব হইবার প্রবক্তাগণের দলীল (১) মুয়াত্তা গ্রন্থে ইমাম মালিক (রহ.)-এর হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে তিনি বলেন,

نحلنى ابو بكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة - فلما حضرته والوفاة قال والله يا بنيه - ما من الناس احد احب الى غنى بعدى منك - ولا اغز على فقرأ بعدى منك - وانى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا - فلو كنت حددتيه واحتزتيه لكان لك - وانما هو اليوم مال الوارث وانما هما اخواك و اختاك - ما قتسموه على كتاب الله -

এই আছার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কিছু হেবা করিবার ক্ষেত্রে অন্যান্য সন্তানদের উপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। কাজেই হেবার ক্ষেত্রে যদি সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব হইত তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে অন্যান্যদের হইতে অতিরিক্ত কিছু হেবা দ্বারা প্রাধান্য দিতেন না। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)ও উহা কবূল করিতেন না।

(২) আর ইমাম তহাভী (রহ.) প্রমুখ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁহার সকল সন্তানদের মধ্যে হযরত আসমা (রাযিঃ)কে কিছু অতিরিক্ত দান করিয়াছিলেন।

(৩) আর ইমাম তহাভী (রহ.) স্বীয় 'শরহে মাআনিল আছার' গ্রন্থের ২ঃ২০৪ পৃষ্ঠা সালিহ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) নিজ সন্তানদের মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে হযরত উম্মু কুলসূম (রাযিঃ)কে কিছু অতিরিক্ত অংশ প্রদান করিয়াছিলেন।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ও হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর আমলের উপর কেহ আপত্তি না করিবার কারণে বুঝা যায় ইহার উপর সাহাবাগণের সম্মতি ছিল। সুতরাং হেবার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নহে। ওয়াজিব হইলে সাহাবাগণ অবশ্যই আপত্তি করিতেন।

প্রথম মতের প্রবক্তাগণের দলীলের জবাব

নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের জবাব অধিকাংশ ফকীহগণ এইভাবে দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম হইবার কারণে বশীর বিন সা'দ (রাযিঃ)-কে হেবার ব্যাপারে নিষেধ করেন নাই; বরং মাকরূহ হইবার কারণে অপছন্দ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীছসমূহ ইহার উপর প্রমাণ বহন করে।

(১) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পরবর্তী ৪০৬৫ নং রিওয়ায়তে দাউদ বিন আবী হিন্দ (রহ.)-এর সূত্রে হযরত শা'বী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বশীর বিন সা'দ (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন فاشهد على هذا غيرى (তাহা হইলে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইহার সাক্ষী রাখ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা মাকরূহ গণ্য করিয়া সাক্ষী হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্যথায় ইহা যদি হারাম হইত তাহা হইলে অন্যকে ইহার সাক্ষী বানাইবার জন্য নির্দেশ দিতেন না। আর ইহা তদ্রূপ হইল যেমন কর্জদার মৃত ব্যক্তির জানাযার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা নামায পড়াইয়া দাও।

(২) আর দাউদ বিন আবী হিন্দ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত ৪০৫৬ নং হাদীছের শেষে আছে– অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি চাও যে, তাহারা সকলে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করুক? হযরত বশীর (রাযিঃ) বলিলেন, কেন না, নিশ্চয় চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে এইরূপ করিও না)। এই রিওয়ায়ত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, সদ্ব্যবহার তরকের আশংকায়ই সন্তানদের মধ্যে কাহাকেও প্রাধান্য দেওয়া অপছন্দ করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা হারাম প্রমাণ করে না।

(৩) আর এই ঘটনা হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিম শরীফে ৪০৬৭ নং হাদীছে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, وقال فليس يصلح هذا - وانى لا اشهد الا على حق (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে ইহা ঠিক হইবে না। আর ন্যায়ের উপর ব্যতীত আমি সাক্ষী হইব না)। স্পষ্ট যে, ইহা দ্বারাও কেবল মাকরূহ হওয়াই প্রমাণিত হয়।

(৪) হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হেবা পূর্ণভাবে করা হইয়াছিল না। তিনি বলেন, قالت امرأة بشير : انحل ابنى غلامك - واشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتنى ان انحل ابنها غلامى وقالت اشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (বশীর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী বলিলেন, তোমার একটি গোলাম আমার ছেলেকে দান কর এবং ইহার সাক্ষী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করুন। অতঃপর বশীর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়া আরয করিলেন, অমুকের মেয়ে আমার নিকট তাহার ছেলের জন্য একটি গোলাম চাহিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, ইহার সাক্ষী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাখ)। আর ইমাম তহাভী (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সূত্রে হুমায়দ এবং ইবন নু'মান (রহ.) হইতে, তাহারা নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, "আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। অতঃপর আমাকে নিয়া চলিলেন, এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পৌঁছিলেন। অতঃপর আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার ছেলেকে একটি গোলাম হেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি যদি তাহাকে প্রদানের অনুমতি দেন তাহা হইলে দিব।" ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত বশীর (রাযিঃ) স্বীয় হেবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতির উপর মুলতুবি রাখিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য যাহা কল্যাণকর তাহা করিতে ইশারা করিয়াছেন।

(৫) হযরত আবূ বকর, উমর ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) হইতে উল্লিখিত আছারের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) হযরত নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ)-এর বিষয়টিকে হারাম বলিয়া বুঝেন নাই। আর সাহাবাগণের আমল দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়।

(৬) কোন ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ নিজ সন্তানদের ছাড়া অন্যকে দান করিয়া দেওয়া জায়িয হইবার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা সকল সন্তানকে বঞ্চিত করা হয়। কাজেই সকল সন্তানকে যদি বঞ্চিত করা জায়িয হয় তাহা হইলে দুই এক জনকে বঞ্চিত করা তো জায়িয হইবে। -(তাকমিলা, ২য়, ৬৮-৭০)

فَارْجِعْهُ (তাহা হইলে তুমি উহা ফিরাইয়া নাও)। ইহা দ্বারা সেই সকল ফকীহ দলীল দিয়া থাকেন যাহারা বলেন, পিতার উপর স্বীয় সন্তানদের মধ্যে সমান সমান হেবা করা ওয়াজিব এবং কাহাকেও কিছু অংশ বেশী হেবা করা হারাম এবং এই প্রকারের হেবা বাতিল হইয়া যাইবে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরাইয়া নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

আর ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, এই প্রকারের হেবা সহীহ হইবে বটে, কিন্তু ইহা ফিরাইয়া নেওয়া ওয়াজিব।

আর ইমাম শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বীগণ এই নির্দেশকে ارشاد (সৎ পরামর্শ)-এর উপর প্রয়োগ করেন। আর তাহারা ইহা দ্বারা পিতা নিজ ছেলেকে যাহা হেবা করে তাহা ফেরত নেওয়া জায়িয হইবার উপর দলীল দিয়া থাকেন।

আর হানাফীগণ ইহার তাবীল করেন যে, এই হেবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতির উপর মুলতুবি (موقوف) ছিল। কাজেই আলোচ্য হাদীছ পিতা নিজ ছেলেকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নেওয়ার উপর দলীল হয় না। আর পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়কে প্রদত্ত হেবা ফেরত নেওয়া হারাম হইবার বিষয়ে দলীলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে।

আর যদি হেবা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আলোচ্য হাদীছ সেই বিষয়ের দলীল হইবে যে ইমাম কর্তৃক হেবাকারীর সেই হেবাকে ফেরত নেওয়ার হুকুম দিবেন যেই হেবার মধ্যে উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্য থাকে। -(তাকমিলা, ২য়, ৭২)

(৪০৫৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا. فَقَالَ "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَارْدُدْهُ".

(৪০৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে সঙ্গে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন। অতঃপর তিনি আরয করিলেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম হেবা করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার সকল সন্তানকে কি দান করিয়াছ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে উহা ফিরাইয়া নাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৫৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا "أَكُلَّ بَنِيكَ". وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ "أَكُلَّ وَلَدِكَ". وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ.

(৪০৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... সকলে ইমাম যুহরী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইউনুস ও মা'মার (রহ.)-এর রিওয়ায়তে أكل بنيك (তোমার সকল সন্তানকে কি ...?) এবং লায়স ও ইবন উয়ায়না (রহ.) এর রিওয়ায়তে أكل ولدك (তোমার সকল ছেলেকে কি ...?) রহিয়াছে। আর মুহাম্মদ বিন নু'মান ও হুমায়দ বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে লায়ছ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে ان بشيرا جاء بالنعمان (বশীর (রাযিঃ) নু'মানকে সঙ্গে নিয়া আসেন) রহিয়াছে।

(৪০৬০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَا هَذَا الْغُلاَمُ" قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ "فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا". قَالَ لاَ. قَالَ "فَرُدَّهُ".

(৪০৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, তাহাকে তাঁহার পিতা একটি গোলাম হেবা করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই গোলামটি কাহার? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, এই গোলামটি আমার পিতা আমাকে দান করিয়াছেন। তখন তিনি আমার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তাহার সকল ভাইদের এইরূপ একটি গোলাম দান করিয়াছ, যেইরূপভাবে তাহাকে দান করিয়াছ? তিনি আরয করিলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে ইহা ফিরাইয়া নাও।

(৪০৬১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ". قَالَ لاَ. قَالَ "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ". فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

(৪০৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা তাহার সম্পদ হইতে কিছু অংশ আমাকে দান করেন। আমার মা আমরাহ বিনত রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, এই দানের ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। অতঃপর আমার পিতা আমাকে নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসেন, আমার দানের উপর তাঁহকে সাক্ষী রাখিবার জন্যে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এইরূপ কাজ কি তুমি তোমার সকল পুত্রদের সহিত করিয়াছ? তিনি আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। তখন আমার পিতা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই দান ফিরাইয়া নেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ (আর তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর)। ন্যায় এবং সমতা বিধানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতানৈক্য হইয়াছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, সন্তানদের মধ্যে এই সমতা বিধানের মর্ম হইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে মীরাছের বন্টনের মাধ্যমে বন্টন করা, দুই মহিলার অংশের সমান একজন পুরুষকে প্রদান করা। আর ইহা আতা, শুরায়হ, ইসহাক এবং হানাফিয়াগণের মধ্যে মুহাম্মদ বিন হাসান (রহ.)-এর অভিমত।

তাহাদের দলীল হইতেছে যে, পিতা জীবদ্দশায় স্বীয় সন্তানদেরকে ঐ সম্পদই অগ্রীম হেবা করিতেছে যাহা তাহার মৃত্যুর পর পাইবে। কাজেই মীরাছের বন্টন হিসাবেই তাহাদের মধ্যে বন্টন করিবে। এই কারণেই আতা (রহ.) বলেন, ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى (আল্লাহ তা'আলার কিতাব মুতাবিকই তাহারা বন্টন করিবে)।

আর ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, পুরুষকে যেই পরিমাণ দান করিবে সেই পরিমাণ মহিলাকে দান করিবে।

তাহাদের দলীল নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের ৪০৬৫ নং হাদীছ। উক্ত হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। আর ইহার علت (কারণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইরশাদ أيسرك ان يكونوا اليك فى البر سواء (তুমি কি চাও যে, তাহারা সকলেই তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করুক?) দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা, সদ্ব্যবহারের হকে মেয়ে ছেলের অনুরূপ।

অধিকন্তু বায়হাকী স্বীয় সুনানুল কুবরা গ্রন্থের ৬ঃ১৭৭ পৃষ্ঠায় হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم فى العطية ، فلو كنت مفضلا احد الفضلت النساء (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে দানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান কর। আর তোমাদের কেহ যদি কাহাকেও কিছু অতিরিক্ত দিতে চাও, তাহা হইলে মহিলাদেরকে কিছু অতিরিক্ত দিতে পার)। এই হাদীছ ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে সমতা বিধানের নস (অকাট্য দলীল)। কেননা, এই হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহাকেও অতিরিক্ত দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন যে, যদি ছেলে এবং মেয়ের মধ্য কাহাকেও কিছু অতিরিক্ত দান করা জায়িয হইত তাহা হইলে মেয়েই ইহার অধিক হকদার।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, উপরোল্লিখিত মতে প্রমাণিত হয় যে, পিতার জীবদ্দশায় ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে সমতা বিধানের বিষয়ে জমহুর (তথা হানাফী প্রমুখ)-এর মাযহাব অধিক শক্তিশালী এবং দলীলের দিক দিয়া প্রাধান্য। কিন্তু যদি পিতা স্বীয় সন্তানদের মধ্যে এইভাবে দানে ইচ্ছা করেন তবে বিপদের আশংকা আছে। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় নিজ সম্পদ সন্তানদের মধ্যে এই কারণে বন্টনের ইচ্ছা করেন যাহাতে তাহার মৃত্যুর পর তাহাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হয়। কাজেই ইহা যদিও ফকীহগণের পরিভাষায় হেবা, কিন্তু বস্তুতঃভাবে মৃত্যুর পর যাহা পাইবে তাহাই অগ্রীম দেওয়া উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রে মীরাছের পদ্ধতিতে বন্টন করিয়া দান করাই সমীচীন। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এই পদ্ধতি তথা দুই মেয়ের সমান এক পুত্রকে প্রদানের মাধ্যমে বন্টন করে। যেমন ইমাম আহমদ ও মুহাম্মদ বিন হাসান (রহ.)-এর অভিমত। আর ইহাতে তাহার জন্য প্রশস্ততাও লাভ হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ৭৪-৭৫)

আহকারের মনে আল্লাহ পাক যাহা উদয় করিয়া দিয়াছেন তাহা এই যে, কোন ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় স্বীয় যাবতীয় সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করিতে চাহেন তবে মীরাছী বিধান মতে করিবেন। আর যদি সম্পদের কতক অংশ হেবা করিতে চাহেন তবে ছেলে এবং মেয়েদের সমতা বিধান মতে দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ (অনুবাদক)

(৪০৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا". قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ "أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا". قَالَ لاَ. قَالَ "فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".

(৪০৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তাহার মা আমরা বিনত রাওয়াহা (রাযিঃ) তাঁহার পিতার নিকট স্বীয় পুত্র (নু'মান)-এর জন্যে তাঁহার সম্পদ হইতে কিছু অংশ হেবা করিবার আবেদন করিলেন। কিন্তু বশীর (রাযিঃ)

এক বৎসর যাবত এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ছাড়া কালক্ষেপণ করেন। তারপর তিনি হেবা করিতে সম্মত হন। তখন আমরা বিনত রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, আমার পুত্রকে যাহা হেবা করিবেন উহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হইব না। (নু'মান বলেন) তখন আমার পিতা আমার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিলেন আর আমি সেই সময় বালক ছিলাম। অতঃপর তিনি (বশীর) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ছেলের মা বিনত রাওয়াহা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে যে, আমি তাহার পুত্র (নু'মান)কে যাহা হেবা করিয়াছি আপনাকে উহার সাক্ষী রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে বশীর! এই ছেলে ব্যতীত তোমার অন্য কোন পুত্র আছে কি? তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, এই ছেলেকে যাহা তুমি হেবা করিয়াছ অন্যান্যদের প্রত্যেককে কি অনুরূপ হেবা করিয়াছ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমাকে সাক্ষী রাখিও না। কেননা, যুলুমের ক্ষেত্রে আমি সাক্ষী হই না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৪০৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইলমী ফায়দা

আলোচ্য রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, বশীর (রাযিঃ) এক বৎসর (سنة) যাবত সিদ্ধান্ত ছাড়া কালক্ষেপণ করেন। আর ইবন হিব্বান (রহ.)-এর রিওয়ায়তে حولين (দুই বৎসর)-এর কথা বর্ণিত হইয়াছে। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে হাফিয (রহ.) স্বীয় الفتح গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সময় ছিল এক বৎসর এবং আরও কিছু। আলোচ্য রিওয়ায়তে অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়া এক বৎসর বলা হইয়াছে। আর ইবন হিব্বান (রহ.) অতিরিক্ত অংশ সংযোগ করিয়া দুই বৎসর বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ৭৬)

(৪০৬৩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا". قَالَ لَا. قَالَ "فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".

(৪০৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই ছেলে ব্যতীত তোমার আর কোন পুত্র আছে কি? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাদের সকলকে কি এইভাবে দান করিয়াছ? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, না। তখন তিনি ইরশাদ করেন, তাহা হইলে আমি যুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হইব না।

(৪০৬৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِيهِ "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ".

(৪০৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যুলুমের উপর আমাকে সাক্ষী করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ (যুলুমের উপর আমাকে সাক্ষী করিও না) এই স্থানে جور (যুলুম) দ্বারা হারাম সাবেত করা মর্ম নহে। কেননা, ন্যায় ও ইনসাফের পথ পরিহার করাকে جور বলা হয়। وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما او مكروها (আর ইনসাফ বহির্ভূত সকল কর্মকেই যুলুম বলা হয়। চাই হারাম হউক কিংবা মাকরূহ)। অধিকন্তু حسنات الابرار سيئة المقربين (নেককারদের পূণ্য কর্মও নৈকট্যশীলগণের ক্ষেত্রে গুনাহ বলিয়া গণ্য হয়) তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষে মাকরূহ

কর্মটিকে **جور** (যুলুম) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই কারণেই পরবর্তী ৪০৬৫ নং রিওয়ায়তে রহিয়াছে **فاشهد على هذا غيرى** (তাহা হইলে আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইহার সাক্ষী রাখ)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৪০৬৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الأَعْلَى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ -قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ "أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ" قَالَ لاَ. قَالَ "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً". قَالَ بَلَى. قَالَ "فَلاَ إِذًا".

(৪০৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বহন করিয়া নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলেন। অতঃপর আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নু'মানকে আমার সম্পদ হইতে অমুক অমুক বস্তু দান করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার সকল সন্তানকে কি তুমি উক্ত পরিমাণ দান করিয়াছ যেই পরিমাণ তুমি নু'মানকে দান করিয়াছ? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ইহার সাক্ষী রাখ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি চাও যে, তাহারা সকলেই তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করুক? তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে এইরূপ করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৪০৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দুই হাদীছের মধ্যে সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছে **يحملنى** (আমাকে বহন করিয়া নিয়া ...) বর্ণিত হইয়াছে। আর পূর্ববর্তী ৪০৬২ নং আবী হায়্যান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আছে **فاخذ ابى بيدى** (আমার পিতা আমার হাত ধরিয়া ...)। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় এতদুভয় রিওয়ায়তে বৈপরীত্য রহিয়াছে। কিন্তু অনুরূপ **اختلاف** (বৈপরীত্য) সাধারণ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলিয়াছেন প্রথমে তাহার পিতা হাত ধরিয়া কতখানি রাস্তা অতিক্রম করিলেন, অতঃপর ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বহন (কোলে) করিয়া কতখানি রাস্তা নিয়া গেলেন। কেননা, নু'মান অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। -(তাকমিলা, ২য়, ৭৭)

(৪০৬৬) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا أَزْهَرُ قَالَ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلاً ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ "أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا". قَالَ لاَ. قَالَ "أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا". قَالَ بَلَى. قَالَ "فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ". قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ "قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ".

(৪০৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কোন এক বস্তু দান করেন। অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হন তাঁহাকে সাক্ষী করিবার জন্যে। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে অনুরূপ দান করিয়াছ? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তাহাদের হইতে সদ্ব্যবহারের আশা কর না,

যেমন আশা কর এই ছেলে হইতে? তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমি সাক্ষী হইব না। ইবন 'আওন (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছখানা মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ (তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর)। ইহা প্রমাণ যে, ক্ষমতা মুতাবিক সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। আর মানুষের উপর এই বিষয়ে অধিক কঠোরতা করা ওয়াজিব নহে। আর এই কারণে কোন এক সন্তানকে অতিরিক্ত দেওয়া তখনই মাকরূহ হইবে যখন তাহার প্রবল ধারণা হইবে যে, অন্যান্য সন্তানরা তাঁহার সহিত মন্দ ব্যবহার করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ৭৮)

উল্লেখ্য যে, আয়িম্মায়ে আরবাআ (রহ.)-এর সর্বসম্মত মতে দ্বীনী স্বার্থে কোন সন্তানকে অপরের উপর প্রাধান্য দেওয়া জায়িয। যেমন সন্তানদের কেহ অভাবী কিংবা মাযূর থাকিলে কিংবা কেহ দ্বীনী ইলমে মশগুল থাকিলে তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া জায়িয আছে। পক্ষান্তরে কোন সন্তান অবাধ্য ও বদ আমলে লিপ্ত থাকিলে তাহাকে বঞ্চিত করাও সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪০৬৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلاَمَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِي وَقَالَتْ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَلَهُ إِخْوَةٌ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا. وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ".

(৪০৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত বশীর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী (স্বীয় স্বামীকে) বলেন, আমার পুত্রকে আপনার গোলামটি হেবা করিয়া দেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষে সাক্ষী রাখুন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, অমুকের কন্যা (আমার স্ত্রী) আমার কাছে আবেদন করিয়াছে যে, আমি যেন তাহার পুত্রকে আমার গোলামটি হেবা করিয়া দেই। আর সে বলিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষে সাক্ষী করুন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার অপর কোন ভাই আছে কী? তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাদের সকলকে কি দান করিয়াছ, যেইরূপ এই ছেলেকে দান করিয়াছ? তিনি আরয করিলেন, না। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে ইহা কল্যাণকর হইবে না। আর হকের উপর ব্যতীত আমি সাক্ষী হইব না।

بَابُ الْعُمْرَى

অনুচ্ছেদ ঃ 'উমরা' অর্থাৎ সারা জীবনকালের জন্য দান করা।

(৪০৬৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

(৪০৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তিকে জীবনকালের জন্য এবং তাহার উত্তরসূরীদের জন্য দান করা

হয় তাহা হইলে উহা তাহার জন্য ও উত্তরসূরীদের জন্য হইয়া যাইবে। অতঃপর যে দান করিয়াছে উহা তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে না। কারণ সে এমন দান করিয়াছে যাহার মধ্যে মীরাছ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيُّمَارَجُلٍ أُعْمِرَ (যদি কোন ব্যক্তিকে জীবৎকালের জন্য দান করা হয়)। أعمر শব্দ ء বর্ণে পেশ দ্বারা مجهول-এর ভিত্তিতে পঠিত। অর্থাৎ اعطى لمدة عمره (কোন ব্যক্তিকে জীবৎকালের জন্য দান করা)। -(তাকমিলা, ২য়, ৭৯)

عمرى "العمرى" শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে ‘সারা জীবনের জন্য ঘর-বাড়ী কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া। আর আল্লামা ছাআলাব (রহ.) বলেন, عمرى হইতেছে স্বীয় কোন ভাইকে এই কথা বলিয়া ঘর ব্যবহার করিতে দেওয়া যে, هذه لك عمرك او عمرى ، اينامات دفعت الدار الى اهله (সারা জীবনের জন্য আমি তোমাকে এই বাড়ীটি দান করিলাম। আমাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু ঘটিবে ঘরটি তাহার পরিবারের হইবে)। আর জাহিলিয়্যাত যুগে লোকেরা অনুরূপ কর্মই করিত। আর কখনও তাহারা অন্য কাহাকেও এইভাবে বাড়ী প্রদান করিত যে, সারা জীবনের জন্য আমি তোমাকে এই ঘরটিতে বসবাস করিবার জন্য প্রদান করিলাম। অতঃপর যখন মৃত্যু হইবে তখন ঘরটি পুনরায় আমার মালিকানায় চলিয়া আসিবে। আর عمرى শব্দটি رجعى এর ওযনে اعمار-এর মাসদার। -(তাজুল উরূস ৩ঃ৪২১, তাকমিলা, ২য় ৭৯)

فَإِنَّهَالِلَّذِى أُعْطِيَهَا (তাহা হইলে উহা তাহার জন্য এবং উত্তরসূরীদের জন্য হইয়া যাইবে)। অর্থাৎ এই কথা দ্বারা হেবা সংঘটিত হইয়া যাইবে। ফলে معمرله (যাহাকে দান করা হয়)-এর মৃত্যুর পর معمر (দানকারী)-এর দিকে বস্তুটি আর ফিরিয়া আসিবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদ দ্বারা জাহিলিয়্যাত যুগের প্রথাকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৮০)

আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছীন ও ফুকাহা (রহ.)-এর অভিমতের আলোকে عمرى এর তিনটি পদ্ধতি হয়। আর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান রহিয়াছে। তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

عمرى এর ১ম পদ্ধতি

(১) معمر (দানকারী) স্পষ্টভাবে معمرله (যাহাকে দান করা হয় তাহাকে) বলিল بأنها لك و لعقبك (এই বস্তুটি তোমাকে এবং তোমার উত্তরসূরীকে (জীবৎকালের জন্য) প্রদান করিলাম)। অর্থাৎ لورثتك من بعدك (তোমার পর তোমার ওয়ারিছের জন্য দান করিলাম) জমহুরের মতে এই প্রকারের দান করিবার দ্বারা হেবা সংঘটিত হইয়া যাইবে। ইমাম মালিক ও ফকীহ লায়ছ (রহ.) বিপরীত মত পোষণ করেন। এতদুভয় ইমাম বলেন, ইহা দ্বারা تمليك للمنافع (উপকৃত হইবার মালিক হইবে) তথা ধার হিসাবে উপকৃত হইতে পারিবে হেবা হইবে না। অবশ্য معمرله (দান গ্রহীতা) মৃত্যু হইলে তাহার ওয়ারিছরা এই ঘর দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে তথা منافع এর মালিক হইবে। ওয়ারিছ মারা গেলে معمر (দানকারী) কিংবা তাহার অবর্তমানে তাহার ওয়ারিছদের কাছে মালিকানা প্রত্যাবর্তন করিবে।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীল হইতেছে স্বীয় সংকলিত মুয়াত্তা গ্রন্থের (১৫১৮ নং রিওয়ায়ত) আবদুর রহমান বিন কাসিম (রহ.) হইতে, তিনি মাকহুল দামেশকী (রহ.)কে عمرى সম্পর্কে কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) জবাবে বলিলেন, تمليك للمنفعة لا للرقبة (ইহা দ্বারা উপকার লাভের অধিকারী হইবে। মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে না)।

জমহুরে উলামা (রহ.)-এর দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছ। এই হাদীছে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হইয়াছে عمرى কখনও معمر (দানকারী)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা معمرله (দান গ্রহীতা) এবং তাহার ওয়ারিছদের হইয়া যাইবে।

عمرى -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি

(২) عمرى -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে যে, সে معمرله (দান গ্রহীতা)কে বলিবে اعمرتك هذه الدار ما عشت فان مت فهى راجعة الى (এই ঘরটি তোমার জীবৎকালের জন্য দান করিলাম। তোমার মৃত্যুর পর আমি পুনরায় মালিক হইয়া যাইব)। এই মাসআলায় ফকীহগণের দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

(ক) এই পদ্ধতি عمرى করা হইলে معمرله (দান গ্রহীতা)-এর জীবৎকাল পর্যন্ত ধার হিসাবে গণ্য হইবে। কাজেই معمرله (দান গ্রহীতা)-এর মৃত্যুর পর معمر (দানকারী) জীবিত থাকিলে পুনরায় তাহার মালিকানায় চলিয়া আসিবে। আর যদি معمر মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে معمر এর ওয়ারিছদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। ইহা ইমাম মালিক, কাসিম বিন মুহাম্মদ, যায়দ বিন কুসায়ত, ইমাম যুহরী, ইমাম আহমদ-এর এক মত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দুই অভিমতের এক মত প্রমুখের মাযহাব।

তাহাদের দলীল মুসলিম শরীফের পরবর্তী ৪০৭১ নং ইমাম যুহরী (রহ.) সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই عمرى এর অনুমতি দিয়াছেন তাহা হইল দাতা কর্তৃক এইরূপ বলা যে, ইহা তোমার এবং তোমার ওয়ারিছের জন্য। আর যখন এই কথা বলিবে যে, ইহাকে তোমার জীবৎকাল পর্যন্ত প্রদান করা হইল তখন ইহা পুনরায় মূল মালিকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

(খ) এই পদ্ধতি عمرى দ্বারা হেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। আর معمرله এর মৃত্যুর পর পুনরায় معمر (দানকারী)-এর মালিকানায় প্রত্যাবর্তনের শর্ত বাতিল হইয়া যাইবে। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কউলে জাদীদ। আর ইহা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর এক অভিমত।

তাহাদের দলীল হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই عمرى এর অনুমতি দিয়াছেন উহার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহের ব্যাপকতা দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইমাম নাসায়ী (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে (২ঃ১৩৯ পৃষ্ঠায়) মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হিশাম (রহ.)। তিনি আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে। তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন امسكوا عليكم اموالكم ولاتعمروها فمن اعمر شيئا حياته - فهو له حياته و بعد مماته (নিজেদের সম্পদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করিয়া রাখ عمرى করিতে যাইও না। যেই ব্যক্তি কাহারও জীবৎকালের জন্য عمرى করিল সে (معمرله) জীবদ্দশায় তো মালিক হইবেই এবং মৃত্যুর পরও মালিক থাকিবে (অর্থাৎ তাহার ওয়ারিছরা ইহার মালিক হইয়া যাইবে)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, عمرى এর দ্বারা হেবা সংঘটিত হইয়া যাইবে যদিও معمر (দানকারী) معمرله (দান গ্রহীতা)-এর জীবৎকালের শর্ত করিয়া প্রদান করে।

عمرى -এর তৃতীয় পদ্ধতি

(৩) عمرى -এর তৃতীয় পদ্ধতি হইতেছে যে, কোনরূপ শর্ত ব্যতীত ব্যাপক শব্দে এইভাবে বলা যে, اعمرتك هذه الدار (আমি তোমাকে এই বাড়ীটি জীবৎকালের জন্য দান করিলাম)। ইহাতে معمرله এর মৃত্যুর পরের বিষয়ের কোন হুকুম উল্লেখ করা হয় নাই। এই মাসআলায় ফকীহগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। প্রধান দুইটি অভিমত নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) এইভাবে দান করিবার দ্বারা হেবা সংঘটিত হইয়া যাইবে। কখনও পুনরায় معمر (দানকারী)-এর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করিবে না। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব। আর অনুরূপ হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন উমর এবং আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু শুরায়হ, মুজাহিদ, তাউস, ছাওরী এবং আবূ উবায়দ (রহ.) প্রমুখের অভিমত।

(খ) এই পদ্ধতির عمرى দ্বারাও معمرله (দান গ্রহীতা)-এর জীবৎকাল পর্যন্ত ধার হিসাবে গণ্য হইবে। معمرله এর মৃত্যু হইয়া গেলে উহার মালিকানা معمر -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে কিংবা তাহার ওয়ারিছদের মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করিবে। আর ইহা ইমাম মালিক ও ফকীহ লায়স বিন সা'দ (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়ত রহিয়াছে। আর ইহা ইমাম যুহরী (রহ.)-এর قول (অভিমত)-এর উপর কিয়াস করা হইয়াছে।

ইমাম মালিক (রহ.) প্রমুখের দলীল আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষের দিকের ৪০৮১ নং রিওয়ায়ত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন العمرى جائزة (জীবৎকালের জন্য দান করা জায়িয)। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবৎকালের জন্য দান করা বৈধ বলিয়াছেন। কাজেই عمرى দ্বারা উহাই মর্ম হইবে যাহা আরবীগণের কাছে প্রসিদ্ধ। আর আরবীগণের কাছে عمرى দ্বারা কেবল منافع (উপকারসমূহ) লাভ করা প্রতিষ্ঠিত হয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

হানাফী প্রমুখের পক্ষে উহার জবাব এই যে, হাদীছসমূহে বাচনভঙ্গী পর্যালোচনা করিলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عمرى এর প্রসিদ্ধ মর্ম যাহা জাহেলিয়্যাত যুগের আরবীদের ছিল তাহা প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য নহে; বরং عمرى এর সেই বিধানকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য। আর উহা হইতেছে عمرى (জীবৎকাল পর্যন্ত) শর্ত করিলেও উহা দ্বারা الهبة المؤبدة (স্থায়ী হেবা) প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর নিম্নে উল্লিখিত হাদীছসমূহ ইহার প্রমাণ বহন করে।

(১) হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন العمرى لمن وهبت له (জীবৎকালের জন্য দান তাহারই প্রাপ্য যাহাকে উহা হেবা করিয়াছে) -(পরবর্তী ৪০৭৩ নং ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ)।

(২) হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন من اعمر عمرى فهى للذى اعمرها حيا و ميتا ولعقبه (যেই ব্যক্তি জীবৎকালের জন্য দান করে তবে উহা তাহারই হইয়া যাইবে যাহাকে দান করা হইয়াছে। তাহার জীবিত অবস্থায়, মৃত অবস্থায় এবং তাহার উত্তরসূরীদের জন্য হইয়া যাইবে)। -(পরবর্তী ৪০৭৫ নং আবুয যুবায়র (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ)

(৩) সুনানু নাসায়ী গ্রন্থের ২ঃ১৪০ পৃষ্ঠায় হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لاعمرى - فمن اعمر شيئا فهو له (জীবৎকালের জন্য দান নাই। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি জীবৎকালের জন্য কোন বস্তু দান করে তাহা হইলে উহা যাহাকে দান করিয়াছে তাহার জন্য হইয়া যাইবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় এই ইরশাদ لا عمرى (জীবৎকালের জন্য দান নাই) দ্বারা জাহিলিয়্যাত যুগের আরবদের জীবৎকালের জন্য দানের প্রথাকে বাতিল করা উদ্দেশ্য। সুতরাং فمن اعمر شيئا فهو له দ্বারা স্থায়ীভাবে হেবা হিসাবে গণ্য হইবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়্যাত যুগের عمرى -এর বিধান বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট কালের জন্য কোন দান নাই। কাজেই কেহ عمرى (জীবৎকালের জন্য দান) করিলে উহা পূর্ণাঙ্গ হেবা হিসাবেই গণ্য হইবে।

সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে উল্লিখিত عمرى এর তিন পদ্ধতি تمليك المنافع (উপকৃত হইবার অধিকারী) তথা ধার হিসাবে গণ্য হইবে, হেবা হইবে না। তবে যদি বলে لك ولعقبك (তোমার জন্য এবং তোমার উত্তরসূরীদের জন্য) তাহা হইলে معمرله মারা যাওয়ার পর তাহার ওয়ারিছরা এই ঘর দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। আর ওয়ারিছরা মারা গেলে মূল معمر (দানকারী)-এর মালিকানা আসিয়া যাইবে। আর তাহার অবর্তমানে তাহার ওয়ারিছরা মালিক হইবে।

আর বাকী তিন ইমামের মতে তিন পদ্ধতিতেই স্থায়ী হেবা সংঘটিত হইয়া যাইবে। ফলে **معمرله** সর্বদার জন্য ইহার মালিক হইয়া যাইবে। কখনও **معمر** (দানকারী)-এর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করিবে না। হ্যাঁ, যদি **دارى لك عمرى** এর পরে তাফসীর স্বরূপ **سكنى** (বসবাসের জন্য) শব্দ উল্লেখ পূর্বক এইরূপ বলে **سكنى ما عشت** (আমার এই ঘরটি তোমাকে তোমার জীবৎকাল পর্যন্ত বসবাস করিয়া উপকৃত হইবার জন্য প্রদান করিলাম) তাহা হইলে জীবৎকাল পর্যন্ত ধার হইবে **ملك رقبه** (স্থায়ী মালিক) তথা হেবা হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৭৯-৮৫)

ফায়দা

الرقبى এর সংজ্ঞা **الرقبى ان يعطى الرجل انسانا دارا فان مات احدهما كانت للحى منهما** (**رقبى** বলা হয় কোন ব্যক্তি অপর কাহাকেও ঘর দান করিয়া এইরূপ বলা যে, যদি আমার পূর্বে তুমি মৃত্যুবরণ কর তাহা হইলে ঘরটি আমার কাছে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আর যদি আমি তোমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে তুমি স্থায়ীভাবে ইহার মালিক হইবে)। আর ইহা হইতে **رقبى** **هذه الدارلك رقبى** (এই ঘর বা বাড়িটি তোমাকে প্রদান করা হইল)। -(**معجم لغة الفقها**) পৃষ্ঠা নং ২২৫)

رقبى -এর হুকুম

رقبى -এর হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। (১) জমহুরে উলামা (রহ.)-এর মতে **رقبى** হইতেছে **عمرى** এর মত। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)ও অনুরূপ বলেন। কাজেই **رقبى** দ্বারা হেবা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথা দান গ্রহীতা বস্তুর মালিক হইয়া যাইবে এবং মৃত্যুর শর্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহাদের উভয়ের মতে **رقبى** বাতিল। তাহাদের সহীহ মতে সেই **رقبى** বাতিল হইবে যাহার মধ্যে দাতার মৃত্যুর সহিত শর্তযুক্ত করিয়া এইভাবে বলা যে, **وهبتك هذه الدار بشرط ان اموت قبلك** (এই বাড়িটি তোমাকে হেবা করিলাম এই শর্তে যে, আমি যদি তোমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করি) এই ধরনের হেবা ফাসিদ হইয়া যাইবে। কেননা, ইহাতে ক্ষতিকর বিষয়ের সহিত মালিকানার শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হ্যাঁ, যদি দাতার মৃত্যু শর্ত না জুড়িয়া এইরূপ বলে **هذه الدارلك منجزة بشرط انك ان مت قبلى فهى راجعة الى** (এই বাড়িটি তোমাকে এই শর্তে হেবা করা হইল যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর তাহা হইলে বাড়িটি আমার মালিকানায় পুনরায় ফিরিয়া আসিবে)

তরফায়নের মতে ইহার হুকুম **عمرى** এর হুকুমের মত। অর্থাৎ হেবা সহীহ হইবে। তবে শর্তটি বাতিল হইয়া যাইবে। প্রকৃত পক্ষে এই মতানৈক্যটি **اختلاف لفظى** (শাব্দিক মতানৈক্য)। কারণ কূফাবাসীরা **ارقبتك هذه الدار** (এই বাড়িটি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম) বাক্যটি দাতার মৃত্যুর সহিত শর্তযুক্ত বলিয়া মনে করে। এই কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইহাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল বলিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এই বাক্যটি **عمرى** এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে **رقبى** -এর যেই পদ্ধতি ছিল তাহাতে হেবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কাহারও মতানৈক্য নাই। এই কারণেই শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) সেই দিকে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যেই **رقبى** ছিল সম্ভবতঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর যুগে তাহা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। আর যেই হুকুম **عرف** -এর উপর নির্ভরশীল **عرف** পরিবর্তন হইলে সেই হুকুমও পরিবর্তন হইয়া যায়। -(ফয়যুল বারী ৪ ঃ ৩৮০)। আর এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ **اعلاء السنن** গ্রন্থের ১৬ঃ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৯২)

(৪০৬৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ". غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ".

(৪০৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি এবং উত্তরসূরীদেরকে তাহার জীবৎকালের জন্য দান করে তাহা হইলে সে তাহার কথা দ্বারা উহার মধ্যে স্বীয় অধিকার কর্তন করিয়া দিল এবং সেই বস্তু তাহারই হইবে যাহাকে দান করিয়াছে এবং তাহার উত্তরসূরীদের জন্যেও। তবে রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) স্বীয় বর্ণিত হাদীছের প্রথম অংশে বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে জীবৎকালের জন্য দান করা হয় তাহা হইলে উহা তাহার জন্য ও তাহার উত্তরসূরীদের জন্য হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৪০৬৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৭০) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ. فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

(৪০৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশর আবদী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোন ব্যক্তি অপর কাহাকে তাহার জীবৎকালের জন্য এবং তাহার উত্তরসূরীদের জন্য দান করিবে, এই কথা বলিয়া যে, আমি তোমাকে ইহা দান করিলাম এবং তোমার উত্তরসূরীদের মধ্যে কেহ যতদিন জীবিত থাকিবে, তাহা হইলে উহা তাহারই হইয়া যাইবে যাহাকে দান করিয়াছে। আর উহা দাতার মালিকানায় পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না। কেননা, সে এমনভাবেই দান করিয়াছে যাহার মধ্যে মীরাছের বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

(৪০৭১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالاَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

(৪০৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যে 'জীবৎকালের দান' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে যে, সে বলে "ইহা তোমার এবং তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য।" কিন্তু সে যদি বলে যে, ইহা তোমার জন্য যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, তাহা হইলে উহা দাতার মালিকানায় পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। রাবী মা'মার (রহ.) বলেন, ইমাম যুহরী (রহ.) অনুরূপ ফাতওয়াই দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وعقبك শব্দটি ع বর্ণে যবর এবং ق বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। من يعقب الرجل بعد وفاته (মানুষ মৃত্যুর পর যাহাদেরকে উত্তরসূরী রাখিয়া যান)। আর তাহারা হইল ওয়ারিছগণ। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৮৬)

انما العمرى الخ (যে عمرى (জীবৎকালের দান) আল্লামা উছমানী (রহ.) স্বীয় اعلاء السنن গ্রন্থে বলেন, এই হাদীছ আবদুর রাজ্জাক (রহ.) ব্যতীত অন্য কেহ হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর সনদে বর্ণনা করেন নাই। বস্তুতঃ ইহা ইমাম যুহরী (রহ.)-এর অভিমত। অধিকন্তু পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ইহাকে এই কথা دارى لك عمرى سكنى ماعشت (আমার বাড়িটি তোমার জীবৎকালে বসবাস করিয়া উপকৃত হইবার জন্য প্রদান করিলাম)-এর উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। তাহা হইলে ইহা ধার হিসাবে গণ্য হইবে। আর যদি বলে دارى لك عمرى ما عشت (আমার বাড়িটি তোমার জীবৎকালের জন্য দান করিলাম) তাহা হইলেইহা ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে স্থায়ী হেবা হিসাবে গণ্য হইবে। পুনরায় দাতার মালিকানায় ফিরিয়া আসিবে না। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৮৬)

(৪০৭২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.

(৪০৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির জন্য যাহার জীবৎকালের জন্য ও তাহার উত্তরসূরীদের জন্য দান করা হয় ফায়সালা দিয়াছেন যে, উহা সর্বদার জন্য তাহার হইয়া যাইবে। উহাতে কোনো শর্ত করা কিংবা ব্যতিক্রম আরোপ করা জায়িয নাই। রাবী আবূ সালামা (রাযিঃ) বলেন, কারণ হইল, সে এমনভাবে দান করিয়াছে যাহার মধ্যে মীরাছের বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই মীরাছের দ্বারা তাহার শর্ত কর্তিত হইয়াছে।

(৪০৭৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

(৪০৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন ওমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জীবৎকালের জন্য দান তাহারই প্রাপ্য যাহাকে উহা হেবা করা হইয়াছে।

(৪০৭৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ نَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ.

(৪০৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪০৭৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ، قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ".

(৪০৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস ও ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ সংরক্ষণ কর, নষ্ট করিও না। কেননা, যেই ব্যক্তি জীবৎকালের জন্যে দান করে তাহা হইলে উহা তাহারই হইয়া যাইবে যাহাকে দান করা হইয়াছে, তাহার জীবিত অবস্থায়, মৃত অবস্থায় এবং তাহার উত্তরসূরীদের জন্যও।

(৪০৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ".

(৪০৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, উপর্যুক্ত আবূ খায়সামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মানুসারে। আর রাবী আইয়্যুব (রহ.) কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আনসারগণ মুজাহিদদেরকে জীবৎকালের জন্য দান করিতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ নিজেদের জন্য সংরক্ষণ কর।

(৪০৭৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ. فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ.

(৪০৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মদীনার জনৈক মহিলা তাহার একটি বাগান তাহার এক পুত্রকে জীবৎকালের জন্য দান করেন। অতঃপর পুত্রটি মারা যায় এবং পরে মহিলাটিও মৃত্যুবরণ করে। পুত্র নিজের সন্তান রাখিয়া যায়। আর তাহার ছিল কয়েকজন ভাই, যাহারা দানকারীনীর পুত্র। অতঃপর দানকারীনীর ছেলেরা বলিল, বাগানটি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিয়াছে। আর যাহাকে দান করা হইয়াছিল তাহার পুত্ররা বলিল; বরং এই বাগানটি আমার পিতার ছিল, তাহার জীবদ্দশায় ও মৃত অবস্থায়। অতঃপর তাহারা হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম তারিক (রহ.)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হইল। তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত জাবির (রাযিঃ) সাক্ষ্য দেন, জীবৎকালের জন্য দান তাহারই হয় যাহাকে দান করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়াছেন। তারিক

(রহ.) সেই মুতাবিক ফায়সালা দেন। অতঃপর তিনি খলীফা আবদুল মালিক (রহ.)কে এই ঘটনা লিখিয়া জানান এবং হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর সাক্ষ্যদান সম্পর্কেও তাঁহাকে অবগত করান। আবদুল মালিক (রহ.) বলেন, হযরত জাবির (রাযিঃ) সত্যই বলিয়াছেন। অতঃপর তারিক (রহ.) এই হুকুম জারি করেন। কাজেই বাগানটি আজ পর্যন্ত জীবৎকালের জন্য দানকৃত ব্যক্তির উত্তরসূরীদের অধিকারে রহিয়াছে।

(৪০৭৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ أَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪০৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... সুলায়মান বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম-এর হাদীছের ভিত্তিতে তারিক (রহ.) 'জীবৎকালের জন্য দান' তাহার ওয়ারিছদের প্রাপ্য বলিয়া ফায়সালা করেন।

(৪০৭৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".

(৪০৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশশার (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জীবৎকালের জন্য দান করা জায়িয।

(৪০৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا".

(৪০৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহ.) তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'জীবৎকালের জন্য দান' দানকৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের মীরাছে পরিগণিত হইবে।

(৪০৮১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".

(৪০৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'জীবৎকালের জন্য দান' জায়িয।

(৪০৮২) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا". أَوْ قَالَ "جَائِزَةٌ".

(৪০৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... সাঈদ (রহ.)-এর সূত্রে কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী সাঈদ (রহ.) বলেন, তাহার পরিবার-পরিজনের মীরাছে পরিগণিত কিংবা বলিয়াছেন বৈধ।

كِتَابُ الْوَصِيَّة

অধ্যায় ঃ ওসিয়্যাত সম্পর্কে

الـوصية শব্দটি মূলতঃ وصى يـصى وصيا হইতে। যেমন কোন বস্তু মিলিত হওয়া বুঝাইতে আরবীগণ وصى الـشـيـئ وصيا বলিয়া থাকে। আর ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে মিলিত হওয়া, মিলানো। ইহা لازم এবং متـعدى দুইভাবেই ব্যবহৃত হয়। الـوصية কে وصية হিসাবে নামকরণ করা হইয়াছে لانـه وصل ما كـان فى حـياتـه بـما بعده (কেননা, ইহা দ্বারা জীবদ্দশায় যাহা ছিল তাহা মৃত্যুর পর মিলিত (কার্যকর) হয়)।

আর পরিভাষায় وصية বলা হয়, তাহার মৃত্যুর পর দান হিসাবে কোন বস্তু কিংবা বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করিবার জন্য মালিক বানাইয়া দেওয়া।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, কিয়াস অনুযায়ী ওসিয়্যাত জায়িয না হওয়া চাই। কেননা, ইহাতে 'মালিকানা হাত ছাড়া বস্তুকে অগ্রীম অন্যের মালিকানায় প্রদান করা হয়। অথচ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও অগ্রীম কোন বস্তুর মালিক বানানো যায় না। যেমন এইরূপ বলা যে, ملكتك غدا (আমি তোমাকে এই বস্তুটির আগামীকাল মালিক বানাইলাম)। এই কথাটি বাতিল। কাজেই যেই স্থানে মালিকানা নাই সেই স্থানে তো বাতিল হইবেই। কিন্তু মানুষ যেহেতু মুখাপেক্ষী এবং মালের সহিত গভীর সম্পর্ক এই জন্য জীবদ্দশায় কোন কিছু দান করিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। অসুস্থ্য ও মৃত্যুশয্যায় ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে প্রত্যাশা করে। তাই শরীআত ইহসান করিয়া ওসিয়্যাত করিবার অনুমতি দিয়াছে। -(তাকমিলা, ২ঃ৯৩, হিদায়া, ৪ঃ৬৫৪)

(৪০৮৩) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

(৪০৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ খায়সামা যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ রহিয়াছে, আর সে ইহার সম্পর্কে ওসিয়্যাত করিতে চায়, সেই মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিত নহে যে, সে দুই রাত্রি অতিবাহিত করিবে অথচ তাহার নিকট ওসিয়্যাত লিখিত অবস্থায় থাকিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ অর্থাৎ لايـحـق لامرئ مـسـلـم (মুসলমান ব্যক্তির জন্য সমীচীন নহে)। জমহুরে উলামা (রহ.) এই বাক্যাংশের মর্মার্থ বর্ণনা করেন যে, ইহা দ্বারা সেই ব্যক্তি মর্ম যাহার উপর ঋণ কিংবা গচ্ছিত মাল রহিয়াছে কিংবা অন্য কোন ওয়াজিব হক প্রাপ্য রহিয়াছে কিন্তু সে নিজে উহা আদায় করিতে অপারগ তাহা হইলে তাহার জন্য ওসিয়্যাত করা ওয়াজিব যাহাতে কাহারও হক নষ্ট না হয় এবং নিজের যিম্মাদারী আদায় হইয়া যায়।

আর আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ারিছ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ওসিয়্যাত করা ওয়াজিব নহে; বরং মুস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ولـه شـئ يـريـد ان يـوصى فيـه (যাহার কিছু আছে সে যদি ওসিয়্যাত করিতে চায়) এই স্থানে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যে চায় তথা

ইচ্ছা করে কোন কিছু ওসিয়্যাত করিতে। কিন্তু যদি ওয়াজিব হইত তাহা হইলে ارادة (ইচ্ছা)-এর কথা থাকিত না। ইহা চারি ইমাম, শা'বী, নাখয়ী ও ছাওরী (রহ.) প্রমুখের অভিমত।

অপর এক জামাআত বলেন, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যাহারা ওয়ারিছ হয় না তাহাদের জন্য ওসিয়্যাত করা ওয়াজিব। ইহা দাউদ যাহিরী (রহ.)-এর অভিমত। আর মাসরুক, তাউস, ইয়াস, কাতাদা এবং ইবন জারীর (রহ.) হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তাহাদের দলীল, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার জন্য ওসিয়্যাত করা বিধিবদ্ধ করা হইল, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সহিত। -সূরা বাকারা, ১৮০) এবং হযরত ইবন উমর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ।

আলোচ্য হাদীছের জবাব পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। আর জমহুর উলামার মতে আয়াতখানা মীরাছের আয়াত দ্বারা منسوخ (রহিত) হইয়া গিয়াছে। আর মীরাছের বিধান অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ওসিয়্যাত করা ওয়াজিব ছিল। অতঃপর মীরাছের বিধান অবতীর্ণ হইবার কারণে ওসিয়্যাতের প্রয়োজন রহিল না। আর আয়াতে والدين (পিতা-মাতা)-এর জন্য ওয়অসিয়্যাত করার কথা উল্লেখ হইয়াছে। অথচ এতদুভয় ওয়ারিছদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর ওয়ারিছদের জন্য কোন ওসিয়্যাত নাই। আর বর্তমানে সর্বসম্মতিক্রমে والدين (পিতা-মাতা)-এর জন্য ওসিয়্যাত করা জায়িয নাই। প্রকাশ্য যে, মীরাছের আয়াতের মধ্যে পিতা-মাতাকে অংশ দেওয়ার কারণে ওসিয়্যাতের আয়াত মানসূখ হইয়া গিয়াছে। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৯৪-৯৫)

مسلم (মুসলমান)। অধিকাংশ রিওয়ায়তে مسلم শব্দ থাকিলেও আহমদ, ইসহাক বিন ঈসা এবং মালিক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে নাই। কাজেই এই স্থানে قيد احترازى হিসাবে مسلم শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই (যে ওসিয়্যাত কেবল মুসলমান করিতে পারিবে কোন কাফির করিতে পারিবে না); বরং কাফিরও ওসিয়্যাত করিতে পারে। যেমন আল্লামা আইনী ও আসকালানী (রহ.) বলিয়াছেন। আমার মতে হাদীছের এই তাবীল করার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, হাদীছে আলোচনা ওসিয়্যাত জায়িয হওয়া কিংবা কার্যকর হওয়া নিয়া নহে; বরং উদ্দেশ্য হইল শরীআতের দৃষ্টিতে ওসিয়্যাত ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাবের নির্দেশ বুঝানো। আর কাফির ওয়াজিব কিংবা মুস্ত াহাবের আদিষ্ট নহে। কাজেই مسلم (মুসলমান) শব্দটি قيد احترازى ও হইতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ঃ৯৫)

له شئ (তাহার কিছু বস্তু আছে)। ইহা দ্বারা জমহুরে উলামা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, ওসিয়্যাত যেমন সম্পদের মধ্যে সহীহ তদ্রুপ মুনাফার ওসিয়্যাত করাও সহীহ। তবে ইবন আবী লায়লা, ইবন শুবরুমা, দাউদ যাহিরী ও তাহার অনুসারীগণ বিপরীত মত পোষণ করেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, হানাফী মাযহাব মতে সেই মুনাফার ওসিয়্যাত করা জায়িয যাহা মালিকানাযোগ্য হয়। যেমন কেহ তাহার ঘরে নির্দিষ্ট সময় কিংবা সর্বদার জন্য বসবাস করিবার ওসিয়্যাত করিল। ইহা তাহার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কার্যকর হইবে। অর্থাৎ ঘরের মুনাফার নির্দিষ্ট সময়ের এক তৃতীয়াংশ যাহার জন্য ওসিয়্যাত করিয়াছে তাহার জন্য আর দুই তৃতীয়াংশ ওয়ারিছদের জন্য বন্টন করিতে হইবে। অথবা ঘরটি তিনভাগ করে একভাগ ওসিয়্যাত প্রাপ্যকে আর দুই তৃতীয়াংশ ওয়ারিছদের প্রাপ্য হইবে। -(তাকমিলা, ২ঃ৭৬)

يبيت ليلتين (দুই রাত্রি অতিবাহিত করা ...)। হাফিয (রহ.) বলেন, ইহার উহ্য বাক্য হইতেছে ان يبيت আর يبيت শব্দটি مسلم এর صفت হওয়াও জায়িয আছে। আল্লামা তীবী (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলেন, ইহা صفت ثانيه -(তাকমিলা, ২ঃ৯৬)

إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (অথচ তাহার নিকট ওসিয়্যাত লিখিত অবস্থায় থাকিবে না)। ইহা দ্বারা প্রমাণ দিয়া ইমাম আহমদ, শাফেয়ী মাযহাবের আলিম মুহাম্মদ বিন নসর আল-মারুযী (রহ.) বলেন, ওসিয়্যাত প্রমাণের জন্য লিখিত বস্তুর উপর বিশ্বাস করা জায়িয। সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্যান্য আহকামের ব্যাপারে সাক্ষী ব্যতীত লিখিত বস্তুর উপর বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

আর জমহুর উলামা (রহ.)-এর মতে সাক্ষী থাকা শর্ত। সাক্ষী ব্যতীত লিখিত ওসিয়্যাতও বিশ্বস্ত হইবে না। অর্থাৎ ফায়সালার ক্ষেত্রে। তাহাদের দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করিবার সময় তোমাদের মধ্য হইতে ধর্মপরায়ণ দুইজনকে সাক্ষী রাখিও। -সূরা মায়েদা, ১০৬)

ইমাম আহমদ (রহ.) প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাবে জমহুরে ওলামা (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে সাক্ষী রাখা এবং না রাখা কোনটির উল্লেখ নাই। কাজেই ইহা দ্বারা মর্ম হইবে, লিখিত ওসিয়্যাতটি প্রসিদ্ধ শর্তসমূহ অনুযায়ী হইতে হইবে। আর উক্ত শর্তসমূহের মধ্যে সাক্ষীও রহিয়াছে। অতঃপর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, অত্যধিক দৃঢ়তার লক্ষ্যে মুবালাগা হিসাবে كتابة (লিপিবদ্ধ)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যথায় ওসিয়্যাত-এর উপর সাক্ষী থাকিলে সর্বসম্মত মতে তাহা বিশ্বস্ত হইবে। যদিও লিখিত না থাকে। -(তাকমিলা, ২ঃ৯৬-৯৭)

(৪০৮৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ "وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ". وَلَمْ يَقُولاَ "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ".

(৪০৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে তাহারা বলেন, তাহার নিকট কোন বস্তু আছে, যাহাতে সে ওসিয়্যাত করিতে পারে। তাহারা এই কথা বলেন নি যে, সে উহাতে ওসিয়্যাত করার ইচ্ছা করে।

(৪০৮৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا "لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ". إِلاَّ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ". كَرِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

(৪০৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল আইলী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা সকলেই ... ইবন উমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহারা সকলেই এইভাবে বলিয়াছেন যে, তাহার কাছে কিছু বস্তু আছে, যাহাতে সে ওসিয়্যাত করিতে পারে। কিন্তু আইয়্যুব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, সে উহাতে ওসিয়্যাত করিতে ইচ্ছা করে। আর ইহা উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে ইয়াহইয়া (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ।

(৪০৮৬) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِى وَصِيَّتِى.

(৪০৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মারূফ (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। যেই ব্যক্তির কিছু ধন-সম্পদ আছে, যাহাতে সে ওসিয়্যাত করিতে পারে। সেই মুসলিম ব্যক্তির জন্য সমীচীন নহে যে, সে তিন রাত্রি অতিবাহিত করিবে অথচ তাহার কাছে ওসিয়্যাত লিখিত থাকিবে না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ শ্রবণের পর হইতে এক রাত্রিও আমার উপর অতিবাহিত হয় নাই যে, আমার ওসিয়্যাত আমার কাছে (লিপিবদ্ধভাবে) ছিল না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ (তিন রাত্রি অতিবাহিত ...)। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের ৪০৮৩ নং হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে يبيت ليلتين (দুই রাত্রি অতিবাহিত ...) বর্ণিত হইয়াছে। আবার অন্য রিওয়ায়তে ليلة (এক রাত্রি)-এর কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিত হাদীছসমূহে ভিন্নতা দ্বারা বুঝা যায় যে, সময় নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য নহে; বরং এই বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যাহাতে কেহ গাফিল না থাকে। এক, দুই এবং অতিরিক্ত তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হইল। কেহ যেন ওসিয়্যাত লিপিবদ্ধ করা ছাড়া ইহার হইতে বেশী দিন অতিবাহিত না করে। আর ইহা মুস্তাহাবমূলক হুকুম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৪০৮৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

দুই হাদীছের সমন্বয়

إِلَّا وَعِنْدِى وَصِيَّتِى (তবে আমার ওসিয়্যাত আমার কাছে (লিপিবদ্ধভাবে) ছিল)। বাহ্যিকভাবে ইহা সেই হাদীছের বিপরীত হয় যাহা ইবনুল মুনযির (রহঃ) সহীহ সনদে নাফি (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর মৃত্যুশয্যায় কেহ তাহাকে ওসিয়্যাত করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন– أَمَّا مَالِى فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ (যাহা হউক আমার সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন যে, আমি উহাতে কি করিয়াছি) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) শেষ জীবনে কোন ওসিয়্যাত করেন নাই। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৫ঃ২৬৬ পৃষ্ঠায় এতদুভয় রিওয়ায়তের মধ্যে এইরূপে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন যে, তিনি সর্বদা ওসিয়্যাতের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। আর যদি লিখিতেন তাহা নিজেই কার্যকর করিতেন। এইরূপে বাস্তবায়ন করিবার ফলে ওয়াসিয়্যাতের কোন বিষয়ই অপূর্ণ থাকিত না। এই দিকে ইশারা করিয়াই ইবনুল মুনযির (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলিয়াছেন– أَمَّا مَالِى فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ (যাহা হউক আমার সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন যে, আমি উহাতে কি করিয়াছি) আর সম্ভবত তিনি তাহার বর্ণিত অপর হাদীছ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح (তুমি যখন সন্ধ্যা করিবে তখন আর সকাল হইবার অপেক্ষা করিও না)-এর হুবহু বাস্তবায়ন করিয়াছেন। তাই তাহার শেষ জীবনে ওসিয়্যাত করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আর প্রমাণিত আছে যে, তিনি তাহার কতক বাড়ী ওয়াকফ

করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই এতদুভয় হাদীছে কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট রহিল না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ৯৭-৯৮)

(৪০৮৭) حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

(৪০৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা সকলেই ইমাম যুহরী (রহ.)-এর এই সনদে আমর বিন হারিছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক তৃতীয়াংশ ওসিয়্যাত সম্পর্কে

(৪০৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ " لاَ " قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ " لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ ". قَالَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ .

(৪০৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... আমির বিন সা'দ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা (সা'দ বিন আবী ওক্কাস) (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থতার খোঁজ-খবর নিতে তাশরীফ আনেন। এই সময় আমি প্রায় মৃত্যুর সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অসুস্থতার কারণে আমার কি অবস্থা হইয়াছে তাহা তো আপনি দেখিতেছেন। আমি একজন সম্পদশালী, আর একটি মাত্র কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিছ নাই। কাজেই আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করিতে পারি? তিনি ইরশাদ করিলেন, না; আমি বলিলাম, তাহা হইলে কি অর্ধেক মাল সদকা করিতে পারি? তিনি বলিলেন, না; বরং এক তৃতীয়াংশ। আর এক তৃতীয়াংশও বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ওয়ারিছকে অভাবমুক্ত অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া তোমার জন্য উত্তম, এই অবস্থা হইতে যে, তুমি তাহাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রাখিয়া যাইবে যে, তাহারা (তোমার মৃত্যুর পরই) মানুষের কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিবে। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাহা কিছুই তুমি খরচ কর উহার প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হইবে। এমন কি, সেই লোকমাটির বিনিময়েও প্রতিদান দেওয়া হইবে যাহা তুমি তোমাদের স্ত্রীর মুখে দিবে। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে থাকিয়া যাইতেছি? তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কখনও পিছনে থাকিতেছ না (বরং জীবিত থাকিবে) অতঃপর তুমি আল্লাহ

তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমন আমল করিবে যাহার দ্বারা তোমার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি পাইবে। আর সম্ভবতঃ তুমি পরবর্তীতেও থাকিবে অর্থাৎ দীর্ঘায়ু পাইবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক সম্প্রদায় উপকৃত হইবে আর অনেক লোক ক্ষতিগ্রস্তও হইবে। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করিলেন) হে আল্লাহ! আপনি আমার সাহাবীদের হিজরত অক্ষুণ্ন রাখুন এবং তাহাদেরকে পশ্চাতে ফিরাইয়া দিবেন না। কিন্তু সা'দ বিন খাওলার জন্য আফসোস। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই কারণে রহমতের দু'আ করেন যে, তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (বিদায় হজ্জে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিদায় হজ্জের ঘটনা। ইমাম যুহরী (রহ.)-এর অধিকাংশ শিষ্য এই বিষয়ে একমত। তবে ইবন উয়ায়না (রহ.) এককভাবে ইহাকে ফতহে মক্কার ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন যে, ঘটনাটি দুইবার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইবন হাজার (রহ.)-এর এই সমন্বয়টি এতমিনানে কলব হয় না। কেননা, হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর ন্যায় অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী সাহাবী দুই বৎসর আগে ফতহে মক্কার দিন ওসিয়্যাত সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া যাইয়া পুনরায় হুবহু সেই প্রশ্ন দুই বছর পর বিদায় হজ্জের দিন করিবেন। ইহা ধারণা করাও তাঁহার শানের পরিপন্থী হয়। আর অধিক প্রকাশ্য উহাই যাহা হাফিয (রহ.) মুহাক্কিকগণের হইতে নকল করিয়াছেন যে, ইবন উয়ায়না (রহ.) এই ঘটনার তারিখের ব্যাপারে وهم (সন্দেহ)-এ পতিত হইয়া ফতহে মক্কার সময়ের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর সহীহ উহাই যাহা ইমাম যুহরী (রহ.)-এর অধিকাংশ শিষ্য রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইহা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা। ইমাম বায়হাকী (রহ.) ইহাই দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন। উমদাতুল কারী ৪ ঃ ৯৯। -(তাকমিলা, ২ ঃ ৯৯-১০০)

مِنْ وَجَعٍ (অসুস্থতার সময়) الوجع শব্দটি باب ضرب এর مصدر (ক্রিয়ামূল)। ইহা প্রত্যেক রোগের নাম। আরবীগণ সকল প্রকার রোগের ক্ষেত্রে وجع শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০০)

أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ (এই সময় আমি প্রায় মৃত্যুর সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম)। اشفيت অর্থাৎ قاربت ও اشرفت (আমি নিকটবর্তী হইয়াছি)। ইহার মূলে الشفا ছিল যাহা ش বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ হইল, কোন বস্তুর দুই দিকের সীমা। যেন তিনি বলিলেন بلغت حد الموت (আমি মৃত্যুর সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছি)। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০০)

بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ (অসুস্থতার কারণে আমার কি অবস্থা হইয়াছে তাহা তো আপনি দেখিতেছেন)। এই কথা বলিয়া হযরত সা'দ (রাযিঃ) নিজের কষ্টের কথা বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র, অভিযোগ করেন নাই। (উল্লেখ্য যে, ভালো কোনো উদ্দেশ্যে তথা চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য সালিহীনের দু'আ লাভের জন্য এবং ওসিয়্যাত প্রভৃতির লক্ষ্যে রোগী তাহার অবস্থা বর্ণনা করিতে পারে।) আর ইহা শরীআতের নির্দেশিত সবরের বিপরীত নহে। হ্যাঁ, রোগের شكايت (অভিযোগ) করা, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকা নিন্দনীয় ও হারাম। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০০)

وَأَنَا ذُو مَالٍ(আর আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি)। আল-মানযরী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সম্পদ সঞ্চয় করা মুবাহ। কেননা, পরিভাষায় এই সীগাটি কেবল অধিক সম্পদের মালিকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যদিও অভিধানে অল্প মালের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা বৈধ। আমি বলিতেছি যে, হাফিয (রহ.) স্বীয় আল-ফাত্হ গ্রন্থের ৫ঃ২৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন, কতক সূত্রে বাক্যটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, و انا ذومال كثير (আর আমি অনেক সম্পদের মালিক)। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০০)

وَلَا يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَةٌ لِى (আর একটি মাত্র কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিছ নাই)। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থে বলেন, তাঁহার মেয়েটির নাম আয়িশা। কিন্তু হাফিয (রহ.) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর বড় মেয়ের নাম উম্মু হাকাম আল কুবরা। আর তাহার মা বিনত শিহাব বিন আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন যুহরা। অতঃপর উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তিনি আরও বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের হইতেও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রকাশ্য যে, যেই কন্যা সন্তানের দিকে তিনি ইশারা করিয়াছিলেন তাহার নাম উম্মু হাকাম আল কুবরা। কেননা, তাহার মা'কে হযরত সা'দ (রাযিঃ) সর্বপ্রথম বিবাহ করিয়াছিলেন।

আর শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর মীরাছ সূত্রে মেয়েটি আসাবা থাকা সত্ত্বেও তাহার কথা ولايرثنى الا ابنة لى (আর একটি মাত্র কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিছ নাই)-এর মর্ম হইতেছে যে, আমার সন্তান এবং খাস ওয়ারিছদের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে সন্তান আছে, অন্য কেহ নাই। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, মীরাছের মধ্যে একটি মাত্র কন্যা আসাবা হিসাবে আছে তাহা ছাড়া অন্য কোন اصحاب الفروض নাই। -(তাকমিলা, ২ঃ ১০০-১০১)

أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى (আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ সদকা করিতে পারি)। এই বাক্যে همزه বর্ণটি استفهام -এর ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা খবর দেওয়া উদ্দেশ্য। আর সম্ভবত ইহা দ্বারা তিনি صدقة منجزه (জীবৎকালেই দান) করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন কিংবা মৃত্যুর পরে صدقة معلقة (ওসিয়্যাত) করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। পরবর্তী কতক রিওয়ায়তে আছে যে, افاوصى (আমি কি ওসিয়্যাত করিতে পারি)। ইহা দ্বারা মৃত্যুর পরের দান তথা ওসিয়্যাত মর্ম হইবার বিষয়টি নির্ধারিত হইয়া গেল। -(তাঃ, ২ঃ১০১)

أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ (অর্থাৎ بنصفه (আমি কি অর্ধেক সম্পদ দান তথা ওসিয়্যাত করিতে পারি)। পরবর্তী ৪০৯৩ নং মুসআব বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর সূত্রে نصف (অর্ধেক) বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা, ঐ)

قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (তিনি ইরশাদ করিলেন, না; বরং এক তৃতীয়াংশ, আর এক তৃতীয়াংশও বেশী)। প্রথম الثلث শব্দের মধ্যে যবর এবং পেশ দ্বারা পঠন জায়িয। نصب (যবর) হইবে اغراء (উদ্বুদ্ধ করণার্থে) কিংবা اعط উহ্য اعط -এর- فعل مفعول হিসাবে বাক্যটি হইবে اعط الثلث (এক তৃতীয়াংশ দাও)। আর رفع (পেশ) হইবে فاعل হইবার কারণে অর্থাৎ يكفيك الثلث (তোমার জন্য এক তৃতীয়াংশ ওসিয়্যাত করাই যথেষ্ট)। কিংবা مبتدا হইবে, خبر উহ্য। অর্থাৎ الثلث كاف (এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট)। কিংবা ইহা خبر এবং مبتدا উহ্য রহিয়াছে। যথা الكافى الثلث (এক তৃতীয়াংশ যথেষ্ট)।

আর দ্বিতীয় الثلث শব্দটি مبتدا হইবার কারণে পেশ হইবে। এবং كثير শব্দটি উহার خبر (বিধেয়)। আর ইহা তিন নুক্তা বিশিষ্ট ث বর্ণে পঠিত। আর কোন কোন রিওয়ায়তে كبير বর্ণিত হইয়াছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। -(শরহে নওয়াভী, ২ঃ৩৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ الثلث كثير (এক তৃতীয়াংশও বেশী)-এর মর্ম তিন ধরনের হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে (১) সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে ওয়াসিয়্যত করা জায়িয। তবে ইহা হইতে কিছু কমের মধ্যে ওসিয়্যাত করা মুস্তাহাব। (২) এক তৃতীয়াংশ সদকা করাই পূর্ণাঙ্গ সদকা। অর্থাৎ ইহার ছাওয়াব বেশী। (৩) ইহাই বেশী কম নহে। প্রথম ব্যাখ্যাটি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) করিয়াছেন যাহা আগত ৪০৯৭ নং রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। আর তৃতীয় ব্যাখ্যাটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রাধান্য দিয়াছেন। -(ফতহুল বারী)

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, হানাফীগণ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন ৪০৯৭নং রিওয়ায়তে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, لو ان الناس غضوا من الثلث الى

الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير (হায়, লোকজন যদি এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে এক-চতুর্থাংশ ওসিয়্যাত করিত, তাহা হইলে ভালো হইত, কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশই বেশী)। এই কারণেই হানাফীগণ বলেন, ওয়ারিছগণ ধনী হইলে এক তৃতীয়াংশের ওসিয়্যাত না করিয়া উহার চাইতে কম করা উচিত। আর যদি ওয়ারিছগণ ফকীর-মিসকীন হয় তাহা হইলে একেবারেই ওসিয়্যাত না করা মুস্তাহাব। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৫:১০১ পৃষ্ঠায় বেশ সংখ্যক সাহাবা ও তাবেঈনের আছার নকল করিয়াছেন। যেমন, আবূ বকর, উমর এবং আনাস (রাযিঃ)। তাহারা সকলেই এক তৃতীয়াংশের কমের মধ্যে ওসিয়্যাত করিয়াছেন।

আর সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওসিয়্যাত করা জায়িয। ইহার হইতে অধিক ওসিয়্যাত করা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। হ্যাঁ, ওয়ারিছরা যদি ইহার হইতে বেশী ওসিয়্যাত করিবার অনুমতি দেয় এবং তাহাদের মধ্যে কেহ নাবালেগ কিংবা পাগল না থাকে তাহা হইলে জায়িয। আর ইহা এই জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন الثلث كثير (এক তৃতীয়াংশও বেশী)।

আর উপর্যুক্ত সকল বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যখন ওসিয়্যাতকারীর কোন প্রকার ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকিবে। আর যদি তাহার কোন প্রকার ওয়ারিছ তথা ذوى الفروض - عصبات এবং ذوى الارحام বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশের বেশী যতই হউক ওসিয়্যাত করা যাইবে। ইহাই হানাফী মাযহাবের মুখতার মত। আর ইহা ইসহাক বিন রাহওয়াই এবং আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর অভিমত। অধিকন্তু ইহা হযরত আলী, ইবন মাসউদ এবং আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। -(উমদাতুল কারী, ৪:১০১)

পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মালিকীগণ বলেন, এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়্যাত করিলে উহা কার্যকর হইবে না; বরং এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত যেই সম্পদ থাকিবে তাহা মুসলমানদের বায়তুল মালে জমা হইবে। কেননা, যাহার عصبه (আসাবা) নাই তাহার আসাবা বায়তুল মাল-ই।

হানাফীগণের দলীল, আমর বিন শুরাহবিল (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা কূফায় বসবাস কর এবং এই অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হয় যে, তাহার কোন ওয়ারিছ তথা عصبه এবং ذوى الارحام নাই, তাহা হইলে তাহার সমূদয় মাল ফকীর-মিসকীনকে প্রদান করিতে কোন নিষেধ নাই।

আর আলোচ্য হাদীছে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়্যাত না করিবার علة (কারণ) বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس (নিশ্চয়ই তোমার ওয়ারিছকে অভাবমুক্ত অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া তোমার জন্য উত্তম। এই অবস্থা হইতে যে, তুমি তাহাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রাখিয়া যাইবে যে, তাহারা (তোমার মৃত্যুর পরই) মানুষের কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিবে।) আর এই علة (কারণ) সেই ব্যক্তির মধ্যে অবিদ্যমান যাহার কোন ওয়ারিছ নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ : ১০১-১০২)

إِنَّكَ اَنْ تَذَرَ (নিশ্চয় তোমার রাখিয়া যাওয়া)। এই বাক্যে ان শব্দটি দুইভাবে পড়া জায়িয।

(১) ان শব্দটি همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে شرط অর্থে। আর এই পাঠ পদ্ধতিতে تذر (রাখিয়া যাওয়া) শব্দটি জযম বিশিষ্ট হইবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ خير من ان تذرهم -এর উহ্য বাক্যটি فهو خير من ان تذرهم হইবে। কেননা, شرط কখনও فاء الجزاء (ف এর جزاء) ব্যতীত হয় না। আর বাক্যের মধ্যে এই প্রকারের উহ্য আরবী ভাষায় ব্যাপক প্রচলন রহিয়াছে।

(২) ان শব্দটির همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে مضارع কে যবর দানকারী হইবে। আর تذر শব্দটি منصوب হইবে। এই পদ্ধতিতে বাক্য মাসদারের তাবীল হইয়া مبتدا (উদ্দেশ্য) হইবে এবং خير শব্দটি ইহার خبر (বিধেয়) হইবে।

আর ইহা হইতেছে نحو (আরবী ব্যাকরণ)-এর দৃষ্টিতে পঠন পদ্ধতি। আর রিওয়ায়তের দিক দিয়া পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমি হাদীছের রাবীগণ হইতে ان শব্দটি যের দ্বারা পঠনে শ্রবণ করিয়াছি। আর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, আমি ان শব্দের همزه বর্ণে যবর দ্বারা রিওয়ায়ত করিয়াছি। মোটকথা نحو এবং رواية-এর দৃষ্টিতে উভয় পদ্ধতিতে পাঠ জায়িয ও সহীহ। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে كلام (বাক্য)-এর মধ্যে حذف (উহ্য) মানিয়া নেওয়া প্রয়োজন হয় না যেমন প্রথম পদ্ধতিতে উহার প্রয়োজন রহিয়াছে। কাজেই দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রাধান্য হওয়া সমীচীন। বাক্যে اصل (মূল) হইল عدم التقدير (উহ্য না থাকা)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০৩-১০৪)

وَرَثَتَكَ (তোমার ওয়ারিছ ...)। আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর بنتك (তোমার কন্যা) না বলিয়া ورثتك (তোমার ওয়ারিছ) ইরশাদ করিয়াছেন। অথচ তখন তাহার এক কন্যা ছাড়া আর কেহ ওয়ারিছ ছিল না। তাহা এই জন্য ইরশাদ করিয়াছেন যে, তখনও মেয়েটির ওয়ারিছ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেননা, হযরত সা'দ ইহা এই জন্য বলিয়াছেন যে, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন এই রোগে তাহার মৃত্যু হইবে। আর তাহার পর মেয়েটি থাকিবে, ফলে সে ওয়ারিছ হইবে, কিন্তু এইরূপও তো হইতে পারে যে, তাহার মেয়েটি তাহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিবে। ফলে সে ওয়ারিছ হইবে না। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি বাক্যে জবাব দিয়াছেন যাহার মধ্যে সকল অবস্থা অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

আল্লামা আল-ফাকেহী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ওহীর মাধ্যমে) অবহিত করা হইয়াছিল যে, হযরত সা'দ (রাযিঃ) সুস্থ্য হইয়া দীর্ঘায়ূ হইবেন এবং এই মেয়ে ছাড়া আরও সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তাই তিনি ورثة (উত্তরাধিকার) শব্দ দ্বারা تعبير (ব্যাখ্যা/ জবাব) দিয়াছেন। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০৪)

عَالَةً (অভাবগ্রস্ত) অর্থাৎ الفقراء (ফকীর-মিসকীন)। আল্লামা ইবনুত তীন (রহ.) বলেন, العالة শব্দটি عائل এর বহুবচন। আর ইহার فعل হইতেছে عال - يعيل - افتقر اذا যখন কেহ অভাবগ্রস্ত হয়। আর কেহ বলেন, العائل দ্বারা كثير العيال (বেশী সন্তান-সন্ততি) মর্ম। তবে ইহা প্রসিদ্ধ নহে; বরং العائل শব্দটি الفقير (নিঃস্ব) অর্থে ব্যবহারই প্রসিদ্ধ। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০৪)

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ অর্থাৎ يطلبون الصدقة من اكف الناس (তাহারা মানুষের হাত হইতে সদকা পাওয়ার আবেদন করিবে)। আর কেহ বলেন, يسألونهم بأكفهم (তাহারা স্বীয় হাতসমূহ দ্বারা ভিক্ষা চাহিবে)। আর যখন কেহ নিজ হাত ভিক্ষার জন্য প্রশস্ত করে তখন تكفف الناس واستلف বলা হয়। -(তাকমিলা, ২ঃ১০৫)

أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ (আমাকে কি আমার সাথীবর্গের পিছনে ফেলা হইতেছে?)। أخلف শব্দটি صيغة المجهول এ পঠিত। অর্থাৎ اخلف فى مكة بعد اصحابى المهاجرين المنصرفين معك ؟ (আমাকে কি আমার মুহাজির সাথীবর্গ যাহারা আপনার সহিত (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করিতেছেন তাহাদের হইতে পিছনে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে)? আল্লামা আবূ উমর (রহ.) বলেন, এই বাক্যের দুইটি মর্ম হইতে পারে। সম্ভবতঃ তিনি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ انك لن تنفق نفقة শ্রবণ করিলেন তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এই রোগে তাহার মৃত্যু হইবে না। কেননা, تنفق শব্দটি فعل مستقبل (ভবিষ্যৎকাল)। কিংবা মৃত্যুর আশংকা করিয়া প্রশ্নবোধক আরয করিলেন هل يبقى بعد اصحبه (তিনি কি তাহার সাথীবর্গের পিছনে থাকিয়া যাইবেন?) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেন, তোমার হায়াত দীর্ঘ হইবে। আর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) মক্কায় মৃত্যুবরণের আশংকায়ই استفهام (প্রশ্নাকারে) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেননা, মদীনায় হিযরতের পর মক্কায় মৃত্যুবরণ করিলে হিজরত

ক্রটিপূর্ণ হইয়া যায়। যেমন পরবর্তী ৪০৯৪নং রিওয়ায়তে আছে হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন قد خشيت ان اموت بالارض التى هاجرت منها (আমি ভয় পাইতেছি যে, যেই স্থান হইতে হিজরত করিয়াছি, সেই স্থানে না আমি মৃত্যুবরণ করি?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেন, এইরূপ হইবে না; বরং তোমার হায়াত দীর্ঘ হইবে। -(উমদাতুল কারী, ৪ঃ১০০, তাকমিলা, ২ ঃ ১০৫-১০৬)

لعلك تخلف অর্থাৎ يطول عمرك (তোমার হায়াত দীর্ঘ হইবে)। لعل শব্দটি যদিও ترجّى (আশা)-এর জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কালামে الامر الواقع (দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত হওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছের মধ্যেও অধিকাংশ দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর বাস্তবে তাহাই হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর হযরত সা'দ (রাযিঃ) চল্লিশ বৎসরের অধিক; বরং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। আর তিনি পঞ্চান্ন হিজরীতে ইন্তিকাল করে। আর কেহ বলিয়াছেন, আটান্ন হিজরীতে, আর ইহাই প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিদায় হজ্জের পর পয়তাল্লিশ কিংবা আটচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। -(ফতহুল বারী, ৫ঃ২৭৪, তাকমিলা, ২ ঃ ১০৬)

حتى ينفع بك اقوام و يضربك اخرون (এমনকি অনেক সম্প্রদায় তোমার দ্বারা উপকৃত হইবে এবং অপর বহু লোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে)। প্রকাশ্য যে, এই বাক্যে ينفع শব্দটি مبنى للمجهول হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই ياء বর্ণে পেশ হইবে। কেননা نفع শব্দটি مجرد এর মধ্যে لازم হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপ يضر শব্দটিও। আর অন্য রিওয়ায়তসমূহে حتى ينتفع بك اقوام বর্ণিত হইয়াছে। এই বাক্যে ينتفع বাক্যটি مبنى للمعروف হইবে। কেননা, انتفاع শব্দটি لازم হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর انتفاع اقوام و تضرر اخرين (অনেক সম্প্রদায় উপকৃত হওয়া এবং অপর অনেক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া)-এর মর্ম বর্ণনায় মতানৈক্য হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর নেতৃত্বে ইরাক ও পারস্য বিজয় হইবার কারণে মুসলমানগণের অনেক উপকার লাভ হয়। আর তাঁহার ছেলে উমর কর্তৃক সাইয়্যিদানা হযরত হুসায়ন বিন আলী ও তাঁহার সাথীবর্গ শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। তাই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সহীহ নহে। কেননা, হাদীছ শরীফে তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার দ্বারা অনেক সম্প্রদায় উপকৃত হওয়া এবং বহু লোক তাঁহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এই কারণেই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) উক্ত অভিমত খন্ডন করিয়া বলেন, সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যাখ্যা উহাই যাহা আল্লামা তহাভী (রহ.) বুকায়র বিন আবদুল্লাহ বিন আশাজ্জ (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি আমির বিন সা'দ (রহ.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) যখন ইরাকের প্রশাসক হইলেন তখন তাঁহার নিকট এমন কতক সম্প্রদায়কে নিয়া আসিলেন যাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি তাহাদের তাওবার আহবান জানান। তাহাদের কতক তাওবা করে আর কতক অস্বীকার করে। যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদেরকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। কাজেই তাওবাকারীগণ উপকৃত হন এবং যাহারা তাওবা করে নাই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) কর্তৃক তাঁহার জীবদ্দশায় যে কেহ উপকৃত হইবে এবং যে কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক (عموم) ইরশাদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ফলে আমির বিন সা'দ (রহ.)-এর হইতে বর্ণিত মুরতাদদের বিশেষ ঘটনাটি উক্ত ব্যাপক (عموم) -এর অধীনে রহিয়াছে। কিন্তু স্পষ্ট যে, ইহা দ্বারা ঐতিহাসিক কাদেসিয়া বিজয় মর্ম যাহার মাধ্যমে মুসলমানগণ উপকৃত হইয়াছিলেন এবং কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০৬-১০৭)

لكن البائس (কিন্তু আফসোস)। لكن শব্দটি مخففة (ن বর্ণে সাকিন দ্বারা) পাঠ করা জায়িয। তখন البائس শব্দটি مرفوع (س বর্ণে পেশ) হইবে। আর উহা তাশদীদ দ্বারা পড়াও জায়িয। তখন البائس শব্দটি منصوب (س বর্ণে যবর) হইবে।

البائس ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাহার মধ্যে দারিদ্রতা ও নিঃস্বতার আলামত প্রকাশিত হয়। তবে এই স্থানে البائس শব্দটি প্রকৃত (তথা সম্পদের দিক দিয়া) ফকীর-মিসকীন মর্ম নহে; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উপর আফসোস প্রকাশ পূর্বক রহম-এর দু'আর লক্ষ্যে এই বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা, এইরূপ বাক্য কখনও শুধু 'রাহমাতুল্লাহ' (আল্লাহ রহম করুন) দু'আর জন্য ব্যবহৃত হয়। যদিও সংশ্লিষ্ট লোকটি সম্পদের দিক দিয়া ধনী হউক। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০৭)

سعد بن خولة (সা'দ বিন খাওলা)। সা'দ বিন খাওলা যেই স্থান হইতে হিজরত করিয়াছেন সেই স্থানে মৃত্যুবরণের ইচ্ছা না থাকিলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য রহমতের দু'আ করেন।

আল্লামা নওয়াভী (রহ.) স্বীয় শরহ-এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সা'দ বিন খাওলার ঘটনায় আলিমগণের মতানৈক্য আছে। ঈসা বিন দীনার (রহ.) বলেন, তিনি মক্কা হইতে হিজরতই করেন নাই, এমনকি তথায় তাহার মৃত্যু হয়। আর ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি হিজরত করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু বদর জিহাদে অংশ গ্রহণ করিবার পর স্বইচ্ছায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার ইন্তিকাল হয়। আর কেহ বলেন, তিনি নবম হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে স্বইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মক্কা মুকাররমায় ইন্তিকাল করেন। কাজেই এই অভিমত এবং ঈসা বিন দীনার (রহ.) অভিমতের ভিত্তিতে তাহার প্রতি আফসোসের কারণ হইতেছে যে, তিনি স্বইচ্ছায় মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মৃত্যুবরণ করিবার কারণে তাহার হিজরতের ছাওয়াব বাতিল হইয়া গিয়াছিল।

আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, তিনি স্বইচ্ছায় হিজরত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই; বরং মদীনা মুনাওয়ারা হইতে হজ্জ করিবার জন্য মক্কা মুকাররমায় আগমন করিয়াছিলেন। আর সেই স্থানে তাহার মৃত্যু তাকদীরে ছিল। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের দু'আ করিয়াছেন। কতক আলিম ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, মুহাজির যদি তাহার হিজরতের স্থানে ইন্তিকাল না করে তাহা হইলে তাহার হিজরতের ছাওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। যদিও তাহার অন্য স্থানে প্রত্যাবর্তন অনিচ্ছাকৃত (غير اختيارى) হইয়া থাকে। তবে এই অভিমত সহীহ নহে। কেননা غير اختيارى (ইচ্ছার বহির্ভূত) কোন কাজের জন্য ছাওয়াব নষ্ট হইয়া যাওয়া শরীআতের বিধানের খেলাপ। বাকী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য রহমতের দু'আ করিবার কারণ ভিন্ন। তাহা হইতেছে যে, হযরত সা'দ বিন খাওলা (রাযিঃ) মদীনায় ইন্তিকাল করিবার যেই আকাংখা ছিল তাহা পূরণ না হইবার কারণে আফসোস করিয়া তাহার জন্য রহমতের দু'আ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ যেমন, কোন ব্যক্তি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িল। অতঃপর মসজিদে হারামে নামায আদায়ের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি যাইতে অক্ষম হইয়া ঘরে নামায আদায় করে তাহা হইলে মসজিদে হারামের নামায পড়িবার যতখানি ছাওয়াব ততখানি ছাওয়াব ঘরে আদায়ের নামাযের মধ্যেও পাইবে। তাহা সত্ত্বেও লোকেরা তাহার জন্য আফসোস প্রকাশ করে। আর এই আফসোস করা ছাওয়াব কম পাওয়ার জন্য নহে; বরং মসজিদে হারামে যাইয়া নামায আদায়ের যেই আকাংখা তাহার ছিল উহা পূরণ না হইবার কারণে আফসোস করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ ঃ ১০৭-১০৮)

(৪০৮৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪০৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪০৯০) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ يَعُودُنِي. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا.

(৪০৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থতার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আমার কাছে তাশরীফ আনেন। অতঃপর ইমাম যুহরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আর সা'দ বিন খাওলা (রাযিঃ)-এর প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিটির উল্লেখ নাই। তবে এই রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যেই স্থান হইতে হিজরত করিয়াছে সেই স্থানে মৃত্যুবরণ করাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপসন্দ করেন।

(৪০৯১) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى. قُلْتُ فَالنِّصْفُ فَأَبَى. قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ. قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا.

(৪০৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... মুসআব বিন সা'দ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমি ঘোরতর অসুস্থ হইয়া পড়ি। তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সংবাদ দিয়া লোক পাঠাই। (তিনি তাশরীফ আনেন)। আমি আরয করিলাম, আমাকে আমার সম্পদ ইচ্ছা মুতাবিক বন্টন করিবার অনুমতি দিন। তিনি অস্বীকৃতি জানাইলেন। আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, তাহা হইলে অর্ধেক? তিনি ইহা অস্বীকার করিলেন। আমি (৩য় বার) আরয করিলাম, এক তৃতীয়াংশ? রাবী বলেন, এক তৃতীয়াংশ বলিবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রহিলেন। রাবী বলেন, তারপর হইতে এক তৃতীয়াংশ (ওসিয়্যাত করা) জায়িয হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪০৮৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৯২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا.

(৪০৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... সিমাক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি "তারপর হইতে এক তৃতীয়াংশ (ওসিয়্যাত করা) জায়িয হইয়া যায়" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪০৯৩) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ. قَالَ "لَا". قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ "لَا". فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ "نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".

(৪০৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... মুসআব বিন সা'দ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থতার খোঁজ-খবর নিতে তাশরীফ আনেন। তখন আমি আরয করিলাম, আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়্যাত করিয়া যাইব? তিনি ইরশাদ করিলেন, না। আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, তাহা হইলে অর্ধেক? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। আমি (তৃতীয়বার) আরয করিলাম, তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশ? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ, আর এক তৃতীয়াংশই বেশী।

(৪০৯৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ نَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ "مَا يُبْكِيكَ". فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا". ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ "لَا". قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ "لَا". قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ "لَا". قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ". وَقَالَ بِيَدِهِ.

(৪০৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর আল-মক্কী (রহ.) তিনি ... হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর তিন পুত্র হইতে, তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় পিতা সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর অসুস্থতার খোঁজ-খবর নিতে মক্কায় তাঁহার কাছে তাশরীফ আনেন। তখন হযরত সা'দ (রাযিঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি আরয করিলেন, আমি ভয় করিতেছি যে, যেই স্থান হইতে হিজরত করিয়াছি, সেই স্থানে না আমি মৃত্যুবরণ করি। যেমনভাবে সা'দ বিন খাওলা (রাযিঃ) মারা গিয়াছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় ইরশাদ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! সা'দকে শিফা দান করুন। ইয়া আল্লাহ! সা'দকে শিফা দান করুন এবং দু'আটি তিনবার বলেন। হযরত সা'দ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অনেক সম্পদ আছে, আর একটি মাত্র কন্যাই আমার ওয়ারিছ। কাজেই আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ ওসিয়্যাত করিতে পারি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। হযরত সা'দ (রাযিঃ) (পুনরায়) আরয করিলেন, তাহা হইলে কি দুই তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করিলেন, না। হযরত সা'দ আরয করিলেন,তবে অর্ধেক? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। হযরত সা'দ (রাযিঃ) (চতুর্থবার) আরয করিলেন, তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশ? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশই বেশী। তুমি তোমার সম্পদ হইতে যাহা সদকা কর উহা তো সদকাই। আর তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য যাহা ব্যয় কর উহাও সদকা। আর তোমার সম্পদ হইতে তোমার স্ত্রী যাহা খায় উহাও সদকা। তোমার পরিবার-পরিজনকে যদি তুমি সম্পদশালী রাখিয়া যাও কিংবা ইরশাদ করিয়াছেন স্বচ্ছন্দে রাখিয়া যাও, তাহা হইলে উহা তাহাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাতা

মুসলিম ফর্মা -১৬-৫/২

অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে উত্তম। আর এই কথা ইরশাদ করিবার সময় তিনি স্বীয় মুবারক হাত দ্বারা ইশারা করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ (হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর তিন পুত্র হইতে)। তাহারা হইলেন, আমির, মুসআব ও মুহাম্মদ। আর হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর দশ জনের অধিক পুত্র সন্তান ছিলেন এবং বার জন ছিলেন মেয়ে। -(ফতহুল বারী লি হাফিয ৫ঃ২৭৩, তাকমিলা ২ঃ১১০)। অন্যান্য ব্যাখ্যা ৪০৮৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০৯৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ.

(৪০৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী আল-আতাকী (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযিঃ)-এর তিন পুত্র হইতে, তাহারা বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অসুস্থতার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তাঁহার কাছে তাশরীফ নেন। পরবর্তী অংশ রাবী সাকাফী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৪০৯৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَلاَثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ.

(৪০৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট সা'দ বিন মালিক (রহ.)-এর তিন পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার নিকট রিওয়ায়ত করেন। অতঃপর বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমায় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অসুস্থতার খোঁজ-খবর নিতে তাঁহার কাছে তাশরীফ আনেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ আমর বিন সাঈদ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হুমায়দ আল-হিময়ারী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

(৪০৯৭) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ نَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ "كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ".

(৪০৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মূসা রাযী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... তাহারা সকলেই হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আহ! লোকজন যদি (ওসিয়্যাতের ক্ষেত্রে) এক তৃতীয়াংশের চাইতে কমে এক চতুর্থাংশ করিত। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশই বেশী। রাবী ওকী (রহ.)-এর বর্ণিত আছে كبير (বড়) কিংবা كثير (বেশী)।

بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সদকার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে ইহার বিবরণ।

(৪০৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ"

(৪০৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পিতা সম্পদ রাখিয়া মারা গিয়াছেন। কিন্তু ওসিয়্যাত করেন নাই। তাঁহার পক্ষ হইতে আমি সদকা করিলে কি তাঁহার গুনাহ ক্ষমা হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন– হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ ؟ (তাঁহার গুনাহ ক্ষমা হইবে কী?) এই বাক্যটি দুইটি মর্ম প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (১) সম্ভবতঃ এই কথাটি তখনকার যখন মুসলমানদের জন্য ওসিয়্যাত করা ফরয ছিল। এই হিসাবে মর্ম হইবে, আমার পিতা ওসিয়্যাত তরক করিয়া যেই গুনাহ করিয়াছেন তাহা কি আমার সদকা দ্বারা কাফ্ফারা (তথা ক্ষমা) হইবে? কিংবা (২) এই জিজ্ঞাসাটি মীরাছের আহকাম নাযিল হইবার পরবর্তী সময়ের। এই হিসাবে মর্ম হইবে যে, এই সদকা দ্বারা আমার পিতার জীবদ্দশায় যেই সকল গুনাহ করিয়াছিলেন উহার কাফ্ফারা (তথা ক্ষমা) হইবে কী? শারেহ নওয়াভী (রহ.) দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাহার মতে এই ঘটনাটি এবং হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণিত পরবর্তী ঘটনাটি এক ও অভিন্ন। -(তাকমিলা, ২ঃ১১৪)

(৪০৯৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ".

(৪০৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মা হঠাৎ ইন্তিকাল করিয়াছেন। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলিবার অবকাশ পাইতেন তাহা হইলে সদকা করিতেন। কাজেই আমি যদি তাঁহার পক্ষে সদকা করি তাহা হইলে কি আমার ছাওয়াব হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلِيَ أَجْرٌ (তাহা হইলে আমার (এই কাজের জন্য) ছাওয়াব হইবে)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ, (ছাওয়াব হইবে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈসালে ছাওয়াবকারী নিজেও ছাওয়াব পাইবে।

ফাতওয়ায়ে শামী গ্রন্থে আছে– "উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নফল ইবাদতে সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ঈসালে ছাওয়াবের নিয়্যাত করে। ইহা দ্বারা তাহারা ছাওয়াব লাভ করিবে কিন্তু তাহার ছাওয়াব হ্রাস করা হইবে না।"

দারা কুতনী ও তাবরানী গ্রন্থে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجره اموتا اعطى من الاجر بعدد الاموات (যেই ব্যক্তি গোরস্থানের নিকট দিয়া অতিক্রম করে এবং এগার বার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করিয়া মৃত ব্যক্তিদের জন্য ঈসালে ছাওয়াব করে তাহাকে মৃতদের সংখ্যা পরিমাণ ছাওয়াব দান করা হয়।) এই রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায়, ঈসালে ছাওয়াবকারীকে আল্লাহ তা'আলা আরও অধিক ছাওয়াব দিবেন।

দারে কুতনী গ্রন্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে অপর এক রিওয়ায়ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج (যেই ব্যক্তি পিতা কিংবা মাতার পক্ষে (নফল) হজ্জ আদায় করে ইহা দ্বারা তাঁহার (মৃত পিতা কিংবা মাতার) হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর সেই ব্যক্তি নিজে দশটি হজ্জের ছাওয়াব পাইবে)। -(দারে কুতনী)

(৪১০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ"

(৪১০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করিয়াছেন। তিনি কোন ওসিয়্যাত করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমার ধারণা যে, তিনি যদি কিছু বলিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে সদকা করিতেন। এখন আমি যদি তাঁহার পক্ষ হইতে সদকা করি তাহা হইলে ইহার ছাওয়াব কি তিনি পাইবেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ نَعَمْ (তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ) ঈসালে ছাওয়াবের মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ (বাংলা ১০ম খণ্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠা কিতাবুয যাকাত) ২২১৬ নং হাদীছে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লামা তাকী উছমানী (দা. বা.) বলেন, আমাদের শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (রহ.) কিতাবুয যাকাতে যাহা উল্লেখ করেন নাই ইহার কিছু এই স্থানে উল্লেখ করা ভালো মনে করিতেছি।

মুতাযিলা সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুকরণে আমাদের যুগের কতক বাতিল দল মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে ছাওয়াবকে অস্বীকার করেন। আর তাহারা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وان ليس للانسان الا ماسعى (আর মানুষ তাহা পায়, যাহা সে করে -সূরা নাজম, ৩৯) দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, অন্যের চেষ্টা স্বয়ং তাহার চেষ্টার মধ্যে গণ্য হইবে না। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (রহ.) কিতাবুয যাকাতে ইহার জবাবে বলিয়াছেন মশহুর হাদীছ দ্বারা এই আয়াতখানা مقيد (শর্তযুক্ত)। কিংবা আয়াতখানা ঈসালে ছাওয়াব ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে খাস। কিংবা আয়াতে মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় ঈমান ও আমলে সালিহ-এর চেষ্টা মর্ম। আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে سعى ايمانى (ঈমানী চেষ্টা) মর্ম। অর্থাৎ একজনের ঈমান অন্যের জন্য উপকারী হইবে না। এই সকল জাওয়াবই সহীহ।

কিন্তু আমার কাছে আল্লামা ইবনুস সিলাহ (রহ.)-এর জবাবটি খুবই উত্তম মনে হয়। আর উহা হইতেছে মানুষ কেবল তাহার নিজের আমলের হকদার। অন্যের আমলে তাহার কোন হক নাই। তবে যদি কেহ অনুগ্রহ

করিয়া অপরকে ছাওয়াব হেবা করে তাহা হইলে সে এই ছাওয়াব পাইবে। আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) স্বীয় 'ফাতাওয়া'-এর ২৪ঃ৩৬৭ পৃষ্ঠায় আরও শক্তিশালী জবাব দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা و ان الانسان لاينتفع الا لسعى نفسه (মানুষ স্বয়ং নিজের জন্য যাহা চেষ্টা করে তাহা ছাড়া অন্যের চেষ্টা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে না) ইরশাদ করেন নাই; বরং তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وان ليس للانسان الا ما سعى (আর মানুষ তাহা পায়, যাহা সে করে- সূরা নজম, ৩৯)। অর্থাৎ সে নিজের চেষ্টা যাহা উপার্জন করে উহারই সে মালিক হয়। ইহার মধ্যে অন্যের কোন হক অধিকার নাই। আবার অন্য স্বীয় চেষ্টার মাধ্যমে যাহা উপার্জন করে উহা অন্যেরই। যেমন, মানুষ নিজের সম্পদ ব্যতীত অন্যের সম্পদের মালিক নহে এবং নিজের সম্পদ দ্বারা নিজেই উপকৃত হয়। আর অপরের মাল অপরেরই মালিকানায় এবং অপরই উহা দ্বারা উপকৃত হইবার হকদার। কিন্তু অপর যদি কোন সম্পদ কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া দান করে তাহা হইলে যাহাকে দান করা হইয়াছে সে উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয। অনুরূপই কেহ যদি নফল ইবাদত করিয়া ইহার ছাওয়াব আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করেন তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উহা দ্বারা উপকৃত করিয়া দেন। -(তাকমিলা, ২ঃ১১৫-১১৬)

(৪১০১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجْرٌ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ.

(৪১০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) হাকাম বিন মূসা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) উমাইয়া বিন বিসতাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তাহারা ... সকলই হিশাস বিন উরওয়া (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী উসামা ও রাওহা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে فهل لى اجر (কাজেই আমার কি ছাওয়াব হইবে?) যেমন বলিয়াছেন রাবী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.)। আর শুআয়ব ও জা'ফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে افلها اجر (তাহা হইলে কি তিনি ছাওয়াব পাইবেন?) যেমন, রাবী ইবন বিশর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فهل لى اجر (কাজেই আমার কি ছাওয়াব হইবে?) এই স্থানে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীছের রিওয়ায়তের ইখতিলাফ উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা কতক রিওয়ায়তে فهل لى اجر (কাজেই আমার কি ছাওয়াব হইবে?) কিংবা فلى اجر (তাহা হইলে আমার ছাওয়াব হইবে?) বর্ণিত হইয়াছে। আর অপর কতক রিওয়ায়তে افلها اجر (তাহা হইলে কি তিনি ছাওয়াব পাইবেন?) রহিয়াছে। আর উভয় প্রকার রিওয়ায়তের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ, বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈসালে ছাওয়াবকারী এবং যাহাকে প্রদান করা হইয়াছে তাহারা উভয়-ই ছাওয়াব পাইবেন। উল্লেখ্য যে, উভয়ের ছাওয়াব পাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। আর জবাবও উভয়টি দিয়াছেন। কিন্তু রাবীগণের কেহ একটিকে উল্লেখ করিয়াছেন আর অপর জন অন্যটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণে সম্ভবতঃ রিওয়ায়তের মধ্যে বিভিন্নতা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ঃ১১৬)

بَابُ مَا يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মৃত্যুর পরে যেই সকল বস্তুর ছাওয়াব তাহার কাছে পৌঁছে ইহার বিবরণ

(৪১০২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

(৪১০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তাহার সকল আমল বন্ধ হইয়া যায়। সদকায়ে জারিয়াহ কিংবা উপকারী ইলম কিংবা নেককার সন্তান যে তাঁহার জন্য দু'আ করিতে থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ (তাহার সকল আমল বন্ধ হইয়া যায়) অর্থাৎ عمله الذى يستحق به الاجر (নিজের এমন আমল যাহা দ্বারা ছাওয়াবের হকদার হইবে)। ইহা পূর্ববর্তী হাদীছ যাহাতে কাহারও মৃত্যুর পর তাহার পক্ষ হইতে কেহ সদকা করিলে তাহার কাছে পৌঁছিবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে উহার বিপরীত নহে। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। -(তাকমিলা, ২ঃ১১৭)

إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ (তবে সদকায়ে জারিয়া) অর্থাৎ এমন সদকা যাহা দ্বারা সদকা গ্রহণকারী দীর্ঘদিন উপকৃত হইয়া থাকে। আর ইহা অধিকাংশ ওয়াকফ দ্বারাই হইয়া থাকে। -(তাকমিলা, ২ঃ১১৭)

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (কিংবা নেককার সন্তান যে পিতা ও মাতার জন্য দু'আ করিতে থাকে)। ইহা দ্বারা দ্বীনদারী শিক্ষার মাধ্যমে সন্তান পালনের গুরুত্ব প্রদানের প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। কেননা, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর নেক সন্তানদের দ্বারাই দু'আ ও ঈসালে ছাওয়াবের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে বদকার সন্তান। তাহাদের হইতে দু'আর আশা করা যায় না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২ঃ১১৭)

بَابُ الْوَقْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফ সম্পর্কে

(৪১০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُوهَبُ . قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً .

(৪১০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) খায়বরে একটি জমি লাভ করেন। তখন তিনি এই ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসেন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বরে এমন এক খন্ড জমি পাইয়াছি যে, ইহার চাইতে উত্তম সম্পদ আমি আর কখনও প্রাপ্ত হই নাই। কাজেই আপনি এই বিষয়ে আমাকে কি হুকুম দেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তবে উহার মূল মালিকানা আটকাইয়া রাখিয়া উহার উৎপাদিত ফল-ফলাদি (ফকীরদের মাঝে) সদকা করিতে পার। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) উহা এই শর্তে সদকা করিয়া দেন যে, ইহার মূল স্বত্ব বিক্রি করা যাইবে না, খরিদ করা যাইবে না, মীরাছ সূত্রে লাভ করা যাইবে না এবং হেবাও করা যাইবে না। কাজেই হযরত উমর (রাযিঃ) ইহার আয় দরিদ্র, আত্মীয়, দাসমুক্তি, জিহাদ, পথিক ও মেহমানদের জন্য সদকা করিয়া দেন। অবশ্য যেই ব্যক্তি ইহার তত্ত্বাবধায়ক হইবে তাহার জন্য ইহা হইতে ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণের মাধ্যমে খাওয়া কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো দোষনীয় হইবে না। যদি সে ইহা হইতে সঞ্চয়কারী না হয়। রাবী আবদুল্লাহ বিন আওন (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছখানা মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করিতে গিয়া যখন এই স্থানে পৌঁছি غير متمول فيه (যদি সে ইহা হইতে সঞ্চয়কারী না হয়) তখন মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) বলিলেন, غير متاثل مالا (সম্পদ সঞ্চয়কারী না হয়)। রাবী ইবন আওন (রহ.) আরও বলেন, এই কিতাব যিনি পাঠ দান করাইয়াছেন তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, এই স্থানে غير متأثل مالا (সম্পদ সঞ্চয়কারী না হয়) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَصَابَ عُمَرُ (হযরত উমর (রাযিঃ) (খায়বরের একখন্ড জমি) লাভ করেন)। আলোচ্য হাদীছ শরীয়তে ওয়াকফ-এর বিধানের উসূলের অন্তর্ভুক্ত। -(তাকমিলা, ২য়, ১১৮)

أَرْضًا بِخَيْبَرَ (খায়বরের একখন্ড জমি)। আর সহীহ বুখারী শরীফে সাখর বিন জাওয়াইরিয়া (রহ.)-সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জমিটির নাম ছাম্‌গ (ثمغ শব্দটি م বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত)। আর ইহা একটি খেজুর বাগান। عمر بن شبة স্বীয় আখবারে মদীনা গ্রন্থে আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম (রহ.) হইতে নকল করেন যে, হযরত উমর (রাযি.) তিন রাত্রি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি যেন তাঁহার ছামগ (খেজুর বাগান)টি সদকা করেন। --(তাকমিলা, ২য়, ১১৮)

يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا (এই সম্পর্কে পরামর্শের জন্য)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ আলিম দ্বীনদার মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে কল্যাণের দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া মুস্তাহাব। চাই উহা দ্বীনী বিষয় হউক কিংবা দুনইয়াভী হউক। আর পরামর্শ দাতা সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাহার কাছে যাহা সর্বাধিক উত্তম বিবেচিত হইবে সেই মুতাবিক পরামর্শ দিবেন। আর এই প্রকারের প্রশ্নের মধ্যে রিয়া (লোক দেখানো)-এর কোন অনুপ্রবেশ নাই। যেমন কতক জাহিল লোক তাঁহার সম্পর্কে অনুরূপ অপবাদ দিয়াছে। -(মাবসূত ১২:২১, তাকমিলা, ২:১১৮)

حَبَسْتَ أَصْلَهَا (তুমি উহার মূল মালিকানা আটকাইয়া রাখ) অর্থাৎ حبسته على ملك الله تعالى (তুমি ইহার মালিকানা আল্লাহ তা'আলার কাছে আটকাইয়া রাখ)। ইহা জমহুরের অভিমত। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে حبسه على ملكك وتصدقت بمنافعه (তুমি উহার মূল মালিকানা আটকাইয়া রাখ এবং উহার উৎপাদিত বস্তু সদকা কর)। এই বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের তাহকীকসহ বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। -(তাকমিলা, ২:১১৯)

أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا (ইহার মূল স্বত্ব বিক্রি করা যাইবে না ...) অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপ রহিয়াছে যে, এই শর্তটি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর কথা। কিন্তু অপর কতক রিওয়ায়তে আছে যে, ইহা হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ। যেমন–

(ক) বুখারী শরীফে সখর বিন জুয়াইরিয়া (রহ.)-এর সনদে হযরত নাফি' (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لايباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহার মূল স্বত্ব সদকা করা যাইতে পারে। ইহা বিক্রি করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না, মীরাছ সূত্রে লাভ করা যাইবে না। তবে উহার উৎপাদিত ফল-ফলাদি (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করা হইবে)।

(খ) তহাভী গ্রন্থে আবূ আসিম ও সায়ীদ জাহদারী (রহ.) হইতে, তাহারা ইবন আওন (রহ.) হইতে, তিনি হযরত নাফি' হইতে বর্ণিত আছে قال ان شئت حبست اصلها لا تباع ولا توهب (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যদি চাও, তাহা হইলে ইহার মূল মালিকানা আটকাইয়া রাখ। তাহা বিক্রি করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না)।

(গ) সুনানু বায়হাকী গ্রন্থের ৬ঃ১৬০ পৃষ্ঠায় হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী সূত্রে নাফি' হইতে বর্ণিত আছে فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تصدق ثمرها واحبس اصله لايباع ولا يورث (আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, উহার ফল-ফলাদি সদকা কর এবং মূল স্বত্ব আটকাইয়া রাখ। ইহা বিক্রি করা যাইবে না এবং মীরাছ সূত্রে লাভ করা যাইবে না)

উপর্যুক্ত হযরত সখর বিন জুয়াইরিয়া, আবূ আসিম, সাঈদ জাহদারী এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী (রাযিঃ) প্রত্যেকেই এই শর্তটি হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, শর্তটি এতদুভয় তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত উমর (রাযিঃ) উভয়ের কথা হইলেও কোন অসুবিধা নাই। কাজেই কোন রাবী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন অন্য রাবী তাহা উল্লেখ করেন নাই। তবে প্রকাশ্য যে, এই শর্তটি প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। অতঃপর কার্যতঃভাবে হযরত উমর (রাযিঃ) যখন স্বীয় বাগান ওয়াকফ করিলেন তখন তিনিও উক্ত শর্তটি উল্লেখ করিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ১১৯-১২০)

قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ (রাবী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) উহা এই শর্তে সদকা করিয়া দেন যে, ...)। ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, উমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ওয়াকফ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থের (২৮৭৯ নং) রিওয়ায়তে আছে যে, ওয়াকফনামাটির লিখক হযরত মুআইকিব ছিলেন। আর হযরত মুআইকিব হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খেলাফত যুগে লিখক (كاتب) ছিলেন। অধিকন্তু ইহাতে আমীরুল মুমিনীন শব্দ রহিয়াছে। কাজেই ইহা তাঁহার খেলাফত যুগেই লিখিত হইয়াছিল।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় الفتح গ্রন্থের ৫ঃ৩০১ পৃষ্ঠায় এতদুভয়ের সমন্বয়ে লিখেন যে, সম্ভবতঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ওয়াকফ করিয়াছিলেন। অতঃপর নিজেই ইহার মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করেন এবং স্বীয় খিলাফত যুগে ওসিয়্যাতকালে ওয়াকফনামা লিখিয়া দেন। -(তাকমিলা, ২ঃ১২০)

শরীআতের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ

আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে জমহুরে ফকীহগণ বলেন, ওয়াকফ করা শরীআতসম্মত এবং ইহা স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে। ফলে ওয়াকফকারীর জন্য ওয়াকফকৃত বস্তু ফিরাইয়া নেওয়া, বিক্রি করা কিংবা হেবা করা জায়িয নাই। আর ইহাতে মীরাছও কার্যকর হইবে না।

আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামে প্রচার করা হয় যে, তিনি স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ কার্যকর হইবার পক্ষে রায় দেন না। আর তাহার মতে ওয়াক্ফকারী স্বীয় ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরাইয়া নেওয়া জায়িয। অধিকন্তু তাঁহার মতে ওয়াক্ফকৃত বস্তুর মধ্যে মীরাছও কার্যকর হইবে। কিন্তু সঠিক কথা হইতেছে যে, হযরত আবূ হানীফা (রহ.)-এর এই অভিমতটি ব্যাপকভাবে নহে; বরং শর্তযুক্ত। তাই ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা খুবই জরুরী। আর তাহা হইতেছে ঃ-

ওয়াক্ফ দুই প্রকার

(১) মূল বস্তু ওয়াক্ফ করা। যেমন কোন জমিতে মসজিদ, কবরস্থান, সরাইখানা, গাজীদের মঞ্জিল কিংবা হাজীগণের বাসস্থান তৈরীর জন্য ওয়াক্ফ করা। এই প্রকারের ওয়াক্ফ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতেও স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে। এই প্রকারের ওয়াক্ফকৃত বস্তু ওয়াক্ফকারীর জন্য ফিরাইয়া নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, হেবা করা জায়িয নাই এবং ইহাতে মীরাছও জারী হইবে না। আর ইহাতে তাঁহার অভিমত জমহুরে ফকীহগণের অনুরূপ। ফলে এই পদ্ধতির ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে এবং ইহাতে কাহারও মতানৈক্য নাই।

(২) মূল বস্তু ওয়াক্ফ না করিয়া উহার মুনাফা ওয়াক্ফ করা। অর্থাৎ ইহার মুনাফা এবং উৎপাদিত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া। যেমন কোন ঘরের ভাগ কিংবা জমির উৎপাদিত ফল-ফলাদি ও শস্য মসজিদ কিংবা দুঃস্থদের জন্য ওয়াক্ফ করা। এই প্রকারের ওয়াক্ফকৃত বস্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে দুই পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে এবং এক পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে না।

১ম পদ্ধতি ঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জন্যও ওয়াকফ করিতে গিয়া সে বলিল, আমার জীবদ্দশায় ইহা ওয়াক্ফ এবং মৃত্যুর পরে সদকা করিলাম। কিংবা ওসিয়্যাতের মত এই কথা বলা যে, আমার মৃত্যুর পর আমার ঘর কিংবা জমিটি এইভাবে ওয়াক্ফ করিলাম। এই পদ্ধতির ওয়াক্ফও ১ম প্রকারের ওয়াক্ফের ন্যায় স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে। এই পদ্ধতির ওয়াক্ফের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব এবং জমহুরের মাযহাবের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই।

২য় পদ্ধতি ঃ কোন বস্তুর মুনাফা ওয়াক্ফ করা এবং ইহাতে মৃত্যুর পরে সদকার কথা উল্লেখ না করা; রবং কোন শর্ত উল্লেখ ব্যতীত ব্যাপকভাবে (مطلقا) এইরূপ বলা যে, وقفت غلة داری علی كذا (আমি আমার ঘরটির দ্বারা এইভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য ওয়াক্ফ করিলাম)। ইহাতে সে মৃত্যুর পরের হুকুমের ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করে নাই। কিন্তু পরে যদি হাকিমের কাছে বিষয়টি যায় এবং কোন হাকিম কর্তৃক স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফের ফায়সালা করিয়া দেন তাহা হইলে স্থায়ীভাবে ওয়াকফ কার্যকর হইয়া যাইবে। এই পদ্ধতির ওয়াক্ফ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে স্থায়ীভাবে জারী হইবে। ফলে ইহাতেও জমহুরে ফকীহগণের সহিত কোন মতানৈক্য নাই।

৩য় পদ্ধতি ঃ কোন বস্তুর মুনাফা সদকা তথা ওয়াক্ফ করা। যেমন ওয়াক্ফের সময়কে মৃত্যুর সহিত সম্পৃক্ত করে নাই এবং হাকিম কর্তৃক স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফের ফায়সালাও করে নাই। যেমন এইরূপ বলা وقفت غلة داری علی كذا (আমি আমার ঘরটির দ্বারা এইভাবে উপকৃত হইবার জন্য ওয়াক্ফ করিলাম)। এই তৃতীয় পদ্ধতির ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবার বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, এই পদ্ধতির ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে জারী হইবে না। এমনকি তাঁহার মতে ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরাইয়া নেওয়া বৈধ এবং ক্রয়-বিক্রয় ও হেবা করা জায়িয। আর তাহার মৃত্যুর পর মীরাছও জারী হইবে।

আর জমহুরে উলামা যেমন, তিন ইমাম এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) (তথা সাহেবায়ন)-এর মতে প্রথম প্রকার একং দ্বিতীয় প্রকারের প্রথম দুই পদ্ধতির ন্যায় এই তৃতীয় পদ্ধতির ওয়াক্ফও স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবে। সুতরাং ওয়াক্ফকারীর জন্য ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরাইয়া নেওয়া যাইবে না এবং হেবা কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে না। আর ইহাতে মীরাছও জারী হইবে না।

জমহুরে উলামা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, তিনি মুনাফা ওয়াক্‌ফ করিয়াছিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করিলেন انـه لايـبـاع ولا يـوهـب ولا يـورث (ইহা বিক্রি করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না এবং মীরাছও জারী হইবে না)।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পক্ষে ইহার জবাব দেওয়া যায় যে, সম্ভবতঃ হযরত উমর (রাযিঃ) স্থায়ীভাবে কার্যকর হইবার উপর্যুক্ত প্রথম প্রকার এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রথম দুই পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতির ওয়াক্‌ফ করিয়াছিলেন।

উল্লেখ্য যে, এই মাসআলায় হানাফী ফকীহগণ (রহ.) জমহুর ও সাহেবায়ন (রহ.)-এর অভিমতের উপর ফাতওয়া দিয়া থাকেন। -(তাকমিলা, ২য় ১২২-১২৪)

(৪১০৪) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ "أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ". وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ. وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا. إِلَى آخِرِهِ.

(৪১০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইবন আওন (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ইবন আবী যায়িদা ও আযহার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এই পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে যে, "কিংবা কোন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ায় ইহাতে সঞ্চয়কারী না হইয়া" পরের অংশ উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী ইবন আদী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে উহাই আছে যাহা রাবী সুলায়মান (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ অতঃপর আমি এই হাদীছখানা মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করি ... শেষ পর্যন্ত।

(৪১০৫) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

(৪১০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারে একখন্ড জমি আমি লাভ করি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করি, আমি এমন একখন্ড জমি লাভ করিয়াছি যাহার চাইতে অধিক প্রিয় এবং উৎকৃষ্ট মাল আমার কাছে আর নাই। রাবী এই হাদীছের পরবর্তী অংশ অন্যান্য রাবীগণের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি এই কথা উল্লেখ করেন নাই যে, তারপর আমি মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করি এবং ইহার পর অংশখানি।

باب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিঃস্ব ব্যক্তির ওসিয়্যাত না করা সম্পর্কে

(৪১০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ. قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

(৪১০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... তালহা বিন মুসাররিফ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়্যাত করিয়াছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না। আমি বলিলাম, তাহা হইলে মুসলমানদের উপর কেন ওসিয়্যাত ফরয করা হইল কিংবা তিনি বলিলেন, কিভাবে তাহাদেরকে ওসিয়্যাতের নির্দেশ দেওয়া হইল? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে (তথা যথাযথ আমল করিতে) ওসিয়্যাত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم **(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়্যাত করিয়াছিলেন?)-এই প্রশ্ন সম্ভবতঃ এই কারণে হইতে পারে যে, শী'আ মতাবলম্বীগণ অনেক হাদীছ তৈরী করিয়া নিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পর হযরত আলী (রাযিঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে ওসিয়্যাত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের এই অভিমতকে এক জামাআত সাহাবায়ে কিরাম খন্ডন করিয়া দিয়াছেন। আর খন্ডনকারী সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ)ও রহিয়াছেন।**

এই কারণেই হযরত তালহা (রহ.)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাযিঃ) নেতিবাচক উত্তর দিয়াছেন। আর প্রশ্নকারী যেহেতু সম্পদ ও খিলাফতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেহেতু তিনি সরাসরি বলিয়া দিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়্যাত করেন নাই। ইহার মর্ম এই নহে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন ব্যাপারেও ওসিয়্যাত করেন নাই; বরং তিনিও জানিতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বিষয় ওসিয়্যাত করিয়া গিয়াছেন। যেমন আরব ভূখন্ড হইতে মুশরিকদের বহিষ্কার করা, বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। -(তাকমিলা, ২য়, ১২৮-১২৯)

فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ **(তাহা হইলে মুসলমানদের উপর কেন ওসিয়্যাত ফরয করা হইল)? সম্ভবতঃ হযরত তালহা বিন মুসাররিফ (রহ.) সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা ওসিয়্যাত ওয়াজিব বর্ণিত আয়াত** كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ **(তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার জন্য ওসিয়্যাত করা বিধিবদ্ধ করা হইল। -সূরা বাকারা, ১৮০) কে মানসূখ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা ওসিয়্যাত মুস্তাহাব হওয়া মর্ম। আর كتب শব্দটি সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, ওসিয়্যাত করা তাকীদসহ মুস্তাহাব। -(তাকমিলা, ২য়, ১২৯)**

أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى **(তিনি আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে (যথাযথ আমল করিতে) ওসিয়্যাত করিয়াছেন)। ইহা দ্বারা তিনি সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ** تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا : كتاب الله **(আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া গেলাম ইহা শক্তভাবে ধারণ করিলে তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। ইহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই সকল আংশিক (جزئية) ওসিয়্যাত বর্ণিত আছে হযরত ইবন আবী আওফা (রাযিঃ) তাহা নিষেধ করেন নাই। তবে তিনি শুধু আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে ওসিয়্যাত করিবার বিষয়ের উপর এই জন্য যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ। -(তাকমিলা, ২ঃ১২৯)**

(৪১০৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ

(৪১০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... মালিক বিন মিগওয়াল (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ওকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, আমি বলিলাম, তাহা হইলে কিভাবে মানুষকে ওসিয়্যাতের হুকুম করা হইল? আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, আমি বলিলাম, মুসলমানদের উপর কিভাবে ওসিয়্যাত ফরয করা হইল?

(৪১০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا نَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

(৪১০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দীনার, দিরহাম, বকরী কিংবা উট রাখিয়া যান নাই এবং তিনি কোন কিছুর ওসিয়্যাত করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ (এবং তিনি কোন কিছুর ওসিয়্যাত করেন নাই) অর্থাৎ সম্পদ এবং খিলাফত সম্পর্কে ওসিয়্যাত করেন নাই। অন্যথায় তিনি স্বীয় উম্মতের কল্যাণে অনেক নসীহত ওসিয়্যাত করিয়াছেন। আর তখন যেহেতু সম্পদ এবং খিলাফত সম্পর্কে ওসিয়্যাত করার ব্যাপারে আলোচনা হইতেছিল সেহেতু তিনি ব্যাপকভাবে ওসিয়্যাত করার বিষয়টি নিষেধ করিলেন। -(তাকমিলা, ১৩০-১৩১)

(৪১০৯) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

(৪১০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, উসমান বিন আবী শায়বা এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জরীর হইতে, (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন খাশরাম (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে, এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪১১০) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ -

(৪১১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তাহারা ... আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, তাঁহারা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর সম্মুখে উল্লেখ করেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কখন ওসিয়্যাত করিয়াছেন? অথচ আমি তাঁহাকে (নবীকে) আমার বুকে ভর দিয়া রাখিয়াছিলাম, কিংবা তিনি বলিয়াছেন, আমার কোলে তখন তিনি একটি রেকাব চাহিলেন, অতঃপর আমার কোলে ঢলিয়া পড়েন। আমি ধারণাও করিতে পারি নাই যে, তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। কাজেই তিনি তাহাকে কখন ওসিয়্যাত করিলেন?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ وَصِيًّا (হযরত আলী (রাযিঃ) তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসী ছিলেন)। অর্থাৎ শীআরা প্রচার করিয়া থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)-এর জন্য

خلافت بلا فصل (তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরপর হযরত আলী (রাযিঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে) ওসিয়্যাত করিয়া গেছেন। শী'আদের এই দাবীকে সাহাবাগণের এক জামাআত এমনকি হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ)ও খন্ডন করিয়া দিয়াছেন।

আর বিভিন্ন রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বয়ং হযরত আলী (রাযিঃ) এই কথাটি অস্বীকার করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলাফতের ব্যাপারে তাহার জন্য ওসিয়্যাত করিয়াছেন। যেমন,

(১) ইমাম তিরমিযী (রহ.) كتاب الفتن এর মধ্যে উমর ও আলী (রাযিঃ)-এর অনুচ্ছেদে বলেন, তাহারা উভয়ে বলেন, لم يعهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الخلافة شيئا (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলাফতের ব্যাপারে কিছু বলিয়া যান নাই)

(২) ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ বুখারী গ্রন্থের كتابة العلم অনুচ্ছেদে عن ابى جحيفة قال قلت لعلى هل عندكم الا كتاب؟ قال لا ـ كتاب الله او فهم اعطية رجل مسلم او مافى هذه الصحيفة قال قالت وما فى هذه الصحيفة؟ قال العقل و فكاك الاسير ولا يقتل مسلم لكافر (আবূ জুহায়ফা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আলী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে? তিনি বলিলেন ঃ না, কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব রহিয়াছে। আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক, যাহা একজন মুসলিমকে দান করা হয়, তাহা ছাড়া যাহা কিছু এই পত্রটিতে লেখা আছে। রাবী বলেন, আমি বলিলাম, এই পত্রটিতে কী আছে? তিনি বলিলেন, দিয়্যাত ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এই বিধানটিও যে, মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাইবে না)।

(৩) ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الاضاحى এর শেষ দিকে আবূ তুফায়ল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, كنت عند على بن ابى طالب فاتاه رجل فقال ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر اليك ؟ قال فغضب وقال ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر الى شيئا يكتمه الناس غير انه قد حدثنى بكلمات اربع قال فقال ماهن يا امير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض (আমি হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে গোপনে কি বলিয়াছিলেন? রাবী বলেন, তিনি ক্রোধ হইলেন এবং বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের নিকট হইতে গোপন রাখিয়া আমার কাছে একান্তে কিছু বলেন নাই। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, সেই চারটি কথা কি? তিনি বলিলেন, (১) যেই ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাকে লা'নত করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে লা'নত করেন। (২) যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবেহ করে আল্লাহ তাহার উপর লা'নত করেন। (৩) ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন, যে কোন বেদাআতী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় এবং (৪) যেই ব্যক্তি যমীনের (সীমানার) চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে তাহার উপরও আল্লাহ লা'নত করেন।

(৪) আল্লামা আবদুল বার (রহ.) স্বীয় الاستياب গ্রন্থের ২ঃ২৪২ পৃষ্ঠায় ترجمة الصديق[رض] অনুচ্ছেদে হযরত হাসান বাসরী (রহ.) সূত্রে হযরত কায়স বিন উবাদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال لى على[رض] ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالى واياما ينادى الصلوة ـ فيقول مروا ابا بكر يصلى الناس ـ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت ـ فاذا الصلاة علم الاسلام وقوام الدين ـ فرصبنا لدينانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ـ فبايعنا ابا بكر ـ

(হযরত আলী (রাযিঃ) আমাকে বলিলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক দিবারাত্রি অসুস্থ ছিলেন, এমতাবস্থায় নামাযের আযান হইল, তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা আবূ বকরকে নামায পড়াইতে বল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করিলেন তখন আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, নামায হইতেছে ইসলামের ঝান্ডা এবং দ্বীনের স্তম্ভ। কাজেই দ্বীনের ব্যাপারে যাহার প্রতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন আমরা দুনইয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিলাম। সুতরাং আমরা হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করিলাম)। -(তাকমিলা, ২য়, ১৩১-১৩২)

فَدَعَا بِالطَّسْتِ (তিনি একটি বেকার (থালা) চাহিলেন) ইমাম নাসায়ী (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, لِيَبُولَ فِيهِ (তাহাতে পেশাব করিবার জন্য) আর ইসরাঈলী রিওয়ায়তে আছে لِيَتْفُلَ فِيهَا (তাহাতে থুথু ফেলিবার জন্য) এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেকাব চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন নাই। ফলে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন যে, তিনি কি উহাতে পেশাব করিতে চাহিয়াছিলেন কিংবা থুথু ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই কতক রাবী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, অপর রাবী তাহা উল্লেখ করেন নাই। -(তাকমিলা, ২য়, ১৩৪)

(৪১১১) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى. فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ. فَقَالَ "ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدِي". فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ "دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلاَثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ". قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(৪১১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবী শায়বা এবং আমর আন-নাকিদ (রহ.) তাহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, বৃহস্পতিবার, আহ! বৃহস্পতিবার! এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমনকি তাঁহার অশ্রুধারায় কংকর ভিজিয়া যায়। আমি বলিলাম, হে ইবন আব্বাস! বৃহস্পতিবারের ব্যাপারে কী? তিনি বলিলেন, সেই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ বৃদ্ধি পায়, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার কাছে আস। আমি তোমাদেরকে এমন একটি নসীহত নামা লিখাইয়া দেই, যাহাতে তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হইবে না। তখন উপস্থিত সাহাবাগণ পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নহে। তাঁহারা বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কি হইল? তিনি কী বিদায় নিতেছেন? তোমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমাকে বিতর্ক হইতে মুক্ত থাকিতে দাও। কেননা, আমি যেই অবস্থায় আছি তাহাই উত্তম। আমি তোমাদিগকে তিনটি বিষয়ের ওসিয়্যাত করিতেছি। (এক) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হইতে বহিষ্কার কর। (দুই) প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দাও যেমন আমি তোমাদেরকে উপঢৌকন দিতাম। রাবী সুলায়মান আল-আহওয়াল বলেন, হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ) তৃতীয়টা সম্পর্কে কিছু না বলিয়া নীরব থাকেন কিংবা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু আমি (সুলায়মান) উহা ভুলিয়া গিয়াছি। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, হাসান বিন বিশর (রহ.) সুফয়ান (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ (আর তাহারা বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কি হইল? তিনি কি বিদায় নিতেছেন?)। আলোচ্য বাক্যে هَجَرَ শব্দটি দুইভাবে পঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ঃ

(১) هُجر (هاء বর্ণে পেশ দ্বারা পঠন) হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ الهذيان فى الكلام (অর্থহীন কথা বলা প্রলাব বকা) যেমন অত্যধিক রোগের প্রভাবে হইয়া থাকে।

(২) هَجَرَ শব্দটি هَجَرَ (هاء বর্ণে যবর দ্বারা পঠন) হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ বিচ্ছেদ। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছেদ কি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আর এই দ্বিতীয় অর্থ হাদীছ শরীফের বাচনভঙ্গীর সহিত পূর্ণাঙ্গ মিল রহিয়াছে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৩৬)।

ফতহুল বারী গ্রন্থে আছে যে, هَجَرَ শব্দটি মূলতঃ فعل ماضى এর সীগা। ইহার مفعول উহ্যকৃত। পূর্ণ বাক্য এইরূপ ? أَهَجَرَ الْحَيَاةَ তিনি কি প্রাণ ত্যাগ (ইন্তিকাল) করিতে যাইতেছেন?

আর هجر এর প্রথম অর্থ হইতে পারে না কেননা, هذيان (প্রলাপ বকা) সেই ক্ষেত্রে হইতে পারে যখন কথাটা خلاف عقل হয়। কিন্তু একজন নবী (যার) জীবন সায়াহ্নে ওসিয়্যাত নামা লিখিতে চাওয়া خلاف عقل কি করিয়া হইবে? তাহা ছাড়া هذيان এর অর্থে এই জন্যও হইবে না যে, هجر শব্দের পর استفهموه শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। هجر শব্দের অর্থ যদি هذيان (প্রলাপ বকা) হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে বলা হইল কেন? এই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা মূর্খতা নয় কি?

যাহা হউক আলোচ্য হাদীছের أهجر শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করতঃ শী'আ মতাবলম্বীগণ হযরত উমর (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মিথ্যা ও মনগড়া বানোয়াট আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছেন। অথচ أهجر শব্দটি হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন নাই। আলোচ্য হাদীছ قالوا বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া হাদীছের অন্য কোন কিতাবেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কোন রিওয়ায়তেই এই কথা নাই যে, ইহা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর উক্তি। শাহ্ আবদুল আযীয (রহ.) 'তুহফায়ে ইছনা আশারা' গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। অধিকন্তু শী'আ মতাবলম্বীগণও নিজেদের স্বপক্ষে এমন কোন একটি রিওয়ায়তও উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই যে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মন্তব্য। কাজেই এই বিষয়ে প্রশ্ন জবাবের মাধ্যমে আলোচনা দীর্ঘায়িত করা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا (রাবী সুলায়মান আল সাহ্ওয়াল (রহ.) বলেন, আর হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ) তৃতীয়টা সম্পর্কে কিছু না বলিয়া নীরব থাকেন কিংবা তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি (সুলায়মান) ভুলিয়া গিয়াছি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الساكت (নীরবতা অবলম্বনকারী) হইলেন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আর الناسى (বিস্মৃতিকারী) হইলেন সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ)। কিন্তু সহীহ হইতেছে যে, الساكت হইলেন হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ) এবং الناسى হইলেন সুলায়মান আল সাহ্ওয়াল (রহ.)। তৃতীয় এই নসীহতখানা কী ছিল এই সম্পর্কে হাদীছ ব্যাখ্যাকারীগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। দাউদী (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআন মাজীদের ব্যাপারে ওসিয়্যাত। মুহাল্লাব (রহ.) বলেন, হযরত ওসামা (রাযিঃ) সৈন্যবাহিনীর ব্যাপারে ওসিয়্যাত। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ তৃতীয় ওসিয়্যাতটি و لا تتخذوا قبرى وثنا (আর আমার কবরকে তোমরা সাজদার স্থান বানাইও না) কিংবা ইহাও হইতে পারে যাহা আনাস (রাযিঃ)-এর হাদীছে রহিয়াছে যে, ওসিয়্যাতটি ছিল নামায এবং দাস-দাসীদের হক সম্পর্কে। -(ফতহুল বারী)

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উপর্যুক্ত সকল ব্যাখ্যাই সম্ভাব্য, কিন্তু রাবী যেহেতু ভুলিয়া গিয়াছেন সেহেতু নিশ্চিতভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ১৩৭)

(৪১১২) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ. ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا". فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ.

(৪১১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার। আর কি সে বৃহস্পতিবার। অতঃপর তাহার অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিল। এমন কি আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তাঁহার উভয় গন্ডের উপরে যেন মুক্তার লহরী। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার নিকট হাড় ও দোয়াত নিয়া আস কিংবা ইরশাদ করিলেন কাষ্ঠফলক ও দোয়াত। আমি তোমাদেরকে এমন একটি লিপি লিখাইয়া দিব যে, ইহার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। তখন তাহারা বলিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায়ের সময় কি ঘনাইয়া আসিয়াছে?

(৪১১৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّونَ بَعْدَهُ". فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قُومُوا". قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

(৪১১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে, তাহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন এবং হুজরাখানায় বেশ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)ও ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আস, আমি তোমাদেরকে একটি লিপি লিখাইয়া দেই। ইহার পর তোমরা আর পথভ্রষ্ট হইবে না। হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন রোগশয্যায় কাতর। (তাঁহাকে বাড়তি কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। অসুস্থতার কারণে লিখাইয়া দিতে না পারিলেও কোন সমস্যা নাই) তোমাদের কাছে তো কুরআন মাজীদ বর্তমান আছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন হুজরাখানায় উপস্থিত সাহাবাগণ মতানৈক্য করিলেন এবং তাঁহারা ঝগড়ায় লিপ্ত হইলেন। তাহাদের কেহ কেহ বলেন, তোমরা (কলম-দোয়াত) নিয়া আস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের এমন এক কিতাব লিখাইয়া দিবেন, যাহার পর আর তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। আর কেহ কেহ সেই কথাই বলিলেন, যাহা হযরত উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যখন তাহাদের ঝগড়া ও মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও। রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইহার পর হইতে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, মুসীবত, বড় মুসীবত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের জন্য সেই লিপি লিখাইয়া দেওয়ার মাঝখানে তাহাদের মতবিরোধ ও ঝগড়া যে বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪১১১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

মুসলিম ফর্মা -১৬-৬/১

كتاب النذر

অধ্যায় ঃ মানত সম্পর্কে

نذر শব্দটি বাবে ضرب এর مصدر শাব্দিক অর্থ হইতেছে ভালো কিংবা মন্দ কোন কিছুর ওয়াদা করা। আল্লামা ইবন ফারিস (রহ.) বলেন, ذ ، ن এবং ر সমন্বয়ে গঠিত শব্দটি ভয় প্রদর্শনের অর্থ প্রকাশের উপর প্রয়োগ হয়। উহা হইতেই الانذار যাহার অর্থ ভীতিপ্রদর্শন করা। আর উহা হইতেই نذر অর্থাৎ সে উহার বিপরীত করিতে ভয় করে।

نذر শব্দের পারিভাষিক অর্থঃ আল্লামা ইমাম রাগিব (রহ.) বলেন, ايجاب ماليس بواجب لحدوث امر (কোন বিষয়কে সম্মুখে রাখিয়া নিজের উপর এমন বস্তু ওয়াজিব করা যাহা তাহার উপর ওয়াজিব ছিল না)। আর ইহা ইবাদতসমূহের মধ্য হইতে একটি বস্তু। যাহাকে কোন ব্যক্তি নিজের উপর ওয়াজিব করিয়া নিয়াছে।

ইহা হয়তো (১) শর্তহীন মানত হইবে যাহাকে نذر مطلق বলে। যেমন এইরূপ বলা لله ان اصوم يوم كذا (আমি অমুক দিন আল্লাহর জন্য রোযা রাখিব। কিংবা (২) শর্তযুক্ত কোন মানত হইবে যাহাকে نذر معلق বলে। যেমন এইরূপ বলা ان شفى الله مرضى فعلى صوم شهر (আল্লাহ তাআলা আমার রোগ মুক্তি দিলে আমি একমাস রোযা রাখিব)। -(তাকমিলা ২ঃ১৪৭ ও অন্যান্য)

بـاب الأَمْـرِ بِـقَـضَاءِ الـنَّـذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত পূর্ণ করিবার নির্দেশ

(৪১১৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَنَا اللَّيْثُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَاقْضِهِ عَنْهَا".

(৪১১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী ও মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সেই মানতের কথা জিজ্ঞাসা করেন, যাহা তাঁহার মায়ের যিম্মায় ছিল, কিন্তু তিনি উহা পূর্ণ করিবার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেন, তুমি তাঁহার পক্ষ হইতে উহা আদায় করিয়া দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ (সেই মানতের কথা জিজ্ঞাসা করেন, যাহা তাহার মায়ের যিম্মায় ছিল)। তাঁহার মাতা কি মানত করিয়াছিলেন ইহার নির্ধারণে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য আছে। কেহ বলেন, রোযা, কেহ বলেন, গোলাম আযাদ, আর কেহ বলেন, সদকা করিবার মানত। আর কেহ বলেন نذر مطلق (শর্তহীন নযর) এবং مبهم (অনির্ধারিত) ছিল। কিন্তু তাহাদের অভিমতের পক্ষে সুস্পষ্ট কোন দলীল নাই। তবে আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) ইহাকে نذر معين হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়াছেন نذر مبهم নহে। আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.)

মুসলিম ফর্মা -১৬-৬/২

বলেন, ইবন আছীর (রহ.) স্বীয় 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে নকল করেন যে, ان سعدا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان امى ماتت وعليها نذر - افيجزئ عنها ان اعتق عنها ؟ قال اعتق عن امك (হযরত সা'দ (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিলেন, আমার মা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন আর তাঁহার যিম্মায় নযর রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে গোলাম আযাদ করিয়া দিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার মা-এর পক্ষ হইতে গোলাম আযাদ করিয়া দাও)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মা-এর যিম্মায় গোলাম আযাদ করিবার মানত ছিল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ১৪৮-১৪৯)

فَاقْضِهِ عَنْهَا (তুমি তাঁহার পক্ষ হইতে উহা আদায় করিয়া দাও)। এই বিষয়ে দুইটি মাসআলা।

(১) মৃত ব্যক্তির নযর পূর্ণ করা ওয়ারিছের জন্য ওয়াজিব কি না? আহলে জাহির-এর মতে নযর পূর্ণ করা ওয়াজিব। কেননা, হাদীছ শরীফে আমরের সীগা বর্ণিত হইয়াছে। আর আমরের সীগা দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

জমহুরে ফকীহগণ (যাহাদের মধ্যে হানাফীগণও রহিয়াছেন) বলেন, মাল জাতীয় নযর হইলে পূর্ণ করা ওয়াজিব অন্যথায় ওয়াজিব নহে; বরং মুস্তাহাব। দলীল সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ قال اتى رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختى نذرت ان تحج و انها ماتت - فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله - فهو احق بالقضاء (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল যে, আমার বোন হজ্জ করিবার মানত করিয়াছিল। আর এখন সে মরিয়া গিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহার যিম্মায় যদি কর্জ থাকিত তাহা হইলে কি তুমি উহা পূর্ণ করিতে? লোকটি জবাবে বলিল, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কাজেই আল্লাহর হক আদায় করিয়া দাও। কেননা, উহা পূর্ণ করার অধিক হকদার)।

এই হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম نذر (মানত)কে دين (কর্জ)-এর সহিত তাশবীহ দিয়াছেন। আর دين আদায় করা ঐ সময় ওয়াজিব হয় যখন ওসিয়্যাত করা হয়। অন্যথায় ওয়াজিব নহে।

আর আলোচ্য হাদীছে আমরের সীগা দ্বারা আহলে জাহিরের প্রদত্ত দলীলের জবাব এই যে, امر এর সীগা দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় বটে তবে অন্য কোন قرينه (সম্বন্ধ) পাওয়া গেলে ভিন্ন অর্থ প্রদানেরও সম্ভাবনা থাকে। আলোচ্য হাদীছে ভিন্ন অর্থের قرينة হইল প্রশ্নকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার যিম্মায় মানত আদায় করিয়া দিতে পারিবে কি না? প্রশ্নের চাহিদার বিভিন্নতার কারণে জবাবও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কাজেই প্রশ্নকারী যদি ওয়াজিবের অর্থে প্রশ্ন করিয়া থাকেন তাহা হইলে ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করিবে আর মুবাহ ইত্যাদির অর্থে প্রশ্ন করিয়া থাকিলে মুবাহর অর্থ প্রদান করিবে। যেমন তাহাদের কথা أنصلى فى مرابض الغنم ؟ (আমরা কি বকরী রাখার ঘরে নামায আদায় করিতে পারিব?) قال صلوا فى مرابض الغنم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা বকরী রাখার ঘরে নামায আদায় করিতে পার)। এই স্থলে মুবাহ-এর অর্থ প্রদান করিবে।

(২) সকল প্রকার নযর ওয়ারিছের জন্য পূর্ণ করা জায়িয কি না?

এই বিষয়ে সারসংক্ষেপ কথা হইতেছে যে, মানত যদি মালের মধ্যে হয় এবং মৃত ব্যক্তি ওসিয়্যাত করিয়া যায় এবং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা উক্ত ওসিয়্যাত পূর্ণ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে ওয়ারিছদের জন্য ওসিয়্যাত পূর্ণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ওসিয়্যাত না করিয়া থাকিলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মৃত ব্যক্তি ওসিয়্যাত না করিলেও মালী মানত (نذر مالى) পূর্ণ করা ওয়াজিব। কেননা, ইহা دين (কর্জ)-এর ন্যায়। আর دين (কর্জ) আদায় করা ওয়াজিব যদিও ওসিয়্যাত করা না হয়।

ইহার জবাবে আমরা বলিব যে, ইহা এক প্রকার ইবাদত। আর ইবাদতের মধ্যে ইখতিয়ার থাকা জরুরী। আর ইহা কেবল ওসিয়্যাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে। মীরাছের ক্ষেত্রে নহে। কেননা, মীরাছ ইখতিয়ারী নহে; বরং বাধ্যতামূলক। অতঃপর মানত যদি بدنى (শারীরিক) হয় তবে উহার দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে। (ক) بدنى محض (শুধু শারীরিক) যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। (খ) بدنى (শারীরিক) এবং مالى (মালী) এতদুভয় মিলিত ইবাদত। যেমন হজ্জ। জমহুরে ফকীহগণের মতে এই দ্বিতীয় প্রকার তথা হজ্জের মানতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব চলে। কাজেই মৃত ব্যক্তি ওসিয়্যাত করিয়া থাকিলে এবং তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা নযর পূর্ণ করা গেলে ওয়ারিছদের জন্য তাহা পূর্ণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ওসিয়্যাত না করিয়া থাকিলে পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে, তবে মুস্তাহাব। তবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মশহুর মতে হজ্জের মানতের মধ্যেও প্রতিনিধিত্ব জায়িয নাই। ফলে হজ্জ পূর্ণ করাও জায়িয নাই।

আর عبادة بدنية محضة (খাঁটি শারীরিক ইবাদত) এর মধ্যে যদি নামায হয় তাহা হইলে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ারিছদের জন্য তাহা আদায় করিয়া দেওয়া জায়িয নাই। নামায ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে রোযার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব চলিবে তবে ওয়ারিছদের জন্য নযর পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব। তাহার প্রমাণ সহীহ মুসলিম শরীফের كتاب الصوم এ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ–

قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - ان امى ماتت وعليها صوم نذر - افاصوم عنها ؟ قال أرأيت لوكان على امك دين فقضيته أكان يودى ذلك عنها - قالت نعم ، قال فصومى عن امك -

(তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-এর ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার যিম্মায় মানতের রোযা রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে রোযা রাখিয়া দিতে পারিব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা-এর যিম্মায় কর্জ থাকিত তবে তাহার পক্ষে উহা আদায় করিয়া দিতে? মহিলা জবাবে আরয করিল, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার মা-এর পক্ষ হইতে তুমি রোযা আদায় করিয়া দাও। -হাদীছ নং ২৫৮৬)। তবে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মশহুর মতে, এই প্রতিনিধিত্ব কেবল মানতকৃত রোযার মধ্যে প্রযোজ্য হইবে, রমযানের রোযার ক্ষেত্রে নহে।

আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে শারীরিক ইবাদতের মধ্যে কোন অবস্থাতেই প্রতিনিধিত্ব চলে না। কাজেই নামাযের মত রোযার মধ্যেও প্রতিনিধিত্ব চলিবে না। তবে ওয়ারিছগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে নামায ও রোযার ফেদইয়া দিতে চাহিলে আদায় করিয়া দিতে পারিবে।

তাঁহাদের প্রমাণ হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত মারফু হাদীছ رجل مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين (যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার যিম্মায় রোযা রহিয়াছে। তাহার পক্ষে প্রতি দিনের জন্য একজন মিসকীনকে পানাহার করাইবে। -(তিরমিযী, তাকমিলা, ২য়, ১৪৯-১৫১)

(৪১১৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

(৪১১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম

(রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উছমান বিন আবী শায়বা (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী হইতে লায়ছ (রহ.)-এর সনদে বর্ণিত হাদীছের সমার্থক হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

অনুচ্ছেদ ঃ মানতের নিষেধাজ্ঞা আর উহা কোন কিছুতেই ফিরাইয়া দেয় না।

(৪১১৬) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".

(৪১১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মানত করা হইতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করেন যে, উহা (তাকদীরের) কিছুই ফিরাইয়া দেয় না। তবে ইহার মাধ্যমে কৃপণের হাত হইতে কিছু বাহির করা হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ (আমাদেরকে মানত করা হইতে নিষেধ করেন)। প্রকাশ থাকে যে, মানত যদি শর্তবিহীন হয় তাহা হইলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহবিহীন জায়িয। যেমন মানতকারী এইরূপ বলা যে, لله على ان اصلى ركعتين (আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে আমার উপর দুই রাকাআত নামায রহিল) আর আলোচ্য হাদীছে শর্তযুক্ত মানত (النذر المعلق) কে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন এইরূপ বলা যে, ان شفى الله مرضى صمت يومين (আল্লাহ তাআলা আমার রোগ ভালো করিলে দুই দিন রোযা রাখিব)। মানত আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তন করিতে পারে না। দু'আ, সদকা ইত্যাদি যেমন শর্তযুক্ত তাকদীর (تقدير معلق) কে পরিবর্তনের বাহ্যিক মাধ্যম, মানত ততখানি মাধ্যমও নয়। ইহার মাধ্যমে কৃপণের মাল হাত ছাড়া হয় মাত্র। কারণ কৃপণ যাহা খরচ করিতে চায় না মানতের মাধ্যমে উহাই খরচ হয়ে যায়। সুতরাং শর্তযুক্ত মানত দ্বারা কোন ফায়দা নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ১৫২ ও ১৫৪)

(৪১১৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

(৪১১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানত কোন কিছুকে আগাইয়া আনিতে পারে না আর না পিছাইয়া নিতে পারে। তাই ইহার মাধ্যমে কৃপণ লোক হইতে কিছু বাহির করা হয়।

(৪১১৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

(৪১১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর ইরশাদ করিয়াছেন যে, উহা কোন প্রকার কল্যাণ বহন করিয়া আনে না। তবে ইহার মাধ্যমে কৃপণ হইতে কিছু বাহির করা হয়।

(৪১১৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا مُفَضَّلٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৪১১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... এই সনদে হযরত জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪১২০) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

(৪১২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মানত করিও না। কেননা, মানত তাকদীর হইতে সামান্য কিছুও মুক্তি দেয় না। উহার মাধ্যমে কেবল কৃপণ লোকের সম্পদই বাহির করা হয়।

(৪১২১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ "إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ".

(৪১২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করিতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন, উহা তাকদীরকে পরিবর্তন করিতে পারে না। ইহার মাধ্যমে শুধু কৃপণ লোকের সম্পদই বাহির করা হয়।

(৪১২২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ".

(৪১২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানত এমন কোন বস্তুকে বনী আদম (আঃ)-এর নিকটে আনিয়া দেয় না, যাহা আল্লাহ তাহার তাকদীরে রাখেন নাই। তবে মানত যদি তাকদীর অনুকূলে হইয়া যায়, তখন ইহার দ্বারা কৃপণের সেই মাল বাহির করা হয়, যাহা বাহির করিতে সে ইচ্ছুক ছিল না।

(৪১২৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪১২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আমর বিন আবূ আমর (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَاب لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাইবে না এবং যাহার মালিক বান্দা নহে উহাতেও

(৪১২৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ "مَا شَأْنُكَ". فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ "أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ". ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ "مَا شَأْنُكَ". قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ "لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ". ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ "مَا شَأْنُكَ". قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي. قَالَ "هَذِهِ حَاجَتُكَ". فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَهِيَ نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ - قَالَ وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ "سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ".

(৪১২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সাকীফ গোত্র ছিল বনূ উকায়ল গোত্রের মিত্র। একবার সাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইজন সাহাবীকে বন্দী করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বনূ উকায়ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে এবং তাহার সহিত আযবা (উষ্ট্র)কেও আটক করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে তাশরীফ নিলেন। তখন সে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে বলিল, ইয়া মুহাম্মদ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট গেলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তোমার অবস্থা কী? সে বলিল, আমাকে কী কারণে বন্দী করিয়াছেন? আর হাজীদের অগ্রগামী উষ্ট্রীকে বা কেন আটক করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বিরাট কারণে। তোমার মিত্র সাকীফ গোত্রের লোকদের অপরাধের কারণে তোমাকে বন্দী করিয়াছি। অতঃপর তিনি তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া চলিলেন, সে

পুনরায় তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিল, ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই দয়ালু ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। তাই তিনি তাহার ডাকে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কী? সে বলিল, আমি একজন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি যদি তখন এই কথা বলিতে যখন তোমার সম্পর্কে তোমার অধিকার ছিল। তাহা হইলে তুমি পূর্ণভাবেই সফলকাম হইতে। অতঃপর তিনি ফিরিয়া চলিলেন। সে আবার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! তিনি আবার তাহার কাছে আসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তোমার কী হইয়াছে। সে বলিল, আমি ক্ষুধার্ত, কাজেই আমাকে খাবার দিন এবং তৃষ্ণার্ত, আমাকে পান করান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ইহাই কী তোমার প্রয়োজন? অতঃপর তাহাকে সেই দুই (সাহাবী) ব্যক্তির বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

রাবী বলেন, পরে এক আনসারী মহিলা বন্দী হয় এবং আযবা (নাম্মী উষ্ট্রী)টি তাহাদের হাতে আটকা পড়ে। আর মহিলাটি বাঁধা অবস্থায় ছিল। উল্লেখ্য যে, গোত্রের লোকদের অভ্যাস ছিল যে, তাহারা তাহাদের পশুগুলি গৃহের সামনে রাখিত। এক রাত্রে মহিলাটি বন্ধন ছিড়ে পলায়ন করে এবং উটের নিকট আসে। সে যখনই কোন উটের নিকট আসিত তখনই সেই উটটি আওয়ায করিত, ফলে সে উহাকে পরিত্যাগ করিত। অবশেষে সে 'আযবা' নিকট পৌঁছিল। সে কোন শব্দ করিল না। রাবী বলেন, 'আযবা' ছিল খুবই বাধ্যগত। আর সে উহার উপর সওয়ার হইয়া হাঁকাইল তখন সে চলিতে লাগিল। এইদিকে তাহারা পলায়নের বিষয়টি জানিয়া তাহার অন্বেষণে ছুটিল। কিন্তু 'আযবা' তাহাদেরকে ব্যর্থ করিয়া দিল। রাবী বলেন, আর মহিলাটি আল্লাহর নামে মানত করে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা এই উষ্ট্রীর সাহায্যে তাহাকে মুক্তি দেন, তাহা হইলে সে অবশ্যই উষ্ট্রীকে কুরবানী করিবে। যখন সে মদীনায় পৌঁছে, তখন লোকজন তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই 'আযবা' উষ্ট্রীটি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রী। তখন সেই মহিলা আরয করিল যে, সে মানত করিয়াছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এই উষ্ট্রীর সাহায্যে মুক্তি দান করেন, তবে সে অবশ্যই ইহাকে কুরবানী করিবে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া ঘটনাটি তাঁহাকে অবহিত করিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, 'সুবহানাল্লাহ' কী মন্দ প্রতিদান, যাহা সে তাহাকে দিয়াছে, সে আল্লাহ তা'আলার নামে মানত করিয়াছে যে, আল্লাহ যদি তাহাকে এই উষ্ট্রীর ওসীলায় রক্ষা করেন তাহা হইলে সে উহাকেই কুরবানী করিয়া দিবে। (জানিয়া রাখ) পাপের ব্যাপারে মানত করিলে সেই মানত পূর্ণ করিতে নাই। আর সেই বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নহে, যাহার মালিক সে বান্দা নহে। আর রাবী ইবন হুজর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর ক্ষেত্রে মানত সংঘটিত হয় না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَتْ ثَقِيفُ الخ (সাকীফ গোত্র ছিল বনূ উকায়ল গোত্রের মিত্র ...)। প্রকাশ থাকে যে, এই আলোচ্য হাদীছে দুইটি ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে। (১) প্রথম ঘটনাটি হইতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 'আযবা' (নাম্মী উষ্ট্রী)-এর মালিক হইবার ঘটনা। ঘটনাটি নিম্নরূপ, সাকীফ গোত্রের সহিত বনূ উকায়লের মিত্রতা ছিল। এই দিকে বনূ সাকীফ ও তাহাদের মিত্রদের সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুক্তি ছিল। কিন্তু সাকীফ গোত্রের লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ করে দুইজন সাহাবীকে বন্দী করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বনূ উকায়ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাহার 'আযবা' (নাম্মী উষ্ট্রী)সহ বন্দী করেন। এই সময় 'আযবা' (নাম্মী উষ্ট্রী)টিও গণীমত হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক হন।

(২) দ্বিতীয় ঘটনাটি হইল, প্রথম ঘটনার পরে মুশরিকরা মদীনা আক্রমণ করে বসে, আর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আযবা' উষ্ট্রীটি মদীনার উপকণ্ঠে বিচরণ করিতেছিল। ইহার পাহারায় ছিলেন হযরত আবূ যার গিফারী (রহ.)-এর পুত্র। মুশরিকরা তাহাকে হত্যা করিয়া সকল উট হাঁকাইয়া নিয়া যায়। এমনকি

হযরত আবূ যার গিফারী (রাযিঃ)-এর স্ত্রীকেও তাহারা বন্দী করিয়া নিয়া যায়। ইতিহাসে ইহা 'যাতুল করদ' যুদ্ধ নামে খ্যাত।

হযরত আবূ যার (রাযিঃ)-এর স্ত্রী সুযোগ পাইয়া অথবা উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে চলিয়া আসেন। এই সময় তিনি মানত করেন যে, তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইলে তিনি আরোহিত উষ্ট্রীটিকে কুরবানী করিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শ্রবণ করিয়া ইরশাদ করিলেন بئسما جزتها الخ (কত নিকৃষ্ট প্রতিদান, যাহ সে তাহাকে দিয়াছে)। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, "গুনাহের কাজ এবং বান্দা যাহার মালিক নয় তাহা হইতে মানত পূর্ণ করিতে নাই। আর রাবী ইবন হাজার (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে "আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে মানত নাই।" যেহেতু হযরত আবূ যার (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উষ্ট্রীর মালিক ছিলেন না তাই এই মানত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

উপর্যুক্ত দ্বিতীয় ঘটনার সংশ্লিষ্ট আলোচনার উদ্দেশ্যেই ইমাম মুসলিম (রহ.) আলোচ্য হাদীছখানা كتاب النذر (মানত অধ্যায়)-এ উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ২য় ১৫৮)

وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ (আর তাহারা তাহার সহিত 'আযবা' (নাম্মী উষ্ট্রী)কেও আটক করেন)। বনূ উকায়ল গোত্রের বন্দীকৃত লোকের উষ্ট্রীটির নাম ছিল 'আযবা'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ যখন তাহাকে বন্দী করেন তখন তাহারা তাহার সহিত এই উষ্ট্রীকেও গণীমতের মাল হিসাবে আটক করেন। অতঃপর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক হন।

আলোচ্য হাদীছ প্রমাণ যে, 'আযবা' এবং 'কাসওয়া' একই উটের নাম নহে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেন 'কাসওয়া' (নাম্মী উষ্ট্রী)-এর উপর আরোহণ করে। আর 'আযবা' আটক করা হয় বনূ উকায়ল-এর উল্লিখিত কয়েদী হইতে। আর ইহা নিশ্চিতভাবেই হিজরতের পরের ঘটনা। সুতরাং 'আযবা' এবং 'কাসওয়া' একই উষ্ট্রী বলিয়া ধারণা করা নিতান্তই ভুল। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আযবা' (যাহার অর্থ কান কাটা)-এর কান কাটা ছিল না; বরং এমনিতেই ইহার এই লকব পড়িয়া যায়। আল্লামা যমখশরী (রহ.) বলেন, عضباء -এর অর্থ খাট হাত বিশিষ্ট হওয়া। সম্ভবতঃ উষ্ট্রীটির হাত (সামনের পা) খাট ছিল তাই ইহার নাম 'আযবা' হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য় ১৫৮-১৫৯)

لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (তুমি যদি এই কথা তখন (বন্দী করার সময়) বলিতে, যখন তোমার ব্যাপারে তোমার অধিকার ছিল, তাহা হইলে তুমি পূর্ণভাবে সফলকাম হইতে)। অর্থাৎ বন্দী করিবার পূর্বে এই কথা বলার তোমার অধিকার ছিল। কাজেই এখন যাহা বলিতেছ তখন যদি বলিতে যে, তুমি মুসলিম। তাহা হইলে তুমি নিজেকে দুনইয়াতে বন্দী হইতে এবং আখিরাতের আযাব হইতে নিরাপদ রাখিতে সক্ষম হইতে। কেননা, কোন ব্যক্তি যদি বন্দীর পূর্বে ইসলাম স্বীকার করে তবে তাহাকে বন্দী করা জায়িয নাই এবং হত্যা করাও জায়িয নাই। হ্যাঁ, বন্দী করিবার পর যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে নিজের জানকে হত্যা হইতে নিরাপদ করিল। তবে ইমামের জন্য তাহাকে দাস করিয়া রাখিতে পারে আবার মুক্ত করিয়াও দিতে পারে। কেননা, বন্দীর পর ইসলাম গ্রহণের দ্বারা দাস করিয়া রাখা নিষেধ করে না। -(তাকমিলা, ২য়, ১৬০-১৬১)

هَذِهِ حَاجَتُكَ (ইহা-ই তোমার প্রয়োজন।) অর্থাৎ পানাহারই তোমার আসল প্রয়োজন। সুতরাং আমরা তাহা পূরণ করিয়া দিতেছি। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বন্দীকৃত ব্যক্তি বন্দীকারীর নিকট পানাহারের হকদার রহিয়াছে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৬১)

بِئْسَمَا جَزَتْهَا (কত নিকৃষ্ট প্রতিদান, যাহ সে তাহাকে দিয়াছে)। অর্থাৎ মহিলাটি উষ্ট্রীর ইহসানের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দিতে নিয়্যত করিয়াছে। কেননা, কাফিরদের হইতে তাহার নাজাতের উসীলা এই উষ্ট্রীটি হইয়াছে। অথচ সে ইহাকে কুরবানী করিবার মানত করিয়াছে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৬৩)

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ (পাপের ব্যাপারে মানত করিলে সেই মানত পূরণ করিতে নাই)। কোন ব্যক্তি যদি গুনাহের কাজের মানত করে তাহা হইলে ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে তাহার জন্য উহা পূরণ না করা ওয়াজিব। তবে এই ক্ষেত্রে কাফ্ফারা কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হইবে কি না এই বিষয়ে ফকীহগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। আর এই মাসআলায় তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

এক ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে ইহাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না। কেননা, কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে نذر منعقد (পূরণযোগ্য সংঘটিত মানত)-এর মধ্যে। আর পাপ কাজে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) মানত সংঘটিত হয় না। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছসহ সেই সকল হাদীছ যাহাতে পাপ কাজে মানত করাকে বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং সেই স্থানে কাফ্ফারার কথা উল্লেখ নাই।

দুই ঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে মানত সংঘটিত হইবে বটে কিন্তু উহা পূর্ণ করা যাইবে না। তবে মানত করিবার কারণে কাফ্ফারা দিতে হইবে। কারণ কাফ্ফারার বিষয়টি ব্যাপক। ভাল ও মন্দ সকল প্রকার মানতের ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। অনুরূপ মত পোষণ করেন হযরত ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, জারির, ইমরান বিন হুসায়ন, সুমরা বিন জুনদাব ও সুফয়ান ছাওরী (রাযিঃ)।

তাঁহাদের দলীল আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত মারফু হাদীছ ঃ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (যেই ব্যক্তি নাফরমানীর মানত করিল তাহার কাফ্ফারা হইল কসম ভঙ্গ করিবার কাফ্ফারার অনুরূপ)। আর অনুরূপ তিরমিযী শরীফে (১৫৬৩নং) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে মানত নাই। আর ইহার কাফ্ফারা হইল কসম-এর কাফ্ফারার ন্যায়)। নাসাঈ শরীফেও অনুরূপ আছে।

তিন ঃ ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁহার আসহাব (রহ.) বলেন, বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মানতকৃত বস্তুটি সরাসরি হারাম হইলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। যেমন, হত্যা, মদ্যপান, ব্যভিচার ও চুরি ইত্যাদি হয় তাহা হইলে মানত সংঘটিত হইবে না; বরং বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আর মানতকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। ইহার প্রমাণ আলোচ্য মতলক হাদীছ এবং ঐ সকল হাদীছ যাহাতে কাফ্ফারার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে মানতকৃত পাপ কর্মটি যদি সরাসরি পাপ না হয়; বরং সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণে হয় তাহা হইলে মানত সহীহ ও সংঘটিত হইবে। যেমন, ঈদের দিন এবং আইয়্যামে তশরীকের দিবসে রোযা রাখিবার মানত করা। অবশ্য এই সকল দিবসে রোযা রাখিতে পারিবে না; বরং ইহার পরিবর্তে অপর কোন দিন রোযা রাখিবে কিংবা কাফ্ফারা আদায় করিবে। আর হযরত আয়িশা ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে যে কাফ্ফারার উল্লেখ রহিয়াছে উহা এই ধরণের মানতের উপর প্রয়োগ হইবে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৬৩-১৬৪)

وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ (আর সেই বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নহে যাহার মালিক সে বান্দা নহে)। ইহা দ্বারা শারেহ নওয়াভী ও ইমাম খাত্তাবী (রহ.) শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, কোন কাফির যদি মুসলমানের সম্পদ লুট করিয়া দারুল হারবে আশ্রয় নেয় তাহা হইলে সে ঐ সম্পদের মালিক হইবে না; বরং মুসলমানই ইহার মালিক থাকিয়া যাইবে। দলীল এইভাবে হইবে যে, কাফিররা যদি এই উষ্ট্রীটির মালিক হইত তাহা হইলে আনসারী মহিলা (আবূ যার গিফারী (রাযিঃ)-এর স্ত্রী) তাহাদের হইতে গণীমত হিসাবে ইহার মালিক হইতেন। ফলে তাহার মানতও সহীহ হইত। অথচ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারী মহিলা উষ্ট্রীর মালিক হন নাই; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার মালিক রহিয়া গিয়াছেন।

আর হানাফী মাযহাব মতে কাফিররা ইহার মালিক হইবে বটে তবে শর্ত হইতেছে যে, উহা দারুল হারব-এ নিয়া সংরক্ষিত করিতে হইবে। হ্যাঁ, মুসলমানদের হইতে সম্পদ নিয়া দারুল হারব-এ প্রবেশের পূর্বে রাস্তা হইতে

পুনরায় মুসলমানগণ গণীমতরূপে নিয়া আসে তাহা হইলে এই সম্পদকে বিনা মূল্যে উহার মালিকের নিকট ফেরত দিতে হইবে। আর যদি গণীমত হিসাবে বন্টন হইয়া যায় অতঃপর তাহার মালিক চিহ্নিত হয় তবে মূল্যের বিনিময়ে পূর্বের মালিক পাওয়ার অধিক হকদার।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, আমাদের শায়খ উছমানী থানুবী (রহ.) আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত উষ্ট্রীর জবাবে বলেন, মুশরিকরা তখনও দারুল হারবে পৌঁছিতে পারে নাই; বরং রাস্তা হইতেই আনসারী মহিলার মাধ্যমে উষ্ট্রী তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। ফলে তাহারা মালিক না হইবার কারণে আনসারী মহিলাও গণীমত হিসাবে মালিক হয় নাই; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আযবা'-এর মালিক থাকিলেন। আর এই মাসআলায় শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের কোন দলীল নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ১৬৬)

(৪১২৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ. وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ.

(৪১২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' আল-আতাকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আইয়্যুব (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর রাবী হাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, 'আযবা' ছিল উকায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির এবং হাজীদের উষ্ট্রীর মধ্যে অগ্রগামী। আর তাহার বর্ণিত হাদীছে আরও আছে যে, আনসারী মহিলাটি একটি উষ্ট্রীর নিকট আসে, যাহা ছিল বাধ্যগত ও সাওয়ারীতে অভ্যস্ত। আর রাবী সাকাফী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, উহা ছিল একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উষ্ট্রী।

بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিনি পদব্রজে বায়তুল্লাহ শরীফে যাইবেন বলিয়া মানত করেন

(৪১২৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ نَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ "مَا بَالُ هَذَا". قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ". وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

(৪১২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত তামীমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধ লোককে দেখিলেন যে, সে তাহার দুই পুত্রের উপর ভর করিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কী হইয়াছে? তাহারা আরয করিল, সে হাঁটিয়া (বায়তুল্লাহ শরীফে) যাওয়ার মানত করিয়াছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, এইরূপে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি তাহাকে সওয়ার হইয়া যাওয়ার হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (অতঃপর তিনি তাহাকে সওয়ার হইয়া যাওয়ার হুকুম দিলেন)। কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে পদব্রজে যাওয়ার মানত করিলে সেই মানত পূর্ণ করা জরুরী। কাজেই সে হজ্জ কিংবা উমরার নিয়্যতে পদব্রজে বায়তুল্লাহ শরীফে যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি সে অপারগ হয় তাহা হইলে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া

যাওয়া জায়িয আছে। আর এতখানি মাসআলায় সকল ফকীহ্ একমত। কিন্তু সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়ার কারণে তাহার উপর কী ওয়াজিব হইবে এই বিষয়ে ফকীহগণের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে,

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। আর এই দম (হাদী) একটি বকরী দ্বারাই আদায় হইবে। (তবে যেই রিওয়ায়তে উটের কথা আছে উহা মুস্তাহাবমূলক, ওয়াজিব নহে)। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ ও প্রাধান্য অভিমত।

(২) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মুখতার অভিমত হইতেছে, তাহার উপর কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে।

(৩) ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত কিছু তাফসীলসহ প্রায় প্রথম অভিমতের অনুরূপ।

প্রথম অভিমত পোষণকারী (হানাফী ও শাফেয়ী) গণের দলীল ঃ

(১) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ ... فَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيَهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ -(مستدرك حاكم)

“যেই ব্যক্তি পদব্রজে হজ্জ করার মানত করে সে যেন একটি দম দেয় এবং সাওয়ারীতে আরোহণ করে।

(২) عن ابن عباس ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى الى البيت فامرها النبى صلى الله عليه وسلم ان تركب وتهدى هديا - (ابو داود)

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, উকবা বিন আমর (রাযিঃ)-এর এক বোন পদব্রজে পবিত্র হজ্জের মানত করিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইহার বদলায় একটি দম দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন।

(৪১২৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَا شَأْنُ هَذَا". قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ". وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ.

(৪১২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধকে দেখতে পান সে তাহার দুই পুত্রের মাঝে তাহাদের উপর ভর দিয়া চলিতেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই ব্যক্তির কি হইল? তাহার দুই পুত্র বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার উপর (হাঁটিয়া পবিত্র কা'বায় যাওয়ার) মানত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে বৃদ্ধ! তুমি (বাহনে) আরোহণ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার মানতের মুখাপেক্ষী নহেন। এই হাদীছের শব্দ কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.)-এর।

(৪১২৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪১২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আমর বিন আবূ আমর (রহ.) হইতে এই সনদে উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪১২৯) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي

أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ".

(৪১২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া বিন সালিহ মিসরী (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার ভগ্নি নগ্ন পায়ে হাঁটিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে যাওয়ার মানত করে। সে আমাকে তাহার পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফতোয়া জানিবার জন্য আদেশ করে। আমি তাঁহার সমীপে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, সে পায়ে হাঁটিয়া এবং বাহনে আরোহণ করিয়া যাইবে।

(৪১৩০) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ حَافِيَةً . وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ .

(৪১৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার ভগ্নি একবার মানত করে। পরবর্তী অংশ রাবী মুফায্যল বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে خافية (নগ্ন পায়ে) শব্দটি উল্লেখ করা হয় নাই এবং অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, আবুল খায়ের (রহ.) উকবা (রহ.) হইতে পৃথক হইতেন না।

(৪১৩১) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالاَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

(৪১৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইবন আবূ খালফ (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে আবদুর রায্যাক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

بَاب فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানতের কাফ্ফারা

(৪১৩২) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ يُونُسُ أَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ، عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ".

(৪১৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী, ইউনুস বিন আবদুল আ'লা ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... উকবা বিন আমির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানতের কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছে ঐ সকল মানত উদ্দেশ্য যাহাতে মানতকৃত বিষয়টি উল্লেখ থাকে না। যেমন, রোযা বা নামায কোন কিছু উল্লেখ না করে এইরূপ বলা لله على نذر (আল্লাহ তা'আলার জন্য মানত)। এই সকল ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের মানত করিলে উহা পূরণ করা ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.) এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

كتاب الأيمان

অধ্যায় ঃ কসম

يمين এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ

ايمان শব্দটি يمين এর বহুবচন। ইহার শাব্দিক অর্থ শক্তিশালী মজবুত। এই জন্যই ডান হাতকে يمين বলা হয়। কারণ ডান হাত বাম হাত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এইরূপেই শপথকারী ব্যক্তি শপথ করে কোন কাজ করিতে কিংবা পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অধিকন্তু আরবরা শপথ করার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির ডান হাত ধরিয়া রাখিয়া বলে বলিয়া কসমকে يمين বলা হয়। -(তাজুল উরূস, ৯ ঃ ৩৭১)

আর পরিভাষায় 'কসম' বলা হয় توكيد الشيئ بذكر اسم او صفة (আল্লাহ তা'আলার নাম বা গুণ উল্লেখ করিয়া কোন বিষয়কে শক্তিশালী করা)।

يمين এর প্রকারভেদ ঃ

يمين (শপথ)। তিন প্রকার (১) منعقدة (২) غموس এবং (৩) لغو

(১) يمين منعقدة বলা হয় ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার জন্য শপথ করা। শপথ মতে আমল করিলে কোন প্রকারের পাকড়াও করা হইবে না। আর শপথ পূর্ণ করিতে ব্যর্থ হইলে কাফ্ফারা দিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْۤا اَيْمَانَكُمْ - (سورة المائدة - ৮৯)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য, কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যাহা তোমরা মজবুত করিয়া বাঁধ। অতএব, ইহার কাফ্ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করিবে, মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যাহা তোমাদের নিজ পরিবারকে দিয়া থাক। কিংবা তাহাদেরকে বস্ত্র প্রদান করিবে কিংবা একজন ক্রীতদাস অথবা দাসী আযাদ করিয়া দিবে। যেই ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখিবে। ইহা কাফ্ফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করিবে, তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। -(সূরা মায়িদা, ৮৯)

(২) يمين غموس বলা হয়, জানিয়া বুঝিয়া অতীতের কোন কাজের ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করা। এই প্রকারের শপথের হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না। তবে গুনাহের জন্য কেবল তাওবা ও ইসতিগফার করিবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল হইতেছে যে, অন্তরের ক্রিয়ার ব্যাপারে পাকড়াও করার কথা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন। যেমন ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের ক্রিয়ার কারণে পাকড়াও করিবেন)।

আর يمين غموس ও অন্তরেরই ক্রিয়া। কাজেই ইহাতে পাকড়াও হওয়া উচিত। আর পাকড়াও কাফ্ফারার মাধ্যমে হইয়া থাকে। কাজেই এই প্রকার শপথের কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন। যেমন, "যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করিবার জন্য মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহ পাকের সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তিনি তাহার প্রতি রাগান্বিত থাকিবেন।" এই হাদীছে কেবল গুনাহের কথা বলা হইয়াছে কাফ্ফারার কথা নাই। যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই উহা উল্লেখ করিতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীলের জবাব হইতেছে যে, مواخذة (পাকড়াও) দ্বারা আখিরাতের পাকড়াও-এর কথা বলা হইয়াছে।

(৩) يمين لغو (অনর্থক শপথ)-এর সংজ্ঞায় ইমামগণের মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মানুষের মুখ হইতে অনিচ্ছায় অহরহ যেই সকল শপথের বাক্য নির্গত হয় উহাকে يمين لغو বলে। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। যেমন بلى والله لا والله বলা। ইমাম আহমদ (রহ.) হইতেও অনুরূপ এক অভিমত রহিয়াছে। তাহাদের দলীল নিম্নোক্ত হাদীছ–

عن عائشة رض قالت انزلت هذه الاية لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم فى قول الرجل لا والله بلى والله - (بخارى)

অর্থাৎ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের لايؤاخذكم الخ আয়াতখানা ঐ সকল ব্যক্তির ব্যাপারে নাযিল হয় যাহারা (অহরহ) بلى والله - لا والله ইত্যাদি শব্দ দ্বারা শপথ করে। -(সহীহ বুখারী)

আহনাফের মতে অতীত কিংবা বর্তমানের কোন বিষয়কে সত্য মনে করিয়া শপথ করাকে يمين لغو বলে। অথচ বিষয়টি বাস্তবতার বিপরীত। যেমন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, هو الخلف على يمين كاذبة وهو يرى انه صادق (সত্য মনে করিয়া মিথ্যা কোন শপথ করা)। এইরূপ শপথের হুকুমের ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত যে, ইহার জন্য দুনইয়া ও আখিরাতে পাকড়াও হইবে না।

(৪১৩৩) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ". قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

(৪১৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি যখন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, তখন হইতে আর কখনও সেই নামে শপথ করি নাই। ইচ্ছাকৃতও নহে, আর অপরের উদ্ধৃতি দিয়াও নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (নিজের পক্ষ হইতেও নহে, আর অপরের উদ্ধৃতি দিয়াও নহে)। ذَاكِرًا শব্দের অর্থ ইচ্ছাকৃত কোন কিছু বলা। আর آثِرًا শব্দটি ث বর্ণে যের الاثر হইতে اسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ নকল করা, ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু বলা। এই বাক্যের মর্ম হইতেছে, ইহার পর ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দিন আমি বাপ-দাদার নামে শপথ করি নাই এবং অন্যরা করিয়াছে তাহাও আমি ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া মুখে উচ্চারণ করি নাই। তবে এই

ব্যাখ্যাই প্রকাশ্য। কিন্তু ইহার উপর প্রশ্ন হয় যে, ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া মুখে উচ্চারণ করাকে শপথকারী বলা হয় না। অথচ হাদীছে ماحلفت (আমি শপথ করি নাই) বলা হইয়াছে। জবাব এই যে, বাক্যটির মর্ম এইরূপ হইবে যে, ما تكلمت بلفظ هذه اليمين من قبل نفسى ولاحاكيا عن غيرى (নিজের পক্ষ হইতে কখনও আমি কসমের এই শব্দটি বলি নাই। আর না অপরের উদ্ধৃতিতে বলিয়াছি। আর পরবর্তী (৪১৩৪নং) হাদীছের রাবী উকায়ল (রহ.)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা এই ব্যাখ্যার পক্ষপাত হয় যে مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا وَلاَ تَكَلَّمْتُ بِهَا (আমি আর সেই নামে শপথ করি নাই যখন হইতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা হইতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। আর ঐ নামের শপথের উচ্চারণও করি নাই)। এই স্থানে اثرا এর আরও দুই অর্থ হইতে পারে।

(ক) اثرا শব্দটি مختارا অর্থে ব্যবহৃত। আরবী বচন পদ্ধতিতে আছে اثرا الشئ اذا اختاره যেন বলা হইল ولاحالفت بها مؤثرا لها على غيرها (অন্য কাহারও উপর প্রভাবের উদ্দেশ্য ইহার (বাপ-দাদার) নামে কসম করি নাই)।

(খ) اثرا শব্দটি تفاخرا (পরস্পর গর্ব-অহংকার বোধ) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন আরবীগণ নিজেদের সম্মান প্রকাশে বাপ-দাদার নামে গর্ব-অহংকার করিত। আর আরবীগণ বাপ-দাদার নামে যেই সকল গর্ব-অহংকারের কথা উচ্চারণ করিত সেইগুলিকে তারা ماثر - ماثره নামে অভিহিত করিত। কাজেই হযরত উমর (রাযিঃ) যেন বলিলেন, ماحلفت بابائى ذاكرا لماثرهم (আমি বাপ-দাদার আত্মগর্ব স্মরণ করিতে গিয়া তাহাদের নামে শপথ করি নাই)। -(তাকমিলা, ২য়, ১৭৭-১৭৮)

(৪১৩৪) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا وَلاَ تَكَلَّمْتُ بِهَا. وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا.

(৪১৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী উকায়ল (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, আমি আর সেই নামে শপথ করি নাই যখন হইতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা হইতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। আর ঐ নামের শপথের উচ্চারণও করি নাই। আর তিনি ذاكرا ولا اثرا (নিজের পক্ষ হইতেও নহে এবং অপরের উদ্ধৃতি দিয়াও নহে ...) বাক্যটি বলেন নাই।

(৪১৩৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ.

(৪১৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আমর বিন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সালিম (রাযিঃ) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযিঃ)কে নিজ পিতার নামে শপথ করিতে শ্রবণ করিলেন। পরবর্তী অংশ রাবী ইউনুস ও মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৪১৩৬) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".

(৪১৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাফেলায় উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)কে পাইলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন তাঁর পিতার নামে শপথ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে ইরশাদ করিলেন, সাবধান! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করিতে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই যে কেহ শপথ করিতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে কিংবা সে যেন চুপ থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারো নামে শপথ করা হারাম। কেননা, ইহাতে গায়রুল্লাহর সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যাহা একমাত্র আল্লাহ পাকের হক।

উলামায়ে কিরাম বলেন, অন্যের নামে কসম করা হারাম হওয়ার রহস্য হইতেছে যে, উক্ত বস্তুর নামে কসম করার দ্বারা উহাকে তাযীম করা। অথচ সম্মান ও তাযীমের হকদার কেবল আল্লাহ পাক। তাই অন্যের নামে কসম করা হারাম ও নাজায়িয।

দুই হাদীছের সমন্বয়

আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীছসমূহে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করিতে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাম্য এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ করেন افلح و ابيه ان صدق (তাহার পিতার শপথ! সত্যবাদী হইলে সে সফলকাম হইবে)। বিভিন্নভাবে ইহার জবাব দেওয়া যায়।

(১) আল্লামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, সংশ্লিষ্ট হাদীছে এই অংশটুকু সহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। ইমাম মালিক (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এই অংশটুকু উল্লেখ নাই।

(২) আল্লামা মাওয়ারী (রহ.) বলেন, ইহা গায়রুল্লাহর নামে শপথ নিষিদ্ধ হইবার পূর্বের ঘটনা। সুতরাং পরে ইহা (গায়রুল্লাহর নামে শপথ) মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

(৩) আল্লামা খাত্তাবী বলেন, আরবগণ শপথকে দুইভাবে ব্যবহার করেন। এক তাযীম-এর জন্য দুই তাকীদের জন্য। সম্ভবতঃ আলোচ্য হাদীছে তাযীমের জন্য বাপ-দাদার নামে কসম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৪১৩৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي ح، وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَقَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ نَا أَيُّوبُ، ح وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، ح وَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ح وَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৪১৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইয়াহইয়া, বিশর বিন হিলাল, আবূ কুরায়ব, ইবন আবূ উমায়র, ইবন

রাফি, ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন রাফি (রহ.) তাহারা সকলেই ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন।

(৪১৩৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ". وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ "لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".

(৪১৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইবন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে, তিনি হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শপথ করিতে চায় সে যেন আল্লাহর নাম ব্যতীত শপথ না করে। কুরায়শগণ তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করিত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামের উপর শপথ করিও না।

باب مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে তাহাকে (অবশ্যই তদস্থলে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই) বলিতে হইবে।

(৪১৩৯) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، ح وَقَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ. فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ".

(৪১৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি শপথ করে এবং সে শপথ করিতে গিয়া (অজ্ঞতায়) বলে, 'লাত'-এর কসম, সে যেন ইহার পরপরই বলে لا اله الا الله (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই)। আর যেই ব্যক্তি তাহার সাথীকে বলে, আস, তোমার সহিত জুয়া খেলি, সে যেন ইহার সাথে সাথেই কিছু সদকা করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (সে যেন ইহার পরপরই বলে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মাবূদের মর্যাদা প্রকাশার্থেই কসম করা হইয়া থাকে। কাজেই যেই ব্যক্তি 'লাত' প্রভৃতির নামে শপথ করে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুতরাং তাহাকে সংশোধনের লক্ষ্যে لا اله الا الله উচ্চারণ করিয়া মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি 'লাত'-এর নামে ইচ্ছাকৃত শপথ করিবে সে কাফির হইয়া যাইবে। আর যেই ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে 'লাত' প্রভৃতির নামে শপথ করিবে সে যেন ইহার পরপরই لا اله الا الله (একক আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ মাবূদ নাই) বলে। আল্লাহ তাহার কথার কাফ্ফারা করিয়া দিবেন। ভুল হইতে আল্লাহর স্মরণের দিকে অন্তর প্রত্যাবর্তন করিবে এবং মুখ হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। ফলে তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত কসম অনর্থক (لغو) হিসাবে গণ্য হইবে। -(ফতহুল বারী, ৮ ঃ ৪৭১)

فَلْيَتَصَدَّقْ (সে যেন ইহার সাথে সাথেই কিছু সদকা করে) আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ভুল কথা উচ্চারণের জন্য যেই গুনাহ হইয়াছে উহার কাফ্ফারা স্বরূপ সদকার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আর ফকীহগণের মতে সদকা করিবার হুকুমটি মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ হইবে। -(তাকমিলা, ২য়, ১৮৩)

(৪১৪০) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ". وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ "مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى". قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ - لاَ يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ.

(৪১৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রাযিঃ) হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন, আর রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ রাবী ইউনুস (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ। তবে মা'মার বলিয়াছেন, "সে যেন কোন কিছু সদকা করিয়া দেয়।" আর রাবী আওযাঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "যে ব্যক্তি 'লাত' ও 'উয্যা'-এর শপথ করিবে" আছে।

আবুল হুসায়ন মুসলিম (রহ.) বলেন, এই কথাটি অর্থাৎ তার কথা "তুমি আস, তোমার সহিত আমি জুয়া খেলি, তবে সে যেন সাথে সাথে সদকা করিয়া দেয়" ইমাম যুহরী (রহ.) ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। ইমাম মুসলিম (রহ.) আরও বলেন, ইমাম যুহরী (রহ.)-এর নিকট উত্তম সনদের প্রায় নব্বইটি হাদীছ আছে, যাহা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, যাহাতে অন্য কেহ শরীক নাই।

(৪১৪১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ".

(৪১৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন সামূরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা দেবতার নামে ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করিও না।

بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, পরে তদপেক্ষা ইহার বিপরীত বিষয়কে উত্তম মনে করে এবং উত্তমটিই করে তবে তাহার কসমের কাফ্ফারা দেওয়া মুস্তাহাব

(৪১৪২) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ "وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ". قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا. فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

(৪১৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালাফ বিন হিশাম, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিসী (রহ.) তাহারা ... হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)

হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি আশআরী গোত্রের কয়েকজন লোককে নিয়া সওয়ারী চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিব না এবং আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহাতে আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিতে পারি। রাবী আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা অপেক্ষা করিলাম, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল। অতঃপর তাঁহার কাছে কিছু উট আসিল। তিনি আমাদেরকে তিনটি সাদা কুঁজ বিশিষ্ট উট প্রদানের নির্দেশ দিলেন। যখন আমরা উহা দিয়া চলিয়া আসি, তখন আমরা (পরস্পর) বলিলাম। অথবা রাবী বলেন, আমাদের একে অপরকে বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাদের কল্যাণ করিবেন না। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সওয়ারী চাহিতে আসিয়াছিলাম। তখন তিনি কসম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদেরকে সাওয়ারী দিবেন না। অতঃপর আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। তারপর তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার শপথের কথা অবগত করাইলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে সাওয়ারী দেই নাই; বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাওয়ারী দিয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলার কসম, 'ইনশা আল্লাহ' আমি যখনই কোন বিষয়ের উপর কসম করি অতঃপর যদি ইহার তুলনায় (বিপরীতটিকে) উত্তম মনে করি তবে আমি আমার শপথের কাফ্ফারা দিয়া দিব এবং যাহা উত্তম তাহাই করিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বাহন না পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া সাথীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে কয়েকটি উট ক্রয় করিলেন। আর কতক রিওয়ায়তে গণীমতের উট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)-কে সংবাদ দিয়া উটগুলো গ্রহণ করিবার জন্য বলিলেন।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) সাথীদের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই নাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে এই উটগুলি দান করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কয়েকজন আমার সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাইতে হইবে যাহাতে (তিনি প্রথমে নিষেধ করিয়া পরে দান করিবার বিষয়টি) তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং আমার ব্যাপারে যেন কাহারো ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়। তাঁহার সাথীগণ বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী। তবে আমরা আপনার প্রত্যাশাও পূর্ণ করিব। অতঃপর তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার পর তাহারা চিন্তা করিলেন যে, হয়তো বা তিনি প্রথমে না দেওয়ার কসমের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া না দেই তবে উটগুলি আমাদের জন্য বরকতময় হইবে না। তাই তাহারা প্রথমে না দেওয়ার কসমের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিয়া দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ما انا حملتكم لكن الله حملكم (আমি বাহন দেই নাই; বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাহন দিয়াছেন।) অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন– আল্লাহর শপথ! যদি আমি কোন বিষয়ে শপথ করি, তারপর ইহার বিপরীত বস্তুকে উত্তম মনে করি তাহা হইলে উহাই করি এবং শপথের জন্য কাফ্ফারা দিব।

وَإِنِّى وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ الخ (আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি যদি কোন বিষয়ে কসম করি অতঃপর উহার বিপরীতটাকে ভাল দেখি তাহা হইলে আল্লাহ চাহে তো উহাই করিব এবং কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা দিব।)

কসম করার পূর্বে কেহ যদি কাফ্ফারা আদায় করে তাহা হইলে সর্বসম্মত মতে এই কাফ্ফারা ধর্তব্য হইবে না।

আর যদি কসম করার পর এবং তাহা ভঙ্গ করার পূর্বে কেহ কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয় তাহা আদায় হইবে কি না এই বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ আছে।

(১) ائمه ثلاثة বলেন, কসম করা কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবার কারণ। অবশ্য কাফ্ফারা আদায় করা ঐ সময় ওয়াজিব যখন কসম ভঙ্গ করা হয়। যেমন যাকাত। যাকাত ওয়াজিব হইবার জন্য শর্ত হইল নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। আর আদায়ের জন্য শর্ত হইল বছর অতিক্রম হওয়া। সুতরাং বছর অতিক্রম হইবার পূর্বে যদি কেহ যাকাত আদায় করিয়া দেয় তাহা হইলে যাকাত আদায় হইবে। তদ্রুপ কসম করিবার পর حانث (ভঙ্গ করা)-এর পূর্বে কেহ যদি কাফ্ফারা আদায় করে তাহা হইলে তাহা আদায় হইবে।

তাহাদের প্রমাণ আলোচ্য হাদীছ। কারণ ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কাফ্ফারার কথা অতঃপর কসম ভঙ্গ করার কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা যায়।

(২) আর হানাফীগণের মতে কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করিয়া দিলে তাহা আদায় হইবে না। পুনরায় আদায় করিতে হইবে। হানাফীগণের দলীল–

عن ابى هريرة رض قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذى هو خير وليكفر عن يمينه -

(যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করিল অতঃপর ইহার বিপরীত বিষয়টিকে উত্তম মনে করিল সে যেন সেইটিই করে এবং নিজের কসম-এর কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয়)। এই রিওয়ায়তে কসম ভঙ্গ করার কথা বলা হইয়াছে অতঃপর কাফ্ফারা আদায় করিতে বলা হইয়াছে। -(সহীহ মুসলিম ৪১৫০নং হাদীছ)

অধিকন্তু কাফ্ফারার বিধান এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার নামে অমর্যাদার ক্ষতিপূরণের জন্য। আর কাফ্ফারার আভিধানিক অর্থও অনুরূপ। কেবল 'কসম' করা অপরাধ নহে যে, ইহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্যবার কসম করিয়াছেন কিন্তু উহা ভঙ্গ না করে তো কাফ্ফারা আদায় করেন নাই। সুতরাং কাফ্ফারা যেহেতু ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাই কসম ভঙ্গ করার পূর্বে তাহা আদায় করা হইলে কারণ (سبب) এর অস্তিত্বের পূর্বেই مسبب এর অস্তিত্ব আসিয়া যায়। আর তা গ্রহণযোগ্য নহে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি হজ্জ ফরয হইবার আগেই হজ্জ করে তাহা হইলে উহা যথেষ্ট নহে; বরং ফরয হইবার পর পুনরায় আদায় করিতে হইবে। আর কসমের বিষয়টিও অনুরূপ। -(তাকমিলা, ২য়, ১৮৮-১৯২)

(৪১৪৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلاَنَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. فَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ ". وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَلْبَثْ إِلاَّ سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِي أَىْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ. فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكَ. فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ فَارْكَبُوهُنَّ ". قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّاىَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ. فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى

بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً.

(৪১৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার সাথীবৃন্দ তাহাদের জন্য সাওয়ারী চাহিতে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করেন, যখন তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত 'জায়শুল উসরা' তথা তাবুকের জিহাদের জন্য সমবেত হইয়াছিল। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীবৃন্দ আমাকে আপনার নিকট তাহাদেরকে সাওয়ারী দেওয়ার জন্যে পাঠাইয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোন বাহন দিব না। আর আমি যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন, অথচ আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি চিন্তিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসম্মতির কারণে এবং এই ভয়ে যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি মনে মনে ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। তখন আমি আমার সাথীবৃন্দের নিকট চলিয়া আসি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহাদেরকে জানাই। সামান্য সময়ের বেশী দেরী করি নাই, হঠাৎ শুনিতে পাইলাম যে, হযরত বিলাল (রাযিঃ) ডাক দিয়াছেন যে, হে আবদুল্লাহ বিন কায়স (ইহা আবূ মূসা আশয়ারী (রাযিঃ)-এর নাম)! আমি জবাব দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসি, তখন তিনি বলিলেন, এই জোড়া নাও, এই জোড়া নাও এবং এই জোড়া নাও। ছয়টি উট সম্পর্কে বলিলেন, যাহা তিনি তখনই সা'দ-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। আর এইগুলি নিয়া তোমার সাথীদের কাছে যাও আর বল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিংবা বলেন, আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে এইগুলি বাহনের জন্য দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা ইহার উপর আরোহণ কর। আবূ মূসা (রাযিঃ) বলেন, আমি এইগুলি নিয়া আমার সাথীদের নিকট আসি এবং বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইগুলি তোমাদের বাহন হিসাবে দিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তোমাদেরকে ছাড়িব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেহ আমার সহিত সেই ব্যক্তির নিকট না যায়, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শ্রবণ করিয়াছে। যখন আমি তাঁহার নিকট তোমাদের জন্য (বাহন) চাহিয়াছিলাম এবং তিনি প্রথমবার নিষেধ করিয়াছিলেন এবং পরে আমাকে তাহা প্রদান করেন। তোমরা ধারণা করিও না যে, আমি তোমাদের এমন কথা বলিয়াছি যাহা তিনি বলেন নাই। তাহারা আমাকে বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের নিকট অবশ্যই সত্যবাদী। আর আপনি যাহা চাহিয়াছেন উহাও আমরা অবশ্যই করিব। অতঃপর আবূ মূসা (রাযিঃ) তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে সাথে নিয়া ঐ সকল লোকদের কাছে আসিলেন যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা এবং তাহাদেরকে দিতে তাঁহার নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁহার প্রদানের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের নিকট হুবহু সেই বর্ণনাই দিলেন যাহা আবূ মূসা (রাযিঃ) তাহাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

(৪১৪৪) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلاَبَةَ - قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ. فَتَلَكَّأَ فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " . فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لاَ يُبَارَكُ لَنَا . فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(৪১৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... যাহদাম জারমী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রাযিঃ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি নিজ দস্তরখান নিয়া আসিতে বলিলেন। উহাতে মুরগির গোশত ছিল। ইত্যবসরে তায়মুল্লাহ সম্প্রদায়ের লাল বর্ণের এক লোক উপস্থিত হয়, যে গোলাম সদৃশ ছিল। আবূ মূসা (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, আস! (খানায় শরীক হইয়া যাও) সে ইতস্তত করে। আবূ মূসা (রাযিঃ) (পুনরায়) বলিলেন, আস! কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা আহার করিতে দেখিয়াছি। লোকটি বলিল, আমি ইহাকে এমন কিছু (নাজাসত প্রভৃতি) ভক্ষণ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহাতে আমার ঘৃণা হয়। তাই আমি শপথ করিয়াছি যে, ইহা আর কখনও আহার করিব না। আবূ মূসা (রাযিঃ) বলিলেন, আস! এই ব্যাপারে আমি তোমাকে একটি হাদীছ বলিতেছি। একবার আমি আশআরী সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোকের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাওয়ারী চাহিতে আসি। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে সাওয়ারী দিব না। আর তোমাদেরকে দেওয়ার মত সাওয়ারীও আমার নিকট নাই। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার মরযী হয় ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু গণীমতের উট আসে। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সাদা কুঁজ বিশিষ্ট পাঁচটি উট আমাদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। যখন আমরা চলিলাম তখন আমাদের একে অপরকে বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার কসম সম্বন্ধে গাফিল রাখিয়াছি। আমাদের বরকত হইবে না। তখন আমরা তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাওয়ারী চাহিতে আসিয়াছিলাম। আর আপনি আমাদেরকে সাওয়ারী না দেওয়ার কসম করিয়াছিলেন এবং তারপর আপনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিয়াছিলেন। আপনি কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! ইনশা আল্লাহ আমি যখনই কোন কসম করি, অতঃপর উহার বিপরীতটাকে উত্তম মনে করি, তখন আমি উত্তমটিই করি এবং কসম হইতে হালাল হইয়া যাই অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় করি। সুতরাং তোমরা যাও, কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(১) বর্ণিত হাদীছ শরীফসমূহে সমন্বয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি উট দিয়াছিলেন এই বিষয়ে অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে তিনটি এবং দ্বিতীয় রিওয়ায়তে ছয়টি। এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয় এইভাবে যে, দুইটি করিয়া এক সাথে বাধা ছিল তাই তিনটি বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহার দ্বারা তিন জোড়া (৬টি) বুঝানো হইয়াছে। আর দ্বিতীয় হাদীছে ছয়টি বলা হইয়াছে মূল সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া। আর আলোচ্য হাদীছে যে পাঁচটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার জবাব হইতেছে, কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার বিপরীত নহে। আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী (রহ.) বলেন, মতবিরোধপূর্ণ এই সকল রিওয়ায়তের কারণ হইতেছে রাবীগণের ভুলিয়া যাওয়া। কাজেই যেই রিওয়ায়তে বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে উহাই অধিক গ্রহণযোগ্য। -(তাকমিলা, ২য়, ১৮৭)

(২) আলোচ্য রিওয়ায়তে গণীমতের উট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর পূর্বের রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে কয়েকটি উট ক্রয় করেন। জবাব এই যে, সম্ভবত গণীমতের উটই ছিল যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে ক্রয় করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪১৪৫) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(৪১৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... যাহদাম জারমী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, 'জারম'-এর এই সম্প্রদায় এবং আশআরী সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একদা আমরা আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁহার সামনে খাদ্য উপস্থিত করা হইল, যাহার মধ্যে মুরগির গোশতও ছিল। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪১৪৬) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

(৪১৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সাদী, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... যাহদাম জারমী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রাযিঃ)-এর কাছে ছিলাম। অতঃপর সকলেই হাম্মাদ বিন যায়িদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মানুসারে ঘটনা বর্ণনা করেন।

(৪১৪৭) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا الصَّعْقُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ قَالَ نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ قَالَ نَا زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ "إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا".

(৪১৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... যাহদাম জারমী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা (রাযিঃ)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি মুরগির গোশত আহার করিতেছিলেন। তিনি হাদীছের পরবর্তী অংশ উক্ত বর্ণনাকারীগণের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! আমি তাহা ভুলিয়া যাই নাই।

(৪১৪৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ "مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ". ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى

فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ "إِنِّي لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

(৪১৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাওয়ারী চাহিতে হাযির হই। তিনি বলিলেন, আমার কাছে এমন কিছু নাই যাহা তোমাদেরকে সাওয়ারী হিসাবে প্রদান করিতে পারি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে সাওয়ারী দিব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো মিশ্রিত সাদা কুঁজ বিশিষ্ট তিনটি উট আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা আলোচনা করিলাম যে, সাওয়ারী চাওয়ার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়াছিলাম, তখন তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিবেন না। তারপর আমরা তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে শপথের কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমি কোন বিষয়ের উপর কসম করিলে উহার বিপরীত কাজ যদি উত্তম দেখি, তাহা হইলে সেই উত্তমটি করি।

(৪১৪৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى التَّيْمِيُّ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَا أَبُو السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৪১৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা তামীমী (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা পদাতিক ছিলাম। তাই আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাহন চাহিতে আসিলাম। অতঃপর রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪১৫০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

(৪১৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দেরী করে। অতঃপর তাহার গৃহে গিয়া দেখে যে, বাচ্চারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্ত্রী তাহার খাবার নিয়া হাযির হইলে সে সন্তানদের কারণে শপথ করিল যে, সে আহার করিবে না। অতঃপর তাহার ভাবান্তর ঘটিল এবং সে আহার করিয়া নিল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসে এবং তাঁহার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে। পরে উহার বিপরীতটিকে তাহা হইতে উত্তম মনে করে। সে যেন উহা করিয়া ফেলে এবং নিজের শপথের কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয়।

(৪১৫১) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ".

(৪১৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, অতঃপর উহার বিপরীতটিকে উহা হইতে উত্তম মনে করে, তাহা হইলে সে যেন তাহার শপথের কাফ্ফারা দেয় এবং কাজটি করিয়া ফেলে।

(৪১৫২) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

(৪১৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম করে অতঃপর বিপরীতটিকে উহা হইতে উত্তম মনে করে, তাহা হইলে সে যেন সেই উত্তম কাজটিকে করিয়া ফেলে এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে।

(৪১৫৩) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ "فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

(৪১৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে রাবী মালিক (রহ.) বর্ণিত হাদীছের মর্মানুরূপ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে আছে, "সে যেন তাহার কসমের কাফ্ফারা দেয় এবং যাহা উত্তম উহাই করে।"

(৪১৫৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا. قَالَ فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لاَ أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى". مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي.

(৪১৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... তামীম বিন তারফা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ভিক্ষুক আদী বিন হাতিম (রহ.)-এর নিকট আসিল। সে একটি দাসের মূল্য কিংবা দাসের মূল্যের কিছু অংশ সাহায্য করিবার প্রার্থনা জানাইল। তিনি বলিলেন, একটি বর্ম ও লোহার টুপি ব্যতীত আমার নিকট তোমাকে দেওয়ার মত আর কিছুই নাই। আমি আমার ঘরে লিখিয়া পাঠাইতেছি যেন তাহারা এই দুইটি বস্তু তোমাকে দিয়া দেয়। রাবী বলেন, সেই ব্যক্তি ইহাতে রাযী হইল না। আদী (রহ.) ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে কিছুই দিব না। পরে লোকটি (উহাতেই) রাযী হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ, আল্লাহর শপথ! আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা ইরশাদ করিতে না শুনিতাম যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে শপথ করে। অতঃপর উহা অপেক্ষা অধিক আল্লাহর ভয় সম্পন্ন বস্তু দেখে, তাহা হইলে সে যেন তাকওয়াপূর্ণ বস্তুটিই করে। তাহা হইলে আমি আমার কসম ভঙ্গ করিতাম না।

(৪১৫৫) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ".

(৪১৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কসম করে। অতঃপর উহার বিপরীতটিকে উত্তম মনে করে, তাহা হইলে সে যেন উত্তমটিই করে এবং কসম পরিত্যাগ করে।

(৪১৫৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

(৪১৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মদ বিন তারিফ বাজালী (রহ.) তিনি ... আদী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেহ কসম করে, অতঃপর উহা হইতে উত্তম কিছু দেখে, তাহা হইলে সে যেন উহার কাফ্‌ফারা আদায় করে এবং যাহা উত্তম উহাই যেন করে।

(৪১৫৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ.

(৪১৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন তারীফ (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করেন।

(৪১৫৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ. فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ. ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

(৪১৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আদী বিন হাতিম (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা তাহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া একশত দিরহাম ভিক্ষা চাহিল। তিনি বলিলেন, তুমি আমার নিকট একশত দিরহাম যাঞ্ছা করিয়াছ। অথচ আমি হাতিম (রহ.)-এর পুত্র। আল্লাহর কসম! তোমাকে আমি দান করিব না। অতঃপর তিনি বলিলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা ইরশাদ করিতে না শুনিতাম যে, যে ব্যক্তি কসম করে, পরে তদপেক্ষা উত্তম কিছু দেখে, তাহা হইলে সে যেন সেই উত্তমটিই করে।

(৪১৫৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي.

(৪১৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, আমার দান হইতে চারশত তোমার জন্য।

(৪১৬০) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ

أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(৪১৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে আবদুর রহমান বিন সামুরা! তুমি শাসন ক্ষমতা চাহিয়া নিবে না। কারণ যদি তোমাকে চাওয়ার কারণে উহা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাইবে। আর চাওয়া ব্যতীত তোমাকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হইলে এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। আর যখন তুমি কোন কাজের উপর কসম কর, অতঃপর উহার বিপরীত কাজকে তুমি উত্তম মনে কর, তাহা হইলে তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় কর এবং যাহা উত্তম তাহা পালন কর। রাবী আবূ আহমদ আল জালুদী ... জারীর বিন হাযিম (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করেন।

(৪১৬১) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الإِمَارَةِ.

(৪১৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উকবা বিন মুকাররম আম্মী (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই রিওয়ায়ত করেন। তবে মুতামির তাহার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীছে 'শাসন ক্ষমতা' (امارة) -এর কথা উল্লেখ নাই।

بَابُ يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসম হইবে কসম গ্রহণকারীর নিয়্যত মুতাবিক

(৪১৬২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ يَحْيَى قَالَ أَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرٌو نَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ". وَقَالَ عَمْرٌو "يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

(৪১৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আমর আন-নাকিদ (রহ.) তাঁহারা .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার কসম ঐ উদ্দেশ্যের উপর ধরা হইবে, যে উদ্দেশ্যের উপর তোমার কসম গ্রহণকারী তোমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। রাবী আমর (রহ.) বলেন, এইভাবে যে, তোমার কসম গ্রহণকারী যে উদ্দেশ্যে তোমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَمِينُكَ عَلَى يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (তোমার শপথ ঐ উদ্দেশ্যের উপর ধর্তব্য হইবে, যেই উদ্দেশ্যের উপর তোমার সাথী (শপথ গ্রহণকারী) তোমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে)। অর্থাৎ কসম কার্যকর হইবে সেই অর্থেই যেই অর্থে مستحلف (কসম গ্রহণকারী)-এর নিয়্যত থাকিবে। কাজেই কসমকারীর জন্য বাহ্যিক অর্থ পরিহার করিয়া তাবীলের মাধ্যমে ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ নাই।

এই ব্যাপারে ফকীহগণ একমত যে, যদি কাযীর সামনে কোন হকের বিষয়ে আল্লাহর নামে কিংবা আল্লাহর সিফতী নামে কসম নেওয়া হয় এবং সেই কসম তালাক এং গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে না হয় তাহা হইলে ইহাতে বাহ্যিক অর্থই ধর্তব্য হইবে, কোন তাবীলের অবকাশ থাকিবে না। কিন্তু যদি উপর্যুক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায় (তথা (১) কাযীর দরবারে কসম না করা, কিংবা (২) না-হকের ব্যাপারে কসম করা কিংবা (৩) তালাক এবং গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে কসম করা) তাহা হইলে কসমকারী (حالف) -এর উদ্দেশ্য (نيت) ই ধর্তব্য হইবে।

এই মাসয়ালা আমাদের ফকীহগণ তথা আহনাফের তাফসীল রহিয়াছে যাহার সার সংক্ষেপ হইতেছে যে, কসমের ক্ষেত্রে কৌশল (تورية) অবলম্বন করার পদ্ধতি প্রথমতঃ দুই প্রকার। কসমের শব্দ (لفظ) এর মধ্যে ঐ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা (যদিও রূপক (مجاز) অর্থে) থাকিবে কিংবা থাকিবে না। যদি শব্দ (لفظ)-এর মধ্যে ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে বাহ্যিক অর্থই ধর্তব্য হইবে। কসমকারী (حالف)-এর জন্য ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ নাই। আর যদি শব্দটি মূল অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তাহা হইলে ইহারও আবার দুই পদ্ধতি। হয়তো আল্লাহর নামে কসম হইবে কিংবা তালাক ও গোলাম আযাদের জন্য কসম হইবে। যদি তালাক ও গোলাম আযাদের জন্য কসম হয় তাহা হইলে এইক্ষেত্রে কসমকারী (حالف)-এর নিয়্যতই ধর্তব্য হইবে। আর যদি আল্লাহর নামে শপথ হয় তাহা হইলে ইহাও দুই প্রকার। হয়তো কসম গ্রহণকারী (مستحلف) অত্যাচারী (ظالم) হইবে কিংবা ন্যায়পরায়ণ (عادل) হইবে। কসম গ্রহণকারী যদি অত্যাচারী হয় তাহা হইলে কসমকারী (حالف)-এর নিয়্যত ধর্তব্য হইবে। আর যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে ইহাও দুই প্রকার। হয়তো কাযীর পক্ষ হইতে কসম নেওয়া হইবে কিংবা অন্য কাহারও পক্ষ হইতে হইবে।

যদি কাযীর পক্ষ হইতে কিংবা তাহার নির্দেশে অন্য কাহারও পক্ষ হইতে কসম নেওয়া হয় তাহা হইলে শপথ গ্রহণকারী (مستحلف) -এর নিয়্যত ধর্তব্য হইবে। আর যদি কাযীর পক্ষ হইতে কসম নেওয়া না হয় তাহা হইলে ইহা আবার দুই প্রকার। হয়তো বান্দা ও তাহার রবের মধ্যে কসম হইবে। অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে নহে কিংবা কাযী ব্যতীত অন্য কোন মানুষের পক্ষ হইতে কসম করা হইবে। যদি বান্দা ও তাহার রবের মধ্যে কসম হয় তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে কসমকারী (حالف)-এর নিয়্যত ধর্তব্য হইবার বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। -(উমদাহ, ১১ঃ৬১)

আর যদি কাযী ব্যতীত অন্য কাহারও নির্দেশে কসম করে তাহা হইলেও ইমাম নওয়াভী (রহ.)-এর মতে কসমকারী (حالف)-এর নিয়্যতই ধর্তব্য হইবে। আর এই ব্যাপারে আহনাফের কোন সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় না। তবে মুল্লা আলী কারী (রহ.) মিরকাত গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ইমাম নওয়াভী (রহ.)-এর ইবারত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার কোন সমালোচনা কিংবা বিরোধিতা করেন নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আহনাফও এই অভিমতের পক্ষে রহিয়াছেন। -(তাকমিলা ২য়, ২০৫-২০৬)

(৪১৬৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ".

(৪১৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কসম-এর ভিত্তি শপথ তলবকারীর নিয়্যতের উপর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ হাদীছ শরীফের বাক্যটির অর্থ হুবহু পূর্ব হাদীছ তথা اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ صَاحِبُكَ (তোমার কসম ঐ উদ্দেশ্যের উপর ধর্তব্য হইবে, যে উদ্দেশ্যের উপর তোমার কসম গ্রহণকারী তোমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে)-এর অনুরূপ।

(কসম কার্যকর হইবার বিভিন্ন পদ্ধতির শরীআতের হুকুম পূর্ব হাদীছে আলোচিত হইয়াছে) আর এ স্থানে একটি পদ্ধতির হুকুম বর্ণনা করা হইতেছে যে, কসম তলবকারী (مستحلف) যালিম হওয়ার ক্ষেত্রে (حالف)-এর নিয়্যত ধর্তব্য। এই মাসয়ালাটি আবূ দাউদ শরীফের باب المعاريض فى اليمين-এর উল্লিখিত ৩২৫৬নং হাদীছ এবং ইবন মাজাহ গ্রন্থের باب من ورى فى يمينه এ- উল্লিখিত হাদীছ হযরত সুয়াইদ বিন হানযালা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم و معنا وائل بن حجر فاخذه عدوله فتحرج القوم ان يحلفوا و حلفت انه اخى فخلوا سبيهم فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان القوم يحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخى فقال صدقت ، المسلم اخو المسلم (একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে যাইতেছিলাম, আমাদের সহিত ওয়ায়িল বিন হুজর (রাযিঃ)ও ছিলেন। তখন তাঁহার এক শত্রু তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া নিয়া যাইতেছিল। আমার সাথীগণ কসম করিতে ইতস্ততঃ করিলে আমি কসম করিয়া বলি যে, 'ইনি আমার ভাই'। এই কথা শুনিয়া (আমার পরিচিত) শত্রুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়া ঘটনার বিবরণ দিলাম যে, আমার সাথীগণ কসম করিতে ইতস্ততঃ করিলে আমি কসম করিয়া বলি 'ইনি আমার ভাই'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ করলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। -(তাকমিলা ফতহুল মুলহিম ২য়, ২০৬)

بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَمِيْنِ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কসম ও অন্যান্য ব্যাপারে 'ইন্শা আল্লাহ' বলা

(৪১৬৪) وَحَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِىُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لأَبِى الرَّبِيعِ - قَالاَ نَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ لأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ".

(৪১৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী আতাকী, আবূ কামিল জাহদারী ও ফুযায়িল বিন হুসাইন (রহ.) তাঁহারা .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ষাটজন সহধর্মিণী ছিলেন। একদা তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি আজ রাত্রিতে সকল সহধর্মিণীর সঙ্গে তাওয়াফ (তথা সহবাস) করিব। ফলে প্রত্যেকেই গর্ভবতী হইবে এবং প্রত্যেকেই এমন সকল সন্তান প্রসব করিবে যাহারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহর রাস্তায় অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবে জিহাদ করিবে। কিন্তু পরিশেষে একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই গর্ভবতী হন নাই। তাহাও গর্ভবতী স্ত্রী অসম্পূর্ণ একটি বাচ্চা প্রসব করেন। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। তিনি যদি তখন 'ইনশা আল্লাহ'

বলিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের প্রত্যেকেই এমন সকল সন্তান প্রসব করিতেন যাহারা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سِتُّونَ اِمْـرَأَةً (ষাট জন স্ত্রী)। এই ঘটনায় হযরত সুলায়মান (আঃ) স্ত্রীর সংখ্যা কত ছিল এই বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়তসমূহ কঠোর বিরোধপূর্ণ। কতক রিওয়ায়তে ষাট, কতক রিওয়ায়তে সত্তর, কতক রিওয়ায়তে নব্বই আর অন্য রিওয়ায়তে একশত কিংবা নিরানব্বই জন স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লামা নওয়াভী (রহ.) এই সকল বর্ণিত রিওয়ায়তে সমন্বয় সাধনে বলিয়াছেন যে, জমহুরে উসূলীনের মতে কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার সহিত বিরোধপূর্ণ নহে।

আল্লামা তাকী ওছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, এই বিরোধের কারণে হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা, ইহা রাবীগণের বর্ণনার পদ্ধতির ক্ষেত্রে এইরূপ বিরোধ দেখা দিয়াছে। সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা অধিক সংখ্যায় বুঝানো হইয়া থাকে। ইহাকেই কতক রাবী ষাট বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আর কেহ সত্তর কিংবা নব্বই উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অধিকাংশ রাবী মূলতঃ হাদীছের মূল ঘটনা গুরুত্ব সহকারে হিফয করিতেন। আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের প্রতি ততখানি গুরুত্ব দিয়া স্মরণ রাখার চেষ্টা করিতেন না। এই কারণে আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহে কিছু বিরোধ থাকিত। আর ইহা দ্বারা মূল হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলিবে না। -(তাকমিলা, ২য়, ২০৭)

فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ (তাহাও উক্ত গর্ভবতী স্ত্রী অপূর্ণাঙ্গ একটি সন্তান প্রসব করিলেন)। আর কতক রিওয়ায়তে شق رجل আর কোন রিওয়ায়তে شق غلام আর কোন রিওয়ায়তে واحدا ساقطا احد شقيه আর এই সকল রিওয়ায়তের মর্ম হইতেছে যে, সৃষ্টিগতভাবে অসম্পূর্ণ একটি বাচ্চা প্রসব করিলেন। -(ঐ, ২য়, ২০৮)

لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى ইহার মর্ম হইতেছে لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ الله (যদি তিনি তখন 'আল্লাহ তাআলা চাহেতো' বলিতেন) কসমের মধ্যে 'ইনশা আল্লাহ' বলার মাসয়ালা 'ইনশা আল্লাহু তাআলা' আগত রিওয়ায়তে আলোচনা করা হইবে। -(তাকমিলা, ২য়, ২০৯)

(৪১৬৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ".

(৪১৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবূ উমার (রহ.) তাহারা .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন যে, একদা আল্লাহর নবী সুলায়মান বিন দাউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমি অবশ্যই আজ রাত্রিতে সত্তর জন স্ত্রীর সহিত সহবাস করিব। ইহাতে তাহাদের প্রত্যেকেই এমন সকল সন্তান প্রসব করিবে যাহারা ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করিবে। তখন তাঁহার কোন সাথী কিংবা ফিরিশতা তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনি 'ইনশা আল্লাহ' বলুন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহা (মুখে) বলেন নাই। ফলে তাঁহার স্ত্রীদের মধ্য হইতে একজন ব্যতীত আর কেহ সন্তান প্রসব করেন নাই। আর যাহাও তিনি একটি সন্তান প্রসব করিলেন তাহাও আবার অপূর্ণাঙ্গ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন যদি তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলিতেন, তাহা হইলে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হইতেন না। আর তিনি তখন নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হইতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ (তখন তাঁহার কোন এক সাথী কিংবা ফিরিশতা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন) রাবী সন্দেহসহ বর্ণনা করিয়াছেন। আর الصاحب (সাথী) এবং الملك (ফিরিশতা) এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তবে الصاحب (সাথী) ব্যাপক। ফিরিশতা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিংবা অন্য কোন লোক। আর কতক রিওয়ায়তে فقال له الملك (তখন তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ফিরিশতা বলিলেন) তথা দ্বিতীয় অংশের সহিত দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর কোন রিওয়ায়তে দৃঢ়ভাবে প্রথম অংশ তথা فقال له صاحبه (তখন তাঁহার কোন সাথী তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন) বর্ণনা করিয়াছেন।

আর সুফয়ান (রহ.) বলেন الصاحب দ্বারা ফিরিশতাকেই বুঝানো হইয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ الصاحب দ্বারা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাথী আসিফ বিন বারখিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ইহা ভুল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা অনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন উহাকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নাই। -(তাকমিলা, ২য়, ২১০)

فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ (কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাওয়ার কারণে 'ইনশা আল্লাহ' বলেন নাই)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই বাক্যে فلم يقل (কিন্তু তিনি বলেন নাই) দ্বারা মুখে উচ্চারণ না করার কথা বুঝানো হইয়াছে। ইহার মর্ম এই নহে যে, তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন, বরং ইহার মর্ম হইল যে, তাঁহার অন্তরে ঠিকই ছিল কিন্তু মুখে উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া যান কিংবা তাঁহাকে ভুলাইয়া দেওয়া হয়। আর অধিকাংশের মতে نسى শব্দটি ن বর্ণে যবর এবং س বর্ণে তাশদীদ বিহীন পঠিত। আর কতকের মতে ن বর্ণে পেশ এবং س বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। কেননা, ইহা تنسية হইতে مجهول এর সীগা। শারেহ নওয়াভী বলেন, ইহাও সহীহ। -(তাকমিলা, ২য়, ২১০)

لَمْ يَحْنَثْ (শপথ ভঙ্গকারী হইতেন না) পূর্বে আল্লামা আইনীর কথা আলোচিত হইয়াছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কথা لأطوفن (অবশ্যই আমি স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিব) বাক্যে لام বর্ণটি جواب قسم (কসমের জবাব) এবং حرف القسم (কসম) উহ্য রহিয়াছে। এই জন্যই সেই মুতাবিক আমল না হওয়ার حانث (কসম ভঙ্গকারী) বলা হইয়াছে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, সুলায়মান (আঃ) কসম করেন নাই; বরং مجاز (রূপক) অর্থে কসম ভঙ্গকারী বলা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ২১০)

আর لَمْ يَحْنَثْ (কসম ভঙ্গকারী হইতেন না) বাক্যের দুইটি অর্থের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(এক) হযরত সুলায়মান (আঃ) যদি إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলিতেন তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রত্যাশা মুতাবিক প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে এককেজন মুজাহিদ সন্তান দান করিতেন। ফলে তাহার কসম পূর্ণ হইত এবং তিনি কসম ভঙ্গকারী হইতেন না।

(দুই) সুলায়মান (আঃ) যদি استثناء (ব্যতিক্রম) হিসাবে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলিতেন তাহা হইলে কসম সম্পাদিত হইত না এবং এর ব্যত্যয় ঘটার দরুণ তিনি حانث (কসম ভঙ্গকারী) হইতেন না। আর এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুহাদ্দিছগণ আলোচ্য হাদীছকে باب الاستثناء فى اليمين এর মধ্যে সংকলন করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে কয়েকটি আলোচনা আছে ঃ

প্রথম আলোচনা ঃ ঘটনা সহীহ হওয়া সম্পর্কে।

প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে, যুগের কতক সমালোচক আলোচ্য হাদীছ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। যেমন মিঃ আবুল আলা মাওদুদী স্বীয় তাফহীমুল কুরআন ৪র্থ খন্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এক রাত্রিতে ষাট কিংবা ইহার অধিক সংখ্যক স্ত্রীর সহিত সহবাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা, ইহা দ্বারা অত্যাবশ্যক হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) উক্ত রাত্রের অন্য কোন কাজে এক মুহূর্তও ব্যয় না করে প্রতি ঘন্টায় কমপক্ষে ছয় জন স্ত্রীর সহিত সহবাস করা। আর ইহা কল্পনাও করা যায় না। ফলে এই পদ্ধতিতে এই হাদীছ গ্রহণ করা যায় না যদিও ইহার সনদ সহীহ হউক। অতঃপর উস্তাদ মাওদুদী উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ ইয়াহুদীদের খন্ডনে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে কতক রাবী বিশ্বাস করিয়া নিয়াছেন যে, ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা সত্যায়নের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা তাকী ওছমানী বলেন, উস্তাদ মাওদুদী তাফহীমুল কুরআনে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন ইহার সারসংক্ষেপ ইহাই। আল্লাহর শপথ! আলোচ্য হাদীছ সম্পর্কে তাহার এই কথা শ্রবণে শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যায়। ইহা এমন একটি অভিমত যাহা সহীহ হাদীছের উপর সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

ছিকাহ রাবীগণের দ্বারা সহীহ সনদে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীছকে উসূল বিশেষজ্ঞ কোন মুহাদ্দিছই এই বলিয়া খন্ডন করেন নাই যে, ইহা যুক্তিভিত্তিক নহে। আল্লাহ তাআলার কাছে ইহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

যাহা হউক তাহার অভিমত যে, উক্ত রাত্রের প্রতি ঘন্টায় ছয় জন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা অসম্ভব। ইহার বিভিন্ন জাওয়াব হইতে পারে। (এক) পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীছে হযরত সুলায়মান-এর স্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করার জন্য বর্ণনা করেন নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সংখ্যার উল্লেখ করেন তখন ইহা দ্বারা অধিক সংখ্যা মর্ম হয়। আর ইহাকেই কতক রাবী ষাট এবং অন্যান্যরা নব্বই কিংবা ইহার অধিক দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, রাবীগণ মূল হাদীছকেই সংরক্ষণে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কাজেই হাদীছের প্রাসঙ্গিক কোন অংশ প্রমাণিত না হইলেও মূল হাদীছে কোন প্রভাব ফেলিবে না। তাহা হইলে রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যার হিসাব আমরা কিভাবে হিসাব করিতে পারি?

(দুই) ষাট সংখ্যা সহীহ বলিয়া মানিয়া নিলেও উক্ত রাত্রির প্রতি ঘন্টায় ছয় জন স্ত্রীর সহিত সহবাস করা অসম্ভব হইবে কেন? রাত্রি তো সাধারণত ১২ ঘন্টায়। সঠিক হিসাবে প্রতি ঘন্টায় পাঁচজন স্ত্রীর সহিত সহবাস করা হয়। যুক্তিতে অসম্ভব হইবে কেন? আর ইহা বলিয়া সহীহ হাদীছকে কিভাবে খন্ডন করিয়া দেওয়া হইবে ?

আর নবীগণের দ্বারা এই ধরনের অনেক ঘটনা আছে। যাহা তাঁহাদের মুজিযা ছিল। নবী কেন অনেক ওলীগণ হইতেও এমন অসংখ্য কারামত প্রকাশিত হইয়াছে যাহা যুক্তি ভিত্তিক নহে। তাহাদের জন্য অল্প সময়ে অনেক কাজ করা সম্ভব হইলেও অন্যদের জন্য অধিক সময়েও তা সম্ভব ছিল না। -(তাকমিলা ফতহুল মুলমিহ, ২য়, ২১২-২১৩)

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ استثناء فى اليمين (কসমের মধ্যে প্রভেদকরণ) কসম করিবার সময় إِنْ شَاءَاللّٰهُ বলাকে استثناء فى اليمين বলা হয়। সুনানে আরবাআ গ্রন্থকার রিওয়ায়ত করেন,

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى -

হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি শপথ করিবার সময় إِنْ شَاءَاللّٰهُ বলিল সে استثناء (প্রভেদ / ব্যতিক্রম) করিল।"

কোন ব্যক্তি যদি কসম করিবার সময় إِنْ شَاءَاللّٰهُ (আল্লাহ তাআলা যদি চাহেন) বলে তাহা হইলে তাহার কসম ভঙ্গ হইবে না। এই ব্যাপারে সকল ইমাম এক মত।

তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থের হাদীছে আছে,

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه

হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কসম করিবার সময় إِنْ شَاءَاللّٰهُ বলিবে তাহার কসম ভঙ্গ হইবে না।

সুনানু আবী দাউদ (৩৭৬২ নং) হাদীছে হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من حلف فاستثنى فان شاء فعل و ان شاء ترك غير حنث ـ

"যে ব্যক্তি কসম করার সময় استثناء (প্রভেদ / ব্যতিক্রম) করে সে ইচ্ছা করিলে সেই কাজ করিতেও পারে আবার বর্জনও করিতে পারে। কসম ভঙ্গ হইবে না।

(১) জমহুরে উলামার মতে যদি কসমের সঙ্গে সঙ্গে إِنْ شَاءَاللّٰهُ বলে তাহা হইলে কসম منعقد (সম্পাদিত) হইবে না। এমনকি যদি হাঁচি ও শ্বাস নেওয়ার কারণে কিছু বিলম্ব হয় তথাপি কসম সম্পাদিত হইবে না। অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক অন্যান্য কোন কথা-বার্তা মাঝখানে বলিলে কিংবা দীর্ঘ সময় চুপ থাকিলে যাহাতে কথাবার্তা বলা সম্ভব ছিল তবে কসম সম্পাদিত হইবে এবং হুকুমও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, ছাওরী, আবূ উবায়দ ও ইসহাক (রহ.) প্রমুখের অভিমত। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে من حلف فاستثنى (যে ব্যক্তি কসম করার সময় استثناء (প্রভেদ) করে) হাদীছে ف বর্ণটি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অবিচ্ছিন্নতা (تعقيب) এর অর্থ প্রকাশ করে। কেননা استثناء হইতেছে বাক্যকে পূর্ণকারী। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে হওয়া সমীচীন। যেমন, خبر المبتداء ـ جواب شرط ও شرط এবং استثناء بإلا এই সকলের ক্ষেত্রেও অবিচ্ছিন্ন (متصل) হওয়া জরুরী।

অধিকন্তু কসমকারী যদি কসম করার পর দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকে তাহা হইলেও কসমের হুকুম ثابت (প্রতিষ্ঠিত) হইয়া যাইবে এবং ইহার হুকুম রদবদল তথা পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। (কারণ ان شاء الله যদি مقصلا (অবিচ্ছিন্নভাবে) বলা জরুরী না হইত তাহা হইলে মানুষ প্রতারণার আশ্রয় নিত এবং কসম ভঙ্গ করার পূর্ব মুহূর্তে ان شاء الله বলিয়া নিত)। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, اذا حلفت على يمين ـ فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك (যখন তুমি কোন কাজের উপর কসম কর, তারপর উহার বিপরীত কাজকে তুমি উত্তম মনে কর, তবে তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় কর)। -(সহীহ মুসলিম- ৪১৬০ নং হাদীছ) সুতরাং যদি দীর্ঘ সময়ের পরও ان شاء الله বলিয়া استثناء (প্রভেদ) করা যাইত, তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এতখানি ইরশাদ করিতেন ان شاء الله বলিয়া ফেল তাহা হইলে কসমই ثابت (প্রতিষ্ঠিত) হইবে না এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি ইরশাদ করিয়াছেন فكفر عن يمينك (তবে তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় কর)।

(২) ইবন আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখের মতে استثناء (প্রভেদকরণ)-এর সঙ্গে সঙ্গে ان شاء الله বলা জরুরী নয়; বরং দীর্ঘদিন পরেও বলা যায়। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রহ.) চার মাস পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। ইমাম নওয়াভী (রহ.) বলেন, কতক আলিম এই অভিমতের জবাব দিতে গিয়া বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ এত দীর্ঘদিন পর বরকত লাভের জন্য ان شاء الله বলার কথা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, যতদিন পরেই ان شاء الله বলুক কসম منعقد (সম্পাদিত) হইবে না।

অতঃপর যাহারা সঙ্গে সঙ্গে বলা জরুরী বলেন, তাহারা সঙ্গে সঙ্গের সীমা বর্ণনায় মতানৈক্য করিয়াছেন। জমহুরের মতে কসমের পর استثناء (প্রভেদকরণ) مطلقا (ব্যাপকভাবে) সঙ্গে সঙ্গে হওয়া ওয়াজিব। তবে

হ্যাঁ, শ্বাস প্রভৃতি নেওয়ার মত বিলম্ব হইলেও কসম সম্পাদিত হইবে। আর হাসান বাসরী ও আতা (রহ.) প্রমুখের মতে কসমকারী যতক্ষণ মজলিসে বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ استثناء (প্রভেদকরণ) তথা ان شاء الله বলা যাইবে। ইহা কতক হাম্বলীর অভিমত। আর কাতাদা (রহ.) বলিয়াছেন– যতক্ষণ না দাঁড়াইবে এবং অন্য কোন কথা না বলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত استثناء (প্রভেদকরণ) তথা ان شاء الله বলার সুযোগ আছে। ইহা ইমাম আহমদ ও আওযায়ীর অভিমত। -(শরহে নওয়াভী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত)

কোন কোন সময় দ্বিতীয় মতের অনুসারীগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, আলোচ্য হাদীছে হযরত সুলায়মান (আঃ) কথা শেষ করার পর তাঁহার صاحب (সাথী) বলিলেন ان شاء الله বলুন। যদি সঙ্গে সঙ্গে ان شاء الله বলা ওয়াজিব হইত তাহা হইলে ঐ সাথী কথা শেষ করার পর ان شاء الله বলার জন্য পরামর্শ দিতেন না।

জমহুরের পক্ষে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ উক্ত সাথী কথাটি হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কথার মধ্যখানে বলিয়াছিলেন। আর এই সম্ভাবনা থাকার কারণে ইহা দলীল হইতে পারে না। -(ফতুহুল বারী ৬ ঃ৪৬২)

আল্লামা তাকী উছমানী বলেন, আমার মতে সর্বোত্তম জবাব হইতেছে যে, উক্ত সাথী (صاحب) কসম সম্পাদন না হওয়া মর্ম নেন নাই; বরং উক্ত সাথী (صاحب) কেবলমাত্র বরকত লাভের জন্য হযরত সুলায়মান (আঃ)কে ان شاء الله বলিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে তিনি তাঁহার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন। কাজেই ইহা দ্বারা استثناء منفصل (দীর্ঘক্ষণ পরে প্রভেদকরণ)-এর জায়িয হওয়া প্রমাণ করে না।

আর উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা حلف (শপথ)-এর সহিত يمين (কসম) করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। طلاق (তালাক) এবং عتاق (আযাদ)-এর সহিত يمين (কসম) করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রহিয়াছে যে, ইহাতে استثناء (প্রভেদকরণ) হইবে কি না? ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, طلاق এবং عتاق -এর হুকুম حلف এর হুকুমের ন্যায়। ইহাতে কোন পার্থক্য নাই; বরং সমান সমান। কাজেই استثناء متصل (সঙ্গে সঙ্গে প্রভেদকরণ) হইলে তাহা সম্পাদিত হইবে না। ইহা তাউস, হাম্মাদ এবং আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমতও।

ইমাম মালিক, আওযায়ী (রহ.) বলেন, ইহাতে استثناء (প্রভেদকরণ)-এ কোন উপকার নাই। কেননা طلاق এবং عتاق -এর সম্পর্ক يمين (কসম)-এর সহিত নহে। কাজেই استثناء দ্বারা উহার হুকুম বাতিল হইবে না। ইহা হাসান ও কাতাদা (রহ.)-এর অভিমতও। -(তাকমিলা, ২য়, ২১৪-২১৫)

(৪১৬৬) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

(৪১৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪১৬৭) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ. فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ".

(৪১৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান বিন দাউদ (আঃ) একদা

বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আমি অদ্য রাত্রিতে সত্তরজন স্ত্রীর সহিত সহবাস করিব। ইহাতে তাহাদের প্রত্যেক মহিলা-ই এমন সকল সন্তান প্রসব করিবে যাহারা আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করিবে। তখন তাহাকে বলা হইল যে, আপনি ان شاء الله (যদি আল্লাহ্ তাআলা চাহেন) বলুন। কিন্তু উহা বলেন নাই। অতঃপর তিনি তাহাদের সহিত সহবাস করিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে শুধু একজন স্ত্রীর একটি অর্ধ মানবাকৃতির (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান প্রসব করা ব্যতীত আর কোন স্ত্রী কোন সন্তান প্রসব করেন নাই। রাবী বলেন যে, এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তিনি যদি তখন ان شاء الله বলিতেন তবে তিনি কসম ভঙ্গকারী হইতেন না। আর উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফলকাম হইতেন।

(৪১৬৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".

(৪১৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, একদা হযরত সুলায়মান বিন দাউদ (আঃ) (কসম করে) বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আমি অদ্য রাত্রিতে নব্বইজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছেই তাওয়াফ (সহবাস) করিব। ইহাতে তাহারা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী সৈনিক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন (এমন সকল সন্তান) প্রসব করিবে যাহারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করিবে। তখন তাঁহার কোন এক সাথী তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি 'ইনশা আল্লাহ' বলুন। কিন্তু তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলেন নাই। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীর সহিতই সহবাস করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কোন স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন না। আর তিনিও এমন একটি সন্তান প্রসব করিলেন যাহা ছিল অপূর্ণাঙ্গ। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন, যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ' বলিতেন, (তাহা হইলে তাহারা সকলেই এমন সকল যোগ্যতাসম্পন্ন অশ্বারোহী সৈনিক সন্তান প্রসব করিতেন) যাহারা সকলেই (ভবিষ্যতে) অশ্বারোহী সৈনিক হইয়া আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৪১৬৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪১৬৯) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلاَمًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

(৪১৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়াইদ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি .... আবূ যিনাদ (রহ.) হইতে একই সনদে উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এতখানি শাব্দিক পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছেন যে– প্রত্যেক স্ত্রী এমন সকল সন্তান প্রসব করিবে যাহারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করিবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার নামে এমন কসমের উপর অটল থাকা নিষিদ্ধ; যাহাতে কসমকারীর পরিবার কষ্টে পতিত হয় অথচ বাস্তবে তাহা হারাম নহে

(৪১৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ".

(৪১৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই বিষয়ে আমাদের নিকট অনেক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার একটি হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমাদের কাহারও স্বীয় পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে (যাহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকারক হয় এবং এই কসম ভঙ্গ করাতে কোন গুনাহ নাই এমন ক্ষেত্রে) আল্লাহর নামে কসম করিয়া ইহার উপর অটল থাকা অধিক গুনাহের কারণ বলিয়া গণ্য হইবে– কসম ভঙ্গ করিয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত (কসম ভঙ্গের) কাফ্ফারা আদায় করা হইতে (অর্থাৎ কাসম-এর উপর অটল থাকিয়া পরিবার পরিজনকে কষ্ট দেওয়া কসম ভঙ্গ করা হইতে বড় গুনাহ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لأَنْ يَلَجَّ (ইহার উপর অটল থাকা)। يلج শব্দটির لام বর্ণে যবর এবং যের দ্বারা لجاجا পঠিত। বাবে ضرب ও سمع হইতে। استلجاجا واستلج বলা হয় কোন বস্তুর উপর পুনরাবৃত্তি করা, ইহার উপর স্থির থাকা। ইবন আছীর স্বীয় জামিউল উসূল গ্রন্থের ১১ তম খন্ডের ৬৮১ পৃষ্ঠায় বলেন لج এবং استلج فى يمينه বলা হয়; যখন কেহ কসম করিয়া ইহার উপর অটল বা স্থির থাকে এবং কসম ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারা দেওয়া হইতে বিরত থাকে। আর এই কসমকে সে সঠিক বলিয়া ধারণা করে। -(তাকমিলা ২য়, ২১৬)

فِي أَهْلِهِ (স্বীয় পরিবার সম্পর্কে)। ইমাম নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় পরিবার সম্পর্কে এমন কসম করে যাহা ভঙ্গ না করিলে পরিবারের লোকদের কষ্ট বা ক্ষতি হয়। অথচ কসম ভঙ্গ করা তাহার জন্য গুনাহের কাজও নহে; তাহা হইলে তাহার জন্য উচিত হইল কসম ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেওয়া। সে এই কথা যেন না বলে কসম ভঙ্গ করা তো গুনাহের কাজ, কীভাবে ভঙ্গ করি? ইহা তাহার ভুল কথা; বরং কসমের উপর অটল থাকিয়া পরিবারের লোকদের কষ্টে পতিত করা, কসম ভঙ্গ করা (এবং কাফ্ফারা আদায় করা) হইতে অধিক গুনাহ।

হাফিয স্বীয় আল-ফাতহ গ্রন্থের ১১ খন্ডের ৫২১ পৃ. বলেন, হাদীছের অর্থ হইতে মাসআলা উদ্ভাবন করা যায় যে, এই হাদীছে اهل (পরিবার) শব্দটি অধিকাংশের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই اهل (পরিবার) বলিতে কেবল নিজের পরিবারের লোকদের জন্য এই হুকুম নহে; বরং যেইখানেই এই ধরনের কোন কারণ পাওয়া যাইবে সেইখানেই এই হুকুম প্রযোজ্য হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২য়, ২১৭)

آثَمُ শব্দটি مد সহ পঠিত। ইহা اسم تفضيل (আধিক্য বোধক শব্দ)-এর সীগা। ইহার অর্থ اشد اثما (বড় গুনাহ)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কসমের উপর অটল থাকা বড় গুনাহ এবং কসম ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারা দেওয়াও গুনাহ। তাহা হইলে কসম ভঙ্গ করিয়া ফায়দা হইল কী?

শারেহীনে কিরাম ইহার বিভিন্ন জবাব দিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কসমকারীর ধারণার মুকাবালায় এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ কসমকারী ধারণা করে ইহাতে তাহার গুনাহ হইবে অথচ বাস্তবে সে গুনাহগার হইবে না।

আর কেহ এইভাবে জবাব দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরে নেওয়ার পর্যায়ে কথাটি ইরশাদ করিয়াছেন। অর্থাৎ যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, কসম ভঙ্গ করা গুনাহ হইবে কিন্তু কসমের উপর অটল থাকা তো আরও অধিক গুনাহ। -(তাকমিলা ২য়, ২১৭)

بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থার মানতের বিষয়ে করণীয়।

(৪১৭১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".

(৪১৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকরা মুকাদ্দামী, মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা .... হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আইয়্যামে জাহিলিয়াতে মসজিদুল হারামে এক রাত্রি 'ইতিকাফ' করার মানত করিয়াছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ (তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর)। এই ব্যাপারে দুইটি ফিকহী মাসয়ালা রহিয়াছে।

(১ম মাসয়ালা) ঃ কুফর অবস্থায় কোন কাফির ব্যক্তি যদি মানত করে তাহা হইলে সে ইসলাম গ্রহণের পর উক্ত মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব কি না এই সম্পর্কে ফকীহগণের মতানৈক্য আছে। কতক ফকীহ বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরও তাহার মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। ইহা ফকীহ তাউস, কাতাদাহ, হাসান বাসরী, আবূ ছাওর, শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের এক জামাআত, ইবন হাযম, যাহিরিয়া ইবন জরীর তাবারী, মালিকী মতাবলম্বী, মুগীরা বিন আবদুর রহমান এবং আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর অভিমত। তাহারা আলোচ্য হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করেন। কেননা আলোচ্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন فاوف بنذر (তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর)। আর امر (আদেশ) ওয়াজিবের মর্ম প্রদান করে।

তাহাদের বিপরীতে জমহুরে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কাফিরের মানতই সহীহ নহে। মানত সহীহ হইবার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কাজেই ইসলাম গ্রহণের পর তাহার উপর ইসলামপূর্ব মানত পূর্ণ করিতে হইবে না। হ্যাঁ, তবে মুস্তাহাব হিসাবে মানত পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ইহা ফকীহ ইমাম মালিক, আবূ হানীফা, ইবরাহীম নাখয়ী, ছাওরী এবং শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের অধিকাংশের অভিমত। আর ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমত অনুরূপ।

তাহাদের দলীল হইতেছে ইমাম তহাভী (রহ.) আমর বিন শুয়াইব হইতে, তিনি তাহার পিতা, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন انما النذر ما ابتغى به وجه الله (মানত এমন বস্তু যাহা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশা করা হয়)। অথচ কাফিরের কোন কাজই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় না; বরং গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হইয়া থাকে। গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশা করা গুনাহ। ফলে গায়রুল্লাহর নামে মানত করাও গুনাহ। এই

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لا نذر في معصية (গুনাহের কাজে মানত নাই)।

জমহুরের পক্ষে আবুল হাসান আল কাবেসী (রহ.) আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযিঃ)কে ওয়াজিব হিসাবে মানত পূর্ণ করার হুকুম করেন নাই; বরং মুস্তাহাব হিসাবে পূর্ণ করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(২য় মাসয়ালা) ঃ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, মাসনূন ই'তিকাফ দিবা অংশ বাদে কেবলমাত্র রাতের অংশে করা সহীহ। সুন্নাত 'ই'তিকাফ' শুধুমাত্র রাত্রেও হইতে পারে এবং ইহার জন্য রোযাও শর্ত নহে। কেননা, হযরত উমর (রাযিঃ) কেবলমাত্র রাত্রে ই'তিকাফ করার মানত করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। আর প্রকাশ্য যে, রাত্রিতে কোন রোযা নাই।

হানাফীগণের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, ان اعتكف ليلة (এক রাত্রির ই'তিকাফ) বলিয়া শুধু রাত্রি উদ্দেশ্য নহে; বরং রাত্র দিন উভয়টি উদ্দেশ্য। কেননা, আগত (৪১৭২ নং) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ (তিনি নিজের উপর একদিনের ই'তিকাফ করার স্থির করিয়া নিয়াছিলেন) কাজেই ليلة (রাত্রি) দ্বারা মর্ম হইতেছে দিনের অংশসহ রাত্রি আর اليوم (দিন) দ্বারা রাত্রির অংশসহ দিন তথা দিবারাত্রি মর্ম।

আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফে আবদুল্লাহ বিন বুদাইল, তিনি আমর বিন দীনার হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ان عمر رض جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية ليلة او يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف و صم (হযরত উমর (রাযিঃ) জাহিলিয়্যাত যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত্র বা একদিন ই'তিকাফ করার মানত করিয়াছিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এতদসম্পর্কিত মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জবাবে তিনি ইরশাদ করিলেন, ই'তিকাফ কর এবং রোযা রাখ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২য়, ২১৯-২২০)

(৪১৭২) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَالثَّقَفِيُّ فَفِى حَدِيثِهِمَا اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ. وَأَمَّا فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ. وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلاَ لَيْلَةٍ.

(৪১৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন আলা, ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা বিন আবী রাওয়াদ (রহ.) তিনি ... তাঁহারা সকলেই উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর সূত্রে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে হাফস (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর রাবী আবূ উমামা ও সাকিফী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে اعتكف ليلة (এক রাত্রির ই'তিকাফ)-এর কথা উল্লেখ নাই। আর শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে جعل عليه يوما يعتكفه (তিনি নিজের উপর একদিনের ই'তিকাফ করা স্থির করিয়া নিয়াছিলেন রহিয়াছে। আর হাফস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে 'একদিন এবং এক রাত্রির' কথা উল্লেখ নাই।

(৪১৭৩) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا " . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا النَّاسِ. فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا .

(৪১৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা বিজয়ের পর) তায়িফ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে মাসজিদুল হারামে একদিন ই'তিকাফ করার মানত করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যাও এবং একদিন ই'তিকাফ কর। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযিঃ)কে গণীমতের এক পঞ্চমাংশ হইতে একটি দাসী প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ বন্দীদেরকে আযাদ করিয়া দেন তখন হযরত উমর (রাযিঃ) তাহাদের কোলাহল শুনিতে পান। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আযাদ করিয়া দিয়াছেন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা কী? তখন তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ বন্দীদের আযাদ করিয়া দিয়াছেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! ঐ দাসীর কাছে যাও এবং তাহাকে আযাদ করিয়া দাও।

(৪১৭৪) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ .

(৪১৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনাইনের জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় জাহিলিয়্যাত যুগের একদিনের ই'তিকাফ করার মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর রাবী জারীর বিন হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মানুরূপ হাদীছখানা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪১৭৫) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ .

(৪১৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদাতাদ্দাববী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর নিকট জি'রানা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরা করার কথা উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, সেই স্থান হইতে তিনি উমরা করেন নাই। রাবী বলেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ)

জাহিলিয়্যাত যুগে এক রাত্রি ই'তিকাফ করার মানত করিয়াছিলেন। অতঃপর জাবীর বিন হাযিম ও মামার (রহ.)-এর সূত্রে আইয়ূব (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪১৭৬) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ.

(৪১৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) হইতে, তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইয়াহইয়া বিন খালাফ (রহ.) হইতে, তাহারা উভয়ে ... নাফি' (রহ.)-এর সনদে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে মানত সম্পর্কিত এই হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন, আর উভয়ের বর্ণিত হাদীছে সকলেই 'একদিনের ই'তিকাফ' (اعتكاف يوم) বাক্যটি বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসদের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং দাসকে চপেটাঘাতের কাফ্ফারা

(৪১৭৭) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ".

(৪১৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযাইল বিন জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ উমর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়া প্রত্যক্ষ করি যে, তিনি একজন ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়া দিয়াছেন। রাবী বলেন যে, তিনি মাটি হইতে একটি কাঠি কিংবা অন্য কোন বস্তু হাতে নিয়া বলিলেন, তাহাকে আযাদ করার মধ্যে ইহার সমতুল্য পুণ্যও নাই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি নিজ দাসকে বিনা অপরাধে প্রহার কিংবা চপেটাঘাত করিল, ইহার কাফ্ফারা হইল তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (ইহার কাফ্ফারা হইল তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সকল মুসলমান একমত যে, প্রহৃত গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব নহে, তবে মুস্তাহাব। গোলামের প্রতি যুলুম করার কারণে যেই গুনাহ হইয়াছে তাহা দুরীভূত হইবার জন্য। আর আযাদ করা ওয়াজিব না হইবার দলীল হইতেছে পরবর্তী ৪১৮০ নং হযরত মুআবিয়া বিন সুওয়াইদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছ। উহার শেষ দিকে আছে "তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহার দ্বারা সেবা গ্রহণ করিতে থাক, যখনই তোমরা তাহার অমুখাপেক্ষী হইবে তখনই তোমরা তাহাকে আযাদ করিয়া দিবে।"

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সামান্য আঘাত করার দ্বারা আযাদ করা ওয়াজিব না হইবার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত। কিন্তু যদি অহেতুক প্রচন্ড আঘাত করে কিংবা আগুন দিয়া পোড়ায় কিংবা মুছলা তথা নাক-কান কর্তন করিয়া অঙ্গহানী করে তাহা হইলে ইমাম মালিক ও তাহার অনুসারীগণ এবং ফকীহ লায়ছ (রহ.)-এর মতে উক্ত গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর প্রশাসক তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে এই ক্ষেত্রেও আযাদ করা ওয়াজিব নহে। -(তাকমিলা ২য়, ২২৪)

ফায়দা

ইসলাম পূর্ব যুগে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে দাস বানানোর প্রথা চালু ছিল। যেমন (ক) যুদ্ধে গ্রেফতারকৃতদের দাস-দাসী বানানো (খ) শিশু চুরি করিয়া নিয়া দাস-দাসী বানানো (গ) ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তাকে দাস বানানো, প্রভৃতি। ইসলাম আগমনের পর বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া প্রথমত দাস প্রথা একেবারে বিলুপ্ত না করিয়া ১ম প্রকার বাকী রাখিয়া অন্যান্য প্রথাগুলি বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

ইসলাম প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে দাস প্রথা বিলুপ্ত না করার হিকমতগুলি হইতেছে–

(১) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যাপকভাবে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। যদি এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে মুসলিম জাতি চরম ক্ষতির সম্মুখীন হইত। কেননা, যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত মুসলিমদেরকে কাফিররা গোলাম করিয়া রাখিত। পক্ষান্তরে কাফির বন্দীদেরকে যদি মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পাইত এবং কাফিরদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত।

(২) গ্রেফতার করিয়া যদি মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে মুসলমানদের ক্ষতি হইবে আবার জেলখানায় বন্দী করিয়া রাখিলে অসংখ্য লোক বেকার থাকিবে। এই কারণে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হইতেছে বন্দী করিয়া তাহার দ্বারা লাভবান হওয়া।

তবে ইসলাম দাস প্রথা বহাল রাখিলেও দাসদের সাথে উত্তম আচরণের হুকুম দিয়াছে। অতঃপর আযাদ করার ফযীলত ও আযাদ করার ক্ষেত্র বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে ক্রমান্বয়ে দাস প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(৪১৭৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا. قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ. قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ".

(৪১৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... যাযান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) নিজের এক গোলামকে ডাকিলেন। অতঃপর তাহার পৃষ্ঠদেশে (আঘাতের) দাগ প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে ব্যথা অনুভব করিতেছ? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তুমি আযাদ। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মাটি হইতে সামান্য বস্তু হাতে নিয়া বলিলেন, তাহাকে আযাদ করার দ্বারা এতখানি ছাওয়াবও প্রাপ্ত হই নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি নিজ গোলামকে হদ্দ (অপরাধের শরয়ী শাস্তি) ব্যতীত প্রহার করিল কিংবা চপেটাঘাত করিল, ইহার কাফ্‌ফারা হইল তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا **(অতঃপর তাহার পৃষ্ঠদেশে (প্রহারের) দাগ প্রত্যক্ষ করিলেন)। আল্লামা কুরতুবী বলেন, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) নিজ গোলামকে আদবের জন্য প্রহার করিয়াছিলেন। কিন্তু আদবের জন্য যতখানি প্রহার প্রয়োজন ছিল তাহা হইতে অধিক আঘাত লাগায় দাগ হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি কাফ্‌ফারার নিয়্যতে আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ২য়, ২২৫)**

(৪১৭৯) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ "حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ". وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ "مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ". وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ.

(৪১৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা উভয়ে সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি ফিরাস হইতে শু'বা ও আবূ আওয়ানা (রহ.) সূত্রে রিওয়ায়ত করেন। তবে ইবন মাহদী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ (বিনা অপরাধে) বাক্য উল্লেখ আছে। আর ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ (যে ব্যক্তি আপন গোলামকে চপেটাঘাত করিল) বাক্য উল্লেখ আছে এবং তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীছে حَدًّا (অপরাধের শরয়ী শাস্তি) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪১৮০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِي نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ. فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَعْتِقُوهَا". قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ "فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا".

(৪১৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমাইর (রহ.) তাহারা ... মুআবিয়া বিন সুওয়াইদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করিলাম। অতঃপর আমি পলায়ন করিলাম এবং যুহরের নামাযের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমি আমার পিতার পিছনে নামায আদায় করিলাম। তিনি তাহাকে ও আমাকে ডাকিলেন। গোলামকে বলিলেন, তুমি তাহার হইতে প্রতিশোধ নাও। সে আমাকে ক্ষমা করিয়া দিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা বণী মুকাররিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের মাত্র একটি গোলাম ছিল। একদা আমাদের কেহ তাহাকে চপেটাঘাত করিল। অতঃপর এই সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহাকে আযাদ করিয়া দাও। তাহারা আরয করিল, সে ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন গোলাম নাই। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহার দ্বারা সেবা গ্রহণ করিতে থাক। অতঃপর যখনই তোমরা তাহার সেবা গ্রহণে অমুখাপেক্ষী হইবে তখনই তোমরা তাহাকে আযাদ করিয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

امْتَثِلْ مِنْهُ (তুমি তাহার হইতে প্রতিশোধ নাও)। امتثال শব্দটি مثل হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাহার সাথীর সহিত যেই ব্যবহার করিবে সাথীও সেই ব্যবহার তাহার সাথে করা। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা আঘাতকৃত গোলামের অন্তর জয়ের উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা, ইহার কিসাস ওয়াজিব নহে। -(তাকমিলা ২য়, ২২৬)

(৪১৮১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا.

(৪১৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমাইর (রহ.) তাহারা ... হিলাল বিন ইয়াসাফ (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধ তড়িঘড়ি করিয়া তাহার এক চাকরকে চপেটাঘাত করিল। হযরত

সুওয়াইদ বিন মুকাররিন (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি তাহার উত্তম অঙ্গ চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে চপেটাঘাত করিতে অক্ষম হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি আমাকে দেখুন আমি মুকাররিনের সাত সন্তানের সপ্তম সন্তান (অর্থাৎ আমরা সাত ভাই ছিলাম)। আমাদের একজন গোলাম ব্যতীত অন্য কোন গোলাম ছিল না। একদা আমাদের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহাকে চপেটাঘাত করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়ার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَجِلَ شَيْخٌ (এক বৃদ্ধ তড়িঘড়ি করিয়া)। আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে হিলাল বিন ইয়াসাফ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা হযরত সুওয়াইদ বিন মুকাররিন (রাযিঃ)-এর বাড়ীতে ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন যাহার সহিত একটি দাসীও ছিল। তখন (কোন কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া) তাহার চেহারায় চপেটাঘাত করিলেন। রাবী বলেন, আমি হযরত সুওয়াইদ (রাযিঃ)কে সেইদিনের ন্যায় অধিক ক্রুদ্ধ হইতে আর কখনও দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন, আপনি তাহার উত্তম অঙ্গ চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে চপেটাঘাত করিতে অক্ষম হইয়াছেন ...। -(তাকমিলা ২য়, ২২৭)

عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا (আপনি তাহার উত্তম অঙ্গ চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আঘাত করিতে অক্ষম হইয়াছেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ای عجزت و لم تجد اين تضرب الا حر وجهها (অর্থাৎ আপনি তাহার উত্তম অঙ্গ চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আঘাত করিতে অপারগ হইয়াছেন) আর এই বাক্য যেন المقلوب এর অধ্যায় হইতে অর্থাৎ ইহার মূলে ছিল عجزت عن غير وجهها (তাহার চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে (চপেটাঘাত) করিতে অক্ষম হইয়াছেন) আর حر الوجه হইল মুখমন্ডল। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর উত্তম স্থানকে حر বলা হয়। -(তাকমিলা ২য়, ২২৭)

(৪১৮২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُوَيْدٌ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

(৪১৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... হিলাল বিন ইয়াসাফ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা নো'মান বিন মুকাররিন (রাযিঃ)-এর বাড়িতে কাপড় বিক্রি করিতেছিলাম। তখন একজন দাসী বাহিরে আসিয়া আমাদের একজন লোকের সহিত (মন্দ) কথা বলিল। তাই সে তাহাকে একটি চপেটাঘাত করিল। ইহাতে হযরত সুওয়াইদ (রাযিঃ) রাগান্বিত হইলেন। অতঃপর তিনি ইবন ইদ্রীস বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ (তখন একজন দাসী বাহিরে আসিল)। আহমদ গ্রন্থে (৩ ঃ ৪৪৪) মুহাম্মদ বিন জাফর (রহ.) রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে আছে এই দাসীটি হযরত সুওয়াইদ (রাযিঃ)-এর ছিল। -(তাকমিলা ২য়, ২২৭)

(৪১৮৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا.

(৪১৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... সুওয়াইদ বিন মুকাররিন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার একজন দাসী ছিল। একদা জনৈক ব্যক্তি তাহাকে একটি চপেটাঘাত করিল। তখন হযরত সুওয়াইদ (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি জান না যে, চেহারা সম্মানের বস্তু? অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ যে, আমি আমার সাত ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আছি। আমাদের একটি মাত্র গোলাম ব্যতীত আর কোন গোলাম ছিল না। একদা আমাদের একভাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে চপেটাঘাত করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়ার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ (তুমি কি জান না যে, চেহারা সম্মানের বস্তু)। এই বাক্যে محرمة শব্দটির অর্থ ذات حرمة (সম্মানের বস্তু)। বাক্যটির মর্ম হইবে ان الصورة ذات حرمة فلا ينبغى الضرب عليها (নিশ্চয় চেহারা সম্মানের বস্তু। কাজেই ইহার উপর আঘাত করা সমীচীন নহে)। আর محرمة শব্দটি الحرام (হারাম) এবং الممنوع (নিষিদ্ধ)-এর অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তখন বাক্যটি হইবে اما علمت ان الضرب على الصورة حرام (তুমি কি জান না যে, চেহারায় চপেটাঘাত করা হারাম (নিষিদ্ধ))? আর ইহাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর হাদীছের দিকে ইশারা করিয়াছেন اذا ضرب احدكم العبد فليجتنب الوجه (তোমাদের কেহ যখন স্বীয় গোলামকে (শাসনের ক্ষেত্রে) প্রহার করে তখন যেন চেহারায় প্রহার করা হইতে বাঁচিয়া থাকে। -(তাকমিলা ২য়, ২২৮)

(৪১৮৪) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ.

(৪১৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন মুনকাদার (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? অতঃপর রাবী আবদুস সামাদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪১৮৫) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ نَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ". فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَقُولُ "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ". قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ". قَالَ فَقُلْتُ لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

(৪১৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম আত তায়মীর পিতা ইয়াযীদ বিন শুরাইক আত তায়মী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ মাসউদ (উকবা বিন আমর আল খাযরাজী আল আনসারী) আল বাদরী (রাযিঃ) বলেন, একদা আমি আমার এক গোলাম (ক্রীতদাস)কে বেত্রাঘাত করিতেছিলাম। তখন আমার পিছন দিক হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম, হে আবূ মাসউদ! জানিয়া রাখ! ক্রোধের কারণে আমি শব্দটি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি যখন আমার নিকটবর্তী হইলেন হঠাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তিনি বলিতেছিলেন ঃ হে আবূ মাসউদ! তুমি জানিয়া রাখ, হে আবূ মাসউদ! তুমি জানিয়া রাখ,

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন আমি আমার হাত হইতে বেতটি ফেলিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আবূ মাসউদ! তুমি জানিয়া রাখ যে, এই গোলামের উপর তোমার ক্ষমতা হইতে তোমার উপর আল্লাহ্ তাআলা অধিক ক্ষমতাবান। রাবী আবূ মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আর কখনও আমি কোন গোলামকে প্রহার করিব না।

(৪১৮৬) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ. نَحْوَ حَدِيثِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ.

(৪১৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহাইর বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা সকলেই আ'মাশ (রহ.)-এর সনদে আবদুল ওয়াহিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী জারীর (রহ.) বর্ণিত (আলোচ্য) হাদীছে فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ (তখন তাঁহার ভয়ে আমার হাত হইতে বেতটি পতিত হইয়া গেল) বাক্যটি অতিরিক্ত রহিয়াছে।

(৪১৮৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ". فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. فَقَالَ "أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ".

(৪১৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরাইব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম। তখন আমি আমার পিছন দিক হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম, হে আবূ মাসউদ! জানিয়া রাখ, তুমি তাহার উপর যতখানি ক্ষমতাবান, আল্লাহ্ তাআলা তোমার উপর উহা হইতে অধিক ক্ষমতাবান। তখন আমি পিছন দিকে তাকাইয়া দেখি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে সে আযাদ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জানিয়া রাখ, তুমি যদি এইরূপ না করিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই জাহান্নাম তোমাকে গ্রাস করিত কিংবা জাহান্নাম তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করিত।

(৪১৮৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ. فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ". قَالَ فَأَعْتَقَهُ.

(৪১৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি তাহার এক গোলামকে প্রহার করিতেছিলেন। তখন গোলাম বলিতে লাগিল, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাই। রাবী বলেন, তখনও তিনি তাহাকে প্রহার করিতেছিলেন। অতঃপর সে বলিল, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্য

চাই। তখন তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তাহার উপর যতখানি ক্ষমতাবান, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর উহা হইতে অধিক ক্ষমতাবান। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলেন।

(৪১৮৯) وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪১৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন খালিদ (রহ.) ... শু'বা হইতে এই সনদে উক্ত হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ (আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্য চাই) বাক্যটির উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদকারীর ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

(৪১৯০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ".

(৪১৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসিম (হযরত মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি নিজ দাস-বাঁদীকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিবে, কিয়ামতের দিবসে তাহাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হইবে। তবে হ্যাঁ, যদি তাহারা সত্যিই অপরাধী হয় তাহা হইলে ভিন্ন কথা (অভিযোগকারীর শাস্তি হইবে না)।

(৪১৯১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ كِلاَهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّ التَّوْبَةِ.

(৪১৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরাইব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহাইর বিন হারব (রহ.) তাহারা ... ফুযাইল বিন গাযওয়ান (রাযিঃ)-এর সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّ التَّوْبَةِ (আমি তাওবার নবী আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ....) বাক্য রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَبِيَّ التَّوْبَةِ (তাওবার নবী)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত অন্তরে অনুশোচনা নিয়া খাঁটিভাবে মৌখিক তাওবা করিলে তাওবা কবূল হয়। কিন্তু আমাদের পূর্বেকার উম্মতের তাওবা ছিল নিজ জীবন বিসর্জন দেওয়া। তাই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে نبى التوبة বলা হয়। আর توبه দ্বারা ايمان ও মর্ম হইতে পারে অর্থাৎ কুফরী পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করা। আর التوبة এর আসল হইতেছে الرجوع (প্রত্যাবর্তন করা) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর হাতে অসংখ্য লোক কুফরী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঈমান গ্রহণ করিয়াছেন (যাহা পূর্ববর্তী কোন নবীর হাতে এত অধিক সংখ্যক ঈমান গ্রহণ করেন নাই) তাই আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে نبى التوبة বলা হয়। -(তাকমিলা ২য়, ২৩৩)

بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজে যাহা খাইবে ও পরিবে দাস-দাসীকেও তাহা খাইতে ও পরিতে দেওয়া এবং তাহাদের সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব না দেওয়া

(৪১৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلاَمٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ".

(৪১৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... মা'রূর বিন সুওয়াইদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা 'রাবাযা' নামক স্থানে হযরত আবূ যার (রাযিঃ)-এর পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। তখন তাঁহার গায়ে একটি চাদর এবং তাঁহার গোলামের গায়ে অনুরূপ একটি চাদর ছিল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ যার রাযি! আপনি যদি উভয়টি একত্রিত করিতেন তাহা হইলে এক জোড়া চাদর হইত। তিনি বলিলেন, আমি এবং আমার ভাই সম্পর্কীয় লোকটির মধ্যে কিছু কথা (কাটাকাটি) হয়। তাহার মা ছিল অনারব। একদা আমি তাহার মায়ের নাম ধরে (কাল মহিলার পুত্র বলিয়া) গালি দেই। তখন সে আমার বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে অভিযোগ করিল। অতঃপর আমি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আবূ যার! তোমার মধ্যে এখনও জাহিলী যুগের বদ অভ্যাস রহিয়াছে। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ কাহাকেও গালি দিলে তাঁহার পিতা-মাতার নাম নিয়াই গালি দেয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আবূ যার! তোমার মধ্যে এখনও জাহিলী যুগের বদ অভ্যাস রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ পাক তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যাহা খাইবে তাহাদেরকেও উহা খাওয়াইবে এবং তোমরা যেমন পোশাক পরিবে তাহাদেরকেও অনুরূপ পোশাক পরিতে দিবে। তাহাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত কোন কাজের ভার চাপাইয়া দিবে না। যদি তাহাদের উপর কষ্টসাধ্য কাজের দায়িত্ব প্রদান কর তাহা হইলে এই কাজে তোমরা তাহাদের সহযোগিতা করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ (তাঁহার গায়ে একটি চাদর ছিল এবং তাঁহার গোলামের উপরও অনুরূপ একটি চাদর ছিল)। আর সহীহ বুখারী শরীফে কিতাবুল ঈমানে বর্ণিত হইয়াছে وعليه حلة و على غلامه حلة (তখন তাঁহার পরনে একজোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁহার গোলামের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়)। حلة বলা হয় জোড়া কাপড়কে, এক কাপড়কে কখনও حلة বলা হয় না। কাজেই সহীহ মুসলিম এবং সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তের মধ্যে বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্বপূর্ণ বলিয়া বুঝা যায়। কেননা, সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে এক কাপড় আর সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে বর্ণিত

হইয়াছে এক জোড়া কাপড়। উভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে করা সম্ভব যে, তখন আবূ যার (রাযিঃ) এবং তাঁহার গোলামের গায়ে একটি করিয়া উত্তম ও একটি নিম্নমানের এক জোড়া কাপড় (চাদর) ছিল। তাই হযরত আবূ যার (রাযিঃ)কে বলা হইয়াছিল আপনি গোলাম হইতে উত্তম চাদরটি নিতে পারিতেন এবং আপনার নিম্নমানের কাপড়টি গোলামকে দিতে পারিতেন। তাহা হইলে আপনার এক জোড়া উত্তম কাপড় হইত। -(তাকমিলা ২য়, ২৩৪)

(৪১৯৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ". قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ قَالَ "نَعَمْ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ "نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ". وَفِي حَدِيثِ عِيسَى "فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ". وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ "فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ "فَلْيَبِعْهُ". وَلَا "فَلْيُعِنْهُ". انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ "وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ".

(৪১৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.), তাঁহারা সকলেই আ'মাশ (রহ.) সূত্রে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে যুহায়র ও আবূ মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের বদ অভ্যাস বিদ্যমান রহিয়াছে) কথাটির পরে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তিনি বলেন, আমি বলিলাম, তাহা কি আমার বৃদ্ধ বয়সে হইবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আর আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, "হ্যাঁ, তোমার বৃদ্ধ বয়সের সময়ে হইবে।" আর ঈসা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আছে, "যদি তুমি তাহাকে সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দাও, যাহা সে করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তাকে বিক্রয় করিয়া দাও। আর যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, কাজেই তুমি তাহাকে তখন সহযোগিতা করিবে।" আর আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "তুমি তাহাকে বিক্রয় করিয়া দাও কিংবা সহযোগিতা করিবে" বাক্যদ্বয় উল্লেখ নাই। আর "তুমি তাহাকে সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দিও না, যাহা সে করিতে অক্ষম" কথা দ্বারা হাদীছ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

(৪১৯৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ".

(৪১৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... মা'রূফ বিন সুওয়াইদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ যার (রাযিঃ)কে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তাঁহার গায়ে এক জোড়া কাপড় এবং তাঁহার গোলামের গায়েও অনুরূপ এক জোড়া কাপড় রহিয়াছে। তখন আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি উল্লেখ

করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তিনি এক ব্যক্তিকে তাহার মাকে সংশ্লিষ্ট করিয়া গালি দিয়াছিলেন। রাবী বলেন, তখন লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া ঘটনার বিবরণ জানাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের বদ অভ্যাস বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের ভাই, তোমাদের গোলাম। আল্লাহ তাআলা তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যেই ব্যক্তির অধীনে তাহার কোন ভাই থাকে, তাহার উচিত তাহাকে এমন খাদ্য দেওয়া যাহা সে নিজে খায় এবং এমন পোশাক দেওয়া যাহা সে নিজে পরে। আর তোমরা তাহাদের উপর এমন কোন কাজের ভার চাপাইয়া দিবে না, যাহা করিতে সে কষ্টে পতিত হয়। আর যদি তোমরা তাহাদেরকে সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দাও, তাহা হইলে এই কাজে তোমরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও করিবে।

ফায়দা ঃ اَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا (তিনি এক ব্যক্তিকে ....)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরত বিলাল (রাযি.)।

(৪১৯৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلاَنِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ".

(৪১৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, গোলামের জন্যে পানাহার ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা মনিবের উপর দায়িত্ব। আর সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া যাইবে না।

(৪১৯৬) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ". قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ.

(৪১৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কা'নাবী (রহ.), তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাহারও গোলাম খাবার রান্না করে, অতঃপর তাহার মনিবের কাছে নিয়া আসে এমন খাবার যাহার তাপ ও ধোঁয়া সে সহ্য করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার উচিত তাহাকে নিজের সহিত বসাইবে এবং খাওয়াইবে। আর যদি খাবারের পরিমাণ অতি অল্প হয়, তাহা হইলে সে যেন অন্ততঃ এক গ্রাস কিংবা দুই গ্রাস খাদ্য তাহার হাতে প্রদান করে। রাবী দাউদ (রহ.) (أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ এর ব্যাখ্যায়) বলেন, অর্থাৎ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ এক লুকমা কিংবা দুই লুকমা (খাদ্য তাহার হাতে প্রদান করে)।

بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আন্তরিকতার সহিত মনিবের সেবা ও ইখলাসের সহিত আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী গোলাম বাঁদীর ছাওয়াব

(৪১৯৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ".

(৪১৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই কোন গোলাম যখন আন্তরিকতার সহিত নিজ মনিবের সেবা করে এবং ইখলাসের সহিত আল্লাহ তাআলার ইবাদতও করে তাহা হইলে তাহার জন্য (আযাদ ব্যক্তির তুলনায়) দুইটি ছাওয়াব রহিয়াছে।

(৪১৯৮) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي ح وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৪১৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারুন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তাহারা ... সকলেই ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪১৯৯) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ". وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ". وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ.

(৪১৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নেককার ক্রীতদাসের জন্য দুইটি ছাওয়াব রহিয়াছে। সেই মহান সত্তার কসম যাহার কুদরতী হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করা অধিক পুণ্যের কাজ না হইত, তাহা হইলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকেই আমি অধিক পছন্দ করিতাম। রাবী বলেন, আমাদের কাছে খবর পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) নিজ মায়ের মৃত্যুর পূর্বে হজ্জে গমন করেন নাই। কেননা, তিনি সদা সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থাকিয়া সেবা করিতেন। রাবী আবূ তাহির নিজ বর্ণিত হাদীছে للعبد المصلح (নেককার গোলামের জন্য) বলিয়াছেন এবং المملوك (ক্রীতদাস) শব্দটি তিনি উল্লেখ করেন নাই।

ফায়দা ঃ امى (আমার মা) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর মায়ের নাম উমাইমা অথবা মাইমূনা। তিনি সাহাবিয়া ছিলেন। -(তাকমিলা ২য়, ২৪২)

(৪২০০) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ.

(৪২০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ ('আমাদের কাছে খবর পৌঁছিয়াছে' হইতে ইহার পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই)।

(৪২০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ" قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلاَ عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪২০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গোলাম যখন আল্লাহর হক এবং নিজ মনিবের হক আদায় করে তখন তাহার জন্য দুইটি ছাওয়াব রহিয়াছে। রাবী বলেন, এই হাদীছ খানা হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলিলেন, কিয়ামত দিবসে তাহার উপর কোন হিসাব নাই। (কেননা, তাহার নেক অনেক এবং গুনাহ কম) এবং নিঃস্ব (কিংবা কম সম্পদের মালিক) মুমিনের উপরও কোন হিসাব নাই। আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.)-এর সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪২০২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ".

(৪২০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উহার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ ক্রীতদাসের জন্য কতই না ছাওয়াব রহিয়াছে, যে উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করিয়া মৃত্যুবরণ করে এবং নিজ মনিবের উত্তম সেবা করিয়াছে, তাহার জন্য কতই না উত্তম প্রতিদান রহিয়াছে।

بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীকানা গোলাম আযাদ করা

(৪২০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(৪২০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কয়েক শরীকের মালিকানাধীন কোন গোলামের নিজ অংশ যেই ব্যক্তি আযাদ করিয়া দেয় আর তাহার কাছে এত পরিমাণ সম্পদ আছে যাহা দ্বারা সে ঐ গোলামের সম্পূর্ণ মূল্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিশোধ করিতে সক্ষম তখন সে যেন অন্যান্য শরীকদের প্রাপ্য অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া দেয় এবং নিজ দায়িত্বে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আযাদ করিয়া দেয়। অন্যথায় সে যে অংশ আযাদ করিল, উহাই কেবল আযাদ হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

এ বিষয়ে كتاب العتق এর প্রথমে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। প্রয়োজনে তথায় দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ২য়, ২৪৫)। অধিকন্তু এখন গোলাম প্রথা প্রায় বিলুপ্ত। কাজেই এই মাসআলায় ইমামগণের মতামতসহ দীর্ঘ আলোচনা করা হইল না। প্রয়োজনে তাকমিলা ও অন্যান্য ফিকাহের কিতাব দ্রষ্টব্য। -(অনুবাদক)

(৪২০৪) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(৪২০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যৌথভাবে ক্রয়কৃত কোন গোলামের নিজ অংশ আযাদ করিয়া দিল, তাহার উপর কর্তব্য হইবে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া যদি তাহার কাছে সম্পূর্ণ গোলামের মূল্য পরিশোধের পরিমাণ সম্পদ থাকে। আর যদি এই পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সে যেই অংশ আযাদ করিল, উহাই কেবল আযাদ হইবে।

(৪২০৫) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(৪২০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যৌথভাবে ক্রয়কৃত কোন গোলামের নিজ অংশ আযাদ করিয়া দেয় এবং তাহার নিকট গোলামের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবার পরিমাণ সম্পদও থাকে তখন তাহার উপর কর্তব্য হইবে ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্য সকলের প্রাপ্য অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া তাহাকে পূর্ণভাবে আযাদ করিয়া দেওয়া। অন্যথায় সে যেই অংশ আযাদ করিল উহাই কেবল আযাদ হইবে।

(৪২০৬) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَا لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

(৪২০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আল-মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ রাবী ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারুন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তিনি ... তাহারা সকলেই নাফি' হইতে, তিনি হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (আর যদি তাহার কাছে যথেষ্ট সম্পদ না থাকে তাহা হইলে সে যেই অংশ আযাদ করিল উহাই কেবল আযাদ হইবে) এই ধরনের বাক্য নাই। তবে আইয়্যুব ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতদুভয় এই শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন যে, لاَنَدْرِى أَهُوَشَىْءٌفِى الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ (আমরা জানি না যে, বস্তুতঃভাবে এই শব্দগুলো হাদীছের শব্দ, না রাবী নাফি' (রহ.) স্বীয় পক্ষ হইতে এই শব্দগুলি বলিয়াছেন)। আর লাইছ বিন সা'দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ ছাড়া আর কাহারও বর্ণিত রিওয়ায়তে سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি) নাই।

(৪২০৭) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا".

(৪২০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন-নাকিদ ও ইবন আবী উমর (রহ.) তাহারা উভয়ে ... সালিম বিন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমন গোলাম আযাদ করিল যাহার মধ্যে তাহার এবং অপরের অংশীদারিত্ব রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহার সম্পদ হইতে ইনসাফপূর্ণভাবে অন্যের অংশ কমবেশী করা ব্যতীত পরিশোধ করা কর্তব্য। অতঃপর নিজ দায়িত্বে স্বীয় সম্পদ দ্বারা তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া সমীচীন, যদি সে সম্পদশালী হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ (কমবেশী করা ব্যতীত) وكس শব্দটি و বর্ণে যবর এবং ك বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহা نقصان (কম)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর شطط শব্দটি উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা جور (অত্যাচার, বেশী)-এর অর্থে ব্যবহৃত বাক্যের মর্ম يقوم بقيمة عدل لا بنقص و بزيادة (ইনসাফপূর্ণভাবে তাহার মূল্য পরিশোধ করিবে, কমও নহে আবার বেশীও নহে)। -(তাকমিলা ২য়, ২৪৬-২৪৭)

(৪২০৮) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِىَ فِى مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".

(৪২০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজ অংশ আযাদ করিল, বাকী অংশও তাহার সম্পদ হইতে (মূল্য) পরিশোধ করিয়া আযাদ করিয়া দেওয়া কর্তব্য, যদি তাহার এমন পরিমাণ সম্পদ থাকে যাহা দ্বারা গোলামের মূল্য পরিশোধ করা যায়।

(৪২০৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ "يَضْمَنُ".

(৪২০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা উভয়ে ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, দুই ব্যক্তির অংশীদারিত্বে কোন গোলামের একজন মালিক যদি তাহার নিজ অংশ আযাদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে অপরের অংশের মূল্যও পরিশোধ করিয়া দিবে। (এবং পূর্ণ গোলাম আযাদ করিয়া দিবে)

(৪২১০) وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ".

(৪২১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.)-এর সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, যদি কেহ যৌথভাবে ক্রয়কৃত কোন গোলামের এক অংশ আযাদ করিল, সে আযাদ হইয়া যাইবে তাহার সম্পদ দ্বারাই (অর্থাৎ অপরের অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আযাদ করা কর্তব্য)।

(৪২১১) وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِى عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

(৪২১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি যৌথ মালিকানার কোন গোলাম স্বীয় অংশ আযাদ করিল, তাহা হইলে তাহার সম্পদ দ্বারা (অপরের অংশ ক্রয় করিয়া) সম্পূর্ণভাবে তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। যদি তাহার সম্পদ থাকে। আর যদি তাহার সম্পদ না থাকে তাহা হইলে (অপর শরীক) গোলামের দ্বারা সেবা কার্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার আযাদকারীর উপর কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করা যাইবে না।

(৪২১২) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ عِيسَى "ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِى نَصِيبِ الَّذِى لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

(৪২১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন খাশরম (রহ.) তাহারা ... ইবন আবী আরূবা (রহ.)-এর সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাবী ঈসা (রহ.) বর্ণিত হাদীছে "অতঃপর যেই অংশ আযাদ হয় নাই সেই অংশ আযাদ করানোর চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহার উপর কোন কঠোরতা আরোপ করা যাইবে না।" রহিয়াছে।

(৪২১৩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا.

(৪২১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সাদী, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, এক ব্যক্তি তাহার মৃত্যুকালে নিজের ছয়টি গোলামকে আযাদ করিল। অথচ এই ছয়টি গোলাম ব্যতীত তাহার আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামগুলিকে ডাকাইলেন

এবং তাহাদেরকে তিনভাগে ভাগ করিলেন। অতঃপর তাহাদের মধ্যে লটারী করিয়া দুইজনকে আযাদ করিলেন এবং বাদ বাকী চারজনকে গোলাম হিসাবে রাখিলেন (এবং ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন) আর তিনি মৃতব্যক্তির প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا (আর তিনি তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেন)। অর্থাৎ আযাদকারীর প্রতি কঠোরভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আর এই কঠোরভাবে অসম্মতি জ্ঞাপনের বিষয়টি অন্য রিওয়ায়তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে وقال لقد هممت ان لا اصلى عليه (আর তিনি বলিলেন আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, তাহার জানাযার নামায পড়াইব না)। আর আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে আছে قال لو شهدته قبل ان يدفن لم يقبر فى مقابر المسلمين (দাফনের পূর্বে অবগত হইলে তাহাকে মুসলমানদের কবরস্থানে কবর দেওয়া হইত না)। আর এই কঠোরতাকে সতর্ককরণ ও হুশিয়ার করণের উপর প্রয়োগ করা হইবে। যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষেরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে এবং এই ধরণের কর্ম হইতে বিরত থাকে।

তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগের কারণ হইতেছে লোকটি মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষ অবস্থায় গোলামগুলি আযাদ করিয়াছিল অথচ এই গোলামগুলি ছাড়া তাহার অন্য কোন সম্পদ ছিল না। ইহাতে সে ওয়ারিছদের ক্ষতিগ্রস্ত করিল। ইহা কোন পুণ্যের কর্ম হইল না। সে যদি পুণ্যের আশায় তাহা করিত তবে সে জীবদ্দশায় সুস্থকালীন সময়ে তাহাদের আযাদ করিত। সুনানে আবী দাউদ গ্রন্থে হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মৃত্যুশয্যায় গোলাম আযাদকারীর উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে নিজে আহার করিয়া পেট পূর্ণ করার পর হাদিয়া প্রদান করে। -(তাকমিলা ২য়, ২৪৭-২৪৮)

ফায়দা

মৃত্যুর সময় সম্পদের সহিত যেহেতু ওয়ারিছদের হক স্থাপিত হয়, এই কারণেই তখন গোলাম আযাদ করিলে উহা ওসিয়্যাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পদে উহা কার্যকর হইবে।

(৪২১৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

(৪২১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবী উমর (রহ.) তাহারা উভয়ে ... আইয়্যুব (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছখানা ইবন উলাইয়্যা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। আর সাকাফী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারী এক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুকালে ওসিয়্যত করিলেন। কাজেই তাহার ছয়জন গোলামকে আযাদ করা হইল।

(৪২১৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ.

(৪২১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল দারীর ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাহারা উভয়ে ... ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন উলাইয়্যা ও হাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা জায়িয

(৪২১৬) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

(৪২১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনসারী এক সাহাবী স্বীয় গোলামকে এই বলিয়া আযাদ করিল যে, তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ। অথচ এই গোলামটি ব্যতীত তাহার আর কোন সম্পদও ছিল না। অতঃপর এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, কে আমার নিকট হইতে এই গোলামটি ক্রয় করিবে? ঘোষণা শ্রবণ করে নুয়াঈম বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) উক্ত গোলামটি আটশত দিরহাম দিয়া ক্রয় করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রিত অর্থ আযাদকারী আনসারীকে দিয়া দিলেন। রাবী আমর (রহ.) বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সে একজন কিবতী গোলাম ছিল। সে (আবদুল্লাহ বিন যুরাইব (রাযিঃ)-এর খিলাফতের) প্রথম বৎসর মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ دُبُرٍ বাক্যটি أَعْتَقَ এর সহিত সম্পর্ক। অর্থাৎ সে তাহার গোলামকে বলিল انت حر عن دبر منى اى بعد وفاتى (আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ)। এই শ্রেণীর গোলামকে মুদাব্বার গোলাম বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, মুদাব্বার দুই প্রকার। (১) কোন শর্ত ছাড়া এইরূপ বলা, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ। ইহাকে مدبر مطلق বলে। (২) আর শর্তযুক্ত করিয়া এইরূপ বলা যে, আমি যদি এই মাসে মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে তুমি আযাদ। ইহাকে مدبر مقيد বলে। এই দ্বিতীয় প্রকার مدبر مقيد বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। আর প্রথম প্রকারের مدبر مطلق বিক্রি করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

প্রথম মাযহাব ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সহীহ মতে মুদাব্বার গোলাম ব্যাপকভাবে (مطلقا) জায়িয। চাই তাহার মনিব ঋণগ্রস্ত, নিঃস্ব হউক কিংবা না। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ। অধিকন্তু ইহা হযরত আয়িশা (রাযিঃ), উমর বিন আবদুল আযীয, তাউস এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর অভিমত।

দ্বিতীয় মাযহাব ঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অপর মতে মুদাব্বার গোলাম তখনই বিক্রি করা জায়িয যদি তাহার মনিব ঋণগ্রস্ত হয় এবং এই গোলাম ব্যতীত তাহার অন্য কোন সম্পদও না থাকে। আর ইহা ইসহাক, আবূ আইয়্যুব, আবূ খাইছামা (রহ.)-এর অভিমত।

তৃতীয় মাযহাব ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে মুদাব্বার গোলাম ব্যাপকভাবে বিক্রি করা জায়িয নাই। তবে যদি مدبر مقيد (শর্তযুক্ত মুদাব্বার) হয়। যেমন মনিব বলিল, আমি যদি এই মাসে মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে তুমি আযাদ। ইহা ইবন উমর (রাযিঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, শাফেয়ী, নাখয়ী, ইবন সীরীন, যুহরী, ছাওরী, আওযায়ী, হাসান বিন সালিহ (রহ.), (আল-মুগনী লি ইবন কুদামা- ১২ঃ৩১৬), যায়দ বিন ছাবিত, আলী বিন আবী তালিব এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) প্রমুখের অভিমত। -(সুনানু বায়হাকী, ১০ঃ৩১৪)

হানাফীগণের দলীল ঃ সুনানু দারা কুতনী ও সুনানু বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে ان النبى صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা কিংবা হেবা করা যাইবে না, সে এক তৃতীয়াংশ আযাদ)।

প্রথম মাযহাব অবলম্বীগণের প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাব হানাফীগণের কতক বিশেষজ্ঞ এইভাবে দিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছে যেই মুদাব্বার গোলামটি বিক্রি করা হইয়াছিল উহা مدبر مقيد ছিল। আর ইহা আমাদের মতেও জায়িয। কিন্তু হাদীছের বাচনভঙ্গী ইহার বিপরীত হয়। কেননা, হাদীছে أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (আনসারী এক সাহাবী স্বীয় এক গোলামকে মৃত্যুর পরের জন্য আযাদ করে) বাক্য রহিয়াছে যাহাতে مدبر مقيد বুঝা যায় না।

আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার মতে উত্তম জবাব হইতেছে যাহা ইবন তারকুমানী (রহ.) স্বীয় আল-জাওহরুন নাকী গ্রন্থে ১০ঃ৩১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছে بيع المدبر (মুদাব্বার গোলাম বিক্রি)কে بيع خدمته (গোলামের মুনাফা বিক্রি)-এর উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। তাহা হইলে হাদীছদ্বয়ে সমন্বয় হইয়া যাইবে। আর সংক্ষেপ হইতেছে ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبع رقبة ذلك المدبر و انما اجاره كراه (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেন নাই; বরং তাহার শ্রম বিক্রি করিয়াছিলেন)। কেননা, بيع শব্দটি اجارة (ইজারা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮০০ দিরহামে গোলামটি ইজারা দিয়াছিলেন, বিক্রি হিসাবে নহে। আর আমাদের মতেও মুদাব্বার গোলামকে ইজারা দেওয়া জায়িয।

দারা কুতনী গ্রন্থে হযরত জাবির সূত্রে আতা ও তাউস (রহ.) বিক্রির সমর্থনে এই হাদীছ উল্লেখ করিলে আবূ জাফর বলিলেন, شهدت الحديث من جابر انما اذن فى بيع خدمته (আমি হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে সরাসরি হাদীছখানা শ্রবণ করিয়াছি। বস্তুতঃ তিনি মুনাফা বিক্রির (খেদমতের) অনুমতি দিয়াছিলেন।)

দারা কুতনীর অপর রিওয়ায়তে আছে, আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান সূত্রে আবূ জাফর হইতে, তিনি বলেন, باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبرة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুদাব্বার গোলামের শ্রম (খেদমত) বিক্রি করিয়াছিলেন)। এই রিওয়ায়ত সহীহ হইবার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। তবে দারা কুতনী মুরসাল রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অবশ্য আবূ জাফর ছিকাহ রাবী। আর ছিকাহ রাবীর বর্ণিত মুরসাল হাদীছ আমাদের কাছে মাকবূল। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২য়, ২৫৩-২৫৬ সংক্ষিপ্ত)

مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى (আমার পক্ষ হইতে এই গোলামটি কে ক্রয় করিবে?) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিলামে বিক্রি জায়িয আছে। এই বিষয়ে কিতাবুল বুয়ূতে (৩৬৯৪নং হাদীছে) বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ২য়, ২৫৩)

(৪২১৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(৪২১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... সুফয়ান বিন উয়াইনা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমর (রহ.) হযরত জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন, আনসারী এক ব্যক্তি তাহার গোলামকে মুদাব্বার

করিল (অর্থাৎ সে বলিল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ)। অথচ এই গোলামটি ছাড়া তাহার আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিক্রি করিয়াছেন। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, ইবন নাহহাম (রাযিঃ) তাহাকে খরিদ করিলেন। সে ছিল কিবতী গোলাম। সে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগের প্রথম বছর মৃত্যুবরণ করে।

(৪২১৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

(৪২১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মুদাব্বার সম্পর্কে রাবী হাম্মাদ (রহ.) হইতে আমর বিন দীনার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪২১৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ. كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ.

(৪২১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ (রহ.) তাহারা সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মুদাব্বার গোলাম বিক্রি সম্পর্কে রাবী হাম্মাদ ও ইবন উয়াইনা (রহ.) কর্তৃক আমর (রহ.) সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِيْنَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَّاتِ

অধ্যায় ঃ 'কাসামা' (খুনের ব্যাপারে হলফ করা), 'মুহারিবীন' (বিদ্রোহী), 'কিসাস' (খুনের বদলা) এবং 'দিয়্যাত' (খুনের শাস্তি স্বরূপ জরিমানা)

بَابُ الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুনের ব্যাপারে হলফ করা সম্পর্কে

القسامة শব্দটির ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। اقسم (باب افعال) এর মাসদার। اليمين (কসম খাওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত। অতঃপর অভিধানবিদগণ শব্দটিকে কসমকারী ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করেন। আর ফকীহগণ ইহাকে কসমের অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর قسم يقسم قسمة এর تقسيم (বিভক্ত করা, বন্টন করা)।

শরীয়তের পরিভাষায় কাসামা বলা হয় হত্যাকারী সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে মহল্লাবাসী কর্তৃক (হানাফী মতে) কিংবা মৃতের অভিভাবক কর্তৃক (শাফেয়ী মতে) একটি শপথ বাক্য পাঠ করাকে।

কাসামার মাসায়িলে ফকীহগণের মতানৈক্য।

কোন মহল্লায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং যখম কিংবা গলায় ফাঁস লাগানোর কোন চিহ্ন না পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, লোকটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অন্য কেহ তাহাকে হত্যা করে নাই। কাজেই এই ক্ষেত্রে হত্যাকারী সনাক্ত করার দরকার নাই।

পক্ষান্তরে লাশের মধ্যে কোন আঘাত, যখম কিংবা ফাঁস ইত্যাদির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। কাজেই হত্যাকারী সনাক্ত করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রকারের একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় সংঘটিত হইয়াছিল যাহার বিবরণ আলোচ্য অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০ বার কসমের মাধ্যমে ইহার ফায়সালা করিয়াছিলেন। আর ইহাকেই قسامة বলা হয় যাহার বৈধতা সম্পর্কে চার ইমাম একমত। তবে নগণ্য কতক আলিম কাসামার বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন। যেমন হাকাম বিন উতায়বা, আবূ কালাবা, সুলায়মান বিন ইয়াসার, সালিম বিন আবদুল্লাহ প্রমুখ রহিয়াছেন। তবে তাঁহাদের এই মতবিরোধের কোন ধর্তব্য নাই।

কাসামার পদ্ধতি সম্পর্কে ফকীহগণের মতবিরোধ

কাসামার পদ্ধতি, হুকুম ও এতদসংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা মাসয়ালা ইমামগণের বিস্তর মতবিরোধ রহিয়াছে। মাসয়ালাটি সহজে অনুধাবনের জন্য প্রত্যেক মাযহাবের অভিমতকে পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হইল।

হানাফী মাযহাব ঃ কোন মহল্লায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং লাশের মধ্যে খুনের চিহ্ন পাওয়া যায়, যেই স্থানে লাশ পাওয়া গিয়াছে সেই স্থানটি যদি কাহারো মালিকানাধীন হয় এবং হত্যাকারীকে সনাক্ত করা না যায় তাহা হইলে হানাফী মাযহাব মতে মহল্লার ৫০ জন লোককে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ নির্বাচন করিয়া তাহাদের হইতে কসম আদায় করিবে। তাহারা প্রত্যেকেই কসম করিয়া এই কথা বলিবে– بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا (আল্লাহর কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই এবং হত্যাকারী কে, তাহাও আমরা জানি না)। তাহারা যদি কসম করে তাহা হইলে তাহাদের বালিগ ব্যক্তিদের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে। (আর কসম করার দ্বারা ফায়দা হইল, ইহার কারণে তাহারা মৃত্যুদণ্ড (قصاص) কার্যকর করা হইতে রেহাই পাইবে)। আর যদি কসম করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহা হইলে তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়া আটকাইয়া রাখিবে যে পর্যন্ত

না কসম করিবে কিংবা হত্যার কথা স্বীকার করিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহাদেরকে আটকাইয়া রাখার প্রয়োজন নাই; বরং শুধু কসম করিতে অস্বীকার করিলেই তাহাদের বালিগদের উপর দিয়্যাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। -(বাদায়িউস সানায়ি, ৭ঃ২৮৭-২৮৯)

শাফেয়ী মাযহাব ঃ লাশ যদি বড় শহর হইতে পৃথক কোন মহল্লায় কিংবা ছোট গ্রামে পাওয়া যায় এবং হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কাসামা কার্যকর হইবে। তবে শর্ত হইল, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর ইচ্ছাকৃত (عمدا) কিংবা ভুলে (خطأ) কিংবা অনিচ্ছাকৃত (شبه عمد) হত্যার অভিযোগ করিতে হইবে। অতঃপর শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মধ্যে لوث পাওয়া যাওয়া ও না যাওয়ার হিসাবে কাসামার হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে। তাহাদের মতে لوث এর অর্থ হইল, হত্যা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ থাকা। যেমন নিহত ব্যক্তির ঐ এলাকার কাহারও সহিত দুশমনী থাকা কিংবা যাহাদের উপর হত্যার দাবী করা হইতেছে তাহাদেরকে লাশের পাশে জড় হওয়া অবস্থায় পাওয়া যাওয়া এবং পরে তাহারা সরিয়া পড়া কিংবা কোন ব্যক্তির কাপড়ে কিংবা তলোয়ারে রক্ত থাকা কিংবা একজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওয়া যে, অমুক তাহাকে হত্যা করিয়াছে কিংবা কিসাসের ক্ষেত্রে যাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত নহে যেমন, মহিলা, গোলাম, কাফির, ফাসিক এবং শিশু। এই সকল বিষয় অভিভাবক কর্তৃক হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার দাবী করার স্বপক্ষে আলামত, পরিভাষায় ইহাকে لوث বলে।

لوث পাওয়ার শর্তে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকগণ ৫০ বার কসম করিয়া বলিবে, অমুক ব্যক্তি আমাদের এই লোককে হত্যা করিয়াছে। যদি ইচ্ছাকৃত (عمدا) হত্যার দাবী করা হয় তাহা হইলে হত্যাকারীর উপর আর অনিচ্ছাকৃত (شبه عمد) কিংবা ভুলবশত (خطأ) হত্যার দাবী করা হয় তাহা হইলে عاقلة তথা হত্যাকারীর অভিভাবকের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহা হইলে মহল্লাবাসী ৫০ বার কসম করিয়া বলিবে তাহারা অমুককে হত্যা করে নাই। তাহা হইলে তাহারা সকল কিছু হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে, দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে না।

আর যদি لوث (বিশেষ আলামত) না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করিবে না; বরং মহল্লাবাসী ৫০ বার কসম করিবে যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। যদি তাহারা কসম করে তাহা হইলে সকল কিছু হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে না। কসম করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করিয়া দিয়্যাতের অধিকারী হইবে। তাহারাও কসম করিতে অস্বীকার করিলে মহল্লাবাসীর উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব ঃ এতদুভয় মাযহাব প্রায় শাফেয়ী মাযহাবের অনুরূপ। শুধু কতক বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। যথা ঃ

১ম– মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, لوث পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবী করিলে কিসাস ওয়াজিব হইবে এবং শাফেয়ী মাযহাব মতে দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে।

২য়– মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, لوث পাওয়ার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে মহল্লাবাসী ৫০ বার কসম করিবে আর لوث না পাওয়ার ক্ষেত্রে একবার কসম করিবে। শাফেয়ী মাযহাব মতে সর্বাবস্থায় মহল্লাবাসী ৫০ বার কসম করিবে।

৩য়– শাফেয়ী মাযহাব মতে মহল্লাবাসী (مدعى عليه) কসম করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে দাবীকারী (مدعى) তথা মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের উপর পুনরায় (২য় বার) কসম বর্তাইবে। কিন্তু মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে দ্বিতীয়বার কসম বর্তাইবে না; বরং মালিকী মতাবলম্বীগণ বলেন, এই ক্ষেত্রে মহল্লাবাসীকে আটকাইয়া রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কসম কিংবা হত্যার স্বীকারোক্তি করে কিংবা এই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর হাম্বলীগণ বলেন, আটকাইয়া রাখা যাইবে না; বরং (এক রিওয়ায়ত মতে) বায়তুল মাল হইতে দিয়্যাত

আদায় করা ওয়াজিব হইবে। আর অপর রিওয়ায়ত মতে মহল্লাবাসীর উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে। ইবন কুদামা স্বীয় আল মুগনী কিতাবে ১০ঃ১২ পৃষ্ঠায় এই দ্বিতীয় অভিমতকে অধিক সহীহ বলিয়াছেন। -(তাকমিলা, ২য়, ২৬৮-২৭৮ সংক্ষিপ্ত)

(৪২২০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَبِّرِ" . الْكُبْرَ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ" . أَوْ "قَاتِلَكُمْ" . قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا" . قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ .

(৪২২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন আবী হাসমাহ এবং রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তাহারা উভয়ে বলেন, একদা আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন যায়িদ এবং মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ বিন যায়িদ খায়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া সেই স্থানে পৌঁছেন। অতঃপর সেই স্থান হইতে উভয়েই পৃথক হইয়া (নিজ নিজ কর্মস্থলে) গেলেন। পরবর্তীতে হঠাৎ মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ) আবদুল্লাহ বিন সাহলকে এক স্থানে নিহত অবস্থায় পাইলেন। তখন তিনি তাহাকে দাফন করিলেন। অতঃপর তিনি (মুহাইয়্যিসা রাযি.), হুয়াইয়্যিসা বিন মাসউদ এবং আবদুর রহমান বিন সাহল (রাযিঃ) (তিনজন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে (ঘটনাটি বর্ণনার উদ্দেশ্যে) আগমন করিলেন। আর আবদুর রহমান (রাযিঃ) ছিলেন তাহাদের মধ্যে বয়সে ছোট। তিনি তাঁহার উভয় সাথীর আগে কথা বলা আরম্ভ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি বড়কে সম্মান কর এবং তাঁহাদের হক আদায় কর। এই কথা শ্রবণ করার পর তিনি চুপ হইয়া গেলেন এবং অপর দুইজন কথা বলা আরম্ভ করিলেন। আর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাহাদের দুই জনের সহিত কথা বলিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবদুল্লাহ বিন সাহল (রাযিঃ)-এর হত্যাকান্ডের ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন– তোমরা ৫০ বার হলফ (কসম) করিয়া তোমাদের সাথীর কিংবা নিহত ব্যক্তির হক (কিসাস কিংবা দিয়্যাত) উসূল করিয়া নিবে কী? তাঁহারা আরয করিলেন, আমরা তো ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই কসম করিব কিভাবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে ইয়াহুদীরা ৫০ বার হলফ করিয়া দায়মুক্ত হইয়া যাইবে। তাঁহারা আরয করিলেন, আমরা কিভাবে কাফির সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করিয়া নিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তিনি তাহার দিয়্যাত (বায়তুল মাল হইতে) আদায় করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

কাসামা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا **(তোমরা কি এই ব্যাপারে পঞ্চাশ বার হলফ করিতে পারিবে)? আর সহীহ বুখারী শরীফে দিয়্যাত অধ্যায়ে সাঈদ বিন উবায়দ হইতে বর্ণিত আছে। তাহাকে কে হত্যা করিয়াছে উহার দলীল তথা**

সাক্ষী নিয়া আস। তাহারা আরয করিলেন, আমাদের দাবীর পক্ষে কোন দলীল তথা সাক্ষী নাই। এই রিওয়ায়তে হলফের উল্লেখ নাই। আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে ائمة ثلثة বলেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা হলফ (শপথ) করিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা কি এই ব্যাপারে পঞ্চাশ বার হলফ করিতে পারিবে? তাহা হইলে তোমরা তোমাদের সাথীর তথা নিহত ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার (কিসাস কিংবা দিয়্যাত) দাবী করিতে পারিবে।" তাহারা কসম করিতে অপরাগতা প্রকাশ করিলে তখন ইয়াহুদীদের পঞ্চাশ বার হলফ করিয়া দায়মুক্তির কথা বলা হয়।

হানাফীগণ বলেন, কোন ক্ষেত্রেই নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের উপর কসম বর্তাইবে না। তাহাদের দলীল মশহুর হাদীছ– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ (বাদী দলীল পেশ করিবে এবং বিবাদী কসম করিবে। (তিরমিযী, বায়হাকী)

এই হাদীছে একটি উসূল বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সর্বদাই বাদীর দায়িত্ব হইল প্রমাণ উপস্থাপন করা। আর বাদী প্রমাণ উপস্থাপন করিতে অপারগ হইলে বিবাদী হলফ করিয়া দায়মুক্ত হইবে। আর আলোচ্য মাসয়ালায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ হইতেছে বাদী। কাজেই তাহারা প্রমাণ পেশ করিতে অপারগ হইলে বিবাদী (তথা মহল্লাবাসী) হলফ করিবে।

সুনানে আবূ দাউদ গ্রন্থে রাফি' বিন খাদীজ হইতে ঘটনাটি বিশদভাবে আলোচনা আসিয়াছে যে, প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দলীল পেশ করিতে বলেন। ইহাতে তাহারা ব্যর্থ হইলে তিনি মহল্লাবাসী ইয়াহুদীদের হইতে হলফ নিতে বলেন। ইহাতে তাহারা আপত্তি করিয়া বলেন, ইয়াহুদীদের হলফের উপর আমরা কিভাবে আস্থা রাখিতে পারি? তাহারা তো সত্য-মিথ্যার তোয়াক্কা করে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দাবী প্রত্যাখান করিয়া বলেন, তাহা হইলে তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা হলফ করিয়া তোমাদের হক আদায় করিয়া নিবে। অথচ ইহা তো বিধান নয়; বরং উসূলের খেলাফ।

হযরত উমর (রাযিঃ) নিজ খিলাফত যুগে সাহাবাগণের উপস্থিতিতে হানাফীগণের বর্ণিত পন্থা মুতাবিক বিবাদী হইতে হলফ নিয়া ফায়সালা করিয়াছেন। কোন সাহাবী ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অধিকন্তু আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হযরত মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ) তখন জীবিত ছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবাগণ এই ব্যাপারে একমত ছিলেন।

আয়িম্মা ছালাছা (রহ.)-এর প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাবে হানাফীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণকে হলফ করিতে বলিয়াছিলেন কি না এই সম্পর্কীয় রিওয়ায়তগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ। কাজেই ইহা দলীল হইতে পারে না। অধিকন্তু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনের অভিমত ও ফতোয়া, উসূল এবং কিয়াস মুতাবিক মাসয়ালার সমাধান হইবে। আর উহা আহনাফের অনুকূলে। -(তাকমিলা, ২য়, ২৭৩-২৭৯ সংক্ষিপ্ত)

কাসামার হুকুম

আহনাফ ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, কাসামার হুকুম শুধুমাত্র দিয়্যাত। কোন ক্ষেত্রেই কিসাস ওয়াজিব হইবে না। মালিকী ও হাম্বলী মতে, لوث পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবী করা হইলে কিসাস ওয়াজিব হইবে। বিষয়টি মুফতী ও কাযীর ফতোয়ার ভিত্তিতে কার্যকর হইবে। তাই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪২২১) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ

خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرِ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ ". فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ". قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ " فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا. قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

(৪২১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারিরী (রহ.) তিনি ... সাহল বিন হাছমা ও রাফি বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ ও আবদুল্লাহ বিন সাহল (রাযিঃ) উভয়ে খায়বারের দিকে রওয়ানা হইয়া তথায় গমন করেন। তাহারা সেই স্থানের একটি খেজুর বাগানের নিকট হইতে পৃথক হইয়া (নিজ নিজ কর্মস্থলে) গেলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন সাহল (রাযিঃ) তথায় নিহত হইলেন। (এই খুনের জন্য) তাঁহারা (খায়বারের) ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করিলেন। অতঃপর নিহত ব্যক্তি আবদুল্লাহর ভাই আবদুর রহমান এবং চাচাতো ভাই হুয়াইয়্যিসা ও মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হইয়া আবদুর রহমান (রাযিঃ) স্বীয় ভাইয়ের কথা বলিতে শুরু করিলেন। আর তিনি ছিলেন তাঁহাদের (তিনজনের) মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বড়কে সম্মান দাও কিংবা ইরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি বয়সে বড় তাঁহারই কথা শুরু করা সমীচীন। অতঃপর অপর দুইজন তাহাদের সাথীর ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহাদের (ইয়াহুদীদের) কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও পঞ্চাশ বার হলফ (শপথ) করিয়া বলিতে হইবে (যে, অমুক হত্যাকারী) তাহা হইলে সে স্বীয় গলায় রশি দিয়া দিবে। (অর্থাৎ নিজেকে তোমাদের কাছে খুনের বদলা নেওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া দিবে)। তাহারা আরয করিলেন, বিষয়টি এমন যে, তখন আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম না। এমতাবস্থায় কীভাবে আমরা হলফ করিয়া বলিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কাজেই ইয়াহুদীদের মধ্যে হইতে তাহাদের কেহ পঞ্চাশ বার হলফ করিয়া তোমাদের খুনের দাবী নাকচ করিয়া দিবে। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা তো কাফির সম্প্রদায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই (বায়তুল মাল) হইতে আবদুল্লাহ বিন সাহল (রাযিঃ)-এর দিয়্যাত আদায় করিয়া দিলেন। হযরত সাহল (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর একদা আমি তাহাদের উট রাখার স্থানে গমন করিলাম। তখন ঐ উটের মধ্য হইতে একটি উটনী আমাকে উহার পা দিয়া লাথি মারিল। রাবী হাম্মাদ (রহ.) বলেন, ইহা কিংবা ইহার অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (তাহা হইলে সে স্বীয় গলার রশি দিয়া দিবে। অর্থাৎ নিজেকে তোমাদের কাছে খুনের বদলা নেওয়ার জন্য সোপর্দ করিয়া দিবে)। الرمة শব্দটি ر বর্ণে পেশ এবং م বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠিত। সেই রশি যাহা দ্বারা কয়েদী অথবা হত্যাকারীকে বাঁধা হয়। কিসাস নেওয়ার জন্য আবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ হত্যাকারী তোমাদের হাতে তাহাকে বাঁধার জন্য রশিটি তোমাদের হাতে দিয়া দিবে। এখন যেইভাবে ইচ্ছা শরীআতের বিধান মতে খুনের বদলা নিতে পারিবে। -(তাকমিলা, ২য়, ২৮৯-২৯০)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সেই বিশেষজ্ঞের দলীল যিনি কাসামার দ্বারা কিসাস ওয়াজিব হয় বলিয়া মত পোষণ করেন। আর যাহাদের মতে কাসামা দ্বারা কিসাস ওয়াজিব হয় না তাহারা বলেন, সে স্বীয় গলার রশি সোপর্দ করার দ্বারা মর্ম হইল দিয়্যাত প্রদানের জন্য নিজেকে সমর্পণ করা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শারেহ নওয়াভী, ২য়, ৫৬)

(৪২২২) وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ.

(৪২২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আল-কাওয়ারিরী (রহ.) তিনি ... সাহল বিন আবূ হাছমা (রাযিঃ)-এর সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীছে فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ হইতে তাহার দিয়্যাত আদায় করিয়া দেন) বলিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণিত হাদীছে فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ (একটি উটনী আমাকে লাথি মারিল) বলেন নাই।

(৪২২৩) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৪২২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন নাকিদ ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা .... সাহল বিন আবূ হাছমা (রাযিঃ) হইতে তাহাদের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪২২৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولاً فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ". أَوْ "صَاحِبَكُمْ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَهِدْنَا وَلاَ حَضَرْنَا. فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

(৪২২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... বুশায়র বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, বনূ হারিছা সম্প্রদায়ের আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন যায়িদ আনসারী ও মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ বিন যায়িদ আনসারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে খায়বারে গমন করেন। তখনকার সময়ে তথাকার ইয়াহুদীদের সহিত মুসলমানগণের সন্ধিচুক্তি ছিল। তাহারা সেই স্থানে গিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনের তাকিদে উভয়ে পৃথক হইয়া গেলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন সাহল (রাযিঃ) নিহত হইলেন এবং তাঁহাকে একটি হাউযের মধ্যে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তাহার সাথী (মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ) তাঁহাকে দাফন করিলেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিয়া নিহত ব্যক্তির ভাই আবদুর রহমান বিন সাহল, মুহাইয়্যিসা ও হুয়াইয়্যিসা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কিভাবে নিহত হইলেন ইহার ঘটনা এবং যেই স্থানে নিহত হইয়াছেন তাহা সবকিছুই বর্ণনা করিলেন। রাবী বুশাইর (রাযিঃ) বিশ্বাস করেন যে, তিনি এমন ব্যক্তির কাছ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই ব্যাপারে পঞ্চাশ বার হলফ করিয়া বলিবে, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তির কিংবা তোমাদের সাথীর দিয়্যাতের হকদার হইবে। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না এবং তখন সেই স্থানে উপস্থিতও ছিলাম না (কাজেই কিভাবে হলফ করিব?) রাবী বুশাইর (রাযিঃ) ধারণা করেন যে, (তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইয়াহুদীরা এই ব্যাপারে পঞ্চাশ বার হলফ করিয়া তোমাদের দাবী নাকচ করিয়া দিবে। তখন তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে কাফির সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করিতে পারি? রাবী বুশাইর (রাযিঃ) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ হইতে (বায়তুল মাল হইতে) তাহার দিয়্যাত আদায় করিয়া দিলেন।

(৪২২৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ.

(৪২২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... বুশাইর বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, বনূ হারিছা সম্প্রদায়ের এক আনসারী ব্যক্তি যাহাকে আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন যায়িদ বলা হইত, তিনি এবং তাঁহার এক চাচাতো ভাই যাহাকে মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ নামে ডাকা হইত ... ইহার পরবর্তী হাদীছের অংশখানি লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীছের শেষ বাক্য فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাহার দিয়্যাত আদায় করিয়া দেন) পর্যন্ত বর্ণনা করেন। রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, অতঃপর আমার কাছে বুশাইর বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে সাহল বিন আবূ হাছামা (রাযিঃ) জানান যে, নিশ্চয় দিয়্যাতে ফরয হওয়া উটগুলির মধ্য হইতে একটি উটনী উহাদের রাখার স্থানে আমাকে লাথি মরিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ (দিয়্যাতে ফরয হওয়া উটগুলির একটি উটনী) বাক্যে **فَرِيضَةٌ** দ্বারা মর্ম হইতেছে **الناقة من تلك النوق المفروضة فى الدية** (দিয়্যাতে ফরয হওয়া উটগুলির মধ্য হইতে একটি উটনী)। **فَرِيضَةٌ** নামকরণের কারণ হইতেছে যে, এইগুলি যাকাত হিসাবে প্রদত্ত কিংবা দিয়্যাত হিসাবে প্রদত্ত। কেননা, এইগুলি **مفروضة** অর্থাৎ **مقدرة بالسن والعدد** (এই উটনীগুলির বয়স এবং সংখ্যা নির্ধারিত)। -(তাকমিলা, ২য়, ২৯১)

(৪২২৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

(৪২২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সাহল বিন আবূ হাছমা আনসারী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি জানান যে, তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক খায়বারে গমন করিলেন। অতঃপর সেই স্থান হইতে তাঁহারা (নিজ নিজ প্রয়োজন স্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে) পৃথক হইয়া গেলেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পাইলেন। অতঃপর হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আর রাবী বলেন যে, ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুনের বদলা (দিয়্যাত) বাতিল হইয়া যাওয়াকে অপসন্দ মনে করেন। তাই তিনি সদকার উট হইতে একশত উট দিয়্যাত হিসাবে আদায় করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (কাজেই তিনি সদকার উট হইতে একশত উট দিয়্যাত হিসাবে প্রদান করেন)। বাহ্যিকভাবে আলোচ্য হাদীছ পূর্ববর্তী হাদীছসমূহের বিপরীত হয় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اعطى ديته من عنده (নিজের পক্ষ হইতে তাহার দিয়্যাত আদায় করিয়া দিলেন)। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে উলামায়ে কিরাম বলেন, পূর্ববর্তী হাদীছসমূহে রাবীর কথা من عنده (নিজের পক্ষ হইতে) দ্বারা عن بيت المال (বায়তুল মাল হইতে) রূপকভাবে (مجازا) বুঝাইয়াছেন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে بيت مال المصالح (পরস্পর আপোষ করিয়া দেওয়ার জন্য সঞ্চিত মাল মর্ম)। আর কতক আলিম এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, সদকার উট দ্বারা মর্ম হইল, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার উট ক্রয় করিয়া কিংবা করজ নিয়া আদায় করিয়াছিলেন। পরে গণীমতের মাল হইতে ইহা পরিশোধ করিয়া দেন, কিংবা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ সদকা খায়রাত উপযুক্ত ছিল কিংবা তাহাদের অন্তর জয়ের জন্য বিশেষ এক অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন এই কারণে হইয়াছে যে, সদকা পাওয়ার বিশেষ শ্রেণী নির্ধারিত রহিয়াছে। যাহাদের ছাড়া অন্য খাতে খরচ করা যায় না। আর কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, কতক আলিম আলোচ্য হাদীছকে প্রকাশ্য মর্মের উপর প্রয়োগ করেন। আর ইহা দ্বারা তাহারা প্রমাণ পেশ করেন যে, জনসাধারণের উপকারার্থে (المصالح العامة) যাকাতের অর্থ খরচ করা জায়িয আছে। ইহা ফতহুল বারী গ্রন্থের ১২ ঃ ২৩৫ সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ২য়, ২৯১-২৯২)

(৪২২৭) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ "كَبِّرْ كَبِّرْ". يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ". فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ". قَالُوا لاَ. قَالَ "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ". قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

(৪২২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... সাহল বিন আবূ হাছমা (রাযিঃ) হইতে, তিনি জানান যে, তাঁহার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত আবদুল্লাহ্ বিন সাহল এবং মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ) খায়বরের দিকে গমন করিলেন দুর্গম পথ দিয়া। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ)-এর নিকট খবর দিল যে, আবদুল্লাহ্ বিন সাহল (রাযিঃ) নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে একটি নর্দমা কিংবা কূপের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। কাজেই তিনি তথাকার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছ। তখন তাহারা আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিল, আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই। তারপর তিনি নিজ গোত্রের কাছে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের নিকট ঐ ঘটনার বিবরণ দিলেন। অতঃপর তিনি এবং তাঁহার বড় ভাই হুয়াইয়্যিসা ও আবদুর রহমান বিন সাহল (রাযিঃ) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তখন মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ) কথা বলা আরম্ভ করিলেন, যিনি খায়বারে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, বড় জন অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কথা বলা সমীচীন। তখন হুয়াইয়্যিসা (রাযিঃ) ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তারপর মুহাইয়্যিসা (রাযিঃ)ও কথা বলিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হয়তো তাহারা তোমাদের সাথীর খুনের বদলা (দিয়্যাত) আদায় করিয়া দিবে কিংবা যুদ্ধের জন্য তৈরী হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট উক্ত ব্যাপারে পত্র লিখিলেন। তাহারা পত্রের উত্তরে লিখিল যে, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুয়াইয়্যিসা, মুহাইয়্যিসা ও আবদুর রহমান (রাযিঃ)কে বলিলেন, তোমরা কি এই ব্যাপারে হলফ করিয়া তোমাদের সাথীদের খুনের বদলা (দিয়্যাত) আদায়ের হকদার হইতে পারিবে? তাহারা জবাবে আরয করিলেন, না (আমরা তো প্রত্যক্ষদর্শী নহে, কিভাবে হলফ করিব)? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে ইয়াহুদীরা তোমাদের কাছে হলফ করিয়া বলুক। তাঁহারা তখন আরয করিলেন, ইয়াহুদীরা তো মুসলমান নহে। (তাহাদের হলফ কিভাবে গৃহীত হইবে)? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ (বায়তুল মাল) হইতে তাঁহার দিয়্যাত আদায় করিয়া দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশত উটনী প্রদান করিলেন এবং উটনীগুলি তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। হযরত সাহল (রাযিঃ) বলেন, উক্ত উটনীগুলির মধ্য হইতে একটি লাল রংগের উটনী আমাকে লাথি মারিয়াছিল।

(৪২২৮) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ نَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(৪২২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قسامة (খুনের ব্যাপারে কসম করা)কে সেই অবস্থায় বলবৎ রাখেন যাহা জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিল।

(৪২২৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ نَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

(৪২২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর অতিরিক্ত এই কথা বর্ণনা করেন যে, "আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী লোকদের একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে কাসামা দ্বারা ফায়সালা করিয়াছিলেন, যাহা তাহারা ইয়াহুদীদের উপর (হত্যার) দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন।"

(৪২৩০) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

(৪২৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... আনসারী লোকদের সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ

অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহী ও মুরতাদদের হুকুম

(৪২৩১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا". فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

(৪২৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী ও আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, উরায়না গোত্রের কতক লোক মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আগমন করিল। (সেই স্থানের আবহাওয়া অনুকুলে না হওয়ায়) তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে সেই সকল সাদাকার উটনীর কাছে গমন করিতে পার এবং উহাদের দুধ ও পেশাব পান করিতে পার। তাহারা ইহাই করিল, ফলে তাহারা সুস্থ হইয়া উঠিল। অতঃপর তাহারা (বিদ্রোহী হইয়া) রাখালদের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদেরকে হত্যা করিল। অতঃপর তাহারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনীগুলি নিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (দিনের প্রথম অংশে) পৌঁছিল। তখন তিনি তাহাদের পিছনে (২০জন) লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা তাহাদেরকে (দ্বি-প্রহরে) পাকড়াও করিয়া নিয়া আসিলেন। অতঃপর তাহাদের হাত-পা কর্তন করিয়া

দিলেন এবং তাহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলিলেন এবং তাহাদেরকে রৌদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। এমনকি তাহারা মরিয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ (উরায়না গোত্রের কতক লোক ...)। عرينة শব্দটি ع বর্ণে পেশ দ্বারা مصغر হিসাবে পঠিত। ইহা কুযাআ সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্র এবং বুজায়লা সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্র। আলোচ্য হাদীছে দ্বিতীয় তথা বুজায়লা সম্প্রদায়ের শাখা গোত্র মর্ম। আর কতক রিওয়ায়তে তাহাদেরকে উকল গোত্রের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তাযমুর রাবাব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর সহীহ বুখারী কিতাবুল উযূ এবং সহীহ মুসলিম (৪২৩৩ নং) রিওয়ায়তে উভয়টি সন্দেহসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ (উকল কিংবা উরায়না সম্প্রদায়ের ...) আর এই রিওয়ায়তখানার তায়ীদ আবূ আওয়ানা ও তাবারীর রিওয়ায়ত দ্বারা হয়। কেননা, তাহারা উভয়ে সাঈদ বিন বশীর, তিনি কাতাদা (রহ.) সূত্রে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, كانوا اربعة من عرينة وثلاثة من عكل (তাহারা ছিল উরায়না গোত্রের চারজন এবং উকল গোত্রের তিনজন)। আর ইহা ইমাম বুখারীর কিতাবুল জিহাদ ওয়াদ দিয়াত-এ বর্ণিত ان رهطا من عكل ثمانية (নিশ্চয়ই উকল গোত্রের আটজনের একটি দল আসিয়াছিল) হাদীছের বিপরীত নহে। কেননা, সম্ভবতঃ ৮ম ব্যক্তিটি উরায়না ও উকল ছাড়া অন্য গোত্রের ছিল। যে তাহাদের সহিত আগমন করিয়াছিল। ফলে মোট আট জনের একটি দলই ছিল। -(ফতহুল বারী ১ ঃ ৩৩৭ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত। তাকমিলা ২ঃ২৯৫-২৯৬)

فَاجْتَوَوْهَا (মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে না হওয়ায় তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়িল)। ইবন ফারিস (রহ.) বলেন, اجتويت البلد তখন বলা হয় যখন কোন স্থানকে ক্ষতিকর মনে করা হয় যদিও উক্ত স্থানটি নিয়ামতে পরিপূর্ণ। আল্লামা খাত্তাবী ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন যে, اذا تضرر بالاقامة (যখন সেই স্থানে বসবাস করা ক্ষতিকারক হয়) আর এই ব্যাখ্যাটি আলোচ্য ঘটনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আল-কাযায (রহ.) বলেন اجتووا অর্থাৎ মদীনার খানা তাহাদের অনুকূলে হয় নাই)। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) ইহার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন الجوى হইতেছে একটি রোগ যাহা প্লেগ ও মহামারীতে আক্রান্ত হইলে হয়। আর অন্য বিশেষজ্ঞ বলেন الجوى হইতেছে একটি রোগ যাহা উদর ফুলিয়া যাওয়ার মাধ্যমে হয়। আর অন্য রিওয়ায়তে আছে استوخموا অর্থাৎ কোন স্থান স্বভাবের অনুকূলে না হওয়া। -(তাকমিলা ২ ঃ ২৯৬)

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا الخ (তোমরা ইচ্ছা করিলে ঐ সকল সদকার উটের কাছে গমন করিতে পার)। বাক্যটি শর্ত আর جزاء উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ فعلتم (তোমরা করিতে পার)। হাদীছের এই অংশ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির যদি শহরের আবহাওয়া স্বভাবের অনুকূলে না হয় তাহা হইলে চিকিৎসার জন্য অন্য স্থানে বাহির হইয়া যাওয়া জায়িয। -(তাকমিলা ২ ঃ ২৯৭)

إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ (সদকার উটের কাছে ...)। আর ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাত গ্রন্থের ২ ঃ ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, সদকার উটগুলি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ছয় মাইল দূরে কোবা-এর পার্শে 'যুল জিদর' নামক স্থানে চরানো হইতেছিল। আর সহীহ মুসলিম শরীফে ৪২৩৩ নং হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে 'লিকাহ' (দুগ্ধবতী উটনী)-এর কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন)। আর সহীহ বুখারী শরীফে উযূ অনুচ্ছেদে ১ ঃ ৩৬ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে فَأَمَرَهُمُ النبى صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লিকাহর নিকট যাইতে নির্দেশ দিলেন) আর

باب رسول الله صلى الله عليه وسلم অনুচ্ছেদে ওহায়ব বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে المحاربين (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটের কাছে ...)। আর এই সকল রিওয়ায়ত দ্বারা প্রকাশ হয় যে, 'লিকাহ' (দুগ্ধবতী উটনী)টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল। কাজেই রিওয়ায়তসমূহের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, সদকার উটগুলির সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের উটনীটিও ছিল। কিংবা এই জবাবও দেওয়া যাইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সদকার উটের মুতাওয়াল্লী ছিলেন এই জন্য তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট (نسبت) করিয়া ابل النبى صلى الله عليه وسلم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উট বলা হইয়াছে।)

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাতের হকদার ব্যক্তিরা সদকার উটনীর দুধ পান করিয়া উপকৃত হওয়া জায়িয। কেননা, 'উরায়নারা' মুসাফির ছিল। -(তাকমিলা ২ ঃ ২৯৭-২৯৮)

فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (অতঃপর উহার দুধ ও পেশাব পান করিতে পার)। সদকার উটনীর দুধ পান করার ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা মুসাফির হইবার কারণে জায়িয ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনী লিকাহর দুধ পান করার জন্য তাহাদেরকে তিনি অনুমতি দেওয়ায় জায়িয হইয়াছিল। তবে উটের মূত্র পান করার ব্যাপারে দুইটি মাসয়ালা রহিয়াছে।

প্রথম মাসয়ালা ঃ হালাল জন্তু-জানোয়ারের পেশাবের হুকুম ঃ

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, হালাল জন্তু-জানোয়ারের পেশাব পাক। উটের পেশাব পাক হওয়ার বিষয়টি তো আলোচ্য হাদীছই প্রমাণ। আর উট ছাড়া অন্যান্য হালাল জন্তু-জানোয়ারের পেশাবকে উটের পেশাবের উপর কিয়াস করিয়া পাক বলিয়া প্রমাণিত হয়। আর ইহা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান, ইমাম শা'বী, আতা, নাখয়ী, যুহরী, ইবন সিরীন ও হাকাম (রহ.)-এর অভিমত। আর আবূ দাউদ ইবন উলাইয়্যা বলেন, মানুষের পেশাব ছাড়া সকল প্রাণীর পেশাব অনুরূপ পাক, যদিও উহাদের গোশত আহার করা হালাল নয়।

আর ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আবূ ইউসুফ, আবূ ছাওর এবং বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের বিরাট এক জামাআতের মতে সকল প্রকার পেশাবই নাজাসাত। তবে সামান্য পরিমাণ ক্ষমা করা হইয়াছে। -(উমদাতুল কারী ১ ঃ ৯১৯)

হানাফিয়া ও শাফেয়ীগণ উরায়নার ঘটনার বিভিন্নভাবে জবাব দিয়াছেন।

(এক) জরুরতবশতঃ চিকিৎসার স্বার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে উটের পেশাব পান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। যেমন যুদ্ধের সময়ে রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়িয রাখা হইয়াছে। আর উটের পেশাবের মধ্যে বিশেষ এক প্রভাব রহিয়াছে যাহা দ্বারা استسقاء (এক প্রকার পেটের পীড়া যাহাতে রোগী পানি বেশী পান করিতে চায়) ব্যাধির উপশম হয়। তহাবী গ্রন্থের ১ঃ৬৫ পৃষ্ঠায় হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে মরফু হিসাবে রিওয়ায়ত আছে যে, ان فى ابوال الابل والبانها شفاء لذربة بطونهم (নিশ্চয়ই উটের মূত্র ও দুধ তাহাদের পেটের পীড়ার আরোগ্যের কাজ করিয়াছিল।)

(দুই) উরায়নার ঘটনাটি পেশাব নাজাসাত হইবার বর্ণিত হাদীছের পূর্বেকার। কেননা, উরায়নার ঘটনাটি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে ঘটিয়াছিল। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে পেশাব নাজাসাত হইবার হাদীছ খানা বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন ৭ম হিজরীতে। কাজেই হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত পেশাব নাপাক হওয়ার হাদীছ দ্বারা উরায়নাদের মূত্র পানের বৈধতা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

হাদীছ শরীফে এমন অনেক বিষয় বর্ণিত আছে যাহা ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাক হিসাবে গণ্য করা হইত এবং উহার দ্বারা নামায ফাসিদ হইত না। পরে এই হুকুম মানসূখ হইয়া উহাকে নাজাসাত বলা হইয়াছে। যেমন সহীহ বুখারী ২৪০নং হাদীছ হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, আবূ জাহল-এর নির্দেশে উটনীর নাড়িভূঁড়ি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাজদা অবস্থায় তাঁহার পিঠের উপর দুই কাধের মাঝখানে রাখিয়া দিল। (হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) উহা সরাইয়া দিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ভঙ্গ করেন নাই; বরং তিনি নামায শেষ পর্যন্ত আদায় করেন। ইমাম ইবন হাযিম (রহ.) বলেন, এই হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে সেই হাদীছ দ্বারা যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোবর (পায়খানা) ও রক্ত নাজাসাত। এখন কাহারো নামাযরত অবস্থায় রক্তমাখা নাড়িভূঁড়ি পিঠে রাখিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এতসকল উপকরণ বিদ্যমান থাকায় মূত্র পানের হাদীছ রহিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কাজেই এই প্রবল সম্ভাবনা এবং মূত্র নাজাসাত হওয়ার অসংখ্য হাদীছ থাকায় আলোচ্য উরায়নার হাদীছ দ্বারা মূত্র পাক হইবার প্রমাণ দেওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য উরায়নার ঘটনা বর্ণিত হাদীছ সংশ্লিষ্ট অনেক হুকুমকে হানাফী ও শাফেয়ীগণের ন্যায় মালিকী ও হাম্বলীগণও মানসূখ বলিয়া গণ্য করেন। যেমন মুছলা (শবদেহ বিকৃত করা)-এর মাসয়ালায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(তিন) সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দুধ পান করার আদেশ দিয়াছিলেন মূত্র পান করিতে বলেন নাই। কিন্তু তাহারা পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী দুধের সহিত পেশাবও পান করে। যেমন নাসায়ী শরীফের ২ঃ১৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীছে الابوال (পেশাব)-এর কথা নাই; বরং ইহার শব্দ এইরূপ যে, فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاح ليشربوا من البانها (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লিকাহ (দুগ্ধবতী উটনী)-এর দিকে পাঠাইলেন। যাহাতে তাহারা উহার দুধ পান করে)।

সারকথা এতগুলি শক্তিশালী সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় আলোচ্য হাদীছ উটের পেশাব পাক হওয়ার উপর কোনভাবেই দলীল হইতে পারে না।

পেশাব নাজাসাত হইবার দলীল

পেশাব ব্যাপকভাবে নাজাসাত হইবার দলীল অনেক। উহার একটি হইতেছে (ক) তিরমিযী শরীফে الاطعمة অনুচ্ছেদে হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাসাত ভক্ষণকারী মুক্ত জন্তু-জানোয়ারের গোশত ও দুধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। الجلالة ঐ জন্তু-জানোয়ারকে বলা হয়, যে মুক্ত থাকিয়া গোবর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। আর এই নিষেধ করার কারণ হইতেছে যে, নাজাসাতের প্রভাব সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া দুধ ও গোশতকে নাপাক করিয়া দেয়। কাজেই বিষ্ঠা ও পেশাবের একই হুকুম। (খ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছ বর্ণিত আছে যে, استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (পেশাব হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, ইহার কারণে কবরে ব্যাপকভাবে আযাব হইয়া থাকে)। -(ইবন মাযাহ, দারু কুতনী এবং মুস্তাদরাকে হাকিম ১ঃ১৮৩ পৃষ্ঠা) হাকিম বলেন, এই হাদীছখানা শায়খায়নের শর্তমতে সহীহ। -(তাকমিলা ২ ঃ ২৯৮-৩০১)

দ্বিতীয় মাসয়ালা ঃ হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা।

হারাম ও নাজাসাতের মাধ্যমে চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রবক্তাগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন। তবে এই মাসয়ালায় ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

হাম্বলী মতাবলম্বীগণের মতে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ ব্যাপকভাবে (مطلقا) না জায়িয। আল্লামা ইবন কুদাম বলেন لايجوز التداوى بمحرم (হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়িয নাই) আর এমন কোন বস্তু দ্বারাও চিকিৎসা জায়িয নাই যাহাতে হারাম বস্তু সংমিশ্রণ আছে। যেমন গাধীর দুধ, হারাম গোশত এবং মদ্যপান করার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ জায়িয নাই।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, নেশাজাত দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়িয আছে যদি ইহার দ্বারা শিফা হওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকে। তবে নেশাজাত দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা কোন অবস্থায়ই জায়িয নাই। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) বলেন, নেশাজাত দ্রব্য ছাড়া সকল হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা আমাদের মাযহাব মতে জায়িয। দলীল হইতেছে হাদীছুল উরায়নীন। আর তাহাদেরকে পেশাব পান করার হুকুমটি চিকিৎসার উপরই প্রয়োগ হইবে। আর অপর হাদীছে যে বর্ণিত হইয়াছে لم يجعل شفاءكم الخ (তোমাদের জন্য শিফা রাখেন নাই ....) ইহাকে প্রয়োজন না হওয়ার উপর প্রয়োগ করা হইবে। (চিকিৎসার জন্য অন্য ঔষধ থাকিলে ইহা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই)।

মালিকী মতাবলম্বীগণের অভিমত হাম্বলীগণের অনুরূপ। তাহারাও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ জায়িয মনে করেন না।

হানাফী মাযহাব ঃ এই মাসয়ালায় হানাফী উলামাগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ জায়িয নাই। ইমাম সারাখসী (রহ.) স্বীয় মাবসূত গ্রন্থের ১ঃ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেন وعلى قول ابى حنيفة رحمه الله لا يجوز شربه (يعنى بول ما يوكل لحمه) للتداوى وغيره (ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য হালাল জন্তু-জানোয়ারের মূত্র পান করা জায়িয নাই)। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন উহার মধ্যে তোমাদের আরোগ্য রাখেন নাই)। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য হালাল জন্তু-জানোয়ারের পেশাব পান করা জায়িয আছে। কেননা, তাহার মতে হালাল জন্তু-জানোয়ারের পেশাব পাক। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে হালাল জন্তু-জানোয়ারের পেশাব কেবল চিকিৎসার জন্য পান করা জায়িয, অন্য কোন ক্ষেত্রে জায়িয নাই। আর ইহা হাদীছুল উরায়নীন-এর উপর আমল করা লক্ষ্যে।

বাহরুর রায়িক গ্রন্থের ১ঃ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, চিকিৎসার জন্য জায়িয। কেননা, উরায়নীনের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা চিকিৎসা জায়িয, যদিও উহা নাজাসাত। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত হইতেছে যে, ইহা নাজাসাত। অনেক ক্ষেত্রে পাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণও হারাম। যেমন গাধীর দুধ, ইহা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার জায়িয নাই। কাজেই নাজাসাত দ্বারা চিকিৎসা কিভাবে জায়িয হইবে? কেননা, ইহা হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। কাজেই অকাট্য আরোগ্য লাভের ইলম ছাড়া উহার বিপরীত করা যাইবে না। আর উরায়নীনের ঘটনা বর্ণিত হাদীছের তাবীল এইভাবে হইবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে অকাট্যভাবে অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহার মাধ্যমে তাহাদের আরোগ্য নিশ্চিত। কাজেই তাহাদের ছাড়া অন্যদের আরোগ্যের ব্যাপারে অকাট্যভাবে বলা যায় না। আর অভিজ্ঞ ডাক্তার, তাহাদের অভিমত তো অকাট্য দলীল নহে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মানুষের স্বভাবের বিভিন্নতার কারণে কাহারো জন্য একটি ঔষধ কার্যকর হয় এবং অপর জনের জন্য নহে। হ্যাঁ, কাহারো যদি নিশ্চিত প্রাণ নাশ হইতে বাঁচানোর জন্য হারাম ভক্ষণ করা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহার জন্য হারাম ভক্ষণ করা জায়িয আছে। যেমন অত্যধিক জরুরতের সময় প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে মৃত আহার ও মদ্যপান করা জায়িয।

কিন্তু হানাফীগণের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ফতোয়া দেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি এই রায় দেয় যে, এই রোগীর জন্য হারাম ঔষধ ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ নাই তাহা হইলে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ জায়িয। অন্যথায় নাজায়িয।

ফতোয়ায়ে কাযীখান গ্রন্থকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন উহার মধ্যে তোমাদের আরোগ্য রাখেন নাই)-এর মর্ম হইতেছে সেই সকল হারাম বস্তু যাহার মধ্যে কোন আরোগ্য নাই।

যাহার মধ্যে আরোগ্য আছে তাহা জরুরতের সময় আহার করাতে কোন ক্ষতি নাই। যেমন পিপাসায় প্রাণনাশের আশংকিত ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে মদ পান করিতে পারে।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ যাহারা হারাম বলেন, তাহারা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল হিসাবে পেশ করেন,

(1) عن ابى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوْا وَلَا تَتَدَاوُوْا بِالْحَرَامِ - (سنن ابى داود)

(হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রোগ এবং ঔষধ উভয়ই দিয়াছেন। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে, তোমরা উহা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে হারাম বস্তু দিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করিবে না)।

(2) عَنْ عبد الرحمن بن عثمان اَنَّ طَبِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِيْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا - (سنن ابى داود)

(জনৈক ডাক্তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ব্যঙ দিয়া ঔষধ তৈরীর অনুমতি চাহিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ব্যঙ হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন)।

(3) عن ابى هريرة رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ - (سنن ابى داود)

(হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ঔষধ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)।

(4) عن وائل بن حجر رض ذكر طارق بن سويد او سويد بن طارق سأل النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبى الله انها دواء قال النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ولكنها داء - (سنن ابى داود، ابن ماجه والدارمى)

(হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাযিঃ) হইতে, তারিক বিন সুয়াইদ কিংবা সুয়াইদ বিন তারিক উল্লেখ করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ (দ্বারা ঔষধ তৈরী) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উহা করিতে নিষেধ করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ইয়া নাবীআল্লাহ! ইহা তো ঔষধ (হিসাবে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, না (ইহা ঔষধ নহে); বরং উহা ব্যাধি)।

(৫) قال عبد الله بن مسعود رض ما كان الله ليجعل فى رجس او فيما حرم شفاء (طحاوى)

(আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা অপবিত্র কিংবা যাহা হারাম করিয়াছেন উহার মধ্যে আরোগ্য রাখেন নাই)।

(৬) عن عطاء قال قالت عائشة اللهم لا تشف من استشفى بالخمر - (طحاوى)

(আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ তাআলা! যে ব্যক্তি মদের মাধ্যমে শিফা তলব করে তাহাকে শিফা দিবেন না।)

যাহারা হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়িয হওয়ার প্রবক্তা তাহারা উপর্যুক্ত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যায় বলেন, এই সকল হাদীছ ইচ্ছাধীন (যখন জানা থাকে যে, এই ব্যাধির জন্য অন্য ঔষধও আছে) অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে। পক্ষান্তরে হালাল ঔষধ না থাকিলে অপরাগতায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা নাজায়িয নহে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী স্বীয় উমদাতুল কারী ১:২৯০; আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী স্বীয় ফয়যুল বারী ১:৩২৯; শায়খ সাহারানপুরী স্বীয় বাযলুল মাজহুদ ১৬:১৯৯; শায়খ ইউসুফ বিননূরী স্বীয় মাআরিফুস সুনান ১:২৭৮ এবং শায়খ আল-কান্ধালভী স্বীয় আমানিল আখবার ২:১১৫ পৃষ্ঠায় এই ব্যাখ্যাকে পসন্দ করিয়াছেন। আল্লামা ইবন

হাযম (রহ.) আরও বলেন, পেটের ক্ষুধায় প্রাণনাশের অবস্থায় দৃঢ়ভাবে পৌঁছিলে মৃত জন্তু-জানোয়ার এমনকি শুকরের গোশত প্রয়োজন মত আহার করা জায়িয হয়। কাজেই অন্য অবস্থায় যাহা হারাম ছিল উহাকে আল্লাহ পাক ক্ষুধায় প্রাণনাশের আশংকা হইতে বাঁচিবার জন্য শিফা করিয়া দিয়াছেন। হ্যাঁ, হারাম বস্তুতে আমাদের আরোগ্য নাই। তবে যদি আমরা অপারগতায় উহার দিকে যাই তখন উহা আমাদের জন্য হারাম থাকে না; বরং উহা হালাল হইয়া যায়। আর উহা আমাদের জন্য তখন শিফা হয়। হাদীছসমূহের সমন্বয় এইভাবেই হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ২৯৮-৩০৪)

ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ (অতঃপর তাহারা রাখালদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল)। رعاء শব্দটি ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা راع এর বহুবচন। যেমন صاحب ও صحاب শব্দ। আর কতক নুসখায় رعاة বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও راع এর বহুবচন যেমন قاض ও قضاة শব্দ দ্বয়। এই দুইভাবেই সহীহ পঠন। (নওয়াভী) তাহারা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম ইয়াসার (রাযিঃ)কে হত্যা করিয়াছিল। রাবী হাদীছকে روايت بالمعنى করিতে গিয়া বহুবচনের সীগা উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ২ঃ ৩০৪-৩০৫)

فقتلوهم (এবং তাহাদেরকে হত্যা করিল)। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) স্বীয় তাবাকাত-এর ২ঃ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাখালদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম ইয়াসার (রাযিঃ)কে তাহারা হত্যা করিল। তাহারা তাঁহার হাত-পা কর্তন করিয়া দিল এবং মুখে ও চোখে কাঁটা ঢুকাইয়া দিল। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। -(তাকমিলা ২ঃ ৩০৫)

وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (আর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটগুলি নিয়া পলায়ন করিতে লাগিল)। ذود الخ দ্বারা মর্ম ابله (তাঁহার উট)। আর الذود শব্দটি ابل এর اسم جمع হিসাবে ব্যবহৃত। ওয়াকিদী (রহ.) লিখেন ১৬টি লিকাহ ছিল। ইহার মধ্যে حناء নামক লিকাহটি তাহারা জবাই করিয়া ফেলিয়াছিল, বাদবাকী ১৫টি লিকাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। -(তাকমিলা ২ঃ ৩০৫)

فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ (তখন তিনি তাহাদের পিছনে লোক পাঠাইলেন)। আল্লামা ওয়াকিদী (রহ.) স্বীয় কিতাবুল মাগাযী ২ঃ৫৬৯ পৃষ্ঠায় ইয়াযীদ বিন রুমান সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে পাকড়াও করার জন্য কুরয বিন জাবির আল-ফিহরী (রাযিঃ)-এর নেতৃত্বে বিশ জন অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তাহাদেরকে পাকড়াও করিয়া নিয়া আসিলেন। আর এই সারিয়্যাকে 'সারিয়্যায়ে কুরয বিন জাবির ফিহরী' বলা হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা ২ঃ ৩০৫-৩০৬ সংক্ষিপ্ত)

فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (অতঃপর তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দিলেন এবং তাহাদের চোখ লোহার কাঁটা দিয়া উপড়াইয়া ফেলিলেন)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, যে কোন বস্তু দ্বারা চোখ উপড়াইয়া ফেলাকে سمل বলা হয়। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) স্বীয় জামিউল উসূল ৩ ঃ ৪৯১ পৃষ্ঠায় লিখেন, লোহার কন্টক দ্বারা চোখ উপড়াইয়া ফেলিলে سملت عينه বলা হয়।

তাহাদের হাত-পা কর্তন করা হয় বিদ্রোহের শাস্তি কিংবা কিসাস স্বরূপ। কেননা, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম ইয়াসারকে অনুরূপ করিয়াছিল। আর চোখ উপড়াইয়া ফেলার ব্যাপারে জমহুরে উলামা বলেন, ইহাও কিসাস স্বরূপ করা হইয়াছিল।

জমহুর আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, কিসাসের ক্ষেত্রে مماثلة (সাদৃশ্যতা) জরুরী তথা ওয়াজিব। কিন্তু আহনাফের মতে কিসাস কেবল তলোয়ার দিয়াই হইতে পারে অন্য কোন কিছু দিয়া নহে। হানাফীগণ আলোচ্য হাদীছকে সতর্ককরণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োগ করেন। কিংবা আলোচ্য হাদীছ نهى عن المثلة এর হাদীছসমূহ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। মানসূখ হওয়ার দলীল হইতেছে যাহা ইমাম

তিরমিযী (রহ.) স্বীয় জামি তিরমিযীতে ইবন সীরীন হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, **انما فعل النبى صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود** (নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরয়ী শাস্তি (**حدود**) এর বিধান অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ইহা করিয়াছিলেন)। এই বিষয়ে বিস্তারিত ইনশা আল্লাহু তাআলা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসিবে। -(তাকমিলা ২ঃ ৩০৬-৩০৭)

(৪২৩২) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ وَسَقُمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ "أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا". فَقَالُوا بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ. وَقَالَ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ.

(৪২৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ ও আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকল গোত্রের আটজনের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিল। তারপর তাহারা ইসলামের উপর তাঁহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই স্থানের আবহাওয়া তাহাদের অনুকূলে না হওয়ায় তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়িল। তখন তাহারা এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমারা কি আমাদের রাখালের সহিত গিয়া উটের পেশাব ও দুধ পান করিতে পারিবে? তখন তাহারা বলিল, জী-হ্যাঁ। অতঃপর বাহির হইয়া গেল এবং উটের মূত্র ও দুধ পান করিল। ইহাতে তাহারা সুস্থ হইয়া গেল। তারপর তাহারা রাখালকে হত্যা করিল এবং উটগুলি হাঁকাইয়া নিয়া গেল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিল। তিনি তাহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা তাহাদেরকে পাকড়াও করিয়া নিয়া আসিলেন। তাহাদের প্রতি হুকুম জারী করা হইল। তখন তাহাদের হাত-পা কর্তন করা হইল এবং তপ্ত লৌহ শলাকা চোখে প্রবেশ করানো হইল। তারপর তাহাদেরকে রৌদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। পরিশেষে তাহারা মৃত্যুবরণ করিল। রাবী ইবন সাব্বাহ (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে (**وَطَرَدُوا الإِبِلَ** এর স্থলে) **وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ** (উটগুলি হাঁকাইয়া নিয়া গেল) বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাহাদের চোখগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪২৩১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪২৩৩) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ.

(৪২৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উকল কিংবা উরায়না গোত্রের একদল লোক আগমন করে। মদীনা মুনাওয়ারার আবহাওয়া তাহাদের অনুকূলে হইল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লিকাহ (দুগ্ধবতী উটনীর কাছে যাওয়া)-এর হুকুম দিলেন। তাহাদেরকে আরও হুকুম দিলেন যে, তাহারা যেন লিকাহর পেশাব ও দুধ পান করে। হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী হাজ্জাজ বিন আবূ উছমান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ মর্মে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী বলেন, আর তাহাদের চোখসমূহ উপড়াইয়া ফেলা হইল এবং তাহাদেরকে রৌদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। তাহারা পানি পান করিতে চাহিল, কিন্তু তাহাদেরকে পানি পান করানো হইল না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ (তাহারা পানি পান করিতে চাহিল, কিন্তু তাহাদেরকে পানি পান করানো হইল না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ হুকুম দিয়াছেন কিংবা তাহাদেরকে পানি পান করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই মাসয়ালায় মুসলমানগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যাহার জন্য কতল (ফাঁসি)-এর হুকুম হইয়াছে সে যদি পানি পান করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে পানি পান করার জন্য দেওয়া যাইবে। কেননা, কাহাকেও দুইভাবে শাস্তি দেওয়া যাইবে না। এক পিপাসার, দ্বিতীয় গ্রীবা ছিন্ন করার। নওয়াভী বলেন, আমি বলিব যে, সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা রাখালদের হত্যা করিয়াছে এবং ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই তাহারা পান করার পানি কিংবা অন্য কোন বস্তু পাইবে না। আমাদের আসহাবগণ বলেন, যাহার কাছে ওযূ করার পরিমাণ পানি আছে তাহার জন্য সেই মুরতাদ যে পানির পিপাসায় মৃত্যুর আশংকা রহিয়াছে তাহাকে পানি দিয়া নিজে তায়াম্মুম করা জায়িয নাই। কিন্তু যদি কোন যিম্মী কাফির কিংবা জন্তু জানোয়ার পিপাসায় কাতর হয় তাহা হইলে উহাদেরকে পানি পান করানো ওয়াজিব। এই সময় উহাদের না দিয়া রক্ষিত পানি দ্বারা ওযূ করা বৈধ নহে; বরং তায়াম্মুম করিবে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ২ ঃ ৫৭)

(৪২৩৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالَا نَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ نَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَقُلْتُ أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لَا هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا.

(৪২৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন উছমান নাওফালী (রহ.) তাহারা ... আবূ কিলাবা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাসামা (খুনের ব্যাপারে হলফ করা) সম্পর্কে তোমরা কি বল। আম্বাসাহ (রহ.) বলিলেন, আমাদের নিকট হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) এমন এমন হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। (রাবী আবূ কালাবা (রহ.) বলেন) তখন আমি বলিলাম, হযরত আনাস (রাযিঃ) বিশেষ করে আমাকে হাদীছ খানা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একদল লোক আগমন করিল। অতঃপর তিনি রাবী আইয়্যুব ও হাজ্জাজ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। রাবী আবূ কিলাবা (রহ.) বলেন,

আমি যখন হাদীছের বর্ণনা সমাপ্ত করিলাম, তখন আম্বাসাহ (রহ.) (বিস্ময় প্রকাশার্থে) সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পাক পবিত্র) বলিলেন। আবূ কালাবা (রহ.) বলেন, আমি বলিলাম, হে আম্বাসাহ! আপনি কি আমার উপর অপবাদ আরোপ করিলেন? তখন তিনি বলিলেন, না। আমাদের নিকট হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) অনুরূপই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, হে সিরিয়াবাসী! তোমরা সর্বদাই কল্যাণের মধ্যে থাকিবে যতদিন তোমাদের মাঝে এই লোক (আবূ কালাবা) বিদ্যমান থাকিবে কিংবা (আম্বাসাহ বলিয়াছেন) তাঁহার ন্যায় লোক তোমাদের মধ্যে থাকিবে (এই কথা দ্বারা তিনি আবূ কালাবা (রহ.)-এর স্মরণশক্তির প্রশংসা করিলেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ لاَ هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسٌ (আম্বাসাহ (রহ.) বলিলেন, না। আমাদের নিকট হযরত আনাস (রাযিঃ) অনুরূপই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইল, আমি আপনার উপর অপবাদ দেই নাই; বরং আপনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন হযরত আনাস (রাযিঃ) হুবহু উহাই আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি উরায়নাদের হত্যা করার কারণ ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাদেরকে শুধু চুরির কারণে হত্যা করা হয় নাই; বরং তাহাদেরকে হত্যা করা হইয়াছিল মুরতাদ হইয়া যাওয়ার এবং রাখালকে হত্যা করার কারণে। -(তাকমিলা ২ঃ ৩২৬)

(৪২৩৫) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نَا مِسْكِينٌ وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَنَا الأَوْزَاعِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ .

(৪২৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আবূ শুআয়ব হাররানী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উকল গোত্রের আটজনের একটি দল আগমন করিল। ... অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (আর তাহাদেরকে তিনি দাগ দেন নাই) কথাটি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (আর তাহাদেরকে তিনি দাগ দেন নাই)। আল মানযরী (রহ.) বলেন, الحسم হইতেছে রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য কর্তিত রগে অগ্নি দ্বারা দাগ দেওয়া। কেহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দাগ দেন নাই। কেননা, তাহারা মুরতাদ হইয়া যাইবার কারণে তাহাদেরকে কতল (হত্যা) করা ওয়াজিব ছিল। আর যাহার শুধু হাত কর্তন করা ওয়াজিব হয়, তাহার ব্যাপারে উলামা কিরাম ঐকমত্যে বলেন যে, তাহাকে দাগ দেওয়া জরুরী। কেননা, ইহা দ্বারা তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থতার দিকে নিয়ে যাইবে। -(তাকঃ ২ঃ৩২৮)

(৪২৩৬) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ.

(৪২৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, উরায়না গোত্রে একদল লোক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিল। অতঃপর তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাঁহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিল। আর তখন মদীনা মুনাওয়ারায় مُـوْمُ অর্থাৎ بِـرْسَامُ (উদরী রোগ)-এর মহামারী ছিল। (তাহারা সেই রোগে আক্রান্ত হইল)। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত হাদীছের রাবীগণের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আর তাঁহার কাছে বিশজনের মত আনসারী (অশ্বারোহী) যুবক ছিল। তাহাদেরকে তিনি উরায়নাদের পশ্চাতে পাঠাইলেন এবং তাহাদের সহিত (তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে) এমন একজন অভিজ্ঞ লোক প্রেরণ করিলেন, যিনি উহাদের পদচিহ্ন দেখিয়া গন্তব্যস্থল নির্ণয় করিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ (আর তখন মদীনায় موم অর্থাৎ برسام (উদরী রোগ)-এর মহামারী ছিল)। موم শব্দটি م বর্ণে পেশ এবং و বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। রাবী موم এর তাফসীরে برسام দ্বারা করিয়াছেন। برسام শব্দটি ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা سريانى ভাষায় معرب হিসাবে ব্যবহৃত। برسام শব্দটি বুদ্ধির বিভ্রাট, মস্তিষ্ক রোগ, বক্ষ ব্যাধি কিংবা উদরী রোগ (কলিজা বা ফুসফুসে পানি জমা হইয়া পেট ফুলিয়া যাওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হয়। আর এই স্থানে শেষটিই মর্ম। আনাস (রাযিঃ) হইতে এই ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, فعظمت بطونهم (তাহাদের পেট বড় হইয়া গিয়াছিল)। ফতহুল বারী ১ঃ৩৩৮। -(তাকঃ ২ঃ৩২৮)

(৪২৩৭) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৪২৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইবন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, উরায়না গোত্রের একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিল। আর সাঈদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে উক্ল ও উরায়না-এর কথা রহিয়াছে। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত হাদীছের বর্ণনাকারীগণের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪২৩৮) وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

(৪২৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ফযল বিন সাহল আ'রাজ (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল লোকদের চোখে গরম লোহা ঢুকাইয়া দেন। কেননা, তাহারা রাখালদের চোখসমূহে গরম লোহা ঢুকাইয়া দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪২৩১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথর এবং অন্যান্য ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করার দায়ে 'কিসাস' ওয়াজিব হইবে এবং মহিলা কর্তৃক পুরুষ হত্যার দায়েও

(৪২৩৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ

قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا "أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ". فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

(৪২৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে কয়েকটি রূপার খন্ড তথা রূপার গহনার জন্য হত্যা করিল। সে তাহাকে পাথর দ্বারা হত্যা করিয়াছিল। রাবী বলেন, অতঃপর তাহাকে এমন মুমূর্ষ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হইয়াছিল যে, তখনও তাহার রূহ অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাহাকে (সম্ভাবনাময় কয়েকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি আঘাত করিয়াছে? সে তখন মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, না। অতঃপর তিনি তাহাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখনও সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, না। পুনরায় তিনি তাহাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ এবং মাথা দ্বারা ইশারা করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুনের বদলায়) উক্ত ইয়াহুদীকে দুই পাথরের মাঝে চাপা দিয়া হত্যা করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى أَوْضَاحٍ (কয়েকটি রূপার খন্ড তথা রূপার গহনার জন্য ...) اوضاح শব্দটি وضح (উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত)-এর বহুবচন। আর উহা রূপার একপ্রকার গহনা। শুভ্র রঙের হইবার কারণে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে। -(মাজমাউল বিহার, তাকমিলা ২ঃ৩৩০)

قَتَلَهَا بِحَجَرٍ (সে তাহাকে পাথর দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছিল)। হাফিয (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী ১২ঃ১৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন, মেয়েটির নাম জানা নাই। কিন্তু কতক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, মেয়েটি আনসারীগণের একজন ছিল। আর বিভিন্ন রিওয়ায়ত তথা رض رأسها بين حجرين (তাহার মাথা দুইটি পাথরের মাঝখানে রাখিয়া থেঁতলাইয়া দিয়াছিল) এবং رماها بحجر (সে একটি পাথর তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল) এবং رضخ رأسها (সে তাহার মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত করিয়াছিল)-এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা সকল রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, সে একটি পাথর তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন তাহার মাথায় আঘাত লাগিয়া অপর একটি পাথরের উপর পতিত হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৩৩০)

وَبِهَا رَمَقٌ (আর তখনও তাহার রূহ ও জীবন অবশিষ্ট ছিল)। নওয়াভী বলেন الرمق শব্দের মর্ম হইতেছে আঘাত প্রাপ্ত মুমূর্ষ ব্যক্তির রূহ এবং জীবন অবশিষ্ট থাকা। -(তাকমিলা ২ঃ৩৩০)

أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ (তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি আঘাত করিয়াছে?) বাক্যের সার-সংক্ষেপ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্মুখে এমন কতক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেন। যাহাদের দ্বারা তাহাকে আঘাত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সকলের ক্ষেত্রেই সে না-বাচক ইশারা করিল। অতঃপর তিনি যখন ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ করিলেন তখন সে হ্যাঁ বাচক ইশারা করিল। -(তাকমিলা ২ঃ৩৩১)

فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا (সে মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করিল)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বোধশক্তি বিদ্যমান থাকিলে ইশারা গ্রহণযোগ্য হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৩৩১)

قَالَتْ نَعَمْ (সে (মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া) বলিল, হ্যাঁ)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক (রহ.) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, শুধু আহত মুমূর্ষ ব্যক্তির কথার উপর ভিত্তি করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাইবে। কিন্তু এই অভিমত যথার্থ নহে। কেননা, ইয়াহুদী স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দী দিয়াছিল। যেমন অত্র অনুচ্ছেদের শেষ ৪২৪৩ নং হাদীছে আছে فاقر (সে উহা স্বীকার করিল)। মালিকিয়া মতাবলম্বীগণের কতক বলেন, ইমাম মালিক (রহ.) কিংবা মালিকী মাযহাবে কেহই এই কথা বলেন না যে, "শুধু আহত মুমূর্ষ ব্যক্তির কথার উপর ভিত্তি করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাইবে।" তবে তাহারা বলেন, এই অভিমতের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, আহত মুমূর্ষ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদি বলে যে, অমুক আমাকে হত্যা করিয়াছে, لوث (হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ বিদ্যমান থাকা। যেমন কোন ব্যক্তির কাপড়ে কিংবা তলোয়ারে রক্ত থাকা কিংবা নিহত ব্যক্তির সহিত দুশমনী থাকা ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকিলে 'কাসামা' ওয়াজিব হইবে।

আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থে ১১ঃ১৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, আবূ মাসউদ (রহ.) বলেন, হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া (রহ.) ও কাতাদা (রহ.) ছাড়া অন্য কেহ আলোচ্য হাদীছে حتى اعترف (এমনকি সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিল) কিংবা حتى أقر (এমনকি সে স্বীকার করিল) রিওয়ায়ত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমি বলিতেছি এই শব্দ সহীহায়ন গ্রন্থে বর্ণিত রিওয়ায়তেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই যাহা বলা হইল তাহা খন্ডন হইয়া গেল। আর সেই ব্যক্তির প্রশ্নও খন্ডন হইয়া যায় যিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী ও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ছাড়া ইয়াহুদীকে কিভাবে হত্যা করিলেন? জবাব দেওয়া হইবে যে, ইহা ইসলামের প্রারম্ভিক ঘটনা, তখন হত্যাকৃত (আহতকৃত মুমূর্ষ) ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে হত্যাকারীকে হত্যা করা হইত। আর কেহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা ওহীর মাধ্যমে অবগত হইয়াছিলেন, তাই তাহাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করিয়াছিলেন।

আমি বলিব, হাম্মাম এবং কাতাদা (রহ.) এতদুভয়ই ছিকাহ রাবী। কাজেই তাহাদের অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। ফলে অন্য কোন জবাবের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ ঃ ৩৩১-৩৩২)

فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ইয়াহুদীকে দুই পাথরের মাঝে চাপা দিয়া হত্যা করিলেন) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলার (খুনের) বদলায় পুরুষ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাইবে। ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর এই স্থানে দুইটি মাসয়ালা রহিয়াছে (এক) ভারী বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে কিসাস ওয়াজিব হইবে কি না? (দুই) তলোয়ার ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা কিসাস নেওয়া কি জায়িয? এতদুভয় মাসয়ালায় ফকীহগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। যাহার বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করার মাসয়ালা ঃ

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে قتل عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যা) হিসাবে গণ্য হইয়া কিসাস ওয়াজিব হইবার জন্য শর্ত হইতেছে, লৌহজাত ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা। যেমন তলোয়ার, চাকু, বর্শা এবং অনুরূপ অঙ্গ বিচ্ছিন্নকারী ধারালো অস্ত্রের কোন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা। কাজেই লৌহজাত ধারালো অস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করিলে যেমন পাথর কিংবা লাঠি, এতদুভয় বড় আকারের হইলেও তাঁহার মতে قتل عمد -এর মধ্যে গণ্য হইবে না এবং কিসাসও ওয়াজিব হইবে না; বরং উহা شبه عمد (অনিচ্ছাকৃত হত্যা)-এর মধ্যে গণ্য হইবে এবং ইহাতে দিয়্যাত ওয়াজিব হইবে। আর ইহা ইমাম হাসান বাসরী, শা'বী, ইবনুল মুসাইয়্যাব, আতা এবং তাউস (রহ.) প্রমুখের অভিমত।

আর আয়িম্মায়ে ছালাছা এবং (হানাফীগণের মধ্যে) আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে যেই বস্তু দ্বারা আঘাত করিলে সাধারণতঃ মানুষের রূহ বাহির হইয়া মৃত্যুবরণ করে সেই সকল বস্তু দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিলেও উহাকে قتل عمد এর মধ্যে গণ্য করিয়া কিসাস ওয়াজিব হইবে। চাই উহা লৌহজাত ধারালো অস্ত্র না

হউক। যেমন বড় পাথর ও বড় লাঠি। আর ইহা ইমাম নাখয়ী, যুহরী, ইবন সীরীন, হাম্মাদ, আমর বিন দীনার এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখের অভিমত। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ৯ঃ৩২২-৩২৩)

আয়িম্মায়ে ছালাছা ও জমহুরে উলামা আলোচ্য হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করেন। কেননা, হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদী মেয়েটিকে পাথরের আঘাতে হত্যা করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাস স্বরূপ ইয়াহুদীকে পাথরের আঘাতে হত্যা করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল ঃ (১)

عن عبد الله بن عمرو ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا مأة من الابل منها اربعون فى بطونها اولادها-(ابو داؤد-نسائى وابن ماجه)

(হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জানিয়া রাখ, নিশ্চয় অনিচ্ছাকৃত হত্যা (شبه عمد) এর (খুনের) বদলা ভুলক্রমে হত্যা (قتل الخطأ) এর দিয়্যাতের মত যাহা লাঠির আঘাতে হত্যা করা হয়। আর উহা হইতেছে একশত উট, ইহার মধ্যে চল্লিশটি হইবে গর্ভবতী উষ্ট্রী। -(আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজা)

(২) عن ابى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قود الا بالسيف (হযরত আবূ বুকরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তলোয়ারের আঘাতে হত্যা ছাড়া কিসাস নাই। -ইবন মাজা)

(৩) عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاقود الابسلاح (হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অস্ত্রের আঘাতে হত্যা ছাড়া কিসাস নাই। -দারা কুতনী)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের সঠিকতার ব্যাখ্যা ঃ

বলাবাহুল্য, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে লৌহজাত অস্ত্র ছাড়া (অন্য কোন ভারী বস্তু দ্বারা) হত্যা করিলে তখনই কিসাস ওয়াজিব হইবে না যতক্ষণ না হত্যাকারীর আঘাত দ্বারা মারিয়া ফেলার ইচ্ছা করে। কিন্তু যদি সে হত্যা করার ইচ্ছা করিয়া আঘাত করে আর সেই আঘাতেই রূহ বাহির হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতেও ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد) -এর মধ্যে গণ্য হইবে এবং কিসাস ওয়াজিব হইবে।

অনেক লোক এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনবহিত থাকার কারণে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ায়। অথচ হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহে এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

আল্লামা উছমানী থানভী (রহ.) স্বীয় ইলাউস সুনান গ্রন্থের ১৮ঃ৮২ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ইচ্ছা করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গেলে সেই ক্ষেত্রে বস্তুর কোন বিশেষত্ব নাই; বরং قتل عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যা) বলিয়া গণ্য হইয়া কিসাস ওয়াজিব হইবে। আর عمد এর অর্থ قصد তথা ইচ্ছা করা। কিন্তু قصد (ইচ্ছা) একটি অস্পষ্ট বিষয় যাহা জানার জন্য দলীল প্রয়োজন। দলীল পাওয়ার দুইটি দিক রহিয়াছে, এক তো সে যদি স্বীকার করে যে, ইচ্ছা করিয়াই হত্যা করিয়াছে তাহা হইলে সকলের ঐকমত্যে এই হত্যায় কিসাস ওয়াজিব হইবে, যে কোন বস্তু দ্বারাই হত্যা করুক। আর যদি স্বীকার না করে; বরং সে ইচ্ছাকৃত হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করে তখন দেখিবে সে কোন ধরণের বস্তু দ্বারা হত্যা করিয়াছে। যদি এমন ধারালো অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়া হত্যা করিয়া থাকে যাহা সাধারণত হত্যা করার জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্বসম্মত মতে ইহা قتل عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যা) হইয়া কিসাস ওয়াজিব হইবে। আর যদি বড় লাঠি ও বড় পাথর প্রভৃতি হয় যাহা দ্বারা আঘাত করিয়া কখনও হত্যার ইচ্ছা থাকে আবার কখনও আদব শিক্ষার জন্যও হয়। এই মাসয়ালায় ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইহাও قتل عمد হইবে। কেননা, ইহা এমন বস্তু যাহা দ্বারা হত্যা করা যায়। ফলে

ইহা অস্ত্রের অনুরূপই হইল। কাজেই সে যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করার কথা অস্বীকার করে তবে তাহাকে সত্যায়ন করা যাইবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, হ্যাঁ উহা হত্যা করার বস্তু বটে; কিন্তু হত্যা করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। ফলে সে ইচ্ছা থাকার কথাটি অস্বীকার করিতে পারে এবং বিচারক তাহাকে সত্যায়নও করিতে পারেন এবং দিয়্যাতের হুকুম দিবেন। পক্ষান্তরে লৌহজাত ধারালো অস্ত্র। ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা অস্বীকার করিলেও তাহাকে সত্যায়ন করা হইবে না; বরং কিসাস ওয়াজিব হইবে।

বলা বাহুল্য, সকল ইমাম এই বিষয়ে একমত যে, হত্যাকারী যদি হত্যার ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে তাহা হইলে উহা قتل عمد হইবে। চাই যেই প্রকারের বস্তু দ্বারা আঘাত করিয়া থাকুক না কেন।

জমহুরের প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাব ঃ

আয়িম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবায়ন (রহ.) প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জওয়াব বিভিন্নভাবে দেওয়া যায়। যেমন ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীকে সতর্ককরণ ও রাজনৈতিক কল্যাণের বিবেচনায় হত্যা করিয়াছেন। কিসাস হিসাবে নহে। কারণ সে মারাত্মক অপরাধী ছিল। এই জন্যই মেয়েটির অভিভাবকের কাছে ইয়াহুদীকে পেশ করা হয় নাই যে, তাহারা কি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবে কিংবা সন্ধি করিবে কিংবা কিসাস গ্রহণ করিবে?

(২) যদি প্রমাণিত হয় যে, তাহাকে কিসাস স্বরূপই হত্যা করা হইয়াছিল তাহা হইলে ইহা لاقود الا بالسيف (তরবারী ছাড়া কিসাস নাই) হাদীছ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তারিখ জানা ব্যতীত রহিত হইবার বিষয়টি প্রমাণিত করা যায় না। আর এতদুভয় ঘটনা কোনটি আগে পরে উহা জানা নাই। ফলে এই জবাব আমার মতে দুর্বল বটে।

(৩) আল্লামা ওছমানী (রহ.) স্বীয় ইলাউস সুনান গ্রন্থে ১৮ঃ৮৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত জবাবই সর্বাধিক উত্তম। তাহা হইতেছে যে, ইয়াহুদী ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েটিকে হত্যা করিয়াছিল। যাহাতে অলংকার ছিনতাইয়ের ঘটনা ফাঁস না হইয়া যায়। আর ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, লৌহজাত ধারালো অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী বস্তু দ্বারা আঘাত করার মধ্যে যদি মারিয়া ফেলার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতেও قتل عمد হয় এবং কিসাস ওয়াজিব হইবে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইয়াহুদী লোকটি মেয়েটিকে স্বইচ্ছায় হত্যা করার কথা স্বীকার করিয়াছিল। ফলে যে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করুক কিসাস ওয়াজিব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ ঃ ৩৩২-৩৩৭)

আমাদের বর্তমান যুগের আমল ঃ হানাফী ফকীহগণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমতের ব্যাখ্যায় বিষয়টিকে অনেক ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন যে, কাঁসা, শীশা, পিতল, তামা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি বস্তুকে حديد তথা লৌহজাত ধারালো বস্তুর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। আর এই ধরণের বস্তু (অস্ত্র) দ্বারা হত্যা করিলে কিসাস ওয়াজিব হইবে।

আল্লামা তাকী ওছমানী (দা. বা.) বলেন, বর্তমান যুগে সাহেবায়ন ও জমহুরের অভিমত অনুযায়ী ফায়সালা করাই শ্রেয়। কেননা এই যুগে লৌহজাত ধারালো অস্ত্র ছাড়াও মানুষ হত্যার জন্য নানা প্রকার অস্ত্র আবিস্কার করা হইতেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতেও ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে অস্ত্রের কোন বিশেষত্ব নাই; বরং যেই বস্তু দ্বারা হত্যা করিবে কিসাস ওয়াজিব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ ঃ ৩৩৩-৩৩৮)

(২) কিসাস গ্রহণের ধরণ-পদ্ধতি কেমন হইবে?

আলোচ্য হাদীছে দ্বিতীয় মাসয়ালা হইতেছে কিসাস গ্রহণের ধরণ-পদ্ধতি কেমন হওয়া সমীচীন। এই ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে হত্যাকারী যেই পদ্ধতিতে হত্যা করিয়াছে হুবহু সেই পদ্ধতিতে কিসাস গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই পাথর, বড় লাঠির আঘাত কিংবা পানিতে ডুবাইয়া হত্যা করিলে কিসাসের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে হত্যা করিতে হইবে। তবে সেই কাজটা গুনাহের না হওয়া

চাই। যেমন কেহ কাহাকেও জাদু প্রয়োগে, অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া, ধর্ষণের মাধ্যমে কিংবা সমকামিতার মাধ্যমে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া হত্যাকারীর উপর কিসাস প্রয়োগ করা যাইবে না; বরং তরবারী দ্বারা কিসাস আদায় করা হইবে। আর কেহ বলেন, যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে সমকামিতার মাধ্যমে হত্যা করে তাহা হইলে হত্যাকারীর পায়ুপথে মোটা কাষ্ঠ খন্ড ঢুকাইয়া দিবে যাহাতে সে মরিয়া যায়। আর যে কোন লোককে অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া হত্যা করে তাহাকে অতিরিক্ত পানি পান করাইবে যাহাতে সে মরিয়া যায়। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা, ৯ঃ৩৯০-৩৯১)

তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ, কেননা মেয়েটিকে পাথরে আঘাতে হত্যা করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীকে পাথরে আঘাতে হত্যা করিয়া কিসাস গ্রহণ করেন। তরবারী দিয়া ইয়াহুদীকে হত্যা করেন নাই। অধিকন্তু তাহারা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, যেই পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। -সূরা নাহল ১২৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। -সূরা সূরা ৪০)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, হত্যাকারী যাহা দিয়াই হত্যা করুক না কেন, কিসাস গ্রহণ করিতে হইবে তরবারী দ্বারা। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমত। আর ইহা আতা, ছাওরী, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমত। -(শরহুল কবীর লি শামসুদ্দীন বিন কুদামা ৯ঃ৪০০)

শাফেয়ী ও মালিকীগণ যেই আয়াত দ্বারা দলীল দিয়াছেন হুবহু সেই আয়াতসমূহ দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)ও দলীল দিয়া থাকেন। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের আয়াত النفس بالنفس (হত্যার বদলায় হত্যা) দ্বারা শুধুমাত্র জান দেওয়ার ব্যাপারে مماثلت (সাদৃশ্য) গ্রহণ করিতে ইরশাদ হইয়াছে। পদ্ধতির সাদৃশ্য উদ্দেশ্য নয়। আর উহা সম্ভবও নহে। কেননা কোন ব্যক্তি পাথরের এক আঘাতেই মরিয়া যায় আর কেহ দুই আঘাতেও মরে না। সুতরাং পাথরের এক আঘাতে হত্যা করিলে কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রেও একটি আঘাত করিতে হইবে। যদি একটি আঘাতে না মরে তাহা হইলে কিসাস আদায় হইল না। আর একাধিক আঘাত করিলে সাদৃশ্যতা থাকিল না; বরং সীমালঙ্ঘন হইল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৩৯)

(৪২৪০) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

(৪২৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারেছী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইবন ইদ্রীস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, "তখন তিনি তাহার মাথা দুইটি পাথরের মধ্যস্থানে রাখিয়া পিষিয়া দিলেন।"

(৪২৪১) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

(৪২৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহুদী লোক কোন এক আনসারী মেয়েকে তাহার গহনার জন্য হত্যা করিল। অতঃপর তাহাকে একটি কূপে ফেলিয়া দিল এবং তাহার মাথা পাথর দ্বারা

পিষিয়া দিল। অতঃপর ইয়াহুদীকে পাকড়া করা হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হইল। তখন তিনি হুকুম দিলেন, তাহার (মাথা)কে পাথর দ্বারা পিষিয়া দিতে, যতক্ষণ না তাহার মৃত্যু হয়। অতঃপর তাহাকে পাথর দ্বারা পিষিয়া দেওয়া হইল। ফলে সে মরিয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ (তখন তিনি হুকুম দিলেন, তাহার মাথাকে পাথর দ্বারা পিষিয়া দিতে)। এরই স্থলে الرجم (প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা)-এর দ্বারা সেই প্রসিদ্ধ শরয়ী বিধান 'বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি' الرجم (প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা) মর্ম নহে; বরং এই স্থলে প্রস্তরাঘাতে মাথা পিষিয়া দেওয়া মর্ম। যেমন অন্যান্য রিওয়ায়তে আছে। (এই হিসাবেই হাদীছের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে)। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪২)

(৪২৪২) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪২৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আইয়ূব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪২৪৩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلاَنٌ فُلاَنٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

(৪২৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা (আনসারী) এক মেয়েকে এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যাহার মাথা দুই পাথরের মধ্যস্থলে রাখিয়া পিষিয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন তাহাকে (মৃত্যুর পূর্বক্ষণে) তাহার (অভিভাবকগণ) জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কে এমন করিয়াছে, অমুক-অমুক লোক? এইভাবে (জিজ্ঞাসা করিতে করিতে) তাহারা এক ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ করিল। তখন সে মাথায় ইশারায় হ্যাঁ-বাচক জবাব দিল। তখন ইয়াহুদীকে পাকড়াও করা হইল। সে তাহা স্বীকার করিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাথা পাথর দ্বারা পিষিয়া দিতে হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ (তাহার মাথা পাথর দ্বারা নিষ্পেষণের হুকুম দিলেন)। الرض ، الرضخ ، الدق ও الكسر একই মর্মে ব্যবহৃত হয়, তথা নিষ্পেষণ করা, পিষিয়া দেওয়া, চূর্ণ করা ও ভগ্ন করা। -(মাজমাউল বিহার। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪২)

بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির জীবন কিংবা অঙ্গের উপর যখন আক্রমণ করে তখন যদি আক্রান্ত ব্যক্তি উহা প্রতিহত করে এবং প্রতিহত করিতে গিয়া যদি আক্রমণকারীর জীবন কিংবা অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে তাহা হইলে ইহার জন্য তাহাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না

(৪২৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ".

(৪২৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ইয়ালা বিন মুনইয়া কিংবা ইবন উমাইয়্যা (রাযিঃ) এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হন। ঝগড়ার একপর্যায়ে একজন অন্যজনের হাতে কামড় দিয়া ধরিল। আক্রান্ত ব্যক্তি যখন স্বীয় হাত তাহার মুখ হইতে সজোরে টানিয়া আনিল তখন তাহার সামনের পাটির একটি দাঁত খসিয়া গেল। আর রাবী ইবনুল মুছান্না (রহ.) সামনের পাটির (একটির স্থলে) দুইটি দাঁত বলিয়াছেন। তখন উভয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কেহ কি উটের মত একজনের হাত কামড়াইয়া ধরিবে (আর অপর জন নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবে? যাও) ইহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ (دية) নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (ইয়ালা বিন মুনইয়া কিংবা ইবন উমাইয়্যা এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হন)। ابن امية (ইবন উমাইয়্যা) হইলেন ইয়ালা বিন উমাইয়্যা আত-তামীমী আল-হানযালী (রাযিঃ)। কুরাইশের বন্ধু। তাহার পিতার নাম উমাইয়্যা বিন আবী উবায়দা আর মুনইয়া হইলেন তাহার মাতা। আর কেহ বলেন, দাদী। দারাকুতনী ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা মুনইয়া হযরত যুবায়র বিন আওয়াম (রাযিঃ)-এরও দাদী ছিলেন। ইয়ালা (রাযিঃ)কে কখনও পিতার সহিত সম্বন্ধ করিয়া আর কখনও মাতা কিংবা দাদীর সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং হুনায়ন, তায়িফ ও তাবুকের জিহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৫)

رجلا (লোক) সে হইল ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)-এর শ্রমিক তথা কর্মচারি। যেমন সামনে রিওয়ায়তে আসিতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)ই স্বীয় কর্মচারীর সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৫)

فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজন অপর জনের হাতে কামড় দিয়া ধরিল)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)ই নিজ শ্রমিকের হাতে কামড় দিয়াছিলেন। কর্মটি গর্হিত বলিয়া হযরত ইয়ালা (রাযিঃ) নিজের সম্বন্ধের বিষয়টি উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, নিজের দ্বারা অসম্মানজনক কোন কর্ম সংঘটিত হইয়া গেলে পরে তাহা বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক হইলে তখন নিজেকে গোপন রাখিয়া বলিয়া থাকে فعل رجل او انسان (এক ব্যক্তি বা এক লোক করিয়াছিল)। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৫)

كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ (যেমনভাবে উট কামড়াইয়া ধরে)। فحل হইল পুরুষ উট। অধিকন্তু উট ছাড়া অন্যান্য পুরুষ জন্তুর উপরও فحل শব্দের প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৫)

لَا دِيَةَ لَهُ (ইহার জন্য কোন দিয়্যাত নাই)। জমহুরে উলামা ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, আক্রান্ত ব্যক্তির উপর কিসাস কিংবা দিয়্যাত নাই। কেননা, ইহা হামলাকারীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু জমহুর সর্বসম্মতিক্রমে সেই ব্যক্তির ব্যাপারেও প্রমাণ পেশ করেন যে, অপরকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করে। অতঃপর আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্র উত্তোলনকারীকে হত্যা করিয়া ফেলে। তাহার উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় আল-ফাতহ গ্রন্থের ১২ঃ২২২ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, উত্তম হইল হত্যা না করিয়া স্বাভাবিকভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করা। হ্যাঁ, একান্তই অপারগ হইলে হত্যা করিতে পারে।

শরীয়তে প্রতিহত করার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আলোচ্য হাদীছ-ই উসূল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিহত করার অধিকার রহিয়াছে।

হামলাকারীকে প্রতিহত করার অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

(বস্তুতঃ যাহারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করিয়াছে, তোমরা তাহাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি করিয়াছে তোমাদের উপর। -সূরা বাকারা-১৯৪)

তবে প্রাণ রক্ষা এবং সম্পদ রক্ষার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। হানাফী ফকীহগণের মতে প্রাণের উপর আঘাত আসিলে প্রতিহত করা ওয়াজিব। না করিলে গুনাহগার হইবে। দুররুল মুখতার গ্রন্থের ৫ঃ৪৮১ পৃষ্ঠায় আছে, মুসলমানের উপর (হত্যার জন্য) তরবারী উত্তোলনকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব।

আর সম্পদের উপর আঘাত আসিলে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে প্রতিহত করা জায়িয, ওয়াজিব নহে। ইচ্ছা করিলে প্রতিহত করিয়া মাল রক্ষা করিতে পারে আবার নাও করিতে পারে। কেননা, সম্পদ বিলাইয়া দেওয়া জায়িয আছে কিন্তু প্রাণ বিলাইয়া দেওয়া জায়িয নাই। সুতরাং প্রতিহত করিতে গিয়া হামলাকারী যদি শারীরিক কিংবা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে ইহার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির উপর কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বর্তাইবে না।

আর কোন অঙ্গের উপর আঘাত তাহা প্রতিহত করার ব্যাপারে হানাফীগণের কিতাবে স্পষ্টভাবে কোন অভিমত উল্লেখ নাই। তবে এতখানি উল্লেখ আছে যে, উহার হুকুম সম্পদের অনুরূপ। সম্পদের মাসয়ালার উপর কিয়াস করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রতিহত করিয়া তাহা রক্ষা করা জায়িয, ওয়াজিব নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৭-৩৪৯)

(৪২৪৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪২৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... ইবন ইয়ালা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪২৪৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ".

(৪২৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মাসমায়ী (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাহুতে কামড়াইয়া ধরিল। তখন আক্রান্ত ব্যক্তি সজোরে স্বীয় বাহু টানিয়া নিল। ইহাতে আক্রমণকারীর সামনের পাটির একটি দাঁত খসিয়া পড়িল। এই ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে অভিযোগ করা হইল। তখন তিনি তাহা নাকচ করিয়া দেন এবং বলেন, তুমি তো তাহার গোশত ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলে। (কাজেই ইহার কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذِرَاعَ رَجُلٍ (অপর ব্যক্তির বাহুতে ...)। অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে الاجارة অনুচ্ছেদে ইবন উলাইয়্যার সূত্রে ইবন জুরাইজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে فعض إصبع صاحبه فانتزع اصبعه (এক পর্যায়ে এক ব্যক্তি তাহার সাথীর আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিল। তখন আক্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় আঙ্গুল সজোরে টানিয়া আনিল)। ذراع (বাহু) এবং اصبع (আঙ্গুল) এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় খুবই মুশকিল। আবার বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ করা যায় না। কেননা, হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ذراع (বাহু)-এর

রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আর অধিকাংশ রিওয়ায়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, ইবন জুরাইজ ব্যতীত আর কেহ إصبع (আঙ্গুল) রিওয়ায়ত করেন নাই। তবে এতদুভয় রিওয়ায়ত সমন্বয় এইভাবে করা যায়, যাহা পূর্বে অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাবীগণ কতক সময় হাদীছের শব্দ ও অংশ বিশেষ সংরক্ষণ করেন না। ইহার কারণে মূল হাদীছ প্রমাণিত হইবার জন্য কোন ক্ষতিকর নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৯)

(৪২৪৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ"

(৪২৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমায়ী (রহ.) তিনি ... সাফওয়ান বিন ইয়ালা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা বিন মুনইয়া (রাযিঃ)-এর এক শ্রমিকের বাহু জনৈক লোক কামড়াইয়া ধরিল। তখন সে সজোরে নিজ বাহু টানিয়া আনিল। ইহাতে ঐ ব্যক্তির সামনের পাটির একটি দাঁত খসিয়া পড়িল। এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করা হইল। তখন তিনি তাহা নাকচ করিয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি তো তাহার বাহু এমনভাবে চর্বণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে যেমনভাবে উট চর্বণ করে।

(৪২৪৮) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا".

(৪২৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ উছমান নাওফালী (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড়াইয়া ধরিল। তখন সে স্বীয় হাত সজোরে টানিয়া নিল। ইহাতে তাহার সামনের পাটির একটি দাঁত কিংবা সামনের পাটির দাঁতসমূহ খসিয়া পড়িল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি আমার কাছে কি চাও? তুমি আমার কাছে চাও যে, আমি তাহাকে হুকুম দেই সে স্বীয় হাত তোমার মুখে ঢুকাইয়া দিবে, আর তুমি উহা চর্বণ করিবে যেমনভাবে উট চর্বণ করিয়া থাকে? যাও, তুমিও স্বীয় হাত তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। তখন সে উহা দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরিবে। অতঃপর তুমি স্বীয় হাত সজোরে টানিয়া নাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ (ইহাতে তাহার সামনের পাটির একটি দাঁত কিংবা দাঁতসমূহ খসিয়া পড়িল)। ثنية অর্থ সম্মুখস্থ দন্ত তথা সামনের পাটির উপর-নীচের চারটি দাঁত। আলোচ্য হাদীছে ثنية শব্দটি একবচন এবং বহুবচনে বর্ণিত হইয়াছে এবং ৪২৪৩ নং রিওয়ায়তে ইবনুল মুছান্না রিওয়ায়তে ثنيتيه ثناياه দুই বচনে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা আইনী স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থে ১১ঃ২০৭ পৃষ্ঠায় এইভাবে সমন্বয় করিয়াছেন যে, আরবীতে দুই বচনের উপর বহুবচনের সীগা প্রয়োগ হয়। আর একবচনের রিওয়ায়তটি جنس (জাতি) মর্ম। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৪৭)

ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا (তুমিও স্বীয় হাত তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। তখন সে উহা দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরিবে। অতঃপর তুমি নিজ হাত সজোরে টানিয়া নিবে। (ইহাতে হয়তো তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া

আসিবে কিংবা তোমার হাতে ক্ষত হইবে))। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে স্বীয় হাত প্রতিহতকারীর মুখে দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরার জন্য হুকুম দিয়াছেন; বরং তিনি তাহার কর্মটি অস্বীকার করা মর্ম অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি স্বীয় হাত তাহার মুখে দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরার জন্য ঢুকাইয়া দিবে না। সুতরাং সে তাহার হাত তোমার মুখ হইতে সজোরে টানিয়া নেওয়ায় তুমি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছ কেন? -(তাকমিলা ২ঃ৩৫১)

(৪২৪৯) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ".

(৪২৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... ইয়ালা বিন মুনইয়া (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এমন এক লোক আসিয়া অভিযোগ করিল যে অন্য এক লোকের হাতে কামড় দিয়াছিল। উক্ত লোক যখন স্বীয় হাত সজোরে টানিয়া নিল, তখন তাহার সামনের পাটির দুইটি দাঁত খসিয়া পড়িল অর্থাৎ যে লোক দাঁত দ্বারা কামড় দিয়াছিল তাহার দাঁত পড়িয়া গেল। রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই অভিযোগ বাতিল করিয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহার হাত এমনভাবে চর্বণ করিতে চাহিয়াছিলে যেমনভাবে উট চর্বণ করিয়া থাকে।

(৪২৫০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.

(৪২৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাবুকের জিহাদ করিয়াছি। রাবী বলেন, ইয়ালা (রাযিঃ) বলিতেন, উক্ত জিহাদই আমার সর্বাধিক ভরসা যোগ্য আমল। রাবী আতা (রহ.) বলেন, সাফওয়ান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমার একজন শ্রমিক ছিল সে এবং অন্য এক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। তখন এতদুভয়ের একজন অন্যজনের হাতে কামড় দিল। রাবী আতা (রহ.) বলেন, তাহাদের দুইজনের মধ্যে কে অন্যজনের হাতে কামড় দিয়াছিল তাহা সাফওয়ান (রহ.) আমাকে জানাইয়াছিলেন, (কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি)। যাহা হউক যে ব্যক্তির হাতে কামড় দিয়াছিল সেই ব্যক্তি কামড়দাতার মুখ হইতে স্বীয় হাত সজোরে টানিয়া নিল। ফলে তাহার সামনের পাটির দুইটি দাঁতের একটি পড়িয়া গেল। অতঃপর উভয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া অভিযোগ পেশ করিল। তখন তিনি তাহার দাঁত পড়িয়া যাওয়াকে নিরর্থক গণ্য করিলেন (অর্থাৎ ইহার দিয়্যাতের হুকুম দেন নাই)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ (এতদুভয়ের কে অন্যজনের হাতে কামড় দিয়াছিল)? ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থের কিতাবুল মাগাজী-এর মধ্যে ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, فنسيته (কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি)। -(তাকমিলা ২ঃ৩৫১)

(৪২৫১) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪২৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন যুরারা (রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত এবং অনুরূপ অঙ্গের কিসাস (বদলা) প্রতিষ্ঠা করা

(৪২৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ". فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ". قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ".

(৪২৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রুবাইয়্যি'র বোন হারিছার মাতা জনৈক ব্যক্তিকে আহত করে (তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়)। আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল-কিসাস, আল-কিসাস অর্থাৎ ইহাতে কিসাস প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন রুবাইয়্যিহর মা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুকের (উম্মু হারিছার) নিকট হইতে কি কিসাস নেওয়া হইবে? আল্লাহর কসম, তাহার নিকট হইতে কিসাস না নেওয়া হউক। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিস্ময় প্রকাশ করে) ইরশাদ করিলেন, সুবহানাল্লাহ। ইয়া উম্মা রুবাইয়্যি'! কিসাস তো আল্লাহ তাআলার কিতাবের হুকুম। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, না! আল্লাহর কসম, তাহার হইতে কখনও কিসাস না নেওয়া হউক। রাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, তিনি পুনঃপুনঃ এই কথা আরয করিতেছিলেন এই মুহূর্তে আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ দিয়্যাত (ক্ষতিপূরণ) নিতে রাযী হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার বান্দাগণের মধ্যে এমন কতক বান্দা আছে, যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে حانث (শপথ ভঙ্গকারী) করেন না (বরং কসমকে সত্যে পরিণত করেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ (নিশ্চয় রুবাইয়্যি'র বোন ...)। الرُّبَيِّعِ শব্দটির ر বর্ণে পেশ ب বর্ণে যবর ى বর্ণে তাশদীদসহ যের। আর তিনি হইলেন রুবাইয়্যি' বিনতে নযর বিন যমযম (রাযিঃ)। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর ফুফু এবং আনাস বিন নযর (রাযিঃ)-এর বোন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৫২)

أُمَّ حَارِثَةَ (হারিছার মা)। হারিছা হইলেন হারিছা বিন সুরাকা বিন হারিছ (রাযিঃ)। হারিছা (রাযিঃ) যখন বদরের দিনে শহীদ হইয়া গেলেন তখন তাহার মা রুবাইয়্যি' (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আরয করিয়াছিলেন যে, হারিছার খবর কি? যদি সে জান্নাতী হয় তবে সবর করিব অন্যথায় ক্রন্দন

করিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় সে তো ফিরদাউসে পৌঁছিয়া গিয়াছে। -(ইসাবা ১ঃ২৯৭, তাকমিলা ২ঃ৩৫২-৩৫৩)

اَلْقِصَاصُ اَلْقِصَاصُ (কিসাস)। উভয় শব্দের শেষ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহ্য বাক্যটি হইতেছে الزموا القصاص -(তাকমিলা ২ঃ৩৫৩)

قَالَتْ لَا وَاللّٰهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا (উম্মু রুবাইয়্যি' (রাযিঃ) বলিলেন, জী- না। আল্লাহর কসম করিয়া আরয করিতেছি। তাহার হইতে কখনও কিসাস (বদলা) না নেওয়া হউক)। এই বাক্যে একটি প্রশ্ন হয় যে, উম্মু রুবাইয়্যি' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম শ্রবণের পর কিভাবে কসম করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন?

ইহার জবাব বিভিন্নভাবে দেওয়া হইয়াছে। তবে আমার কাছে উত্তম জবাব হইতেছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমের বিপরীতে কসম করিয়া এই কথা বলা আদৌ তাহার উদ্দেশ্য নয়; বরং তিনি আল্লাহ তাআলার উপর অগাধ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল করিয়া এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাহাদের অন্তরে বাদানুবাদের অবস্থাটি রাযী-খুশীতে রূপান্তর করিয়া দিবেন। ফলে আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ ক্ষমা করিয়া দিবেন কিংবা দিয়্যাত গ্রহণ করিবেন। আর হাদীছের শেষ অংশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ (আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমনও অনেক বান্দা আছে, যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কোন কথা বলে তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে কসম ভঙ্গকারী করেন না) খানা উপর্যুক্ত জওয়াবের পক্ষপাত (تائيد) করে। কেননা, এই প্রকার প্রশংসামূলক বাক্য উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

আর ইহা দ্বারা একটি মাসয়ালা উদ্ভাবন হয়ে যায় যে, হুকুম সর্বদা বক্তার বাহ্যিক কথার উপর প্রয়োগ হয় না; বরং তাহার উদ্দেশ্যের উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া অত্যাবশ্যক। কাজেই মুমিন মুত্তাকীরূপে প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তিকে বাহ্যিক কোন কথার উপর ভিত্তি করিয়া কাফির কিংবা গুনাহগার সাব্যস্থ করা জায়িয নাই। মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় তথা ক্রোধ, আত্মসম্ভ্রম, খুশি ও চিন্তা প্রভৃতি কারণে উপস্থাপনা ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসিয়া যায়। তাই বক্তা কী বুঝাইতে চায় সেই দিকে সূক্ষ্ম নযর রাখা জরুরী এবং ব্যাপারটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা সমীচীন।

উম্মু রুবাইয়্যি' (রাযিঃ)-এর বক্তব্যটি ঠিক তদ্রুপ হইল যাহা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) হইতে হইয়াছিল যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখিতে পাই তবে চারজন সাক্ষী হাযির না করা পর্যন্ত আমি কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, পারিবে না। তিনি (সা'দ) বলিলেন, কখনও নয়, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। অবশ্যই আমি (চারজন সাক্ষী হাযির করার) আগেই দ্রুত তার প্রতি তলোয়ার ব্যবহার করিব। এই হাদীছ কিতাবুল লিআন-এর মধ্যে গিয়াছে। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় হযরত সা'দ (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতভাবে তাহা নহে; বরং তাহার অন্তরে যেই অবস্থার উদয় হইয়াছে তাহা পেশ করা উদ্দেশ্য। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি বিরূপ মন্তব্য না করিয়া প্রশংসাসুলভ বাক্য ইরশাদ করিলেন, انه لغيور (নিশ্চয় তিনি (সা'দ) অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। -(তাকমিলা ২ঃ৩৫৩-৩৫৪)

দুই হাদীছে সমন্বয়

সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীছ এবং সহীহ বুখারী শরীফে সংকলিত এই ঘটনায় বর্ণিত হাদীছের মধ্যে তিনটি বিষয়ে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

(১) সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে আঘাতকারী হইতেছেন রুবাইয়্যি'র বোন। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের অধিকাংশ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে আঘাতকারী স্বয়ং রুবাইয়্যি', তাহার বোন নহে।

(২) সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীছে শুধু আহত করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে সে তাহার সামনের পাটির দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণিত হাদীছে কসমকারী ব্যক্তি রুবাইয়্যি'র মা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের অধিকাংশ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে কসমকারী হইলেন রুবাইয়্যি'র ভাই হযরত আনাস বিন নযর (রাযিঃ)। যিনি হযরত মালিক বিন আনাস (রাযিঃ)-এর চাচা।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) উপর্যুক্ত বিরোধের সমন্বয় করিতে গিয়া বলেন, মূলতঃ এই বিষয়ে দুইটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এক ঘটনায় রুবাইয়্যি' (الربيع) শব্দটি ر বর্ণে পেশ ب বর্ণে যবর ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত)-এর বোন জনৈক ব্যক্তিকে আহত করে এবং কসমকারী রুবাইয়্যি'-এর মা। (ইহা সহীহ মুসলিম শরীফে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে)। আর অন্য ঘটনায় স্বয়ং রাবী' (الربيع) শব্দটি ر বর্ণে যবর ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত) কোন এক মেয়ের দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয় এবং কসমকারী রাবী'-এর ভাই আনাস বিন নযর (রাযিঃ)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) স্বীয় শরহে বুখারীতে ইহাকেই সঠিক বলিয়াছেন এবং আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থে ১১ঃ২০৩ পৃষ্ঠায় অনুরূপ লিখিয়াছেন।

কিন্তু এতদুভয় রিওয়ায়তকে বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ করা খুবই মুশকিল। কেননা, বর্ণনাকারী একজন এবং ঘটনার যোগসূত্রও এক। তাই এই জবাব দেওয়া যায় যে, সম্ভবত সহীহ মুসলিম শরীফে রিওয়ায়তটি মূলতঃ এইরূপ ছিল যে, عن انس ان اخته الربيع جرحت انسانا (হযরত আনাস বিন মালিক বিন নযর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তাহার বোন রুবাইয়্যি' জনৈক লোককে আহত করিল) এই বাক্যটি কখনও লিখার সময় এমন হইয়াছে যে, عن انس ان اخت الربيع جرحت انسانا (হযরত আনাস বিন মালিক বিন নযর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রুবাইয়্যি'-এর বোন জনৈক লোককে আহত করিল) এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, রুবাইয়্যি'-এর বোন, তিনিই আহতকারী। আর লিখার মধ্যে اخت (বোন) এবং اخته (তাহার বোন)-এর মাঝে পার্থক্য খুবই নগণ্য। এবং লিখনিতে এই ধরণের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর ইহার কারণে মূল হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি করা যায় না। ইহা যদি সহীহ হয়, আল্লাহ ভালো জানেন, তাহা হইলে প্রথম বিরোধের সমাধান হইয়া যায়।

দ্বিতীয় বিরোধের সমন্বয় অতি সহজ। কেননা, আহত করার মধ্যে দাঁত ভাঙ্গাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

তৃতীয় বিরোধের সমন্বয়ে বলা যায় যে, কসমকারী একজনই। বর্ণনাকারী সন্দেহের কারণে একাধিক নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই ধরণের বিরোধ ছিকাহ রাবীগণের রিওয়ায়তে অনেক রহিয়াছে। আর ইহা দ্বারা হাদীছের বিশুদ্ধতা বিষয়ে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। -(তাকমিলা ২ঃ৩৫৪-৩৫৫)

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কিসাস কার্যকরের মাসয়ালা

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে পরস্পর কিসাস কার্যকর হইবার বিষয়ে চার ইমাম একমত যে, পুরুষের বদলায় মহিলাকে এবং মহিলার বদলায় পুরুষকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা যাইবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, النفس بالنفس (প্রাণের বদলায় প্রাণ) এবং الحر بالحر (স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন)। ইতোপূর্বে ৪২৩৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মেয়ের বদলায় একজন ইয়াহুদীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করেন।

তবে পুরুষ ও মহিলার পরস্পরের অঙ্গহানীর ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হইবে কি না এই বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য আছে।

আয়িম্মায়ে ছালাছার মতে অঙ্গহানীর ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর হইবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে অঙ্গহানীর ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হইবে না। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমমান বিবেচ্য। উহার দলীল হইতেছে যে, অবশ অঙ্গের বিনিময়ে সুস্থ এবং অপূর্ণ অঙ্গের বিনিময়ে পূর্ণ অঙ্গের কিসাস নেওয়া যায় না।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) জমহুর (আয়িম্মায়ে ছালাছা)-এর পক্ষে দলীল দিয়াছেন। কেননা, রুবাইয়্যি'-এর বোন জনৈক ব্যক্তিকে আহত করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাস প্রতিষ্ঠায় হুকুম দেন। আর সাধারণত انسان (ব্যক্তি) দ্বারা পুরুষ মানুষকে বুঝানো হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ এবং মহিলা একে অপরের অঙ্গহানী করিলে কিসাস ওয়াজিব হয়।

ইহার জবাবে আল্লামা উছমানী থানুভী (রহ.) স্বীয় 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থের ১৮:১১০ পৃষ্ঠায় লিখেন انسان শব্দটি الرجل (পুরুষ) এবং المرأة (মহিলা) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই انسان দ্বারা رجل মর্ম গ্রহণের দলীল দেওয়া যায় না। অথচ সহীহ বুখারী গ্রন্থে হুমায়দ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, أنها كسرت ثنية جارية (রুবাইয়্যি' একটি মেয়ের সামনের পাটির দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল)। সহীহ বুখারী শরীফের এই স্পষ্ট রিওয়ায়তখানা সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীছের তাফসীর স্বরূপ। অধিকন্তু ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ঘটনা এক, যোগসূত্র এক এবং বর্ণনাকারীও একজনই। সুতরাং উভয়ে মহিলা হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাসের হুকুম দিয়াছিলেন। কাজেই ইহা দ্বারা পুরুষ এবং মহিলার পরস্পরের অঙ্গহানীর ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হইবার দলীল দেওয়া যায় না। -(তাকমিলা ২:৩৫৫-৩৫৬)

بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সকল কারণে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল হয়।

(৪২৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

(৪২৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এমন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নহে, যে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং আমি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সত্য ও সর্বশেষ রাসূল। তবে তিনটি কর্মের যে কোন একটি সম্পাদন করিলে (তাহার রক্ত প্রবাহিত (তথা হত্যা) করা হালাল হইবে− (১) বিবাহিত ব্যভিচারী (২) জীবনের বিনিময়ে জীবন (অর্থাৎ না-হক খুনি) এবং (৩) স্বধর্ম ইসলাম পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত হইতে বিচ্ছিন্নে অবস্থানকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছে ৩য় কর্মটি التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (স্বধর্ম পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত হইতে বিচ্ছিন্নে অবস্থানকারী) এবং পরবর্তী ৪২৫৫ নং হাদীছে التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ বর্ণিত হইয়াছে। উভয় বাক্যের মর্ম এক ও অভিন্ন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে ১২:২০১ পৃষ্ঠায়

লিখেন, এই স্থানে جماعة দ্বারা جماعة المسلمين (মুসলমানের জামাআত) মর্ম। অর্থাৎ মুসলিম জামাআত হইতে পৃথক থাকিবে কিংবা ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণকে বর্জন করিবে। উভয় বাক্যে المفارقة (পৃথক) শব্দটি تارك (বর্জন)-এর صفت হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর المفارق (পৃথক, বিচ্ছিন্ন) শব্দটি مستقل (স্বয়ংসম্পূর্ণ) صفت (গুণ) হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। অন্যথায় চারটি কর্ম হইয়া যাইবে।

আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مفارق للجماعة (মুসলমান জামাআতের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাস স্থাপনকারী)কে التارك لدينه (স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগকারী)-এর صفت كاشفة (স্পষ্ট করিয়া দেওয়ার গুণ) এই কারণে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, সরাসরি ইসলাম পরিত্যাগকারীই শুধু মুরতাদ হয় না; বরং ইসলাম দাবীদার যিন্দীকরাও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেননা, যিন্দীকরাও দ্বীন ইসলামের মৌলিক কোন বিশ্বাসকে অস্বীকার করিয়া মুসলমান জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। সুতরাং তাহাদের হুকুম এবং সরাসরি ইসলাম পরিত্যাগকারীর হুকুম একই। তথা উভয়ই মুরতাদ।

তাহা ছাড়া আলোচ্য হাদীছে তিন শ্রেণীকে ঐ সকল লোকদের হইতে ব্যতিক্রম (استثناء) করা হইয়াছে যাহারা তাওহীদ-রিসালতে সাক্ষ্য প্রদান করে। আর استثناء (ব্যতিক্রম)-এর মধ্যে استثناء متصل ই আসল। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম স্বীকারকারী তাওহীদ রিসালতে সাক্ষ্যদাতার সহিত মুরতাদ গুণটি একত্রিত হইতে পারে। আর এই প্রকারের মুরতাদের হুকুম এবং সরাসরি ইসলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদের হুকুম এক।

এই কারণেই শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, "ইসলাম পরিত্যাগকারী সকল প্রকার মুরতাদের ক্ষেত্রে হুকুম ব্যাপক। ইসলামে প্রত্যাবর্তন না করিলে তাহাকে কতল করা ওয়াজিব। অধিকন্তু মুসলমানদের জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন সকল বেদআতী কিংবা بغى (বিদ্রোহী) প্রমুখ এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। মুরতাদকে কতল (হত্যা) করা ওয়াজিব হইবার বিধানে আলোচ্য হাদীছ দলীল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৫৭-৩৫৮)

(৪২৫৪) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪২৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন হাশরাম (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪২৫৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ". قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

(৪২৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হইয়া ইরশাদ করিলেন, সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই; এমন কোন মুসলিম লোককে হত্যা করা জায়িয নাই যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং আমি আল্লাহ তাআলার রাসূল। তবে তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত– ১. যে ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদের জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। রাবী আহমদ সন্দেহসহ للجماعة কিংবা

الجماعة রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ২. বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ৩. প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অর্থাৎ না-হক খুনি। (তাহাদের হত্যা করা যাইবে)। রাবী আ'মাশ (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি ইবরাহীম (রহ.)-এর নিকট এই হাদীছখানা বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাছে রাবী আসওয়াদ (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ফায়দা

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিন শ্রেণীর লোককে হত্যা করা জায়িয; অথচ বিদ্রোহী (**باغى**) এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণকারীকেও হত্যা করা জায়িয। জবাব এই যে, অন্যান্য হাদীছে বিদ্রোহী ও মুসলমানদের উপর আক্রমণকারীকে হত্যা করার বিধানটি বর্ণিত হইয়াছে। তাই এই স্থানে উল্লেখ করা হয় নাই। অধিকন্তু এই দুই শ্রেণী **المفارق للجماعة** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪২৫৬) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالاَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِى الْحَدِيثِ قَوْلَهُ "وَالَّذِى لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ".

(৪২৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির ও কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ সূত্রে উভয় সনদে সুফিয়ান (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী وَالَّذِى لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ (সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই)টি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খুনের প্রচলন করিল তাহার গুনাহের বিবরণ

(৪২৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ".

(৪২৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (পৃথিবীতে) যখনই কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তখনই উহার গুনাহ অবশ্যই হযরত আদম (আঃ)-এর প্রথম পুত্র (কাবীল)-এর ঘাড়ের উপর পতিত হইবে। কেননা সে-ই (সর্ব) প্রথম ব্যক্তি যে (অন্যায়ভাবে (হাবীলকে) হত্যা করিয়া এই জঘন্য) হত্যার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ (আদম (আঃ)-এর প্রথম পুত্রের উপর) অর্থাৎ কাবীল-এর উপর। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি স্বীয় ভাই হাবীলকে খুন করিয়াছিলেন। ইহাই মশহুর। -(তাকমিলা ২ঃ৩৫৯)

বলা বাহুল্য, কুরআন মাজীদে হযরত আদম (আঃ)-এর এই দুই পুত্র (কাবীল ও হাবীল)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। শুধু **ابنى ادم** (আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র) বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, অবশ্য তাওরাত কিতাব তাহাদের এই নামেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের ঘটনা সম্বন্ধে হাফিযে হাদীছ ইমামুদ্দীন বিন কাছীম (রহ.) স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে সুদ্দী হইতে সনদের সহিত একটি রিওয়ায়ত হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবী (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, এই মানব জগতের বংশ বৃদ্ধির জন্য হযরত আদম (আঃ)

ও হযরত হাওয়ার একবারের গর্ভজাত জময ছেলে ও মেয়েকে অন্যবারের গর্ভজাত জময ছেলে ও মেয়ের সহিত বিবাহ করাইয়া দিতেন। (উল্লেখ্য হযরত হাওয়ার গর্ভে এক সাথে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে জন্ম নিত)। এই নিয়ম অনুযায়ী কাবীল এবং হাবীলের বিবাহ ব্যাপারও সম্মুখে ছিল। কাবীল বয়সে বড় এবং তাহার ভগ্নী হাবীলের ভগ্নীর চেয়ে অধিক সুন্দরী ছিল। এই কারণেই প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হাবীলের ভগ্নীকে বিবাহ করিতে এবং নিজের ভগ্নীকে হাবীলের নিকট বিবাহ দিতে কাবীল খুবই অনিচ্ছুক ছিল। মন কষাকষির অবসান ঘটাইবার জন্য হযরত আদম (আঃ) এই মীমাংসা প্রদান করিলেন যে, উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কুরবানী পেশ করিবে। যাহার কুরবানী কবূল হইবে সে-ই নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লওয়ার অধিকারী হইবে। কুরআন মাজীদে বিবাহের ব্যাপারটির উল্লেখ নাই। তবে সূরা মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে কুরবানীর উল্লেখ রহিয়াছে। যাহা হউক উভয়েই কুরবানী পেশ করিল। হাবীলের কুরবানী কবূল হইল। ফলে কাবীল আরও বেশী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পরে হাবীলকে খুন করিয়া ফেলে। কাবীল-ই প্রথম খুনী, যিনি খুনের প্রথা প্রচলন করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا (খুনের গুনাহের একটি অংশ পাইবে)। **كفل** শব্দটি ك বর্ণে যের দ্বারা পঠিত, অর্থ অংশ, হিস্যা। অধিকাংশ সময় শব্দটি পুণ্য (**اجر**) এর উপর প্রয়োগ হয়। আর কখনও গুনাহ (**اثم**) এর উপর ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতেই আল্লাহ তাআলার ইরশাদ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ (তিনি নিজ অনুগ্রহে দ্বিগুণ ছাওয়াব তোমাদেরকে দিবেন। -সূরা হাদীদ ২৮)। আর গুনাহের অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে ঃ যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا (আর যে লোক সুপারিশ করিবে মন্দ কাজের জন্যে সে তাহার বোঝারও একটি অংশ পাইবে। -সূরা নিসা ৮৫) -(তাকমিলা ২ঃ৩৫৯)

لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (কেননা সে-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে (অন্যায়ভাবে হাবীলকে হত্যা করিয়া এই গর্হিত) হত্যার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে কোন বস্তুর প্রবর্তন করিবে (উহা যদি পুণ্যের কাজ হয়) তাহার জন্যও পুণ্যের কিছু হিস্যা হইবে কিংবা (গুনাহের কর্ম হইলে) তাহার উপর উহাই বর্তাইবে। আর এই হাদীছের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, হালাল নহে এমন কাজে সহযোগিতা করা হারাম।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে হযরত জরীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, **من سن فى الاسلام سنة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة -** (যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম তরীকার প্রচলন করিবে সে উহার এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই অনুযায়ী আমল করিবে উহার ছাওয়াব পাইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করিবে সেও উহার এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক এই মন্দ কাজ করিবে উহার পাপের অংশ তাহার আমলনামায় লিখা হইবে।)

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মন্দ কাজ প্রচলন ঘটাইবার পর অনুতপ্ত হইয়া তাওবা করে তাহা হইলে পরবর্তীদের আমলের কারণে সে গুনাহগার হইবে না। -(ফতহুল বারী হইতে তাকমিলা ২ঃ৩৫৯)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছখানা কুরআন মাজীদের আয়াত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى (কেহ অপরের বোঝা বহন করিবে না। -সূরা ফাতির ১৮)-এর বিপরীত নহে। কেননা, উহাও তাহার নিজের অর্জন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪২৫৮) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ "لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ". لَمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ.

(৪২৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে জরীর ও

ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে لانـه سـن الـقـتـل (কেননা সে খুনের প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে) বাক্য রহিয়াছে। কিন্তু اول (প্রথম) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِى الآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আখিরাতে খুনের শাস্তি ও কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে ইহারই ফায়সালা হইবে

(৪২৫৯) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ ".

(৪২৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের ফায়সালা করা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ الخ (কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের ব্যাপারে ফায়সালা করা হইবে)। আলোচ্য হাদীছ সেই হাদীছের বিপরীত নহে যাহা আসহাবে সুনান কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته (নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হইবে তাহার নামাযের ব্যাপারে)। কেননা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছ حقوق العباد (বান্দার হক) সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর এবং নামাযের হিসাবের হাদীছ حقوق الله (আল্লাহ তাআলার হক) সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রয়োগ হইবে।

আর নাসায়ী শরীফে উভয় হাদীছই একসাথে হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যেমন, اول ما يحاسب العبد عليه صلاته و اول ما يقضى بين الناس فى الدماء (বান্দার হইতে সর্বপ্রথম তাহার নামাযের হিসাব নেওয়া হইবে এবং মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের ফয়সালা করা হইবে)। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম হিসাব হইবে নামাযের আর ফায়সালা হইবে খুনের। আর হিসাব এবং ফায়সালা ভিন্ন দুইটি বিষয় হওয়ায় হাদীছদ্বয়ে কোন বিরোধ থাকে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬০)

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুন একটি মারাত্মক, জঘন্য ও বিরাট অপকর্ম। কেননা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা-ই প্রথমে করা হয়। -(ফতহুল বারী ১২ঃ১৮৯)

(৪২৬০) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى ح قَالَ وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ "يُقْضَى". وَبَعْضُهُمْ قَالَ "يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ".

(৪২৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) ... তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন

খালিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ (রাযিঃ) এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তবে তাহাদের কেহ কেহ রাবী শুঁবা (রহ.) হইতে يُقْضَى (ফায়সালা করা হইবে) শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। আর কেহ কেহ يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ (মানুষের মধ্যে বিচার করা হইবে) বাক্য রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপাত করা এবং সম্মান ও সম্পদ নষ্ট করা হারাম, এই ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী

(৪২৬১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ - ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ". قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ " أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ " فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ " أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ " . قُلْنَا بَلَى. قَالَ " فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلاَّلاً - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ " . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ " . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ " وَرَجَبُ مُضَرَ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ " فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي " .

(৪২৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল হারিছ (রহ.) তাহারা ... আবূ বকরা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই যমানা আবর্তিত হইয়া স্বীয় অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে, যেই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। এক বছর হয় বারটি মাস, তন্মধ্যে চারিটি মাস হারাম (অতীব সম্মানিত, ইহাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ)। ইহার তিনটি মাস পর্যায়ক্রমিক– (১) যুল কা'দাহ, (২) যুল হিজ্জাহ এবং (৩) মুহাররম আর (৪র্থ হইল) রজব, মুযার গোত্রের মাস যাহা জুমাদাছ ছানী এবং শা'বান-এর মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কোন মাস? আমরা আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার (প্রেরিত) রাসূলই এই সম্পর্কে অধিক জানেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। ইহাতে আমাদের ধারণা হইল যে, তিনি হয়তো এই মাসের বর্তমান নাম ছাড়া অন্য কোন নামে নামকরণ করিবেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কি 'যুলহিজ্জাহ' মাস নহে? আমরা (জবাবে) আরয করিলাম, কেন না, নিশ্চয়ই। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কোন শহর? আমরা আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। রাবী বলেন, তিনি কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন, ইহাতে আমরা ধারণা করিলাম যে, তিনি হয়তো ইহার বর্তমান নামের স্থলে অন্য কোন নামে নামকরণ করিবেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কি (মক্কা) নগরী নহে? আমরা আরয করিলাম, কেন না, নিশ্চয়ই। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কোন দিন? আমরা আরয

করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। ইহাতে আমরা ধারণা করিলাম যে, তিনি হয়তো ইহার বর্তমান নামের স্থলে অন্য কোন নামে নামকরণ করিবেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কি ইয়াওমুন্নাহর (কুরবানীর দিন) নহে? আমরা আরয করিলাম, কেন না, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের জান ও মাল এবং রাবী মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আমার মনে হইতেছে যে, ইহার সহিত তিনি 'তোমাদের মান-সম্মান' কথাটি সংযুক্ত করিয়া ইরশাদ করিলেন, এইগুলি তেমন মর্যাদাপূর্ণ যেমন তোমাদের কাছে এই দিন, এই শহর এবং এই মাস মর্যাদাপূর্ণ। আর অচিরেই তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার সহিত মিলিত হইবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সুতরাং তোমাদের কেহ যেন আমার ওফাতের পর পুনরায় কুফরীতে কিংবা পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হইয়া একে অপরের গ্রীবায় আক্রমণ না করে। শুন! উপস্থিতরা যেন অবশ্যই অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই কথাগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। সম্ভবতঃ উপস্থিতগণ, যাহাদের কাছে আমার কথাগুলি পৌঁছাইয়া দিবে তাঁহারা হয়তো এখনকার শ্রোতাদের হইতে অধিকতর সংরক্ষণকারী হইবে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, জানিয়া রাখ, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার বিধান যথাযথভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছি?

রাবী ইবন হাবীব (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে وَرَجَبُ مُضَرَ (মুযার গোত্রের চিহ্নিত 'রজব' বলিয়াছেন)। আর রাবী আবূ বকর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে فَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِى (তোমরা আমার ওফাতের পর ফিরিয়া যাইও না তথা ধর্মান্তরিত হইও না) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الخ (নিশ্চয়ই যমানা আবর্তিত হইয়া স্বীয় অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে)। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, চন্দ্র মাসের যেই ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলির যে নাম ইসলামী শরীআতে প্রচলিত, তাহা মানব রচিত পরিভাষায় নহে; বরং রাব্বুল আলামীন যেই দিন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন সেই দিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সহিত সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আর এক বছর হয় বার মাসে। তন্মধ্যে চার মাস হইল নিষিদ্ধ। এই চার মাস যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত করা হারাম। তাই এই চারটি মাস সম্মানী, অতীব বরকতময়। ইহাতে ইবাদতের ছাওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম হওয়ার হুকুম ইসলামী শরীয়তে রহিত। আর দ্বিতীয় অর্থ তথা ইহার আদব ও সম্মান প্রদর্শন ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রহিয়াছে।

ইসলামের পূর্বে উল্লিখিত চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম ছিল। তাই আরবের জাহিলী যুগের লোকদের যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ করার প্রয়োজন হইত তখন এই মাসগুলিকে আগে পরে করিয়া দিত। আবূ উবায়দা (রহ.) বলেন, তাহারা পিছাইয়া দিত। যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (নিশ্চয়ই মাস পিছাইয়া দেওয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। -সূরা তাওবা, ৩৭) কাজেই তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনে মহররম মাসের নিষিদ্ধতা (حرمت) কে সফর মাসে স্থানান্তরিত করিত এবং তাহারা হজ্জের সময় ঘোষণা করিয়া দিত যে, এই বছর মহররম মাসের নিষিদ্ধতা (حرمت) কে সফর মাসে স্থানান্তর করা হইয়াছে। ফলে মহররম মাসে যুদ্ধ করা বৈধ এবং সফর মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।

অতঃপর তাহারা النسيئ (পিছাইয়া দেওয়া)-এর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিত। তাহাদের মধ্য কতক মহররম মাসের 'নিষিদ্ধতা' (حرمات) কে সফর মাসে রূপান্তরিত করিত। ইহা দ্বারা চন্দ্র বছরের হিসাবে কোন পরিবর্তন হইত না। আবার তাহাদের কতক كبس দ্বারা ব্যাখ্যা করিত। আর ইহা এইভাবে যে, তাহারা প্রতি

বৎসর এগারদিন কিংবা তিন বৎসরে এক মাস বৃদ্ধি করিত। ইহার ফলে اشهر حرم (হারাম ৪ মাস) স্বীয় স্থানে থাকিত না। কখনও তো যুলহিজ্জাহ মাসের সময়ে যুল কাদাহ কিংবা রমাযান পড়িয়া যাইত। উল্লেখ্য যে, আরবের লোকেরা পূর্বে চন্দ্রমাসের হিসাবে হজ্জ করিত। ফলে হজ্জ কোন সময় শীতকালে আবার কখনও গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যাইত। এই কারণেই আরবরা হজ্জকে সুবিধামত মৌসূমে আদায় করার জন্য সূর্য মাসের হিসাব মতে করিতে থাকে। আর ইহাকে كبس বলা হয়। যাহা হউক, প্রত্যেক বৎসর ১১ দিন কিংবা তিন বৎসরে এক মাস বৃদ্ধি করার কারণে প্রতি ৩৩ বছর কিংবা ৩৬ বৎসর পর প্রত্যেক মাস উহার আসল অবস্থানে ফিরিয়া আসে। এই ধারাবাহিকতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই বৎসর বিদায় হজ্জ করিয়াছিলেন সেই বৎসর কুদরতীভাবে হজ্জের মৌসূম আসল মাস যুলহিজ্জায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য হাদীছের বাক্য إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ الخ (নিশ্চয়ই যমানা আবর্তিত হইয়া স্বীয় অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে, যেই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন) তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬১-৩৬২ ও অন্যান্য)

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا (এক বছর হয় চারটি মাসে)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

(নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গণনার মাস হইল বারটি। আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টির দিন হইতে কিতাবে লিখিত। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। -সূরা তাওবা, ৩৬) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে (চন্দ্র) মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত। ইহাতে কম-বেশী করার কাহারও অধিকার নাই। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে শরীআতের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্র মাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্র মাসের হিসাব মতেই রোযা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করিতে হইবে। তবে কুরআন মাজীদে চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার জন্য মানদন্ডরূপে অভিহিত করিয়াছেন। لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর। -সূরা বনী ইসরাঈল-১২) অতএব চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়িয। তবে চন্দ্র মাসের হিসাব আল্লাহ তাআলার অধিকতর পছন্দ। তাই শরীআতের আহকামকে চন্দ্র মাসের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছেন। এই জন্য চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে কিফায়া। সকল উম্মত ইহার হিসাব ভুলিয়া গেলে সকলেই গুনাহগার হইবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রাখিয়া অন্যান্য সূত্রে হিসাব ব্যবহার করা জায়িয আছে। -(মাআরিফুল কুরআন, সূরা তাওবা)

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (তন্মধ্যে চারটি মাস হারাম তথা সম্মানিত) মহররম হইল বছরের প্রথম মাস, বছরের মধ্যবর্তী মাস হইল রজব এবং যুল কা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ বছরের শেষ দুই মাস। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬৪)

وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ (আর রজব হইল মুযার গোত্রের চিহ্নিত মাস)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, রজবকে মুযার গোত্রের সহিত বন্দীত্ব করিয়া উল্লেখ করার কারণ হইতেছে যে, যাহাতে সংমিশ্রণ দূর হইয়া যায়। কেননা মুযার এবং রবী'আ গোত্রের মধ্যে রজব মাস নির্দিষ্টকরণে মতানৈক্য ছিল। মুযার গোত্রের লোকেরা বর্তমানে প্রসিদ্ধ রজব মাসকেই রজব বলিত। যাহা জুমাদাল উখরা এবং শা'বান মাসের মধ্যবর্তীতে আছে। আর রাবীআ গোত্রের লোকেরা রমাযানকে রজব বলিয়া গণ্য করিত। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় মুযার গোত্রের 'রজব' বলিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দেন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬৫)

أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ (ইহা কোন মাস)? আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি প্রশ্ন করিয়াছেন। আর প্রত্যেক প্রশ্নের পর নীরবতা অবলম্বনের দ্বারা সাহাবাগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য। যাহাতে তাহারা বর্ণিত বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্নের জবাবে 'আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল অধিক জানেন' বলার বিষয়টি তাহাদের সুন্দর আদবের প্রকাশ। আর তাহারা জানিতেন যে, তাহারা যেই জবাব জানেন তাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অজানা নহে। আর ইহাও জানিতেন যে, তাহারা যেই জবাব জানেন তাহা শুধু এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য নহে। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬৬)

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا (তোমাদের এই দিনের মর্যাদার মত) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ১ঃ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা এবং ইহার পরবর্তী তুলনামূলক উপমাটি শ্রোতামন্ডলীর ধারণার প্রেক্ষিতে বলিয়াছেন। কেননা, এই শহর, মাস এবং দিনের সম্মান তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল ও স্বীকৃত ছিল। পক্ষান্তরে মানুষের জান, মাল এবং সম্মান। জাহিলী যুগের লোকেরা মানুষের জান, মাল ও সম্মান নষ্ট করা বৈধ মনে করিত। এই কারণেই তাহাদের সামনে শরীআতের বিধান উপস্থাপন করিয়া দিলেন যে, এই শহর, মাস এবং দিনের নিষিদ্ধতা (حرمت) ও সম্মান অপেক্ষা মুসলমানের রক্তপাত, তাহাদের মাল এবং সম্পদের নিষিদ্ধতা (حرمت) ও সম্মান রক্ষা করা আরও বড়। সুতরাং এই স্থানে প্রশ্ন করা যায় না যে, مشبه (উপমিত) হইতে مشبه به (উপমান) মর্যাদার দিক দিয়া অনেক কম। তাই উপমা কিভাবে দেওয়া হইল? কেননা, শরয়ী এই বিধান বর্ণনা করার সময় শ্রোতাদের পূর্বেকার ধারণা-বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া যায়। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬৬)

(৪২৬২) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ "أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ "أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ". قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا". قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ". قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا". قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ". قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

(৪২৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ঐদিন (কুরবানীর দিন) উপস্থিত হইল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উটের উপর আরোহণ করিলেন। আর এক ব্যক্তি তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা কি অবগত আছ যে, আজ কোন্ দিন? উপস্থিত সাহাবাগণ আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার (মনোনীত) রাসূল অধিক জানেন। এমনকি আমরা ধারণা করিলাম যে, তিনি হয়তো বর্তমান নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে নামকরণ করিবেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আজকের দিন কি কুরবানীর দিন নহে? আমরা আরয করিলাম, কেন না, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (প্রশ্নাকারে) ইরশাদ করিলেন ঃ ইহা কোন্ মাস? আমরা আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার (মনোনীত) রাসূল অধিক জানেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কি যুলহিজ্জাহ মাস নহে? আমরা আরয করিলাম, কেন না, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কোন্ শহর? আমরা আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। রাবী বলেন, আমরা ধারণা করিলাম যে, হয়তো তিনি ইহার বর্তমান নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে

নামকরণ করিবেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কি (মক্কা) শহর নহে? আমরা আরয করিলাম, কেন না, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জান, মাল এবং মান-সম্মান (নষ্ট করা) তোমাদের উপর অনুরূপ হারাম, যেইরূপ তোমাদের জন্য আজকের দিন, এই মাস এবং এই শহরের পবিত্রতা নষ্ট করা হারাম। তোমাদের উপস্থিত লোকগণ অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার এই বাণী অবশ্যই পৌঁছাইয়া দিবে। অতঃপর তিনি সাদা কালো মিশ্রিত রং-এর দুইটি ভেড়ার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং দুইটিই যবেহ করিলেন। আর একটি ছাগলের ছোট পালের দিকে, উহা আমাদের মধ্যে মন্টন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ (অতঃপর তিনি দুইটি ভেড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন)। দারা কুতনী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাবী ইবন আওন (রহ.) নিজ ধারণায় এই বাণীটি আলোচ্য হাদীছের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী ৪২৬৪ নং মুহাম্মদ বিন সীরীন সূত্রে আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে এই অংশটি নাই। আর ইমাম বুখারী (রহ.) ও রাবী ইবন আওন (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছে এই অতিরিক্ত অংশটি ছাড়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ এই অতিরিক্ত অংশটি ঈদুল আযহার প্রদত্ত খুতবায় বর্ণিত হাদীছের শেষাংশ। রাবী সন্দেহে পতিত হইয়া বিদায় হজ্জের খুতবায় বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। কিংবা উভয়টি পৃথক হাদীছ, একটি অপরটির সহিত সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৬৮, নওয়াভী ২ঃ৬১)

أَمْلَحَيْنِ শব্দটি املح এর দ্বিবচন। সাদাকালো মিশ্রিত রং-এর সাদা বেশী। আর جزيعة শব্দটি ج বর্ণে পেশ এবং ز বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর কতক রিওয়ায়ত করেন ج বর্ণে যবর এবং ز বর্ণে যের দ্বারা উভয়ই সহীহ। অর্থ হইল বকরীর ছোট পাল। -(নওয়াভী ২ঃ৬১)

(৪২৬৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ قَالَ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِزِمَامِهِ أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

(৪২৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন সেই (কুরবানীর) দিন উপস্থিত হইল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর বসিলেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি উহার زمام (লাগাম) কিংবা রাবী বলেন, خطام (লাগাম) ধরিয়া রাখিয়াছিল। অতঃপর তিনি রাবী ইয়াযীদ বিন যুরায় (রাযিঃ)-এর হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪২৬৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ "أَىُّ يَوْمٍ هَذَا". وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَذْكُرُ "وَأَعْرَاضُكُمْ". وَلاَ يَذْكُرُ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ "كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ "اللَّهُمَّ اشْهَدْ".

(৪২৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তাহারা ... আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা (কুরবানীর) দিন আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন ঃ আজ কোন্ দিন? অতঃপর তাহারা রাবী ইবন আওন (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহারা وَأَعْرَاضَكُمْ (এবং তোমাদের মান-সম্মান) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই। আর ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ (অতঃপর তিনি দুইটি ভেড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন) হইতে পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীছে "তোমাদের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের পবিত্রতার ন্যায়" হইতে আরম্ভ করিয়া يَوْمِ تَلْقَوْنَ الخ (যেই দিন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার সহিত মিলিত হইবে। সতর্কতার সহিত জানিয়া রাখ! আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছি? তখন সকলেই বলিল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন) পর্যন্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ صِحَّةِ الإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হত্যার স্বীকারোক্তি এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাস গ্রহণের সুযোগ দান বৈধ। হত্যাকারী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা মুস্তাহাব

(৪২৬৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَقَتَلْتَهُ". فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ نَعَمْ. قَتَلْتُهُ قَالَ "كَيْفَ قَتَلْتَهُ". قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ". قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ "فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ". قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ. وَقَالَ "دُونَكَ صَاحِبَكَ". فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ". فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ". وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ". قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى. قَالَ "فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ". قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(৪২৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আম্বারী (রহ.) তিনি ... আলকামা বিন ওয়ায়িল (রহ.) স্বীয় পিতা ওয়ায়িল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে চামড়ার দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নিয়া আগমন করিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তাহাকে হত্যা করিয়াছ? তখন অভিযোগকারী লোকটি বলিল, যদি সে উহা স্বীকার না করিত, তাহা হইলে আমি তাহার উপর সাক্ষী দাঁড় করাইতাম। সে জবাবে বলিল, হ্যাঁ আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কিভাবে হত্যা করিয়াছ? সে বলিল, আমি এবং সে বৃক্ষের পাতা

সংগ্রহ করিতেছিলাম। এক পর্যায়ে সে আমাকে গালি দিল। তখন আমি ক্রোধান্বিত হইয়া কুঠার দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করিলাম। এইভাবেই আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কি এমন সম্পদ আছে যাহা দ্বারা 'দিয়্যাত' আদায় করিতে পারিবে। জবাবে সে আরয করিল, আমার নিকট একটি কম্বল ও কুঠার ব্যতীত আর কিছুই নাই। তখন তিনি বলিলেন, তোমার গোত্রের লোকেরা কি তোমাকে মুক্ত করাইয়া নিবে? সে বলিল, আমার গোত্রের লোকদের নিকট আমার এতখানি মর্যাদা নাই। সুতরাং, তিনি তাহার বন্ধনের দড়ি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের দিকে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার সাথীকে ধরিয়া রাখ। সে তখন তাহাকে নিয়া চলিল। অতঃপর যখন সে পিছনের দিকে ফিরিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে যদি তাহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে সেও তাহার অনুরূপ হইয়া গেল। এই বাণী শ্রবণের পর সে ফিরিয়া আসিল এবং আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, আপনি ইরশাদ করিয়াছেন যদি সে তাহাকে হত্যা করে তাহা হইলে সে-ও তাহার অনুরূপ হইয়া গেল। আমি তো তাহাকে আপনার হুকুমেই ধরিয়া নিয়া যাইতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি ইহা চাও যে, সে তোমার এবং তোমার ভাইয়ের গুনাহের বোঝা গ্রহণ করুক। তখন সে আরয করিল, তাহাই কি হইবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, কেন না, নিশ্চয়ই। তখন সে আরয করিল, যদি অনুরূপই হয় (তাহা হইলে ভাল)। রাবী বলেন, অতঃপর সে তাহার বন্ধনের দড়ি নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ (তোমার কি এমন সম্পদ আছে যাহা দ্বারা দিয়্যাত আদায় করিতে পারিবে?) অর্থাৎ (খুনের বদলায় খুন) হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য। আলোচ্য হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুনীকে দিয়্যাত দেওয়ার সম্মতির বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার দ্বারা হানাফীগণ প্রমাণ পেশ করিয়াছেন যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলায় দিয়্যাত আদায় করিতে হইলে খুনীর সন্তুষ্টি অত্যাবশ্যক। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ নিজের পক্ষ হইতে দিয়্যাত চাপাইয়া দিতে পারিবে না। ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম ছাওরী (রহ.)-এর অভিমতও।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণের ইচ্ছাধীন রহিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে কিসাস নিবে কিংবা দিয়্যাত গ্রহণ করিবে। সুতরাং তাহারা যদি কিসাসের স্থলে দিয়্যাত গ্রহণ করিতে চায় তাহা হইলে হত্যাকারী অত্যাবশ্যকভাবে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে। তাহাদের দলীল হইতেছে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ। উহাতে আছে من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - اما ان يفدى و اما ان يقتل (কোন ব্যক্তি অপর কাহাকেও হত্যা করিলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ দুইটির কোন একটির অধিকার লাভ করিবে ঃ হয়তো কিসাস নিবে কিংবা দিয়্যাত গ্রহণ করিবে।) ইহা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর স্বীয় সহীহ মুসলিম গ্রন্থের কিতাবুল হজ্জ-এর শব্দ। আর ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ বুখারী গ্রন্থের باب كتابة العلم এর শব্দ হইতেছে যে, فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُّعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُّقَادَ أَهْلَ الْقَتِيلِ (আর যদি কেহ নিহত হয় তাহা হইলে তাহার আপনজনের জন্য দুইটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রহিয়াছে। হয়তো তাহার 'দিয়্যাত' গ্রহণ করিবে কিংবা 'কিসাস' নিবে)।

আর হানাফী ও মালিকী মতাবলম্বীগণের দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছ। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, তাহারা কি কিসাস নিবে কিংবা দিয়্যাত গ্রহণ করিবে? বরং তিনি হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, সে কি দিয়্যাত দিতে প্রস্তুত কি না? অতঃপর সে যখন দিয়্যাত দিতে অপারগতা প্রকাশ করিল তখন তিনি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে দড়ি হস্তান্তর করিলেন যাহাতে তাহারা কিসাস নিতে পারে। যদি খুনী ব্যক্তির রেযামন্দী ছাড়া নিহত ব্যক্তির অভিভাবক নিজের ইচ্ছায়

দিয়্যাত গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, খুনীকে জিজ্ঞাসা করিতেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭০-৩৭১)

دُونَكَ صَاحِبَكَ (তুমি তোমার সাথীকে ধরিয়া রাখ)। অর্থাৎ خذ صاحبك فاستقد منه ان شئت (তুমি তোমার সাথীকে ধর এবং তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার হইতে কিসাস নিতে পার)। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭১)

إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ (সে যদি তাহাকে হত্যা করে তাহা হইলে সেও তাহার অনুরূপ হইয়া গেল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বাক্যের সহীহ ব্যাখ্যা হইতেছে যে, উভয়ই এই ব্যাপারে সমান হইয়া গেল যে, কাহারও উপর কাহারও ফযীলত ও ইহসান প্রতিষ্ঠিত হইল না। পক্ষান্তরে খুনীকে যদি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে তাহার উপর অনুগ্রহ হইত এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবক মর্যাদার অধিকারী হইত এবং কিয়ামতের দিন ছাওয়াব পাইত। অধিকন্তু দুন্‌ইয়াতে প্রশংসার ভাগী হইত। আর কেহ বলিয়াছেন, হত্যা করার ব্যাপারে উভয়ই বরাবর হইয়া গেল। যদিও একটি হত্যা হারাম আর অপর (কিসাসরূপে) হত্যা মুবাহ তথা জায়িয। কিন্তু ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের দিক দিয়া উভয়ই সমান হইল। আলোচ্য বাক্যটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই।

কিন্তু বাক্যটির দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তাহাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করার দ্বারাও দোষী সাব্যস্থ হইয়া শাস্তির উপযোগী হইবে। যেমন খুনী শাস্তির উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতভাবে ইহার মর্ম এইরূপ নহে; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা, ক্ষমা উভয় পক্ষের জন্য হিতকর হইবে। ইহা দ্বারা খুনী মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইল এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ক্ষমার জন্য ছাওয়াবের অধিকারী হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭১-৩৭২)

(৪২৬৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ". فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَلَّى عَنْهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى.

(৪২৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ওয়ায়িল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইল, যে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল। তখন তিনি নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে তাহার হইতে কিসাস গ্রহণের জন্য অনুমতি দিলেন। তখন সে তাহাকে নিয়া চলিল এমন অবস্থায় যে, তাহার গলায় একটি চামড়ার রশি ছিল। যাহা দ্বারা তাহাকে টানিয়া নিয়া যাইতেছিল। যখন সে ফিরিয়া যাইতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। রাবী বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন এবং তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ শুনাইলেন। সে তখন হত্যাকারীকে ছাড়িয়া দিল।

রাবী ইসমাঈল বিন সালিম (রহ.) বলেন, আমি এই ঘটনা হাবীব বিন সাবিত (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট ইবন আশওয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে (নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে ইতোপূর্বে) বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহা অস্বীকার করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ (হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী)। আল্লামা মাযূরী (রহ.) বলেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কিসাস গ্রহণের জন্য জাহান্নামী নহে; বরং অন্য কারণে যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন। কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বারবার ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা বলার পর সে ক্রোধান্বিত হইয়া তাহা অস্বীকার করার কারণে জাহান্নামী হইবে।

আর কেহ কেহ বলেন, اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ বাক্যের মর্ম এই দুই ব্যক্তি (হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অভিভাবক) মর্ম নহে। কেননা, অভিভাবকের জন্য কিসাস গ্রহণ করা শরীয়তে বৈধ। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি এতদুভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। কেননা, নিহত ব্যক্তিও বাদানুবাদের সময় হত্যাকারীকে হত্যার ইচ্ছা করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সে নিহত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অভিভাবক এই বাক্য শ্রবণের পর ইহার বিশেষ মর্ম অনুধাবন না করিয়া ব্যাপক অর্থে বুঝিয়াছে। ফলে হত্যাকারীকে ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৩)

بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়্যাত এবং ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়্যাত, অপরাধীর অভিভাবকের উপর অর্পিত হওয়া সম্পর্কে

(৪২৬৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

(৪২৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযাইল গোত্রের দুইজন মহিলা একে অপরের প্রতি (পাথর) নিক্ষেপ করিল তাহাতে আহত মহিলার গর্ভপাত হইয়া গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার ফায়সালায় উত্তম একটি গোলাম কিংবা একটি বাঁদী আদায় করার হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ (দুইজন মহিলা)। একজনের নাম মুলাইকা আর অপরজনের নাম উম্মু গুতাইফ। এতদুভয় পরস্পর সতীন ছিল। তাহাদের স্বামীর নাম ছিল হামাল বিন মালিক বিন নাবিগা আল হুযালী। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৪)

مِنْ هُذَيْلٍ (হুযাইল গোত্রের)। অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তবে পরবর্তী রিওয়ায়তে বনূ লিহইয়ান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলতঃ এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা, লিহইয়ান হুযাইল গোত্রের একটি শাখা গোত্র। -(আল ফাতহ লি হাফিয ১২ঃ২৪৭) তবে অন্য এক রিওয়ায়তে আছে হামাল বিন মালিকের দুইজন স্ত্রী ছিল। একজন লেহইয়ানিয়া আর অন্য জন মুআবিয়া। -(ইসবা ৩ঃ২৭, তাকমিলা ২ঃ৩৭৪)

رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (একজন অন্যজনের প্রতি (পাথর) নিক্ষেপ করে)। হামাল বিন মালিক সম্পর্কে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ তিবরানী গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, "একদা তাহারা উভয়ে একত্রিত হইল। অতঃপর পরস্পরে বাদানুবাদে লিপ্ত হইয়া মুআবিয়া একটি পাথর উত্তোলন করতঃ উহা গর্ভবতী লিহইয়ানিয়ার (পেটের) উপর নিক্ষেপ করিল। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৫)

فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا (ফলে আহত মহিলার গর্ভপাত হইয়া গেল)। অর্থাৎ সে তাহার পেটের উপর আঘাত করিল। ফলে তাহার পেটের বাচ্চাটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হইয়া গেল। আর الجنين বলা হয় গর্ভে থাকাকালীন বাচ্চাকে। এই নামে নামকরণের কারণ হইল ইহার মূল শব্দের মধ্যে লুকায়িত থাকার অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। গর্ভের বাচ্চা যেহেতু লুকায়িত থাকে সেহেতু ইহাকে جنين বলে। কাজেই বাচ্চা যদি জীবিত ভূমিষ্ট হয় তাহা হইলে ইহাকে ولد বলে। আর যদি মৃত ভূমিষ্ট হয় তাহা হইলে ইহাকে سقط (س বর্ণে যের ও ق বর্ণে সাকিন) বলা হয়। আর কখনও মৃত ভূমিষ্ট বাচ্চাকেও جنين বলা হয়। আল্লামা বাজী (রহ.) স্বীয় শরহে মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেন, جنين হইল মহিলার গর্ভপাত ولد (সন্তান)। ছেলে হউক কিংবা মেয়ে, যখন সে ভূমিষ্টের পর চিৎকার না দেয়। -(ফতহুল বারী ১২ঃ২৪৭, তাকমিলা ২ঃ৩৭৫)

بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (উত্তম একটি গোলাম কিংবা দাসী দ্বারা ...) غرة শব্দটি غ বর্ণে পেশ এবং ر বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইবনুল আছীর বলেন, الغرة হইল উত্তম তথা মূল্যবান গোলাম কিংবা উত্তম বাঁদী। মূলতঃ غرة বলা হয় ঘোড়ার কপালের শুভ্র রেখাকে। আর আবূ আমর বিন আলা (রহ.) বলেন, শুভ্র গোলাম কিংবা শুভ্র বাঁদীকে غرة বলে। -(জামিউল উসূল ৪ঃ৪৩০)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় আল ফাতহ গ্রন্থের ১২ঃ২৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, غرة শব্দটি উত্তম কোন বস্তুকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষ হউক কিংবা অন্যকিছু। পুরুষ হউক কিংবা মহিলা। আর কেহ কেহ বলেন, শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই غرة শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেননা, মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৫)

عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (গোলাম কিংবা দাসী)। আল্লামা ইসমাঈলী বলেন, সাধারণভাবে اضافت (সম্বন্ধযুক্ত) দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ عبد কিংবা امة শব্দদ্বয়ের দিকে غرة শব্দটি اضافت (সম্বন্ধযুক্ত) করিয়া পড়া যায়। তাহা ছাড়া غرة শব্দটিকে তানভীনের সহিতও পাঠ করা যায়। তখন عبد শব্দটি غرة এর بدل হইবে।

হাদীছের শারেহগণের এই বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে যে, غرة শব্দের ব্যাখ্যায় যে عبد কিংবা امة শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যা না-কি রাবীর ব্যাখ্যা? কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, عبد او امة বাক্যটি মারফূ হাদীছের অংশ এবং ইহার উপরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শেষ হইয়াছে। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ইহা রাবীর ব্যাখ্যা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী غرة পর্যন্ত শেষ। তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, প্রকাশ্য যে, عبد او امة বাক্যও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী। কেননা, এই হাদীছের ঘটনাটি আট জন সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের বর্ণিত হাদীছেই এই তাফসীর অংশ তথা عبد او امة উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই এত সংখ্যক সাহাবীর নিজেদের পক্ষ হইতে غرة শব্দে একই ব্যাখ্যা করার বিষয়টি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বলাবাহুল্য এই তাফসীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, عبد এবং امة এতদুভয় غرة অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ফলে এতদুভয় দ্বারা جنين এর দিয়্যাত পরিশোধ করা যাইবে। আর ইহার উপর সকল ইমাম একমত। আল্লামা তাউস (রহ.) বলেন, فرس (ঘোড়া)ও غرة এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে ইহা দ্বারা দিয়্যাত আদায় করা যাইবে। কতক বিশেষজ্ঞ তাহার পক্ষ হইতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন যে, قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرة عبد او امة او فرس او بغل (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম جنين (গর্ভপাত মৃত বাচ্চা)-এর ফায়সালায় উত্তম একটি গোলাম, দাসী, ঘোড়া কিংবা খচ্চর দ্বারা আদায় করার নির্দেশ দিলেন)। -(আবূ দাউদ ২ঃ২৭৩)

কিন্তু জমহুরে উলামা বলেন, হাদীছটি অনেক সনদে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু কোন রিওয়ায়তেই او فرس او بغل শব্দের উল্লেখ নাই। কেবল রাবী ঈসা বিন ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। যাহাতে তিনি

একক। (আল-মুগনী ৯ঃ৫৪০)। সম্ভবতঃ ইহা তাউস (রহ.)-এর পক্ষ হইতে غـرة শব্দের ব্যাখ্যা। ফলে কতক রাবী ধারণায় পতিত হইয়া হাদীছে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন বায়হাকী (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে ৮ঃ১১৫ পৃষ্ঠায় হাম্মাদ বিন যায়দ হইতে, তিনি আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে, তিনি তাউস (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) লোকদেরকে جـنـيـن সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হাদীছ উল্লেখ শেষে বলেন قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين غرة وقال طاوس الفرس غرة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম جـنـيـن -এর ফায়সালায় উত্তম দ্বারা আদায় করার নির্দেশ দিলেন, আর তাউস (রহ.) বলেন, غـرة শব্দটি فـرس (ঘোড়া)-এর উপর প্রয়োগ করা অধিক উপযুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

দিয়্যাতের পরিমাণ ঃ ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে غـرة -এর মূল্য পূর্ণ দিয়্যাতের বিশ ভাগের এক ভাগ। আর তাহা হইল ৫টি উট। কেননা, পূর্ণ দিয়্যাত হইল একশত উট। ইহা ইমাম নখয়ী, শা'বী, রবীআ, কাতাদা, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখের অভিমত।

হিদায়া গ্রন্থকার উহার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ غرة عبد او امة او خمس مائة (جـنـيـن এর দিয়্যাতে একটি উত্তম গোলাম কিংবা উত্তম বাঁদী কিংবা পাঁচশত দিরহাম প্রদানের ফায়সালা করিয়াছিলেন) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। আর এই হাদীছ হায়ছামী (রহ.) স্বীয় যাওয়ায়িদ গ্রন্থের ৬ঃ৩০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার শব্দ নিম্নরূপ ঃ

فيه غرة عبد او امة او خمسمائة او فرس او عشرون و مائة شاة

(ইহাতে একটি গোলাম, বাঁদী, পাঁচশত দিরহাম, ঘোড়া কিংবা একশত বিশটি বকরী আদায় করিবে)। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, এই হাদীছে فـرس (ঘোড়া) শব্দের উল্লেখ বর্ণনাকারীর ধারণা (অন্যথায় ইহা তাউস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা) আর একশত বিশটি বকরী সম্ভবতঃ মূল্যের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সময় হয়তো একশত বিশটি বকরীর মূল্য পাঁচশত দিরহাম ছিল। আর স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ করিলে পঞ্চাশ দীনার। যেমন ইবন আবী শায়বা স্বীয় গ্রন্থের ৯ঃ২৫০ পৃষ্ঠায় যায়দ বিন আসলাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) غـرة -এর মূল্য পঞ্চাশ দীনার নির্ধারণ করেন। আর আবূ দাউদ (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থের ২ঃ২৭৩ পৃষ্ঠায় ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, الغرة خمس مائة يعنى درهما (গুররা-এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম) আর রাবীআ বিন আবূ আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, তাহা হইল পঞ্চাশ দীনার।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, উম্মতের ফকীহগণ خـمـسـمـائـة (কিংবা পাঁচশত দিরহাম) দ্বারা বুঝিয়াছেন যে, جـنـيـن -এর দিয়্যাত, পূর্ণ দিয়্যাতের বিশ ভাগের এক ভাগ। ইহা এক প্রকারের ইজমা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৫-৩৭৮)

(৪২৬৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

(৪২৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ লিহইয়ান সম্প্রদায়ের এক মহিলার বাচ্চা মৃত গর্ভপাত ঘটাইয়া দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত মহিলার প্রতি একটি উত্তম গোলাম কিংবা একটি উত্তম দাসী প্রদানের হুকুম দেন। অতঃপর যেই মহিলাকে (দিয়্যাত হিসাবে) غـرة (একটি উত্তম গোলাম কিংবা উত্তম দাসী) প্রদানের জন্য ফায়সালা করিয়াছিলেন সেই (আঘাতপ্রাপ্তা) মহিলা

মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিতীয়) ফায়সালা দিলেন যে, মৃত মহিলার ওয়ারিছ হইবে তাহার সন্তান এবং স্বামী। আর দিয়্যাত আদায় করিবে হত্যাকারিণীর আসাবাগণ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قُضِىَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ (অতঃপর যেই মহিলাকে غرة (দিয়্যাত হিসাবে গোলাম কিংবা বাঁদী) প্রদানের জন্য ফায়সালা করিয়া দিলেন, সেই (আঘাত প্রাপ্তা) মহিলা মারা গেল)। হাদীছের এই অংশের প্রকাশ্য অর্থ এইরূপ বুঝা যায় যে, আঘাতকারিণী মহিলার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু ইহার এই মর্ম নহে; বরং আঘাত প্রাপ্তা মহিলাই মারা গিয়াছিল। যেমন পরবর্তী (৪২৬৯নং) হাদীছে স্পষ্টভাবে আছে فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا (আঘাতকারিণী (পাথর দ্বারা আঘাত করিয়া) উক্ত মহিলা এবং তাহার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে)। কাজেই আলোচ্য হাদীছের এই বাক্য الَّتِى قُضِىَ عَلَيْهَا (যাহার উপর غرة -এর ফায়সালা ...)-এর মর্ম التى قضى لها بالغرة (যাহার জন্য غرة -এর ফায়সালা ...) হইবে। (এই হিসাবে হাদীছের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে)। কাযী ইয়ায ও শারেহ নওয়াভী (রহ.) অনুরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, আলোচ্য বাক্যটির এই মর্মও হইতে পারে যে, সতীনকে হত্যা করার পর আঘাতকারিণী মহিলাটিও মারা গিয়াছিল। আল মুগনী ৯ঃ৫১৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপই আছে। আর সম্ভবতঃ হাদীছের রাবীর এই মর্ম নহে যে, দিয়্যাত আদায় করার পর আঘাতকারিণী মহিলা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে; বরং এমন অর্থের সম্ভবনা রহিয়াছে যে, পরবর্তী সময়ে যখন আঘাতকারিণী মহিলা মারা যায় তখন তাহার অভিভাবকরা এই বলিয়া মীরাছের দাবী করে যে, আমরা যেহেতু তাহার পক্ষে দিয়্যাত আদায় করিয়াছি সেহেতু আমরাই মীরাছ পাইব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিলেন যে, মীরাছ পাইবে কেবল ওয়ারিছরা তথা সন্তান-সন্ততি ও স্বামী। যদিও দিয়্যাত আদায় করিয়াছে সকল عاقلة (অভিভাবক) গণ। আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) স্বীয় বজলুল মজহুদ গ্রন্থের ৫ঃ১৮৪ পৃষ্ঠায় অনুরূপ ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৮)

وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (আর দিয়্যাত আদায় করিবে আঘাতকারিণীর আসাবাগণ)। এই বাক্যে ها সর্বনামটি আঘাতকারিণীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম جنين (মৃত বাচ্চা গর্ভপাত)-এর দিয়্যাত غرة (উত্তম গোলাম কিংবা দাসী) এবং তাহার মা হত্যার বদলায় পূর্ণ দিয়্যাত দেওয়া ওয়াজিব করিয়া দেন। আর তিনি এই হত্যাকান্ডকে قتل شبه العمد (অনিচ্ছাকৃত হত্যা)-এর উপর প্রয়োগ করিয়া কিসাসের হুকুম না দিয়া দিয়্যাত আদায় করা অত্যাবশ্যক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৪২৬৯) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِىُّ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ". مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِى سَجَعَ.

(৪২৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজাইবী (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হুযাইল সম্প্রদায়ের দুইজন মহিলা পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হইয়া একজন অপরজনকে

পাথর দ্বারা আঘাত করিল। ইহাতে সে ঐ মহিলা এবং তাহার গর্ভের বাচ্চাকে মারিয়া ফেলিল। অতঃপর নিহত মহিলার অভিভাবকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে অভিযোগ দায়ের করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করিলেন যে, মৃত গর্ভপাত বাচ্চার দিয়্যাত একটি গোলাম কিংবা বাঁদী প্রদান করা এবং নিহত মহিলা (বাচ্চার মা) হত্যার বদলায় পূর্ণ দিয়্যাত আদায় করা হত্যাকারিণীর অভিভাবকদের উপর অত্যাবশ্যক করিয়া দিলেন। আর হত্যাকারিণী মহিলার ওয়ারিছ হইবে তাহার সন্তান এবং তাহার সহিত অন্যান্য যাহারা ওয়ারিছ আছে। হামাল ইবন নাবিগা আল হুযালী (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কেন এমন বাচ্চার ক্ষতিপূরণ (দিয়্যাত) দিব, যে পান করে নাই, খাবার গ্রহণ করে নাই, কথা বলে নাই এবং জন্মের পরপর চিৎকারও দেয় নাই। ফলে এই ধরণের হত্যা তো ক্ষমাযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির এমন সকল ছন্দময় বাক্য শ্রবণের পর ইরশাদ করিলেন, এই লোকটি যেন গণকের ভাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (এবং নিহত মহিলা (বাচ্চার মা) হত্যার বদলায় পূর্ণ দিয়্যাত আদায় করা হত্যাকারিণীর অভিভাবকদের উপর অত্যাবশ্যক করিয়া দিলেন)। قتل خطأ (ভুলক্রমে হত্যা) কিংবা قتل شبه عمد (অনিচ্ছাকৃত হত্যা)-এর ক্ষেত্রে عاقلة (অভিভাবক)-এর উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হইবার ব্যাপারে এই হাদীছই اصل (মূল)।

عاقله (ঐ সকল লোককে বলা হয় যাহারা দিয়্যাতের বোঝা বহন করে (هى التى تحمل العقل) দিয়্যাতকে عقل এই জন্য বলা হয় যে, ইহা মানুষকে রক্ত প্রবাহিত করা হইতে বিরত রাখে। আর عقل শব্দের শাব্দিক অর্থ বাধা। ইহা মানুষকে রক্ত প্রবাহিত করার মত মারাত্মক অপরাধ হইতে বাধিয়া (বিরত) রাখে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

عاقله কাহারা? ইহা নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য হইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সর্বাবস্থায়ই হত্যাকারীর আসবাব-ই عاقلة (অভিভাবক) হইবে। অর্থাৎ তাহার মৃত্যুর পর যাহারা আসাবা হিসাবে ওয়ারিছ হইবে। -(আল মুগনী ৯ঃ৫১৬)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, যাহারা সর্বদা বালা-মুসীবতে সাহায্য-সহযোগিতা করিয়া থাকে তাহারাই عاقلة (অভিভাবক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে গোত্রসমূহের ভিত্তিতে সাহায্য-সহযোগিতার প্রচলন ছিল। কাজেই স্বগোত্রের লোকেরাই عاقلة (অভিভাবক) হিসাবে গণ্য। পরবর্তীতে হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে যখন ديوان (দফতর) প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন عاقلة এর মধ্যে পরিবর্তন হয়। আর اهل ديوان (দফতরের কর্মরতগণ) পরস্পর اهل التناصر (সাহায্য-সহযোগিতাকারী) হয়। কাজেই এখন اهل الديوان (দফতরের কর্মরতগণ) عاقلة হিসাবে গণ্য হইবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) স্বীয় কিতাবুল আছার গ্রন্থে হযরত আবূ হানীফা (রহ.) হইতে, তিনি আমির (রহ.) হইতে, তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, انه فرض الدية على اهل الورق عشرة الاف و على اهل الذهب الف دينار وكل ذلك على اهل الديوان (তিনি চান্দি দিয়া দিয়্যাত পরিশোধকারীর জন্য দশ হাজার দিরহাম এবং স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধকারীর জন্য এক হাজার দীনার ফরয করিয়াছেন)।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের দলীল হইতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হত্যাকারীর বংশের লোকেরাই عقل (দিয়্যাত) পরিশোধ করিত। আর ইহা পরবর্তীতে মানসূখ-ও হয় নাই।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমাদের (হানাফীদের) দলীল হযরত উমর (রাযিঃ)-এর ঘটনা। তিনি যখন ديوان প্রতিষ্ঠা করেন তখন اهل ديوان কেই عاقلة হিসাবে গণ্য করেন। আর তখন সাহাবায়ে কিরামের কেহই বিরোধীতা করেন নাই; বরং সর্বান্তকরণে মানিয়া নিয়াছেন। আর ইহা রহিতও হয় নাই; বরং ইহা যথাযথ

প্রয়োগ। কেননা, সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতেই عاقلة গণ্য হয়। আর ইহা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যেমন, আত্মীয়তা, সুসম্পর্ক, পেশা, দল, জাতি-গোত্র ইত্যাদির সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়। আর হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে ديوان প্রতিষ্ঠার পর উপর্যুক্ত সকল প্রকারই ইহার অধীনে আসিয়া যায়। এই কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, বর্তমান যুগে এক পেশার লোকেরা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করিয়া থাকে। ফলে এক পেশায় একই স্থানে নিয়োজিত সকলেই عاقلة হিসাবে গণ্য হইবে। অধিকন্তু বর্তমানে কর্মচারী ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা হইয়া পরস্পর সহযোগিতা করে এই কারণে কর্মচারীর জন্য কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যগণ এবং দলের কর্মীর জন্য রাজনৈতিক দল عاقلة হিসাবে গণ্য হইবে। আর যদি কোন হত্যাকারীর সাহায্য-সহযোগিতাকারী কোন দল না থাকে তাহা হইলে বায়তুল মাল হইতে তাহার দিয়্যাত আদায় করিবে, যদি বায়তুল মালে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে। আর যদি বায়তুল মালে প্রাচুর্যতা না থাকে তাহা হইলে হত্যাকারীর মাল হইতে দিয়্যাত আদায় করিবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) বলেন, বায়তুল মালে যদি প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকে তাহা হইলে হত্যাকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭৯-৩৮০)

فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ (তখন হামাল ইবন নাবিগা আল-হুযালী (রাযিঃ) আরয করিলেন)। حمل শব্দটি ح এবং م বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। হামাল ইবন নাবিগা মূলতঃ হামাল বিন মালিক বিন নাবিগা। দাদা نابغة (নাবিগা)-এর সহিত نسبت (সম্বন্ধযুক্ত) করিয়া ابن نابغة (ইবন নাবিগা) বলা হইয়াছে। আর তিনি ঘটনার উল্লিখিত মহিলাদ্বয়ের স্বামী। -(তাকমিলা ২ঃ৩৮১)

كَيْفَ أَغْرَمُ (আমরা কিভাবে ইহার ক্ষতিপূরণ (ديات) প্রদান করিব যে, ...)। এই বাক্যটি দিয়্যাত প্রদানের ফায়সালাকৃত হত্যাকারিণী মহিলার স্বামী হামাল বিন মালিক-এর। কেননা, তিনি তাহার আসাবা। কিন্তু আহমদ ও তিরবানীর রিওয়ায়তের দ্বারা বুঝা যায় কথাটি নিহতের ভাই আ'লা বিন মাসরূহ-এর। আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) ইহা বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। তবে অপর রিওয়ায়ত দ্বারা ইহার সমন্বয় হয়। যেমন, আভীম (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আ'লা বিন মাসরূহকে দিয়্যাত আদায়ের জন্য বলেন, অতঃপর তিনি যখন নিঃস্ব হওয়ার উযর পেশ করিয়া অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, তখন হামাল বিন মালিকের নিকট দিয়্যাত তলব করিলেন। কেননা, সে সংশ্লিষ্ট মহিলার আসাবা ও স্বামী। সম্ভবতঃ এই কারণেই কতক রাবী كيف اغرم বাক্যটির সঠিক প্রবক্তা নির্ধারণে সন্দেহে পতিত হইয়াছেন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৮১)

إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ (এই লোকটি যেন গণকের ভাই)। অর্থাৎ তাহার কথা গণকদের কথার সাদৃশ্য। আর হাদীছের বাক্য مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (লোকটি ছন্দময় এই সকল বাক্য বলার কারণে ...)টি রাবীর পক্ষ হইতে ব্যাখ্যা স্বরূপ সংযুক্ত। আর السجع হইল বাক্যের শেষাংশে শাব্দিক মিল থাকা ইহার শাব্দিক অর্থ হইল সমতা, সমান্তরাল রেখা বা ছন্দযুক্ত বাক্য। আর পরিভাষায় الكلام المقفى (অন্তমিল সম্পন্ন কবিতা)কে বলে। ইহার বহুবচন اسجاع ও اساجع ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, ইহাতে কাফিরদের প্রতি তিরস্কার প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ঐ সকল লোকের প্রতি যাহারা তাহাদের অনুকরণে শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। আর আলোচ্য বাক্য দ্বারা সেই সকল লোক দলীল গ্রহণ করেন যাহারা ছন্দযুক্ত কথাকে মাকরূহ বলেন। কিন্তু ইহা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হইবে না; বরং সেই সকল লৌকিকতা সম্পন্ন ছন্দযুক্ত কথা মাকরূহ যাহা হক পরিপন্থী হয়। আর সেই সকল ছন্দযুক্ত বাক্য যাহা লৌকিকতা মুক্ত এবং জায়িয বিষয়ে হয় তাহা জায়িয। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার মধ্যে যেই ছন্দময় বাক্য প্রকাশ পাইত তাহা ইহার উপর প্রয়োগ হইবে। -ফতহুল বারী -(তাকমিলা ২ঃ৩৮২)

(৪২৭০) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ.

(৪২৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, দুইজন মহিলা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। অতঃপর পূর্ববর্তী ঘটনার অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইহাতে **وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ** (তাহার সন্তান এবং তাহার সঙ্গে অন্যান্য ওয়ারিছগণ) বাক্য উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি বলেন, **فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ** (তখন কোন এক ব্যক্তি বলিল, আমরা কিভাবে ইহার দিয়্যাত দিব)? আর রাবী হামাল বিন মালিক (রাযিঃ)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

(৪২৭১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ". قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.

(৪২৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক মহিলা তাহার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করিল। আর সে (আঘাতকৃত মহিলা) ছিল গর্ভবতী। ফলে সে (আঘাতকারী) তাহাকে হত্যা করিল। রাবী বলেন, এতদুভয়ের একজন ছিল লিহইয়ান গোত্রের মহিলার। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী মহিলার আসাবাগণের উপর নিহত মহিলা পূর্ণ দিয়্যাত আদায়ের হুকুম দিলেন এবং তাহার গর্ভের নিহত সন্তানের জন্য একটি উত্তম গোলাম আদায়ের হুকুম দিলেন। এই রায় শ্রবণের পর হত্যাকারী মহিলার আসাবাদের জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমার এইরূপ বাচ্চার কি দিয়্যাত দিব? যে আহার করে নাই, পান করে নাই এবং জন্মের পর চিৎকারও দেয় নাই। এইরূপ হত্যাকান্ড তো ক্ষমাযোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে কি বেদুঈনের ছন্দের ন্যায় ছন্দময় বাক্যের কথা বলিল? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহাদের উপর দিয়্যাত আদায়ের হুকুম দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (এক মহিলা তাহার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়া আঘাত করিল)। আর পূর্ববর্তী ৪২৬৯ নং রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, **فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ** (তখন একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করিল) আর সুনানু আবূ দাউদ গ্রন্থে হামাল বিন মালিক (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে **فضربت احدهما الاخرى بمسطح** (ইহাতে একজন অন্যজনকে পিঁড়ি দিয়া আঘাত করে)। এই সকল রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, সম্ভবতঃ উক্ত মহিলা আঘাত করিতে গিয়া পাথর, খুঁটি এবং পিঁড়ি এই সকল বস্তুই ব্যবহার করিয়াছিল। এই জন্য একেকটি রিওয়ায়তে একেকটার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিংবা কতক রিওয়ায়তে কতক রাবী কর্তৃক **وهم** (সন্দেহ) হইয়াছে। আর এই ধরনের বিরোধ দ্বারা মূল হাদীছের বিশুদ্ধতার কোন প্রকার ত্রুটি করে না। - উমদাতুল কারী ১১ঃ২২৩। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৭২-৩৭৩)

أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ (সে কি বেদুঈনের ছন্দের ন্যায় ছন্দময় বাক্যে কথা বলিল)? ইহা দ্বারা তাহার কথাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কেননা استفهام (প্রশ্নবোধক অব্যয়) দ্বারা আকৃতিগত ভাবে অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার ছন্দময় কথাগুলি এমনভাবে বাতিল যেমন শরীআতের অকাট্য বিধান (نص) এর সহিত সংঘাতপূর্ণ যুক্তি বাতিল। এই কারণে তাহার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় নাই এবং তাহার কথাগুলির মধ্যে বুদ্ধি ও আদবের স্বল্পতা প্রকাশিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ২:৩৮৩)

(৪২৭২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ. فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا أَنَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ "سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ".

(৪২৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একজন মহিলা তাহার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিল। অতঃপর এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করা হইল। তখন তিনি হত্যাকারিণী মহিলার অভিভাবকদের উপর দিয়্যাত আদায়ের ফায়সালা করিলেন। আর নিহত মহিলাটি গর্ভবতী ছিল। কাজেই তিনি গর্ভের বাচ্চার খুনের দায়ে একটি উত্তম দাস (কিংবা দাসী) প্রদানের ফায়সালা করিলেন। তখন হত্যাকারিণী মহিলার আসাবাদের কোন একজন বলিলেন, আমরা কি এমন এক বাচ্চার দিয়্যাত আদায় করিব, যে আহার করে নাই, পান করে নাই এবং গর্ভপাতের পর চিৎকারও দেয় নাই। এই ধরণের হত্যা বাতিলযোগ্য। রাবী বলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তো বেদুঈনদের ছন্দযুক্ত কথার ন্যায় একটি কথা।

(৪২৭৩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ.

(৪২৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী জারীর ও মুফায্‌যাল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪২৭৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ.

(৪২৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে তাহাদের সনদে হাদীছখানা অনুরূপ ঘটনার সহিত বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, ইহাতে সে তাহার গর্ভপাত ঘটাইয়াছিল। অতঃপর এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করা হইল। তখন তিনি হত্যাকারিণী মহিলার অভিভাবকদের উপর (গর্ভপাত ঘটাইবার দায়ে) একটি উত্তম গোলাম (কিংবা বাঁদী) প্রদানের ফায়সালা করিলেন। কিন্তু রাবী এই হাদীছে دية المرأة (মহিলার দিয়্যাত)-এর কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪২৭৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

(৪২৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) একদা সাহাবাগণের কাছে ملاص المرأة (মহিলার গর্ভের সন্তান হত্যার ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে পরামর্শ চাহিলেন, তখন হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) বললেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি এই হত্যার দায়ে একটি উত্তম গোলাম কিংবা একটি উত্তম বাঁদী আদায়ের ফায়সালা করিলেন। রাবী বলেন, তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, এই বিষয়ে আপনার সহিত সাক্ষ্য প্রদানকারী একজন লোক উপস্থিত করেন। রাবী বলেন, তখন তাহার স্বপক্ষে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাযিঃ) সাক্ষ্য দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي مِلاَصِ الْمَرْأَةِ (মহিলার গর্ভের সন্তান হত্যার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ...)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ملاص শব্দটি همزة الافعال ছাড়া-ই সকল নুসখায় বর্ণিত আছে। শারেহ নওয়াভী বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় ملاص (শব্দটি م বর্ণে যের দ্বারা) রহিয়াছে। আর ইহা হইল جنين المرأة (মহিলার মৃত গর্ভপাত বাচ্চা)। আর অভিধানে املاص المرأة তথা همزة বর্ণে যের দ্বারা প্রসিদ্ধ। অভিধান বিশেষজ্ঞগণ বলেন, লোকেরা امهلت به ، املصت به ، ازلقت به এবং اخطأت বাক্যগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে গর্ভের বাচ্চা পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহার করেন।

সহীহ বুখারী শরীফের الاعتصام এর মধ্যে املاص المرأة বাক্যের ব্যাখ্যায় রাবী বলিয়াছেন وهى التى يضرب بطنها فتلقى جنينا (আর সেই মহিলা যাহার পেটে আঘাত করার কারণে তাহার গর্ভের বাচ্চা মৃত প্রসব হয়)। -(তাকমিলা ২৪৩৮৫)

মুসলিম ফর্মা -১৬-১৩/২

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় ঃ অপরাধের (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত) শাস্তি।

حد শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষেধ করা, বারণ করা ও নিষিদ্ধ করা। এই কারণেই দারোয়ানকে حداد বলে। কেননা, সে লোকদেরকে বাড়ীতে প্রবেশ করা হইতে বারণ করে। মূলতঃ حد হইতেছে যাহা দুই বস্তুকে আলাদা করে। যেমন حد الدار (বাড়ীর সীমানা) যাহা অন্য বাড়ী হইতে আলাদা রাখে। আর ব্যভিচারী ও চুরি প্রভৃতির শরয়ী নির্ধারিত শাস্তিকে حد নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ইহা মানুষকে পুনরায় এইরূপ কর্ম করা হইতে বারণ করে কিংবা ইহা শরয়ী বিধান-কর্তা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি হইবার কারণে। আর কখনো حدود শব্দটি স্বয়ং গুনাহের উপর প্রয়োগ হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا (এই হইল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বাঁধিয়া দেওয়া সীমানা। অতএব, ইহার কাছেও যাওই না। -সূরা বাকারা ১৮৭) - উমদাতুল কারী ১১ঃ১২৩ এবং ফতহুল বারী।

আর ফকীহগণের পরিভাষায় حد বলা হয় عقوبة مقدرة لله تعالى (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, ইহা বিধানকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি, কোনরূপ কম-বেশী করা ব্যতীত প্রয়োগ করিতে হইবে। কাজেই পার্থিব কোন বিচারক যদি বিশেষ কোন অপরাধের বিশেষ কোন শাস্তি প্রদান করে ইহাকে حد বলা হইবে না। কেননা, ইহা শারে' তথা বিধানকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত নহে। আল্লাহু তাআলা সর্বজ্ঞ।

-(তাকমিলা ২ঃ৩৮৬)

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ চুরির শরয়ী শাস্তি এবং ইহার পরিমাণ

(৪২৭৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(৪২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের এক চতুর্থাংশ এবং ইহার অধিক (পরিমাণ মূল্যের মাল) চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (এক দীনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা ইহার বেশী (মূল্যের সম্পদ) চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করিতেন)। এই হাদীছের ভিত্তিতেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) চুরির নিসাব এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে চুরির নিসাব (তথা সর্বনিম্নে কি পরিমাণ চুরির অপরাধে হাত কর্তন করা হইবে) নির্ধারণে ফকীহগণের মধ্যে কঠোর মতানৈক্য হইয়াছে। (নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করা হইল)

(এক) দাউদ যাহিরী ও হাসান বাসরী (রহ.) প্রমুখের মতে হাত কর্তনের জন্য চুরির নির্দিষ্ট কোন নিসাব নাই। কম-বেশী যাহাই চুরি করুক হাত কর্তন করা হইবে।

(দুই) ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে চুরির নিসাব হইতেছে যে, এক দীনারে এক চতুর্থাংশ এবং তিন দিরহামের বেশী।

(তিন) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে স্বর্ণ চুরির নিসাব হইল এক দীনারের এক চতুর্থাংশ আর রৌপ্যে তিন দিরহাম। আর এতদুভয় ছাড়া অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে তিন দিরহামের মূল্য কিংবা ইহা হইতে বেশী।

(চার) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে চুরির নিসাব এক দীনারের এক চতুর্থাংশ। তিন দিরহাম নহে। কাজেই অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে এক দীনারের এক চতুর্থাংশের সমপরিমাণ মূল্য হইতে হইবে। এমনকি দিরহাম হইলেও উহার সম পরিমাণ মূল্য হইতে হইবে।

(পাঁচ) ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবায়ন (রহ.)-এর মতে চুরির নিসাব দশ দিরহাম কিংবা এক দীনার। কাজেই দশ দিরহাম কিংবা এক দীনার অথবা ইহার অধিক চুরি করিলে চোরের হাত কর্তন করা হইবে।

সারকথা মোটামুটিভাবে (যৎসামান্য মতপার্থক্যসহ) আয়িম্মায়ে ছালাছা (রহ.)-এর মতে চুরির নিসাব এক দীনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা তিন দিরহাম। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবায়ন (রহ.) চুরির নিসাব দশ দিরহাম কিংবা এক দীনার বলিয়া গণ্য করেন।

আহনাফের দলীল

(১) عن عائشة رضى الله عنها - ان يد السارق لم تقطع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم الا فى ثمن مجن - حجفة او ترس - (بخارى فى الحدود)

(হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একটি ঢালের মূল্যের কম সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করা হইত না। মাজান, হাজাফা কিংবা তুরস, সকল শব্দের অর্থ আত্মরক্ষার ঢাল।)

সুনানু নাসায়ী শরীফে قطع السارق অনুচ্ছেদে আমর বিন শুআইব, তিনি স্বীয় পিতা শুআইব হইতে, তিনি দাদা হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে مجن (ঢাল)-এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

আর সুনানু নাসায়ী শরীফের অপর রিওয়ায়ত হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে مجن এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম পরিমাণ।

(২) عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل فى مجن قيمته دينار او عشرة دراهم - (اخرجه ابو داود فى باب ما يقطع فيه السارق)

(হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম মূল্যের مجن (ঢাল) চুরির দায়ে জনৈক ব্যক্তির হাত কর্তন করেন)।

(৩) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقطع يد السارق فى دون ثمن المجن - قال عبد الله وكان ثمن المجن عشرة دراهم -

(হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مجن (ঢাল)-এর মূল্য পরিমাণের কমে চোরের হাত কর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, তখন مجن (ঢাল)-এর মূল্য দশ দিরহাম ছিল)। -(ইবন আবী শায়বা)

(৪) عن عبد الله مسعود رضى الله عنه قال كان لا تقطع اليد الا فى دينار او عشرة دراهم -

(হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম চুরি ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা হইত না)। -(মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ১০:২৩৩)

(৫) عن على رضى الله عنه قال لا تقطع فى أقل من دينار او عشرة دراهم -

(হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের কমে চোরের হাত কর্তন করা হইত না)। -(মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ১০ঃ২৩৩)

আয়িম্মায়ে ছালাছার পেশকৃত অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছের জবাব ঃ

অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ, যাহা হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাকারীগণ হাদীছের متن (মূল হাদীছ)-এর মধ্যে নিম্ন বর্ণিতভাবে গরমিলসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(১) ইমাম বুখারী (রহ.) আবাদা (রহ.) সূত্রে, তিনি হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা উরওয়া (রহ.) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ان يد السارق لم تقطع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم الا فى ثمن مجن - حجفة او ترس (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে مجن (ঢাল)-এর মূল্যের পরিমাণ চুরি ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা হইত না। ترس ও حجفة উভয়ের অর্থও যুদ্ধে আত্মরক্ষার ঢাল বা বর্ম)।

(২) ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মুবারক ও আবূ উসামা (রহ.)-এর সূত্রে, তিনি হিশাম (রহ.) হইতে। আর ইমাম মুসলিম (রহ.) হুমায়দ বিন আবদুর রহমান (রহ.)-এর সূত্রে, তিনি হিশাম (রহ.) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন, لم تكن تقطع يد السارق فى ادنى من حجفة او ترس ، كل واحد منهما ذو ثمن (একটি ঢালের মূল্যের কম সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করা হইত না। ترس ও حجفة উভয় শব্দের অর্থ-ই যুদ্ধে আত্মরক্ষার চামড়ার তৈরী মূল্যবান ঢাল)।

(৩) ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ই ইবন উয়াইনা (রহ.)-এর সূত্রে, তিনি ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি 'আমরা (রহ.) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন যে, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের এক চতুর্থাংশ এবং ইহার অধিক মূল্যের সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করিতেন)।

(৪) ইমাম নাসায়ী (রহ.) আবদুর রহমান বিন আবূ রিজাল (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে, তিনি হযরত 'আমরা (রহ.) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন যে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق فى ثمن المجن و ثمن المجن ربع دينار (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন مجن (ঢাল)-এর মূল্য পরিমাণ সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন হইবে। আর ঢালের মূল্য এক দীনারের এক চতুর্থাংশ।)

(৫) ইমাম নাসায়ী (রহ.) সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.)-এর সূত্রে, তিনি 'আমরা হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন যে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঢালের মূল্যের কম পরিমাণ সম্পদ চুরির অপরাধ চোরের হাত কর্তন করা হইবে না। কেহ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে প্রশ্ন করিলেন, مجن (ঢাল)-এর মূল্য কি? তিনি জবাবে বলিলেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ।)

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইমাম নাসায়ী (রহ.) সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ان يد السارق لاتقطع فيما دون ثمن المجن (একটি ঢালের মূল্যের কম চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করা যাইবে না) উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে কেহ ঢালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (নিজের পক্ষ হইতে) বলিয়াছেন ان ثمن المجن ربع دينار (ঢালের মূল্য এক দীনারের এক চতুর্থাংশ)। এই কারণেই হয়তো কোন কোন রাবী হাদীছকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিতে গিয়া

উভয় অংশ মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়া দিয়াছেন কিংবা মাউকূফ হিসাবে বর্ণিত হাদীছকে তাহারা মারফু হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ যখন উপরিউক্ত সম্ভাবনা হইতে খালি নহে। অধিকন্তু হযরত ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন আমর, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ও আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) প্রমুখের বর্ণিত শক্তিশালী হাদীছসমূহের বিপরীত হওয়ায় এই বিরোধের সমাধানে এবং দশ দিরহামের কম মূল্যের সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তনের উপর সন্দেহ (شبهه) সৃষ্টি হইয়াছে। আর সন্দেহ (شبهات) এর কারণে حدود (শরয়ী নির্ধারিত শাস্তি) বাতিল হইয়া যায়। আর দশ দিরহাম মূল্যের সম্পদ চুরির অপরাধে সকল ইমামগণের মতেই চোরের হাত কর্তন করা যাইবে। কাজেই আমরা হদ্দ (শরয়ী শাস্তি) প্রতিষ্ঠায় সতর্কতা অবলম্বন করতঃ مختلف فيه (বিরোধপূর্ণ অভিমত) বর্জন করিয়া متفق عليه (সর্বসম্মত অভিমত)-এর উপর আমল করিলাম। কেননা, দশ দিরহামের কম মূল্যের সম্পদ চুরির ব্যাপারে চোরের হাত কর্তনের ক্ষেত্রে ইমামগণের মতানৈক্য থাকিলেও দশ দিরহাম কিংবা ইহার বেশী মূল্যের সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তনের ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৮৭-৩৯২)

(৪২৭৭) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(৪২৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে উক্তরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪২৭৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(৪২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা ইহার অধিক মূল্যের সম্পদ চুরির অপরাধ ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাইবে না।

(৪২৭৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".

(৪২৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির, হারূন বিন সাঈদ আইলী ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... 'আমরা (রহ.) হইতে, তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ এবং ইহার অধিক মূল্যের সম্পদ চুরি ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪২৭৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪২৮০) حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(৪২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন হাকাম আরদী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ এবং ইহার অধিক মূল্যের সম্পদ চুরি ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪২৭৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪২৮১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাহারা... ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪২৮২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ.

(৪২৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একটি ঢালের মূল্যের কম সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করা হইত না। حجفة কিংবা ترس উভয় শব্দই مجن (ঢাল)-এর অর্থের ন্যায় আত্মরক্ষার মূল্যবান ঢাল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ = حَجَفَة (শব্দটি ج বর্ণের পূর্বে ح বর্ণ এবং উভয়টি যবর দ্বারা পঠিত), الترس এবং المجن এই তিনটি শব্দের একই অর্থ। অর্থাৎ যুদ্ধে আত্মরক্ষার চামড়ার তৈরী ঢাল। -(তাকমিলা ২ঃ৩৯৫)

(৪২৮৩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ.

(৪২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ উসামা (রহ.) তাহাদের সনদে বর্ণিত হাদীছে وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ (আর তখনকার দিকে মূল্যবান বস্তু) বাক্য অতিরিক্ত রহিয়াছে।

(৪২৮৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

(৪২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কর্তন করেন। ঢালটির মূল্য তিন দিরহাম ছিল।

(৪২৮৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

(৪২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও ইবন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূর রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহ.) তাহারা সকলে নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ قِيمَتُهُ (উহার মূল্য) শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। আর কেহ কেহ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (উহার মূল্য ছিল তিন দিরহাম) উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪২৮৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

(৪২৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত সেই চোরের উপর, যে একটি ডিম চুরি করিল। ইহাতে তাহার হাত কর্তন করা যাইবে। আর যে একটি দড়ি চুরি করিল, তাহারও হাত কর্তন করা যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (যে একটি ডিম চুরি করিল, তাহাতে তাহার হাত কর্তন করা যাইবে)। ইহা দ্বারা আহলে যাহিরিয়া এবং খারিজী প্রমুখ দলীল দিয়া বলেন, চোরের হাত কর্তন করার জন্য সর্বনিম্নে নির্ধারিত

পরিমাণ সম্পদ চুরি করা শর্ত নহে। যেই পরিমাণই চুরি করুক না কেন চোরের হাত কর্তন করা হইবে। কেননা, মুরগীর ডিম ও দড়ির মূল্য চুরির নিসাব পরিমাণ মূল্যে পৌঁছিবে না।

জমহুরে উলামায়ে কিরাম ইহার বিভিন্ন জবাব দিয়াছেন

(১) আল্লামা আ'মাশ (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, আলোচ্য হাদীছে البيضه (ডিম) দ্বারা লৌহার ডিম তথা টুপি মর্ম যাহা যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য মাথায় পরা হয়। আর الحبل (দড়ি) দ্বারা মর্ম হইতেছে লৌহা বাধার দড়ি। প্রথমটির মূল্য এক দীনারের এক চতুর্থাংশ পৌঁছিবে এবং দ্বিতীয়টির মূল্য আরও বেশী।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা অধিকাংশ আলিমের মতে অগৃহীত।

(২) আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে চুরির নিসাব নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার পূর্বে যখন পবিত্র কুরআনের আয়াত وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাহাদের উভয়ের হাত কাটিয়া দাও। - সূরা মায়িদা ৩৮) নাযিল হয় তখন তিনি সকল ধরনের চোরের হাত কর্তন করার কথা ইরশাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করিলে হাত কর্তন করিতে হইবে। যাহা ইতোপূর্বে হাদীছসমূহে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৩৯৮)

(৪২৮৭) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ "إِنْ سَرَقَ حَبْلاً وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً".

(৪২৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন-নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন খাশরাসা (রহ.) তাহারা আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি إِنْ سَرَقَ حَبْلاً وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً (যদি সে দড়ি চুরি করে এবং ডিম চুরি করে) বাক্যটি বর্ণনা করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪২৮৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْىِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভদ্রবেশী চোর এবং অন্যান্য তথা চোরনির হাত কর্তন করা এবং 'হুদূদ' (শরয়ী শাস্তি)-এর ব্যাপারে সুপারিশ নিষিদ্ধ

(৪২৮৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ". ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". وَفِى حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ"

(৪২৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)

হইতে বর্ণনা করেন যে, মাখযূমী সম্প্রদায়ের এক মহিলা চুরি করিলে তাহার (উপর হদ্দ প্রয়োগ)-এর ব্যাপারে কুরাইশগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই সম্পর্কে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে কথা বলিতে (তথা সুপারিশ করিতে) পারে? তখন তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন, এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় ব্যক্তি উসামা (রাযিঃ), তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে সুপারিশ করিতে চাও? অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া খুৎবা দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করিত, তখন তাহারা তাহাকে (ক্ষমা করিয়া) ছাড়িয়া দিত। পক্ষান্তরে যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করিত, তখন তাহারা তাহার উপর হদ্দ (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) কায়িম করিত। আল্লাহ তাআলার কসম, যদি ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুরি করিত, তাহা হইলে আমি তাহার হাত কর্তন করিয়া দিতাম। আর ইবন রুমহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ এর স্থলে) إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে) বাক্য রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَهَمَّهُمْ (কুরাইশগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন)। চোরের হাত কর্তন করা ইসলাম পূর্বযুগে বিধান ছিল এবং কুরআন মাজীদে উহাই বহাল রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা সকল ক্ষেত্রে তাহা কার্যকরী করে নাই। আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত মহিলার চুরির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার হাত কর্তন করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা, তাহারা জানেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদূদ (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আপোষ করিবেন না। তাই তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। -(তাকমিলা ২ঃ৩৯৯)

الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ (মাখযূমী গোত্রের এক মহিলা)। তাহার নাম ফাতিমা বিনতে আসওয়াদ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ সালামা (রাযিঃ)-এর ভাইয়ের মেয়ে। -(তাকমিলা ২ঃ৩৯৯-৪০০)

حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় ব্যক্তি) حب শব্দটি ح বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ محبوب (প্রিয়)। যেমন قسم শব্দটি مقسوم এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ২ঃ৪০১)

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ (নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়াছে ...) ইহা দ্বারা বনূ ইসরাঈল মর্ম। সুনানু নাসাঈ গ্রন্থে সুফয়ান (রহ.) সূত্রে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে انما هلك بنوا اسرائيل (নিশ্চয়ই বনূ ইসরাঈল ধ্বংস হইয়াছে)। ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, ইহা حصر اضافى (একটি বিশেষত্ব তথা তাহাদের ধ্বংস হইবার কারণসমূহের একটি কারণ হদ্দ প্রয়োগ না করা)। অন্যথায় বনূ ইসরাঈল ধ্বংসের অনেক কারণ ছিল। কাজেই তাহাদের ধ্বংস চুরির হদ্দ প্রয়োগ না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। -(ঐ)

(৪২৮৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم. فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ". فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময়ে এক মহিলা চুরি করিয়াছিল, তাহার ব্যাপারে কুরাইশগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা (পরস্পর আলোচনায়) বলিলেন, তাহার ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কথা বলিবে? অতঃপর তাঁহারা বলিল, এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় পাত্র উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) ব্যতীত আর কাহার হিম্মত আছে? সুতরাং তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়া যাওয়া হইল। তখন হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উক্ত মহিলার ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হদ্দ-এর ব্যাপারে সুপারিশ করিতে চাও? তখন উসামা (রাযিঃ) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তাআলার সমীপে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর যখন সন্ধ্যা হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া খুৎবা দিতে গিয়া তিনি প্রথমে আল্লাহ তাআলার যথাযথ পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, আম্মা বা'দ! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করা হইয়াছে এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করিত তখন তাহারা তাহাকে (হদ্দ প্রয়োগ না করিয়া) ছাড়িয়া দিত। আর যখন তাহাদের মধ্যে কোন দুর্বল লোক চুরি করিত, তখন তাহার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করিত। সেই মহান আল্লাহ পাকের কসম! যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও চুরি করিত, তাহা হইলেও অবশ্যই আমি তাহার হাত কর্তন করিয়া দিতাম। অতঃপর তিনি যেই মহিলা চুরি করিয়াছিল, তাহার হাত কর্তনের হুকুম দিলেন। অতঃপর তাহার হাত কর্তন করিয়া দেওয়া হইল। ইউনুস (রহ.) বলেন, ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, উরওয়া (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর উক্ত মহিলা খাঁটিভাবে তাওবা করিয়া ভাল হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার বিবাহ হইল। (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন) এই ঘটনার পর উক্ত মহিলা (বিভিন্ন প্রয়োজনে) প্রায়ই আমার কাছে আসিত। তাহার প্রয়োজনের বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তুলিয়া ধরিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ الخ (যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও চুরি করিত, তাহা হইলেও অবশ্যই আমি তাঁহার হাত কর্তন করিয়া দিতাম)। এই উদাহরণটি **على سبيل فرض المحال** (অসম্ভব বস্তু মানিয়া নেওয়া অনুচ্ছেদ হইতে)। এই কারণেই ইবন মাজা গ্রন্থে এই হাদীছের শেষ দিকে আছে, যাহা মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি লায়ছ বিন সা'দ (রাযিঃ)কে বলিতে

শুনিয়াছি যে, قد اعاذها الله عزوجل ان تسرق (নিশ্চয়ই আল্লাহ জাল্লাজালালুহু তাহাকে চুরি হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন)। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সমীচীন এই কথাটি বলা।

আর ইহাতে হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)-এর ফযীলত প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা, বক্তা এই প্রকারের উদাহরণের স্থলে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক প্রিয়জনকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু উদাহরণে চমৎকার সাদৃশ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, উক্ত চুরিকারিণীর নামও ফাতিমা ছিল। ফলে ইহা দ্বারা ضرب المثال (উদাহরণ দেওয়া) যথাযোগ্য হইয়াছে। -(তাকমিলা ২:৪০২)

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (তুমি কি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে সুপারিশ করিতে চাও)? ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া উলামায়ে কিরাম বলেন, حدود (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)-এর ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়িয নাই। তবে অধিকাংশ আলিম এই শর্তারোপ করিয়াছেন যে, যখন বিচারটি বাদশার নিকট পেশ করা হইয়া যায়। কাজেই বাদশার কাছে বিচার উপস্থাপন হইবার পূর্বে সুপারিশ করাতে কোন ক্ষতি নাই। তাহাদের দলীল হাবীব বিন আবূ ছাবিত (রহ.)-এর মুরসাল হাদীছ। উহাতে আছে যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاسامة : لاتشفع فى حد فان الحدود اذا انتهت الى فليس لها متروك (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে সুপারিশ করিও না। কেননা, 'হুদূদ' যখন আমার নিকট পৌঁছিয়া যায় তখন উহা পরিত্যক্ত নহে)।

সুনানু আবূ দাউদ শরীফের অপর রিওয়ায়তে আছে, تعافوا الحدود فيما بينكما فما بلغنى من حد فقد وجب (তোমরা পরস্পর হুদূদ ক্ষমা করিয়া দিতে পার। কিন্তু 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে আমার কাছে পৌঁছিলে উহা অবশ্যই ওয়াজিব হইয়া যাইবে।) -(তাকমিলা ২:৪০২)

فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ (অতঃপর সেই মহিলা খাঁটিভাবে তাওবা করিল)। ইমাম আহমদ (রহ.) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থের ২:১৭৭ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহিলাটির হাত কর্তনের পর আরয করিল : هل لى من توبة يا رسول الله قال نعم ، انت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك امك (ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য কি তাওবা আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। অদ্য তুমি সংশ্লিষ্ট গুনাহ হইতে এমন পাক যেমন মাতৃগর্ভ হইতে প্রসবের দিন পাক ছিলে)। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ الخ (অতঃপর যে তাওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয় ...। -সূরা মায়িদা ৩৯) -(তাকমিলা ২:৪০৩)

(৪২৯০) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

(৪২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক মাহযূমী মহিলা আসবাবপত্র ধার নিত অতঃপর সে তাহা অস্বীকার করিত। ইহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত কর্তন করার হুকুম দিলেন। তখন সেই মহিলার পরিবারবর্গ হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি রাবী লাইছ ও ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ (আসবাবপত্র ধার নিত অতঃপর সে তাহা অস্বীকার করিত)। এই বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ধার নিয়া অস্বীকার করার কারণে তাহার হাত কর্তন করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা পূর্ববর্তী রিওয়ায়তসমূহের বিপরীত হয়। কেননা, উক্ত রিওয়ায়তসমূহে আছে সে চুরি করিয়াছিল। এই বিরোধের সমন্বয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) কতক আলিম ইহাকে বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ করেন। আর ইমাম ইসহাক বিন বাহওয়াই (রহ.) বলেন, ধার নিয়া অস্বীকার করার কারণেও হাত কর্তন ওয়াজিব হয়। আর ইহা যাহিরিয়াদের মধ্যে ইমাম ইবন হাযম (রহ.)-এর অভিমত।

এতদসংশ্লিষ্ট রিওয়ায়তকে দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ করা যায় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হুদূদ' সম্পর্কে সুপারিশ না করার ব্যাপারে হযরত উসামা (রাযিঃ)কে কঠোরভাবে নিষেধ করার পর পুনরায় সুপারিশ করার জন্য যাইবেন তাহা হইতে পারে না।

(২) কতক বিশেষজ্ঞ উভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, উক্ত মহিলা চুরি এবং ধার নিয়া অস্বীকার উভয়ই করিয়াছিল। কিন্তু ধার নিয়া অস্বীকার করার কারণে তাহার হাত কর্তন করা হয় নাই; বরং চুরি করার কারণে তাহার হাত কর্তন করা হইয়াছিল। আর সে ধার নিয়া অস্বীকারকারিণী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া পরিচয়ের জন্য جحد العارية (ধার অস্বীকারকারিণী)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। আর এই জবাব ইমাম মাযরী, নওয়াভী, খাত্তাবী, মুনযিরী, বায়হাকী ও কুরতুবী (রহ.) প্রমুখ গ্রহণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ২ঃ৪০৩-৪০৪)

(৪২৯১) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ نَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". فَقُطِعَتْ.

(৪২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা মাহযূমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করিল। ফলে তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হইল। তখন সে নবী সহধর্মিণী হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যদি ফাতিমা (রাযিঃ)ও চুরি করিত, তাহা হইলেও আমি তাঁহার হাত কাটিয়া দিতাম। অতঃপর মহিলার হাত কর্তন করিয়া দেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ (মাহযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করিল) প্রকাশ্য যে, এই মহিলা হইল আমর-এর মা (ام عمرو) যাহা হিজ্জাতুল বিদার সময় সংঘটিত হইয়াছিল। কাজেই তাহার ঘটনাটি ফাতিমা বিনতে আসওয়াদ হইতে পৃথক। কেননা, ইহা ফতহে মক্কার সময় সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪০৫)

بَابُ حَدِّ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারের হদ্দ (শরয়ী শাস্তি)

(৪২৯২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ".

(৪২৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে (ব্যভিচারের শরয়ী হুকুম শ্রবণ করিয়া) লও। তোমরা আমার নিকট হইতে (ব্যভিচারের শরয়ী হুকুম শ্রবণ করিয়া) লও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহিলাদের জন্য একটি রাস্তা বাহির করিয়া দিয়াছেন যে, অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের সহিত ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিতা মহিলার সহিত ব্যভিচার করলে তাহাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করিবে, অতঃপর পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

خُذُوا عَنِّي (তোমরা আমার নিকট হইতে লও)। অর্থাৎ اسمعوا منى حكم الزنا (তোমরা আমার নিকট হইতে ব্যভিচারের শরয়ী হুকুম শ্রবণ করিয়া লও)। -(তাকমিলা ২ঃ৪০৬)

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহিলাদের জন্য একটি পথ বাহির করিয়া দিয়াছেন)। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাআলার এই ইরশাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারিণী তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। -সূরা নিসা, ১৫)

এই আয়াতে মহিলা ব্যভিচারিণীকে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখার হুকুম দিয়াছেন কিংবা আল্লাহ তাআলা তাহাদের ব্যাপারে অন্য কোন হুকুম অবতীর্ণ করিবেন। আর سبيل (পথ) দ্বারা ইহাই মর্ম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, উক্ত নতুন হুকুমটি নাযিল হইল তাহা হইতেছে এই যে, ان البكر بالبكر جلد مائة الخ (যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের সহিত ব্যভিচার করে তাহা হইলে একশত বেত্রাঘাত কর)।

اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (অবিবাহিত পুরুষ ব্যক্তি কোন অবিবাহিত কুমারী মেয়ের সহিত ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা শর্ত হিসাবে নহে; বরং অবিবাহিত কুমারী ব্যভিচারিণীর শাস্তিও (حد) একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। চাই ব্যভিচারকারী অবিবাহিত হউক কিংবা বিবাহিত। বিবাহিতা মহিলার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা। চাই ব্যভিচারকারী বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত। -(তাকমিলা ২ঃ৪০৭-৪০৮) অর্থাৎ এতদুভয়ের যেই কেহ অবিবাহিত হইবে তাহার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হইলে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা। এই মাসয়ালায় সকলেই একমত। তবে এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দেওয়ার এবং রজম-এ বেত্রাঘাত করার ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য আছে।

وَنَفْيُ سَنَةٍ (এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন করা)। ইহা দ্বারা শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ দলীল দিয়া বলেন, অবিবাহিত পুরুষ ব্যক্তি বা অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের শরয়ী শাস্তি (حد) বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন উভয়ই। আর এই মাসয়ালায় তিনটি মাযহাব রহিয়াছে।

(১) অবিবাহিত পুরুষ কিংবা অবিবাহিত কুমারী মেয়ে ব্যভিচার করিলে উহার শস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন এতদুভয়ই। ইহা ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবূ ছাউর, ইবন আবী লাইলা, সুফয়ান ছাওরী, আতা এবং তাউস (রহ.) প্রমুখের অভিমত।

(২) পুরুষকে এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হইবে কুমারী মেয়েকে নহে। কেননা, মেয়েলোক হিফাযত ও সংরক্ষণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। ইহা ইমাম মালিক ও আওযায়ী (রহ.)-এর অভিমত।

(৩) এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া ব্যভিচারের শাস্তি (حد) এর অংশ নহে; বরং ইহা একটি সতর্ককরণ, বিচারকের ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। বিচারক যদি ইহাতে কল্যাণ মনে করেন তাহা হইলে নির্বাসন দিবেন। অন্যথায় দিবেন না। ইহা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমত।

হানাফীগণের দলীল ঃ

(ক) আল্লাহ তাআলার ইরশাদ ঃ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ, তাহাদের প্রত্যেককে একশত করিয়া বেত্রাঘাত কর। -সূরা নূর, ২) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একশত বেত্রাঘাতই ব্যভিচারের পূর্ণ শাস্তি। কাজেই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইহার উপর অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজন করা যাইবে না। পক্ষান্তরে رجم (পাথর মারিয়া হত্যা)। কেননা, ইহা মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

(খ) عن ابن عباس ان رجلا من بكر بن ليث اتى النبى صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامرأة اربع مرات فجلده مائة وكان بكرا - ثم ساله البينة على المرأة - فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين - (سنن ابى داؤد ، رقم: 4467)

(হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, বকর বিন লাইছ গোত্রের জনৈক অবিবাহিত পুরুষ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, সে এক মহিলার সহিত চারবার ব্যভিচার করিয়াছে। তখন তিনি তাহাকে একশত বেত্রাঘাত করিলেন। অতঃপর মহিলার উপর সাক্ষ্য উপস্থাপনের হুকুম দিলেন। (সে সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে অপারগ হইলে মহিলাকে কসমসহ জিজ্ঞাসা করা হইল) তখন মহিলা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, সে মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর উক্ত পুরুষ ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদের হদ্দ (শাস্তি হিসাবে) আশিটি বেত্রাঘাত করিলেন)।

(গ) عن ابى هريرة و زيد بن خالد رضى الله عنهما قالا سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير

(হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়দ বিন খালিদ (রাযিঃ) হইতে, তাহারা উভয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসিত হইলেন, যখন কোন অবিবাহিত দাসী ব্যভিচার করে ইহার হুকুম সম্পর্কে। তখন তিনি বলিলেন, যদি সে ব্যভিচার করে তাহা হইলে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবে। পুনরায় যদি সে ব্যভিচার করে তাহা হইলেও তাহাকে বেত্রাঘাত করিবে। তারপরও যদি সে ব্যভিচার করে তাহা হইলে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবে এবং পরিশেষে তাহাকে বিক্রি করিয়া দিবে, যদিও একটি দড়ির মূল্য পরিমাণ মূল্যে হয় -সহীহ বুখারী محاربين অনুচ্ছেদে এবং সহীহ মুসলিম-এর পরবর্তী ৪৩২৩ নং হাদীছ)।

উপর্যুক্ত দুইটি হাদীছে অবিবাহিতদের শাস্তি (حد) বেত্রাঘাতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে নির্বাসনের দিকে সামান্যতমও ইঙ্গিত করা হয় নাই। যদি নির্বাসন দেওয়া حد (শরয়ী ব্যভিচারের শাস্তি)-এর অন্তর্ভুক্ত হইত

তাহা হইলে جلد (বেত্রাঘাত)-এর সহিত সমভাবে উল্লেখ হইত। অধিকন্তু নির্বাসন যদি হদ্দ-এর অংশ বিশেষ হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এই নির্দেশ দিতেন না যে, ব্যভিচারিণী বাঁদীকে একটি দড়ির মূল্যে তথা সামান্য মূল্য হইলেও বিক্রি করিয়া দাও।

ইমাম আবূ বকর আল জাস্‌সাস (রহ.) স্বীয় আহকামুল কুরআনের ৩ঃ২৫৭ পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারে উত্তম একটি সমাধান দিয়াছেন যে, অবিবাহিত ব্যভিচারের حد (শাস্তি) বেত্রাঘাতের সহিত এক বৎসরের নির্বাসনের ফায়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় করিয়াছিলেন যখন তাহারা জাহিলিয়্যাত যুগের নিকটবর্তী ছিলেন। যেমন মদ্য হারাম হওয়ার সময়ে উহার পাত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাহাদেরকে অত্যধিক ধমক দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ব স্বভাবের বারণ করা উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু পরিমাণ ও পরিধি নির্ধারিত বস্তুকে حدود বলে। এই কারণেই حدود (শরীআতে নির্ধারিত শাস্তি)-এর মধ্যে বেশী-কম করা জায়িয নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং কতখানি দুরত্বে হইবে তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইহা حد (শরয়ী নির্ধারিত শাস্তি)-এর অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা ইমামের ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রয়োগ হইবে যাহা সতর্ককরণার্থে হইয়া থাকে। আর যদি 'হদ্দ' হিসাবে হইত তাহা হইলে নির্বাসনের সময় এক বৎসর কালের ন্যায় যেই স্থানে নির্বাসন করা হইবে উহার দূরত্বও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করিতেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪০৭-৪০৯)

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (আর বিবাহিত ব্যক্তি বিবাহিতার সহিত ব্যভিচার করিলে তাহাদেরকে প্রথমতঃ একশত বেত্রাঘাত করিবে, অতঃপর পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে)। হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা ইমাম হাসান বাসরী, ইসহাক বিন রাহওয়াই, দাউদ যাহরী এবং ইবনুল মুনযির (রহ.) প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন যে, বিবাহিত ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ উভয় শাস্তি একসাথে দিতে হইবে। আর ইহা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মুখতার অভিমত। -(ফতহুল বারী ১২ঃ১১৯ পৃষ্ঠা এবং শরহে নওয়াভী)

আর জমহুরে উলামায়ে কিরাম বলেন, তাহাকে শুধু পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার শাস্তি দেওয়া হইবে, বেত্রঘাত করা হইবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়িয, গামিদিয়া ও আসীফ (রাযিঃ)-এর ঘটনায় শুধু পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যার শাস্তি দিয়াছিলেন। যাহার বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহু তাআলা পরে আসিতেছে।

আল্লামা নওয়াভী (রহ.) জমহুরে উলামায়ে কিরামের পক্ষে আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ সূরা নিসার হুকুম অবতরণের সময়কার প্রথম ঘটনা। আর মায়িয, গামিদিয়া ও আসীফ (রাযিঃ)-এর ঘটনা সবই পরের। সুতরাং তাহাদের ঘটনা বর্ণিত হাদীছ দ্বারা উবাদা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ মনসূখ হইয়া গিয়াছে। আল্লামা হাফিয (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থেও অনুরূপ জবাব দিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল তাকমিলা গ্রন্থের تحقيق الرجم অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। -(তাকঃ ২ঃ৪০৯-৪১০)

(৪২৯৩) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪২৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন নাকিদ (রহ.) তিনি ... মনসূর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪২৯৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ

كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ "خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ".

(৪২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন ওহী নাযিল হইত তখন তাঁহাকে ক্লান্ত মনে হইত এবং তাঁহার মুবারক চেহারায় প্রশান্তির চিহ্ন পরিস্ফুটিত হইত। রাবী বলেন, একদা যখন তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল হইল তখন তাঁহার অবস্থা অনুরূপ হইল। অতঃপর যখন ওহী বন্ধ হইয়া গেল তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহিলাদের জন্য একটি রাস্তা বাহির করিয়া দিয়াছেন। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিতা মহিলার সহিত এবং কোন অবিবাহিত ব্যক্তি কোন অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের সহিত ব্যভিচার করে তাহা হইলে বিবাহিত লোককে একশত বেত্রাঘাত দেওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে। আর অবিবাহিত পুরুষ-মহিলাকে একশত বেত্রাঘাত করার পর এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৪২৯২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪২৯৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا "الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ". لاَ يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلاَ مِائَةً.

(৪২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... কাতাদা (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ (অবিবাহিত (পুরুষ-মহিলা)কে বেত্রাঘাত করা হইবে এবং নির্বাসন দেওয়া হইবে। আর বিবাহিত (পুরুষ-মহিলা)কে বেত্রাঘাত করার পর পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে) রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা উভয়ে স্বীয় বর্ণিত হাদীছে سَنَةً وَلاَ مِائَةً (এক বৎসর এবং একশত) শব্দদ্বয় উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহিতকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা।

(৪২৯৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ.

(৪২৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব

(রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের উপর বসা অবস্থায় বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হকসহ প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি কিতাব (কুরআন মাজীদ) নাযিল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে 'রজম' (ব্যভিচারের অপরাধে পাথর নিক্ষেপ করা)-এর আয়াতও রহিয়াছে। উহা আমরা পাঠ করিয়াছি, স্মরণ রাখিয়াছি এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিবাহিত ব্যক্তিকে) ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার ফায়সালা দিয়া বাস্তবায়ন করিয়াছেন। তাঁহার ওফাতের পর আমরাও (বিবাহিতকে ব্যভিচারের অপরাধে) রজম-এর বিধান বাস্তবায়ন করিয়াছি। আমি আশংকা করিতেছি যে, দীর্ঘদিন পর হয়তো কোন লোক বলিবে যে, আমরা আল্লাহ তাআলার কিতাবে (বিবাহিতকে ব্যভিচারের অপরাধের শাস্তি) রজম-এর হুকুম পাইতেছি না। তখন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণকৃত এই ফরয বিধানটি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কিতাবে বিবাহিত পুরুষ-মহিলার ব্যভিচারের অপরাধের শাস্তি 'রজম'-এর বিধান হক। যখন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, অথবা গর্ভবতী হয় কিংবা সে নিজে স্বীকার করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ (আমরা আল্লাহ তাআলার কিতাবে 'রজম' (বিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি)-এর হুকুম পাইতেছি না)। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে। অন্যথায় সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, সূরাতুল মায়িদার ৪৩-৪৪ নং আয়াত দ্বারা 'রজম'-ই মর্ম। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

(তাহারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করিবে অথচ তাহাদের কাছে তাওরাত রহিয়াছে। তাহাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর তাহারা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাহারা কখনও বিশ্বাসী নয়। (৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। ইহাতে হিদায়াত ও আলো রহিয়াছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফায়সালা দিতেন। কেননা, তাহাদেরকে এই খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় কর না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ কর না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারাই কাফের। −সূরা মায়িদা ৪৩-৪৪)

সহীহ মুসলিম শরীফের ৪৩১৬ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে, উপর্যুক্ত সূরা মায়িদার আয়াতদ্বয় দুই ইয়াহুদীর রজম (ব্যভিচারের শাস্তি)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। -(তাকমিলা ২ঃ৪১৭)

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিদাক (একটি জনপদ, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সরকারী বাগান ছিল)-এর অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি ব্যভিচার করিল। তখন ফিদাকবাসী মদীনার ইয়াহুদীদের কিছু লোকের কাছে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যদি তোমাদেরকে বেত্রাঘাতের ফায়সালা দেন তাহা হইলে গ্রহণ কর আর যদি তিনি রজম (পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা)-এর ফায়সালা করেন তাহা হইলে তোমরা উহা গ্রহণ করিও না। অতঃপর তাহারা এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে দুইজন বিশেষজ্ঞ লোককে প্রেরণ কর। অতঃপর তাহারা একজন কানা লোক, যাহাকে ইবন সুরিয়া বলা হইত এবং অপর এক ব্যক্তি (এই দুইজন)কে নিয়া আসিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দুইজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার দুইজনই কি বিশেষজ্ঞ! তাহারা জবাবে

বলিলেন, আমাদের সম্প্রদায় অনুরূপই মনে করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের দুইজনের নিকট কি আল্লাহ তাআলার হুকুম সম্বলিত তওরাত কিতাব নাই? তাহারা জবাবে বলিল, কেন না, নিশ্চয়ই আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি যিনি বনূ ইসরাঈলের জন্য দরিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া (রাস্তা নির্মাণ করিয়া) দিয়াছিলেন, মেঘকে তোমাদের উপর ছায়া করিয়াছিলেন, ফিরাউনের দল হইতে তোমাদেরকে নাজাত দিয়াছিলেন এবং বনূ ইসরাঈলের প্রতি (আসমানী রিযিক) মান্ন এবং সালওয়া অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, তোমরা 'রজম' সম্পর্কে পবিত্র তওরাত কিতাবে কি পাইয়াছ? তখন তাহাদের একজন অপরজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, এমন কসম তো আর কখনো দেওয়া হয় নাই। অতঃপর উভয়ই বলিলেন, আমরা (পবিত্র তওরাতে) পাইয়াছি (বেগানা মহিলার প্রতি) পুনঃপুনঃ দৃষ্টি দেওয়া যিনা, আলিঙ্গণ করা যিনা এবং চুমু দেওয়া যিনা। যখন চারজন লোক এমনভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা সুরমাদানির মধ্যে কাঠি প্রবেশের অনুরূপ তাহাকে স্পষ্টভাবে যিনা করিতে দেখিয়াছে, তাহা হইলে রজম (পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যার শাস্তি) ওয়াজিব হইয়া যাইবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহার শাস্তি অনুরূপই। অতঃপর তাহাকে রজম দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তাহাকে রজম কার্যকর করা হইল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত–

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾

(অতএব তাহারা যদি আপনার কাছে আসে, তাহা হইলে হয় তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দিন, না হয় তাহাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাহাদের হইতে নির্লিপ্ত থাকেন তাহা হইলে তাহাদের সাধ্য নাই যে, আপনার বিন্দু মাত্র ক্ষতি করিতে পারে। যদি ফায়সালা করেন, তাহা হইলে ন্যায়ভাবে ফায়সালা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। তাহারা আপনাকে কেমন করিয়া বিচারক নিয়োগ করিবে অথচ তাহাদের কাছে তওরাত রহিয়াছে। তাহাতে আল্লাহর নির্দেশ রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা পেছন দিকে মুখ ফিরাইয়া নেয়। তাহারা কখনও বিশ্বাসী নহে। আমি তওরাত নাযিল করিয়াছি। ইহাতে হিদায়ত ও আলো রহিয়াছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমগণ ইহার মাধ্যমে ইয়াহুদীদেরকে ফায়সালা দিতেন। কেননা, তাহাদেরকে এই আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করিও না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করিও না। সেই সকল লোক, আল্লাহ তাআলা যাহা নাযিল করিয়াছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারাই কাফির। -(সূরা মায়িদা ৪২-৪৪)

সুতরাং যখন حكم الله (আল্লাহর নির্দেশ) এবং ما انزل الله (যাহা আল্লাহ তাআলা নাযিল করিয়াছেন) দ্বারা الرجم (পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যার শাস্তি) মর্ম হইল তখন প্রমাণিত হইল যে, কুরআন মাজীদে যদিও স্পষ্টভাবে الرجم এর আয়াত নাযিল হয় নাই কিন্তু ইঙ্গিতে অবশ্যই আছে। -(তাকমিলা ২ঃ৪১৭-৪১৮)

উপস্থাপিত আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সার সংক্ষেপ ঃ আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, ইয়াহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ফায়সালা দিয়াছিলেন তাহা তওরাতের শরীআতানুযায়ী ছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরীআতসমূহের বিধি-বিধান যদি পবিত্র কুরআন কিংবা ওহী রহিত না করে, তবে তাহা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে

হত্যার নির্দেশ তওরাতে ছিল অতঃপর কুরআন মাজীদেও তাহা হুবহু বহাল রহিয়াছে। আর ৪৫ নং আয়াতে জখমের কিসাস সম্পর্কিত বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারী করিয়াছেন। এই কারণেই আলিমগণের মতে বিগত শরীআতসমূহের যেই সকল বিধান কুরআন মাজীদ রহিত করে নাই, সেইগুলি আমাদের শরীআতেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। -(মাআরিফুল কুরআন, সূরা মায়িদা)

وَاِنَّ الـرَّجْمَ فِى كِتَـابِ اللّٰهِ حَقٌّ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কিতাবে বিবাহিত পুরুষ-মহিলার ব্যভিচারের শাস্তি রজম-এর হুকুম হক)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ১২ঃ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, এই স্থানে كتـاب الله (আল্লাহর কিতাব) দ্বারা মর্ম হইল সূরা নিসায় আল্লাহ তাআলার ইরশাদ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (অথবা আল্লাহ তাআলা তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন– সূরা নিসা, ১৫) আর এই বিষয়ে পূর্বে হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত ৪২৯২ নং হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম سبيل (পথ) শব্দের তাফসীর বিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি رجـم (পাথর বর্ষণে হত্যা) এবং অবিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি جلد (বেত্রাঘাত) দ্বারা করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪১৮)

أَوْكَانَ الْحَبَلُ (কিংবা গর্ভবতী হয়)। অর্থাৎ স্বামীহীন কোন মহিলা গর্ভবতী হইলে ব্যভিচারিণী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ইমাম মালিক (রহ.) হযরত উমর (রাযিঃ)-এর এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া বলেন, কোন স্বামীহীন মহিলা গর্ভবতী হইলে তাহাকে حد (শরয়ী শাস্তি) দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া ইমাম মালিক (রহ.) সেই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যাহা ইবন আবী শায়বা (রহ.) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, যিনা (ব্যভিচার) দুই প্রকার। এক অপ্রকাশ্য যিনা এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশ্য যিনা। অপ্রকাশ্য যিনা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং প্রকাশ্য যিনা গর্ভবতী হওয়া কিংবা স্বীকার করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, শুধু গর্ভবতী হওয়ার দ্বারা কোন মহিলাকে حد (ব্যভিচারের শাস্তি) দেওয়া যাইবে না। যে পর্যন্ত না সে ব্যভিচারিণী বলিয়া স্বীকার করিবে কিংবা চারজন সাক্ষী দিবে।

তাহারা হযরত উমর ও আলী (রাযিঃ)-এর ফায়সালা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তাহারা শুধু গর্ভবতী হওয়ার কারণে রজম দেন নাই। নিম্নে কয়েকটি রিওয়ায়ত উল্লেখ করা হইল।

(১) عن طارق بن شهاب قال بلغ عمر ان امرأة متعبدة حملت فقال عمر اراها قامت من الليل تصلى فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها فاتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها - (اخرجه عبد الرزاق فى مصنف ٩ : ٤٠٩)

(২) عن ابراهيم قال بلغ عمر عن امرأة انها حامل فامر بها ان تحرس حتى تضع فوضعت ماء اسود فقال عمر لمة شيطان - (اخرجه عبد الرزاق رقم ١٣٦٦٥)

(৩) عن ابى زيد ان رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيرها وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل ، فلما قدم عمر الى مكة رفع ذلك اليه فسألهما فاعترفا فجلده عمر الحد و اخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها و فرض ان يجمع بينهما فابى الغلام - (اخرجه الشافعى)

উপর্যুক্ত তিনটি হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উমর (রাযিঃ) শুধু গর্ভবতী হওয়ার কারণে মহিলাকে حد (ব্যভিচারের শাস্তি) দেন নাই। যে পর্যন্ত না তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। যদি শুধু গর্ভবতী হওয়া দ্বারা ব্যভিচারিণী বলিয়া প্রমাণিত হইত তাহা হইলে এই স্থলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

(৪) عن الشعبى ان عليا رضى الله عنه اتى بامراة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت ، فقال لها على ، لعل الرجل استكرهك؟ قالت لا قال فلعل الرجل قد وقع عليك و انت راقدة؟ قالت لا ، قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وانت تكتميته فالت لا، فحبسها حتى اذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة و رجمها يوم الجمعة الخ - (اخرجه عبد الرزاق فى مصنف ٩ : ٣٢٦)

এই রিওয়ায়তে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মহিলাটি স্বীকার না করা পর্যন্ত শুধু গর্ভবতী হওয়ার কারণে তাহাকে রজম দেওয়া হয় নাই; বরং সে যখন এই ব্যাপারে সকল প্রকার সম্ভাবনা অস্বীকার করিয়া ব্যভিচার করার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে স্বীকার করিলেন তখন তাহাকে রজম (পাথর বর্ষণে হত্যার শাস্তি) দেওয়া হয়। আল্লাহু সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৩৩-৪৩৬ সংক্ষিপ্ত)

(৪২৯৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪২৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে।

(৪২৯৮) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَهَلْ أَحْصَنْتَ". قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ.

(৪২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুয়াইব বিন লায়িছ বিন সা'দ (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। আর তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে তখন উচ্চস্বরে ডাক দিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করিয়াছি। তখন তিনি তাহার দিক হইতে মুবারক চেহারা ফিরাইয়া নিলেন। সে তখন তিনি যেই দিকে মুবারক চেহারা ফিরাইয়া নিয়াছিলেন সেই দিকে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করিয়াছি। তখনও তিনি তাহার মুবারক চেহারা ফিরাইয়া নিলেন। এইভাবে সে পুনঃপুনঃ চারবার পর্যন্ত স্বীকারোক্তি করিল। সে যখন চারবার নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামী আছে? সে আরয করিল, না। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলিল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহাকে নিয়া যাও এবং পাথর বর্ষণ করিয়া হত্যা কর। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে যিনি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন

তিনি আমার নিকট বলেন যে, জাবির (রাযিঃ) বলিয়াছেন, পাথর বর্ষণকারীগণের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তখন আমরা তাহাকে জানাযা নামায পড়ার স্থানে নিয়া পাথর বর্ষণ করিলাম। যখন তাহাকে হদ্দ (শাস্তি)-এর পাথর স্পর্শ করিল তখন সে পালাইতে লাগিল। অতঃপর আমরা তাহাকে হাররা নামক স্থানে পাকড়াও করিলাম। অতঃপর তাহাকে আমরা পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিলাম।

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, লায়িছ (রহ.)ও এই হাদীছ আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন মুসাফির (রহ.) হইতে, তিনি ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(ইমাম মুসলিম বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারমী (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুল ইয়ামান (রহ.) তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীছ জানান শুয়াইব (রহ.), তিনি যুহরী হইতে এই সনদেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে জানান যিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন, যেমন রাবী উকাইল (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল)। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি হইলেন, মায়িয বিন মালিক আল আসলামী (রাযিঃ)। -(তাকমিলা ২ঃ৪৩৮)

حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ (এইভাবে সে পুনঃপুনঃ (চারবার) পর্যন্ত স্বীকারোক্তি করিল)। ثنى শব্দটি باب رمى হইতে, ইহা كرر (পুনঃপুনঃ) অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ২ঃ৪৩৮)

أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (চারবার)। হানাফী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ ইহার ভিত্তিতে বলেন, ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ চারবার স্বীকারোক্তি ব্যতীত حد (ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তি) ওয়াজিব হয় না। আর ইহা হাকিম ও ইবন আবূ লায়লা (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, একবার স্বীকারোক্তিতেই 'হদ্দ' ওয়াজিব হইবে। আর ইহা হাসান, হাম্মাদ, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর অভিমত। আল মুগনী ১০ঃ১৬৫ পৃ.। তাহাদের দলীল মায়িয ও গামিদিয়া (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছের পর আগত আসীফ (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত ৪৩১১নং হাদীছ। উহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ و اغد يا انيس الى امرأة هذا - فان اعترفت فارجمها (হে উনাইস! তুমি আগামীকাল প্রত্যুষে উক্ত মহিলার কাছে গমন করিবে (এবং এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবে) যদি সে স্বীকার করে তবে তাহাকে রজম (পাথর বর্ষণ) করিয়া হত্যা করিবে)। এই স্থানে চারবার স্বীকারোক্তির বন্দিত্ব করেন নাই। অধিকন্তু ইতোপূর্বে ৪২৯৬ নং হাদীছে হযরত উমর (রাযিঃ) খুতবায় বলেন, او كان الحبل او الاعتراف (কিংবা গর্ভবতী হয় কিংবা সে নিজে স্বীকার করে)। এই স্থানেও তিনি চারবারের বন্দিত্ব করেন নাই। সুতরাং একবার স্বীকার করিলেই ব্যভিচারের 'হদ্দ' ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

হানাফী ও হাম্বলীগণের দলীল আলোচ্য হাদীছ। কেননা, হযরত মায়িয (রাযিঃ) প্রথমবার স্বীকারোক্তির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে স্বীয় মুবারক মুখ ফিরাইয়া ফেলিলেন, যদি একবার স্বীকার করার দ্বারা 'হদ্দ' ওয়াজিব হইয়া যাইত, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে নিজ চেহারা মুবারক ফিরাইয়া নিতেন না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ওয়াজিব 'হদ্দ'কে বর্জন করা জায়িয নাই।

তবে আসীফ (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছ এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খুতবায় الاعتراف (স্বীকার) শব্দটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ফলে মায়িয (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছ উহার তাফসীর তথা ব্যাখ্যা হইবে। সুতরাং مجمل (সংক্ষিপ্ত) এবং مفسر (ব্যাখ্যাকৃত) এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই।

فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى অর্থাৎ **مصلى الجنائز** (তখন আমরা তাহাকে জানাযার নামায আদায়ের স্থানে নিয়া পাথর বর্ষণ করিলাম)। -(শরহে উবাই গ্রন্থের ৪:৪৫০ পৃ.) -(তাকমিলা ২:৪৩৯)

فلما اصابته بحدها هرب অর্থাৎ **فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ** বাক্যে **أَذْلَقَتْهُ** শব্দ ذ এবং ق দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ (যখন তাহাকে হদ্দ (তথা শাস্তি)-এর পাথর স্পর্শ করিল তখন সে পালাইতে লাগিল)। -(শরহে নওয়াভী ২:৬৬)

(৪২৯৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(৪২৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী উকাইল (রহ.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩০০) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَلَعَلَّكَ". قَالَ لاَ وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ "أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ".

(৪৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযাইল বিন হুসাইন জাহদারী (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি মায়িয বিন মালিক (রাযিঃ)কে দেখিলাম, যখন তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হইল। তিনি খাটো প্রকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার গায়ে কোন চাদর ছিল না। তিনি নিজের উপর চারবার সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি ব্যভিচার করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি সম্ভবতঃ (শুধু চুম্বন দিয়াছ কিংবা স্পর্শ করিয়াছ)? তখন তিনি উত্তরে বলিলেন, না, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এই হতভাগা ব্যভিচার করিয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহাকে রজম (পাথর বর্ষণের শাস্তির ফায়সালা) দিলেন এবং তিনি খুৎবা দিয়া ইরশাদ করিলেন, সাবধান! আমরা যখন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করি তখন কেহ কেহ (জিহাদ হইতে) পশ্চাতে থাকিয়া যায় এবং পাঁঠার ন্যায় (অর্থাৎ পাঁঠা সঙ্গমকালে যেইরূপ উচ্চস্বরে আওয়ায করে সেইরূপ) আওয়ায করে। আর তাহাদের কেহ কেহ (মহিলাদেরকে সঙ্গমের মাধ্যমে) অল্প পানি (বীর্য) দেয়। আল্লাহ তাআলার কসম! আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে এই শ্রেণীর কোন লোকের উপর ক্ষমতা প্রদান করেন তাহা হইলে আমি তাহাকে অবশ্যই শাস্তি দিব (যাহাতে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَعْضَلُ (সুঠাম দেহ) অর্থাৎ **مشتد الخلق** (মজবুত সৃষ্টি)। আল্লামা **ابن القطاع** বলেন, জঙ্ঘা এবং বাহুর গোশতকে **العضلة** বলে। আর **الاعضل** হইল সুঠাম দেহ। **الاعضل الامر** তখন বলা হয় যখন কোন

কিছুতে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। আর অন্য রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, اعضل দ্বারা এই স্থানে كثير العضلات (অধিক গোশত তথা সুঠাম দেহ) মর্ম। -(তাকমিলা ২ঃ৪৪১)

فَلَعَلَّكَ (তুমি সম্ভবত) ইহার বিধেয় (خبر) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ لعلك قبلت؟ او غمزت ؟ (তুমি সম্ভবতঃ চুম্বন দিয়াছ? কিংবা স্পর্শ করিয়াছ)? অন্য রিওয়ায়তে অনুরূপ উল্লেখ আছে। -(তাকমিলা ২ঃ৪৪১)

إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ (নিশ্চয়ই এই হতভাগা ব্যভিচার করিয়াছে)। الاخر শব্দটি أ বর্ণে যবর এবং خ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ الارذل (হীনতর, নিকৃষ্টতর, হতভাগা)। -(তাকমিলা ২ঃ৪৪১)

لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ (পাঁঠার ন্যায় আওয়ায করে)। النبيب অর্থ হইতেছে পাঁঠার যৌনকর্মের সময়কার আওয়ায। আর التيس হইল পুরুষ ছাগল তথা ছাগ, পাঁঠা। ইহা দ্বারা সেই সকল পুরুষলোক মর্ম যাহারা (জিহাদ হইতে পশ্চাতে থাকিয়া) এমন মহিলাদের সহিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে যাহাদের স্বামী (ও পুরুষ মুহাররমাত ব্যক্তিবর্গ) জিহাদে গিয়াছে। আর সম্ভবতঃ কতক মুনাফিক এই ধরণের কর্মে লিপ্ত ছিল। -(তাকমিলা ২ঃ৪৪২)

يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ (তাহাদের কেহ কেহ (মহিলাদেরকে) সামান্য পরিমাণই পানি (তথা বীর্য) দান করিয়া থাকে)। كثبه হইতেছে পানি কিংবা দুধের সামান্য পরিমাণ। কেহ কেহ বলেন দুহনের সময়কার এক টান পরিমাণ। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, সেই সকল লোক যাহারা স্বামী অনুপস্থিত মহিলাদেরকে ধোকা দিয়া সামান্য পরিমাণ পানি (তথা বীর্য) প্রদানের মাধ্যমে নিজের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নেয়। আর এই বাক্যে احدهم শব্দটি يمنح এর فاعل (কর্তা)। আর ইহার প্রথম مفعول (কর্মপদ) উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ النساء (মহিলা)। -(তাকমিলা ২ঃ৪৪২)

(৪৩০১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلاَتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ جَعَلْتُهُ نَكَالاً" . أَوْ نَكَّلْتُهُ . قَالَ فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

(৪৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আল মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... হযরত জাবির বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল। তিনি ছিলেন খাটো প্রকৃতির। চুল ছিল অবিন্যস্ত এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁহার শরীরে একটি চাদর ছিল। আর তিনি ব্যভিচার করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর তাহার ব্যাপারে ফায়সালা করিলেন। তখন তাহাকে রজম দেওয়া হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমরা যখনই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হই, তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ পশ্চাতে থাকিয়া যায় এবং পাঁঠার (সঙ্গমকালের) ন্যায় আওয়ায করে। সে তখন কোন মহিলাকে (ব্যভিচারের মাধ্যমে) সামান্য পরিমাণ পানি (তথা বীর্য) প্রদান করে। নিশ্চয় আল্লাহ যদি আমাকে তাহাদের কাহারও উপর ক্ষমতা দান করেন তাহা হইলে আমি তাহাকে এমন শাস্তি দিব যাহা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। রাবী বলেন, আমি এই হাদীছই সাঈদ বিন যুবাইর (রাযি.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি চারবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৪৩০০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৩০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شَبَابَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

(৪৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... হযরত জাবির বিন সামুরা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন জা'ফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর শাবাবা (রহ.)ও তাঁহার বাণী فرده مرتين (তিনি তাহার স্বীকারোক্তি দুইবার প্রত্যাখ্যান করেন)-এর সহিত দ্বিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আর আবূ আমির (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে فرده مرتين او ثلاثا (তিনি তাহার স্বীকারোক্তি দুইবার কিংবা তিনবার প্রত্যাখ্যান করেন) বাক্য রহিয়াছে।

(৪৩০৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالاَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ". قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ " بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

(৪৩০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়িয বিন মালিক (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে যাহা পৌঁছিয়াছে তাহা কি ঠিক? তিনি আরয করিলেন, আমার ব্যাপারে আপনার কাছে কি পৌঁছিয়াছে? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, তুমি অমুক বংশের মেয়ের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ। তিনি জবাবে আরয করিলেন, জী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে চারবার সাক্ষ্য তথা স্বীকারোক্তি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন এবং তাহাকে রজম দেওয়া হইল।

(৪৩০৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ نَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ قَالَ فَاشْتَدَّ فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيدِ الْحَرَّةِ يَعْنِي الْحِجَارَةَ حَتَّى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ " أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَىَّ أَنْ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ نَكَّلْتُ بِهِ ". قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ.

(৪৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম সম্প্রদায়ের মায়িয বিন মালিক নামে এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, আমি একটি অশ্লীল কর্ম করিয়া ফেলিয়াছি। কাজেই ইহার জন্য আমার উপর শরীআতের বিধান প্রয়োগ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই স্বীকারোক্তি কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি উক্ত ব্যক্তির স্বগোত্রীয় লোকের কাছে তাহার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাহারা বলিলেন, তাহার ব্যাপারে তো আমরা কোন কিছু মন্দ জানি না। কিন্তু হঠাৎ করিয়াই সে এমন গর্হিত কর্ম সম্পাদন করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন মনে করিতেছে যে, তাহার প্রতি 'হদ্দ' অর্থাৎ শরীআতের বিধান প্রয়োগ ব্যতীত তাহার আর কোন নিষ্কৃতি নাই। রাবী বলেন যে, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি তাহাকে রজম করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, আমরা তাহাকে 'বাকিউল গারকাদ' নামক স্থানে নিয়া গেলাম। আমরা তাহাকে বাঁধিলাম না এবং জমিনে পুঁতিলাম না। অতঃপর আমরা তাহার প্রতি হাড়, মাটির শক্ত ঢিলা এবং ইট নিক্ষেপ করিতে শুরু করিলাম। এক পর্যায়ে সে দৌঁড়াইয়া পালাইতে চাহিল। আমরাও তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। এমনকি সে 'হাররা' নামক স্থানে গিয়া পৌঁছিল। আমরা তথায় তাহাকে পাকড়াও করিলাম এবং পাথর নিক্ষেপ করিলাম। ফলে সে নিশ্চল হইয়া (মরিয়া) গেল। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় খুৎবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমরা যখনই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য বাহির হই তখন কেহ না কেহ আমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে থাকিয়া যায়, পাঁঠা (সঙ্গমকাল)-এর আওয়াযের ন্যায় উচ্চস্বরে আওয়ায করে। আমার উপর কর্তব্য হইল যদি এমন ধরনের কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে আনা হয়– যে উক্ত রূপ কর্ম করিয়াছে তাহা হইলে আমি তাহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহার জন্য ইস্তিগফার করেন নাই এবং কোন প্রকার মন্দও বলেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمَا أَوْثَقْنَاهُ (আমরা তাহাকে বন্ধনযুক্ত করিলাম না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বাধা কাহারো মতে জরুরী নহে। তবে গর্ত খননের ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে পুরুষ কিংবা মহিলার জন্য গর্ত খনন করার প্রয়োজন নাই। আর কাতাদা, আবূ ছাওর ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে উভয়ের জন্য গর্ত খনন করা সমীচীন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এরও এক অভিমত অনুরূপ। আর মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে সাক্ষীর ভিত্তিতে যাহার 'রজম'-এর ফায়সালা হয় তাহার জন্য গর্ত খনন করিবে আর যাহার 'রজম' স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হয় তাহার জন্য গর্ত খনন করার প্রয়োজন নাই। আর শাফেয়ীগণের মতে পুরুষের জন্য গর্ত খনন করিবে না। কিন্তু মহিলার ব্যাপারে তিনটি অভিমত। (এক) সীনা পর্যন্ত গর্তে পুঁতিয়া দেওয়া মুস্তাহাব যাহাতে তাহার সতর খুলিয়া না যায়। (দুই) গর্ত খনন মুস্তাহাবও নহে আবার মাকরূহও নহে; বরং বিচারকের ফায়সালা মুতাবিক হইবে। (তিন) সাক্ষীর পদ্ধতিতে মুস্তাহাব এবং স্বীকারোক্তির পদ্ধতিতে মুস্তাহাব নহে, যাহাতে তাহার পলায়নের রাস্তা থাকে। -(শরহে নওয়াভী ২ঃ২৭)

فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ (অতঃপর আমরা তাহার উপর হাড় ... নিক্ষেপ করিতে শুরু করিলাম)। শারেহ নওয়াভী বলেন, 'রজম' করার জন্য শুধু পাথরই নির্ধারিত নহে; বরং যেই সকল বস্তু দ্বারা হত্যা করা যায় সেই সকল বস্তু দ্বারা 'রজম' প্রয়োগ করা যায়। যেমন পাথর, হাড়, মাটির শক্ত ঢিলা ও ইট প্রভৃতি। এই ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। -(শরহে নওয়াভী ২ঃ৬৭)

(৪৩০৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا دَاوُدُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ". وَلَمْ يَقُلْ "فِي عِيَالِنَا".

(৪৩০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... দাউদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ মর্মের হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেন যে, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যার সময় দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং মাহাত্ম বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তিনি ‘আম্মা বা’দ’ বলিলেন, সেই সম্প্রদায়ের কি পরিণতি হইবে, যখন আমরা জিহাদে বাহির হই তখন তাহাদের কেহ কেহ আমাদের পশ্চাতে থাকিয়া যায় এবং পাঁঠার (সঙ্গমকালের) আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে? (অর্থাৎ ব্যভিচার করে) কিন্তু তিনি তাহার বর্ণনায় فى عيالنا (আমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে) কথাটি নাই।

(৪৩০৬) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

(৪৩০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরাইজ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... দাউদ (রহ.) হইতে এই সনদে উল্লিখিত হাদীছের অংশ বিশেষ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (অতঃপর সে তিনবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করিয়াছে) কথাটি রহিয়াছে।

(৪৩০৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ غَيْلاَنَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ "وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ". قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ". قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فِيمَ أُطَهِّرُكَ". فَقَالَ مِنَ الزِّنَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَبِهِ جُنُونٌ". فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ "أَشَرِبَ خَمْرًا". فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَزَنَيْتَ". فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ". قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ". قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ "وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ". فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ "وَمَا ذَاكِ". قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا.

فَقَالَ "آنْتِ". قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ". قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ "إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا.

(৪৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আ'লা হামদানী (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন বুরাইদা (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা (বুরাইদা (রাযিঃ)) হইতে, তিনি বলেন, মায়িয বিন মালিক (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার দুর্ভাগ্য! তুমি ফিরিয়া যাও এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। রাবী বলেন, অতঃপর সে কিছু দূর গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। অতঃপর আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় ইরশাদ করিলেন। যখন চতুর্থবার মায়িয (রাযিঃ) একই কথা আরয করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কোন্ বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করিব? তখন তিনি বলিলেন, ব্যভিচার হইতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার সাথীবর্গকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে? তখন তাঁহাকে জানানো হইল যে, সে পাগল নহে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি মদ্যপান করিয়াছে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া তাহার মুখ শুকিয়া দেখিল। তিনি তাহার মুখ হইতে মদের গন্ধ পাইলেন না। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ব্যভিচার করিয়াছ? জবাবে সে আরয করিল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি তাহার প্রতি (ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তির) নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহার উপর 'রজম' করা হইল। অতঃপর এই সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। একদল বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই সে (মায়িয) ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই তাহার গুনাহ তাহাকে কার্যতভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আর দ্বিতীয় দল বলিতে লাগিলেন, মায়িয (রাযিঃ)-এর তাওবা হইতে উত্তম তাওবা আর হয় না। সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল এবং নিজের হাত তাঁহার হাতের উপর রাখিল। অতঃপর আরয করিল আমাকে (ব্যভিচারের শাস্তি) পাথর দ্বারা হত্যা করুন। রাবী বলেন যে, দুই তিন দিন পর্যন্ত এই ধরনের আলোচনা চলিতেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিষয়টি জ্ঞাত হইবার পর) তাশরীফ আনিলেন, আর তখন সাহাবায়ে কিরাম বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি আসিয়া সালাম দিলেন। তারপর বসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তোমরা মায়িয বিন মালিক (রাযিঃ)-এর জন্য ইস্তিগফার (আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) কর। রাবী বলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ মায়িয বিন মালিককে ক্ষমা করুন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে এমনভাবে তাওবা করিয়াছে, যদি উহা উম্মতের মধ্যে বন্টিত হয় তাহা হইলে সকলের জন্য উহা যথেষ্ট হইবে।

রাবী বলেন, অতঃপর তাঁহার দরবারে আযদ সম্প্রদায়ের গামিদ পরিবারের এক মহিলা আসিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি হতভাগিনী। তুমি ফিরিয়া যাও এবং আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। তখন মহিলা আরয করিলেন, আপনি কি ইচ্ছা করিয়াছেন যে, আমাকে আপনি তেমনভাবে ফিরাইয়া দিবেন যেমনভাবে মায়িয বিন মালিক (রাযিঃ)কে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন? তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? মহিলা আরয করিলেন, আমি ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হইয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহা স্বেচ্ছায় করিয়াছ? মহিলা জবাবে বলিল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। রাবী বলেন, এক আনসারী লোক তাহার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। রাবী বলেন, কয়েক দিন পর উক্ত (আনসারী) লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে

আসিয়া বলিলেন, গামেদিয়া মহিলা সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার শিশু সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় তাহাকে আমি রজম করিতে পারি না। কেননা, তাহার শিশু সন্তানকে দুধ পান করাইবার মত কেহ নাই। তখন এক আনসারী লোক দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইহা নাবীয়াল্লাহ! আমি তাহার দুধ পান করাইবার দায়িত্ব নিলাম। রাবী বলেন, তখন তিনি তাহাকে রজম (পাথর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা) করিলেন।

(4308) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ "أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا". فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَ بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ "إِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي". فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ "اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ". فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ "مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ". ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

(৪৩০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, মায়িয বিন মালিক আসলামী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করিয়াছি এবং ব্যভিচার করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, আপনি আমাকে পবিত্র করিবেন। তখন তিনি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর পরের দিন তিনি পুনরায় তাঁহার কাছে আসিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্য ব্যভিচার করিয়াছি। তখন তিনি তাহাকে এই দ্বিতীয়বারও ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তিকে তাহার গোত্রের কাছে প্রেরণ করিলেন। তিনি সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি জানেন যে, তাহার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটিয়াছে এবং সে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হইয়াছে। তাহারা জবাবে বলিলেন, আমরা তাহার বুদ্ধির বিভ্রাট হইয়াছে বলিয়া জানি না। আমরা তো জানি যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। অতঃপর মায়িয তৃতীয়বার তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তখন তিনি আবারও তাহার সম্প্রদায়ের কাছে তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজন লোক পাঠাইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে জানাইলেন যে, আমরা তাহার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানিনা এবং তাহার বুদ্ধিরও বিভ্রাট ঘটে নাই। অতঃপর মায়িয যখন চতুর্থবার আগমন করিল, তখন তাহার জন্য একটি গর্ত খনন করা হইল এবং তাহার উপর (ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তির) নির্দেশ দিলেন। তখন তাহাকে 'রজম' করা হইল।

রাবী বলেন, অতঃপর গামিদিয়া এক মহিলা আসিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ব্যভিচার করিয়াছি। কাজেই আমাকে আপনি পবিত্র করুন। তখন তিনি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর সে পরবর্তী দিবস আগমন করিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। আপনি কি আমাকে সেইভাবে ফিরাইয়া দিতে চান যেইভাবে মায়িযকে আপনি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন? আল্লাহ তাআলার কসম, নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী। তখন তিনি বলিলেন, তুমি যদি ফিরিয়া যাইতে না চাও তাহা হইলে অন্ততঃ প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। রাবী বলেন, অতঃপর সে যখন সন্তান প্রসব করিল তখন ভূমিষ্ট শিশুকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়া তাঁহার কাছে আগমন করিল এবং আরয করিল, এই শিশু আমি প্রসব করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাও এখন তাহাকে দুধ পান করাও এবং দুধ পান করানোর সময় উত্তীর্ণ হইলে পরে আসিবে। অতঃপর যখন তাহার দুধ পান করাইবার সময় উত্তীর্ণ হইল তখন উক্ত মহিলা শিশুটিকে নিয়া তাঁহার দরবারে আগমন করিল এমন অবস্থায় যে, শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। অতঃপর আরয করিল, ইয়া নবীয়াল্লাহ! এই যে, সেই শিশু, যাহাকে আমি দুধ পান করাইবার কাজ শেষ করিয়াছি। সে এখন খাদ্য আহার করে। তখন শিশুটিকে তিনি কোন একজন মুসলমানকে প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহার প্রতি (ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তি) প্রয়োগের জন্য হুকুম দিলেন। মহিলাটির বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হইল। অতঃপর লোকদেরকে তাহার উপর রজম করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন তাহারা তাহাকে পাথর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিঃ) একটি পাথর নিয়া সামনে অগ্রসর হইলেন এবং তাহার মাথায় নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে রক্ত ছিটিয়া খালিদ (রাযিঃ)-এর মুখমন্ডলে পতিত হইল। তখন তিনি তাহাকে গালি দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গালি শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, সাবধান হে খালিদ! সেই মহান সত্তার কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, জানিয়া রাখ! নিশ্চয়ই সে এমন তাওবা করিয়াছে, যদি কোন 'হক্কুল ইবাদ' নষ্টকারী ব্যক্তিও এমন তাওবা করিত তাহা হইলে তাহারও ক্ষমা হইয়া যাইত। অতঃপর তাহার জানাযার নামায আদায়ের হুকুম দিলেন। তিনি তাহার জানাযার নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তাহাকে দাফন করা হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ (শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় যে, শিশুটি দুধ পানের সময় শেষ হইবার পর রুটি আহার করার উপযোগী হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একজন মুসলমানকে শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়া মহিলাটিকে 'রজম' করার হুকুম দেন। আর পূর্ববর্তী রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে فقام رجل من الانصار فقال الى رضاعة يا نبى الله (তখন এক আনসারী লোক দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমি তাহার দুধ পান করাইবার দায়িত্ব নিলাম)। তখন তিনি তাহাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়ত বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ। কেননা, আলোচ্য রিওয়ায়তে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিশুটির দুধ পান করানো শেষে রুটি আহার করার উপযোগী হইবার পর মহিলাটিকে রজম করার নির্দেশ দেন। আর পূর্বের রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় প্রসব হইবার পরপরই মহিলাটিকে 'রজম' করার নির্দেশ দেন। কাজেই পূর্বের রিওয়ায়তকে তাবীলের মাধ্যমে আলোচ্য রিওয়ায়তের সমন্বয় করা ওয়াজিব। কেননা, একই ঘটনা এবং উভয় রিওয়ায়ত সহীহ। আর আলোচ্য রিওয়ায়তটি সুস্পষ্ট যাহার তাবীল করার অবকাশ নাই। আর পূর্বের (৪৩০৭ নং) রিওয়ায়তে সুস্পষ্ট বিবরণ নাই। ফলে পূর্বের রিওয়ায়তের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আর পূর্বের রিওয়ায়তের বাক্য فقام رجل من الانصار فقال الى رضاعة يا نبى الله (তখন এক আনসারী লোক দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে নবীয়াল্লাহ! আমি তাহার দুধ পান করাইবার দায়িত্ব নিলাম)-এ দুধ পান করাইবার দ্বারা তিনি শিশুটির দুধ পান করানোর সময় উত্তীর্ণ হইবার পর পানাহার করিতে সক্ষম হইলে তাহাকে

লালন পালন করার কথা মর্ম নিয়াছেন। আর ইহাকেই তিনি রূপকভাবে (مجازا) দুধপান হিসাবে নামকরণ করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ২ঃ৬৮)

فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا (মহিলার বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হইল)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচারিণী মহিলার শরয়ী হদ্দ প্রয়োগের জন্য গর্ত খনন করিয়া বক্ষ পর্যন্ত পুঁতিয়া দেওয়া সুন্নত। -(তাকমিলা ২ঃ৪৫২)

لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (যদি কোন 'হক্কুল ইবাদ' বিনষ্টকারী ব্যক্তিও এমন তাওবা করিত তাহা হইলে তাহারও ক্ষমা হইয়া যাইত)। مكس শব্দটি م বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। مكس বলা হয় সেই দিরহাম (টাকা) সমূহকে যাহা জাহিলিয়্যাত যুগে পুণ্য বিক্রেতা হইতে নেওয়া হইত। ইহার فاعل (কর্তা) হইল ماكس (শুল্ক আদায়কারী)। বস্তুতভাবে مكس এর অর্থ النقص (কমতি, ঘাটতি,হ্রাস প্রভৃতি)। শুল্ক আদায়কারী যখন পুণ্য বিক্রেতা হইতে দিরহাম আদায় করে তখন পুণ্যের মূল্যহ্রাস পায়।

শারেহ নওয়াভী বলেন, পুণ্য বিক্রেতা হইতে টাকা গ্রহণ করা মারাত্মক পাপ, ধ্বংসকারী গুনাহ। ইহা দ্বারা লোকদের প্রতি যুলুম করা হয় এবং না হকভাবে অর্থ গ্রহণ করা হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৪৫৩)

(৪৩০৯) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا فَقَالَ "أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا". فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى".

(৪৩০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মালিক বিন আবদুল ওয়াহিদ মিসাঈ (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুহাইনা সম্প্রদায়ের এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিল এমন অবস্থায় যে, সে ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী। অতঃপর আরয করিল, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমি হদ্দ-এর উপযোগী হইয়াছি। কাজেই আপনি আমার উপর উহা কার্যকর করুন। তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অভিভাবককে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তাহাকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখ। অতঃপর সে যখন বাচ্চা প্রসব করিবে তখন তাহাকে আমার কাছে নিয়া আসিবে। সে তাহাই করিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত মহিলার কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি 'হদ্দ' প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাহাকে পাথর মারা হইল। অতঃপর তিনি তাহার উপর (জানাযার) নামায আদায় করিলেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি তাহার (জানাযার) নামায আদায় করিলেন, অথচ সে ব্যভিচারিণী ছিল? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই সে এমনভাবে তাওবা করিয়াছে, যদি তাহা মদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের (নাজাতের) জন্য উহাই যথেষ্ট হইত। (হে উমর)! তুমি কি তাহার চইতে অধিক উত্তম কোন তাওবাকারী কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছ? সে তো নিজের জান আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে দান করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ (জুহাইনা সম্প্রদায়ের এক মহিলা ...)। এই মহিলা এবং পূর্ব হাদীছে বর্ণিত গামিদিয়া একই মহিলা কি না এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। আবূ দাউদ (রহ.) এই মহিলাকেও গামিদিয়া মহিলা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই জন্য তিনি উভয় হাদীছকে একই অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন। আল্লামা গাস্‌সানী (রহ.) বলেন, জুহাইনা, গামিদী এবং বারিক একই গোত্রের নাম। বযলুল মাজহুদ গ্রন্থকার (রহ.) স্বীয় কিতাবের ৫ঃ১৩৫ নং পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই মহিলা সেই মহিলাই যাহার কথা পূর্ববর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর জুহাইনা সম্প্রদায়ের একটি শাখাগোত্রই গামিদী। -(তাকমিলা ২ঃ৪৫৪)

(৪৩১০) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩১১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "قُلْ". قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ.

(৪৩১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা এবং যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) তাহারা উভয় বলেন, নিশ্চয়ই বেদুঈনের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিল। অতঃপর বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কসম দিয়া বলিতেছি যে, আপনি আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) অনুসারে ফায়সালা করিয়া দিন। তখন তাহার প্রতিপক্ষ অপর ব্যক্তি যিনি তাহার চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিল বলিল, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করুন, তবে ইহার পূর্বে আমাকে (কিছু কথা বলার) অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বলো। লোকটি আরয করিল, আমার এক ছেলে এই লোকের বাড়ীতে চাকর ছিল। সে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। ফলে আমাকে খবর দেওয়া হইয়াছে যে, আমার ছেলের উপর 'রজম' হইবে। সুতরাং আমি উহার বিনিময় প্রদান করিলাম একশত ছাগল এবং একটি দাসী। অতঃপর আমি এই সম্পর্কে আলিমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তাহারা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছর নির্বাসন আরোপিত হইবে। আর উক্ত মহিলার উপর রজম কার্যকর করা

হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মাঝে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করিয়া দিব। কাজেই দাসী ও ছাগলগুলি ফিরাইয়া আন। আর তোমার ছেলের উপর (অবিবাহিত হওয়ায়) একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছর কাল নির্বাসন কার্যকর হইবে। হে উনায়সা (রাযিঃ)! আগামীকাল তুমি প্রত্যুষে সংশ্লিষ্ট মহিলার কাছে যাইবে (এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে)। সে যদি স্বীকার করে তাহা হইলে (বিবাহিত হওয়ায়) তাহাকে 'রজম' করিবে। রাবী বলেন, পরদিন প্রত্যুষে তিনি মহিলার কাছে গেলেন (এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন) সে তাহা স্বীকার করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার উপর (বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর শরয়ী শাস্তি) কার্যকর করার হুকুম দিলেন। অতঃপর তাহাকে 'রজম' করা হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا (এই ব্যক্তির বাড়িতে চাকর ছিল)। هذا ইসমে ইশারাটির দ্বারা বক্তার প্রতিপক্ষ সংশ্লিষ্ট মহিলার স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। العسيف শব্দটি وزن এবং معنى এর দিক দিয়া الاجير (চাকর)-এর অর্থ প্রকাশ করে। ইহার বহুবচন عسفاء (চাকররা)। আর কখনও কখনও ইহা খাদেম, দাস এবং ভিক্ষুকের উপর প্রয়োগ হয়। আল্লামা আবদুল মালিক বিন হাবীব (রহ.) বলেন, عسيف এমন যুবককে বলে যে স্বপ্নদোষের মাধ্যমে এখনও সাবালক হয় নাই। আর ইমাম নাসাঈ (রহ.) হযরত আমর বিন শুয়াইব (রহ.) সূত্রে রিওয়ায়ত করেন যে, كان ابنى اجيرا لامرأته (আমার এক ছেলে তাহার স্ত্রীর চাকর ছিল)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে عسيف শব্দটি الاجير (চাকর, শ্রমিক, বেতনভুক্ত কর্মচারী) অর্থেই সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৬০)

لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করিয়া দিব)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত যখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় তখন ইহা আমল করিবার ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ-এর সমপর্যায়ের। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করিবেন বলিয়া বলিয়াছেন। অথচ তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলাকে 'রজম' দেওয়ার ফায়সালা করেন। আর 'রজম' করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে কিতাবুল্লাহ (তথা কুরআন মাজীদে নাই) তাহা সত্ত্বেও তিনি কিতাবুল্লাহ-এর সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। কেননা, কিতাবুল্লাহ-এর মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ২ঃ৪৬১)

واغد (আগামীকাল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর এই স্থানে مطلق (ব্যাপকভাবে) যাওয়া মর্ম। আগামীকালের সহিত বন্দিত্ব নহে। সম্ভবতঃ এই হাদীছের বিষয়টি দিবসের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকাল প্রত্যুষে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৬২)

(৪৩১২) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

(৪৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর বিন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৩১৩) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى". قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ "فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ". فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.

(৪৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা আবূ সালিহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি জানান যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একজন ইয়াহুদী পুরুষ এবং একজন ইয়াহুদী মহিলাকে আনা হইল, যাহারা উভয়ে ব্যভিচার করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন এবং তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাওরাত কিতাবে ব্যভিচারীর শাস্তি সম্পর্কে কি পাইয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা উভয়ের চেহারায় কালি লাগাইয়া দেই এবং উভয়কে বিপরীতমুখী করিয়া উটের উপর আরোহণ করাইয়া পরিভ্রমণ করাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, (ইহা যদি ব্যভিচারীর শাস্তি হইয়া থাকে) তাহা হইলে তোমরা তাওরাত কিতাব নিয়া আস, যদি তোমরা এই ব্যাপারে সত্যবাদী হও। তাহারা তখন তাওরাত কিতাব নিয়া আসিল এবং পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। যখন رجم (পাথর বর্ষণে ব্যভিচারের শাস্তি)-এর নিকটবর্তী হইল তখন যে যুবকটি তাওরাত পাঠ করিতেছিল সে স্বীয় হাত اية الرجم (পাথর বর্ষণের শাস্তির আয়াত)-এর উপর রাখিয়া দিল এবং রক্ষিত হাতের অগ্র-পশ্চাতের অংশ পাঠ করিল। তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, আপনি তাহাকে নির্দেশ দিন– সে যেন নিজ হাত উঠাইয়া ফেলে। সে তাহার হাত উঠাইয়া নিল। তখন দেখা গেল যে, তাহার হাতের নীচেই اية الرجم রহিয়াছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের উপর রজম করার ফায়সালা করিলেন। তখন উভয়কে রজম করা হইল। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন যে, যাহারা উভয়ের উপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তখন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, পুরুষটি (ভালোবাসার আকর্ষণে নিজেই পাথরের আঘাত গ্রহণ করে) মহিলাটিকে পাথরের আঘাত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا (আমরা উভয়ের মুখমন্ডলে কালি লাগাইয়া দেই এবং উভয়কে উটের উপর আরোহণ করাইয়া ...)। শারেহ নওয়াভী বলেন, অধিকাংশ নুসখায় বাক্যটি অনুরূপই রহিয়াছে। نحملهما শব্দটি ح এবং ل দ্বারা পঠিত। আর কতক নুসখায় ج - نجملهما দ্বারা পঠনে, আর কতক নুসখায় نحممهما দুইটি م দ্বারা পঠিত। সবগুলি শব্দের অর্থ প্রায় কাছাকাছি। সুতরাং প্রথমটির অর্থ نحملهما على الجمل (আমরা উভয়কে উটের উপর আরোহণ করাই। দ্বিতীয়টির অর্থ نحملهما جميعا على الجمل (আমরা উভয়কে একসাথে উটের উপর বসাই)। আর তৃতীয়টির অর্থ نسود وجوههما بالحمم (আমরা উভয়ের চেহারায় ছাই লাগাইয়া দেই)। حمم শব্দটি ح বর্ণে পেশ এবং م বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। فحم (কয়লা)-এর

মুসলিম ফর্মা -১৬-১৫/২

অর্থে ব্যবহৃত। তবে তৃতীয়টি দুর্বল। কেননা, প্রথমে বলা হইয়াছে **نسود وجوههما** (আমরা উভয়ের চেহারায় কালি লাগাইয়া দেই) আর **تحميم** এর অর্থও **تسويد الوجه** (চেহারা কাল করিয়া দেওয়া)। সুতরাং অহেতুক পুনরাবৃত্তি হয়। -(শারেহ নওয়াভী ২ঃ৬৯, তাকমিলা ২ঃ৪৬৬-৪৬৭)

(৪৩১৪) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمَا. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

(৪৩১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন ইয়াহুদীকে ব্যভিচারের দায়ে 'রজম' করেন। তন্মধ্যে একজন ছিল পুরুষ এবং অন্যজন মহিলা, যাহারা উভয়ই ব্যভিচার করিয়াছিল। ইয়াহুদীরা তাহাদের দুইজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়া আসে। অতঃপর তিনি উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৩১৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ.

(৪৩১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীরা তাহাদের একজন পুরুষ ও মহিলাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিল যাহারা ব্যভিচার করিয়াছিল। অতঃপর উবায়দুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণিত অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ". قَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ". قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ". فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.

(৪৩১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... বারা বিন আযিব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখ দিয়া এক ইয়াহুদীকে কালি মাখা এবং বেত্রাঘাতকৃত অবস্থায় নিয়া যাইতেছিল। তখন তিনি তাহাদেরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি অনুরূপই পাইয়াছ। তাহারা (জবাবে) বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদের আলিমদের মধ্যে একজন (পাদ্রী)কে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছিলেন; তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীর 'হদ্দ' (শাস্তি) এইরূপই পাইয়াছ? তখন ইয়াহুদী পাদ্রী লোকটি বলিলেন, না। আর আপনি যদি আমাকে এইভাবে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা না করিতেন তাহা হইলে আমি আপনাকে জানাইতাম না যে, বস্তুতভাবে আমরা কিতাবে (ব্যভিচারের শাস্তি) রজম (পাথর বর্ষণ করিয়া হত্যা) পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার ব্যাপক প্রচলন হইয়া গিয়াছে যে, আমরা যখন ইহাতে কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে পাকড়াও করিতাম, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম। আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পাকড়াও করিতাম তখন তাহার উপর 'হদ্দ' (তাওরাতে বর্ণিত প্রকৃত শাস্তি) প্রয়োগ করিতাম। পরিশেষে আমরা বলিলাম, তোমরা সকলেই আস, আমরা সম্মিলিতভাবে এই সম্পর্কে একটি শাস্তি নির্ধারণ করিয়া নেই। যাহা সামর্থ্যবান ও দুর্বল সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। কাজেই আমরা ব্যভিচারের শাস্তি রজম (পাথর বর্ষণে হত্যা)-এর পরিবর্তে কালি লাগানো এবং বেত্রাঘাত করাকেই নির্ধারিত করিয়া লই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আপনার হুকুম (ব্যভিচারের শাস্তি 'রজম')কে যিন্দা করিলাম। যাহা তাহারা মারিয়া (বাতিল করিয়া) ফেলিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন "হে রাসূল! তাহাদের জন্য দুঃখ করিবেন না, যাহারা দৌড়াইয়া গিয়া কুফরে পতিত হয়, (যাহারা মুখে বলে, আমরা মুমিন, অথচ তাহাদের অন্তরে ঈমান নাই এবং যাহারা ইয়াহুদী, মিথ্যা বলার জন্য তাহারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তাহারা অন্য দলের গুপ্তচর যাহারা আপনার কাছে আসে নাই। তাহারা বাক্যকে স্বস্থান হইতে পরিবর্তন করে। তাহারা বলে) যদি তোমরা এই নির্দেশ পাও তাহা হইলে কবূল করিয়া নিও পর্যন্ত (সূরা মায়িদা-৪১)।

তাহারা (ইয়াহুদীরা) বলিত যে, তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাও, তিনি যদি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে কালি লাগানো এবং বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন, তাহা হইলে তোমরা তাহা বাস্তবায়ন কর; আর যদি তিনি 'রজম'-এর হুকুম দেন তাহা হইলে তোমরা বিরত থাক। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, যেই সকল লোক আল্লাহ তাআলা যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারাই ফাসিক। -(সূরা মায়িদা-৪৪) এবং "যেই সকল লোক আল্লাহ তাআলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারাই যালিম। -(সূরা মায়িদা-৪৫) এবং "যেই সকল লোক আল্লাহ তাআলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারাই পাপাচারী। -(সূরা মায়িদা-৪৭)। এই সকল আয়াত কাফিরদের সম্পর্কেই নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ الخ (হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আপনার হুকুম (ব্যভিচারের শাস্তি রজম)কে যিন্দা করিলাম ...) ইহাতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইল। এক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে দুইজন ইয়াহুদী ব্যভিচারীকে রজম করার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম রজম-এর বিধানটি কার্যকর করা হয়। দুই. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শরীআতের ভিত্তিতেই রজম-এর ফায়সালা করিয়াছিলেন। মানসূখ তাওরাতের হুকুমের ভিত্তিতে নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৭৬)

(৪৩১৭) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ.

(৪৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাহারা ... আমাশ (রহ.) হইতে এই সনদে فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে ফায়সালা করিলেন। অতঃপর রজম করা হইল) পর্যন্ত অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আয়াত নাযিল হইতে পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৪৩১৮) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ.

(৪৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম সম্প্রদায়ের একজন পুরুষ এবং এক ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলার উপর 'রজম' কার্যকর করেন।

(৪৩১৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً.

(৪৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (و امرته এর স্থলে) و امراة (এবং এক মহিলা) বলিয়াছেন।

(৪৩২০) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لاَ أَدْرِي.

(৪৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইসহাক শায়বানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রজম (ব্যভিচারের শাস্তি পাথর বর্ষণে হত্যা) করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলাম, সূরা নূর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে না পরে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি তাহা জানি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا (সূরা নূর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে না পরে)? সূরা নূরের আয়াতখানা হইল اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ, তাহাদের প্রত্যেককে একশত করিয়া বেত্রাঘাত কর। -সূরা নূর-২)। এই আয়াতে ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাতের কথা বলা হইয়াছে। আর এই জিজ্ঞাসা দ্বারা ফায়দা হইতেছে যে, রজম-এর ঘটনা যদি ইহার পূর্বে সংঘটিত হইয়া থাকে তবে ব্যভিচারীর শাস্তি বেত্রাঘাত দ্বারা উহা রহিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি পরে সংঘটিত হয় তাহা হইলে বিবাহিতদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত রহিত হইবার দলীল দেওয়া যায়। সম্ভবতঃ আবূ ইসহাক শায়বানী (রহ.)

খারেজীদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেননা, খারেজীরা বিবাহিতদের রজমকে অস্বীকার করে। উল্লেখ্য যে, রজম করার সকল ঘটনা-ই সূরা নূর অবতীর্ণ হইবার পরে ঘটিয়াছিল। আর আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিঃ) রজম-এর সকল ঘটনার তারিখ জানার বিষয়টি অস্বীকার করেন নাই; বরং তিনি শুধু দুই ইয়াহুদীর 'রজম' করার তারিখ জানেন না বলিয়া বলিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা ২ঃ৪৭৮)

ফায়দা ঃ

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর ঃ

হাদীছ শরীফসমূহে এবং পবিত্র কুরআনী আয়াতসমূহে চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হইয়াছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করিবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখিবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হইয়াছে যে, উভয়কে একশত করিয়া বেত্রাঘাত করিতে হইবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত আয়াত নাযিল হইবার পর বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে কেবল একশত বেত্রাঘাত করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা।

বালাবাহুল্য, এই স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলি শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। হাদীছ শরীফে 'মুহসান' ও 'গায়র-মুহসান' কিংবা 'ছাইয়িব' ও 'বিকর' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। শরীআতের পরিভাষায় 'মুহসান' এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে। আর শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সহিত সহবাস করে নাই তাহাকে 'গায়র মুহসান' বলে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বোঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের লক্ষ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত-অবিবাহিত লিখা হইয়াছে। -(মাআরিফুল কুরআন, সূরা নূর সংশ্লিষ্ট আয়াত)

لا ادرى (আমি তাহা জানি না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জলীলুল কদর সাহাবীর কাছেও কতক স্পষ্ট বিষয় অজানা থাকিতে পারে। আর জবাবে لا ادرى বলা কোন দোষের বিষয় নহে; বরং ইহার দ্বারা জ্ঞানে গভীরতা প্রকাশ পায়, যাহা প্রসংশনীয়। -(তাকমিলা ২ঃ৪৭৮)

(৪৩২১) حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

(৪৩২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ঈসা বিন হাম্মাদ মিসরী (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, তোমাদের কোন দাসী যদি ব্যভিচার করে এবং তাহার ব্যভিচার কর্ম (সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়) তাহা হইলে তাহাকে শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি (حد) অনুযায়ী বেত্রাঘাত করিবে (যদিও সে বিবাহিতা হয় কেননা, গোলাম ও বাঁদির উপর রজম নাই) এবং তাহাকে কোন প্রকার তিরস্কার করিবে না। অতঃপর যদি (দ্বিতীয় বার) সে ব্যভিচার করে তাহা হইলে শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি বেত্রাঘাত করিবে এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিবে না। অতঃপর তৃতীয়বার যদি ব্যভিচার করে এবং তাহার ব্যভিচার কর্ম প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে বিক্রি করিয়া দিবে। যদি চুলের দড়ি পরিমাণ (অতি সামান্য) মূল্যে হইলেও।

(৪৩২২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ح

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا "ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ".

(৪৩২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বাঁদীর বেত্রাঘাত সম্পর্কে বর্ণিত যে, "যখন সে পরপর ব্যভিচার করে। তারপর চতুর্থবারে তাহাকে বিক্রি করিয়া দিবে।"

(৪৩২৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا مَالِكٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

(৪৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিবাহিতা বাঁদী ব্যভিচারিণীর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবে। পুনরায় যদি সে ব্যভিচার করে তবে আবারও বেত্রাঘাত করিবে। তারপরও যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবে এবং পরে তাহাকে বিক্রি করিয়া দিবে, যদিও একটি দড়ির (কেশগুচ্ছের) মূল্যের পরিমাণ মূল্য হয়। ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, (বিক্রি করার নির্দেশটি) তৃতীয়বারের পরে কিংবা চতুর্থবারের পরে, তাহা (সঠিকভাবে) জানি না। আর রাবী কা'নাবী (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন যে, ইবন শিহাব (রহ.) الضفير (কেশগুচ্ছ) শব্দের অর্থ الحبل (দড়ি) বলিয়াছেন।

(৪৩২৪) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

(৪৩২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। অতঃপর তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। আর তিনি ইবন শিহাব (রহ.)-এর কথা الضفير এর অর্থ الحبل (দড়ি) উল্লেখ করেন নাই।

(৪৩২৫) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

(৪৩২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ বিন খালিদ (রাযিঃ) হইতে, তাহারা মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে দাসী বিক্রি সম্পর্কে 'তৃতীয়বার কিংবা (তথা রাবীর সন্দেহসহ) চতুর্থবারে' বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রসূতিদের 'হদ্দ' কার্যকরে বিলম্ব করা

(৪৩২৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَحْسَنْتَ".

(৪৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দমী (রহ.) তিনি ... আবূ আবদুর রহমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রাযিঃ) এক খুৎবায় বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের (ব্যভিচারী) দাস-দাসীদের উপর 'হদ্দ' কার্যকর কর। তাহারা বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (পরিবারের) এক দাসী ব্যভিচার করিয়াছিল। তাই আমি তাহাকে (ব্যভিচারের শাস্তি) বেত্রাঘাত করার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন, সে তখন নিফাস অবস্থায় ছিল। তখন আমি ভয় করিলাম যে, এখন যদি আমি তাহাকে বেত্রাঘাত করি তাহা হইলে হয়তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। এই বিষয়টি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উত্তম কাজ করিয়াছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ (তাহারা বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত)। এই বাক্য দ্বারা হযরত আলী (রাযিঃ) সম্ভবতঃ সেই সকল লোকদের ধারণা খন্ডন করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ তাআলার ইরশাদ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ (অতঃপর যখন তাহারা (ক্রীতদাসীরা) বিবাহ বন্ধনে আসিয়া যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাহাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। -সূরা নিসা ২৫)-এর মর্ম এইরূপ গ্রহণ করেন যে, আয়াতে বিবাহিত ক্রীতদাসীদের ব্যভিচারের 'হদ্দ' বর্ণিত হইয়াছে। তাই তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন যে, আয়াতের মর্ম এইরূপ নহে; বরং ক্রীতদাসীরা বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিতা হউক উভয়ের ক্ষেত্রে এই 'হদ্দ' (বেত্রাঘাত) কার্যকর হইবে।

বালাবাহুল্য ইসলামী শরীআতে স্বাধীন নারীদের ব্যভিচারের শাস্তি অবিবাহিতা হইতে বিবাহিতাদের কঠোর। ফলে কেহ কেহ ধারণা করিতে পারে যে, ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপই হইবে। তাই আল্লাহ তাআলা فَإِذَا

احصن الخ (অতঃপর যখন তাহারা বিবাহবন্ধনে আসিয়া যায় ...। -সূরা নিসা ২৫) আয়াতে বিশেষভাবে বিবাহিতা শব্দটি উল্লেখ করিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; বরং উভয় পদ্ধতিতে তাহাদের শাস্তি স্বাধীন নারীদের অর্ধেক। আর স্বাধীন নারীদের ব্যভিচারের শাস্তিকে অর্ধেক ভাগে ভাগ করা যায় শুধু **جلد** (বেত্রাঘাত)কে **رجم** (পাথর বর্ষণের শাস্তি)কে ভাগ করা যায় না। সুতরাং ক্রীতদাসীরা বিবাহিতা হউক কিংবা অবিবাহিতা হউক, উভয় অবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তি পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত হইবে। -(তাকমিলা ২ঃ৪৮৬-৪৮৭)

فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক দাসী ব্যভিচার করিয়াছিল)। তাহার নাম জানা নাই। উল্লেখ্য যে, এই দাসীটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নহে; বরং তাঁহার কোন এক স্ত্রীর ছিল। সুনানু আবী দাউদ শরীফে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, **فجرت جارية لال رسول الله صلى الله عليه وسلم** (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের কাহারও একটি দাসী অশ্লীল কাজ করে)। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন দাসী এই ধরনের কোন অশ্লীল কাজ করার বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারজন দাসী ছিলেন– মারিয়া কিবতিয়া, রায়হানা, জামীলা, জারিয়া। এই দাসীগুলি হযরত যয়নব বিনতে জাহজ (রাযিঃ) তাঁহাকে হেবা করিয়া দিয়াছিলেন। আর কতক বিশেষজ্ঞ উক্ত দাসীগুলির মধ্যে 'রাবিহাতু কারযিয়া'কেও উল্লেখ করিয়াছেন। -উয়ূনুল আছার ৩১১ পৃষ্ঠা। -(তাকমিলা ২ঃ৪৮৭)

(৪৩২৭) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السُّدِّيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ "اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ".

(৪৩২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সুদ্দী (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি "তাহাদের মধ্যে বিবাহিত এবং অবিবাহিতা" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। আর তাঁহার বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, "তুমি তাহাকে অবকাশ দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিফাস হইতে পাক হয়।"

بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ্যপানের হদ্দ (শরয়ী শাস্তি)

(৪৩২৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

(৪৩২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে একজন মদ্যপানকারীকে উপস্থিত করা হইল। তখন তিনি তাহাকে দুইটি খেজুর গাছের ডাল দিয়া চল্লিশটির মত বেত্রাঘাত করিলেন। রাবী বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)ও (স্বীয় খিলাফত যুগে) অনুরূপ করেন। অতঃপর যখন হযরত উমর (রাযিঃ) খলীফা হইলেন, তখন তিনি এই সম্পর্কে সাহাবায়ে

কিরামের কাছে পরামর্শ চাহিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলিলেন, অপরাধের শাস্তি কমপক্ষে আশিটি বেত্রাঘাত হওয়া সমীচীন। সুতরাং হযরত উমর (রাযিঃ) ইহার উপরই নির্দেশ দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ (তখন তিনি তাহাকে দুইটি খেজুর গাছের ডাল দিয়া চল্লিশটির মত বেত্রাঘাত করিলেন)। الجريد এবং الجريدة হইতেছে খেজুর গাছের ডাল, যাহা হইতে পাতা আলাদা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দলীল পেশ করেন যে, মদ্যপানের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। কেননা, দুইটি ডাল দিয়া চল্লিশটি বেত্রাঘাত করিলে আশিটি বেত্রাঘাত হইয়া যায়। -(তাকমিলা ২ঃ৪৮৮)

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (তখন আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলিলেন)। অর্থাৎ আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)। -(তাকমিলা ২ঃ৪৮৮)

أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ (অপরাধের শাস্তি কমপক্ষে আশিটি বেত্রাঘাত হওয়া সমীচীন)। অধিকাংশ রিওয়ায়ত অনুরূপই। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ মুতাবিক বাক্যটি এইভাবে হওয়া চাই– اخف الحدود ثمانون অর্থাৎ বাক্যটি مبتدا (উদ্দেশ্য) এবং خبر (বিধেয়) হইবে। কতক আলিম বলেন, এই শব্দটির পূর্বে উহ্য রহিয়াছে اجعله ثمانين আর কতক আলিম বর্ণনাকারীর ত্রুটি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হাফিয (রহ.) এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। আল্লামা তকী উছমানী বলেন, মাতৃভাষায় কথা বলার সময় এই ধরনের তাসামুহ তথা ভুল হইয়া যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কথায় اعراب এর দিকে লক্ষ্য করা হয় না। কাজেই হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর যবান হইতে সম্ভবতঃ অনুরূপ হইয়াছিল। সুতরাং রাবীগণ হুবহু তাহাই নকল করিয়াছেন যাহা তাহারা শ্রবণ করিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৮৮)

فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (সুতরাং হযরত উমর (রাযিঃ) ইহার উপরই নির্দেশ দিলেন অর্থাৎ جعل حد الخمر ثمانين جلده (তিনি মদ্যপানের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করিয়া দিলেন)। আর এই স্থলে কয়েকটি মাসয়ালা রহিয়াছে ঃ

(১) মদ্য পানকারীর হদ্দ (শাস্তি)-এর পরিমাণ ঃ

ফকীহগণ মদ্যপায়ীদের হদ্দ (শাস্তি)-এর পরিমাণ নির্ধারণে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ছাওরী (রহ.) বলেন, মদ্যপায়ীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। আর ইহা মালিকীয়া- গণের মাযহাবও। -(আলকাফী লি ইবন আবদিল বার ২:১০২)। আর ইহা ইমাম আহমদ (রহ.) হইতেও বর্ণিত আছে।

(খ) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মদ্যপায়ীর শাস্তি চল্লিশটি বেত্রাঘাত। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত রহিয়াছে। -(আল মুগনী লি ইবন কুদাবা ১০ঃ৩২৭)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল ঃ আলোচ্য হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মদ্যপায়ীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত দিয়াছেন। অধিকন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ শাস্তি প্রদানের বিষয়টি বর্ণিত আছে।

হানাফীগণের দলীল ঃ

(ক) عبد الله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب بسقة حمر فجلدوه ثمانين ـ

(যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ মদ্য পান করিবে তাহাকে আশিটি বেত্রাঘাত কর)। -(তহাভী ২ঃ৭৭)

(খ) عن الحسن مرسلا ان النبى صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخمر ثمانين ـ

(হাসান বাসরী (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপায়ীকে আশিটি বেত্রাঘাত দিয়াছেন)। -(আবদুর রাজ্জাক ৭ঃ৩৭৯)

(গ) হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি খেজুর গাছের ডাল দ্বারা চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদান করেন। ফলে ইহাতে আশিটি বেত্রাঘাত হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৯০)

তহাভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে মদ্যপায়ীর শাস্তি (حد) নির্ধারিত ছিল না। তবে ইহা সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে স্বীকৃত।

২. মদ্যপায়ীর বেত্রাঘাত 'হদ্দ' না কি 'সতর্ককরণ' ঃ

মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করা কি 'হদ্দ' না কি 'সতর্ককরণ' এই ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্য হইয়াছে। জমহুরে উলামা বলেন, ইহা 'হদ্দ' (শরয়ী শাস্তি)। কিন্তু আল্লামা তাবারী, ইবনুল মুনযির (রহ.) এবং এক জামাআত আহলে ইলম হইতে বর্ণিত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি 'হদ্দ' নহে; বরং সতর্ককরণ। -(ফতহুল বারী ১২ঃ৭২, তাকমিলা ২ঃ৪৯২

৩. কি পরিমাণ মদ্যপান করার দ্বারা 'হদ্দ' ওয়াজিব হইবে ঃ

মদ্য কতখানি পান করিলে 'হদ্দ' (শরয়ী শাস্তি) ওয়াজিব হইবে এই ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্য হইয়াছে। আয়িম্মায়ে ছালাছা এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রত্যেক নেশা জাতীয় মদ্য পানে 'হদ্দ' ওয়াজিব হইবে। চাই কোন ব্যক্তি কম পান করুক কিংবা বেশী। ইহা দ্বারা নেশা হউক বা না। কাজেই নেশা জাতীয় মদ্য এক ফোটা পানকারী ব্যক্তিকেও 'হদ্দ' (শাস্তি) কার্যকর করা হইবে। আর ইহা হাসান বাসরী, উমর বিন আবদুল আযীয, কাতাদা, আওযায়ী (রহ.)-এর অভিমত। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ১০ঃ৩২৮)

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, পানীয় দ্রব্য বিভিন্নতার কারণে হুকুমও বিভিন্ন হইবে। আর তাহাদের উভয়ের মতে পানীয় তিন প্রকার ঃ

(এক) الخمر (মদ্য) ঃ আঙ্গুরের রস হইতে তৈরী তীব্র তেজ ও ফেনা উদগীরণ বিশিষ্ট সূরা (তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) قذف الزبد (ফেনা উদগীরণ)-এর শর্ত লাগান না তীব্র তেজ হইলেই যথেষ্ট)।

শুধু এই ধরনের মদ্যের হুকুম হইতেছে যে, ইহা কম হউক বা বেশী সবই হারাম। ইহা পানকারীর উপর সর্বাবস্থায় (مطلقا) 'হদ্দ' (শাস্তি) ওয়াজিব হইবে। চাই সামান্য পরিমাণ পান করুক কিংবা বেশী এবং তাহাকে নেশাগ্রস্ত করুক কিংবা না। কাজেই শুধু এই প্রকারের মদ্য পানের শাস্তির ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) উভয়ই জমহুরে উলামার সহিত ঐকমত্য রহিয়াছেন।

(দুই) মদ্য ছাড়া অন্যান্য হারাম পানীয় তিনটি হইতেছে এই যে,

(ক) طلاء (আঙ্গুরের রস) অর্থাৎ আঙ্গুরের রস যদি পাকানো হয় এবং উহা কমিয়া দুই তৃতীয়াংশ রস নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন উহাকে طلاء বলে।

(খ) نقيع التمر হইতেছে নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য। আর উহা তাজা খেজুরের রস।

(গ) نقيع الزبيب অর্থাৎ সেই পানি যাহাতে কয়েক দিন পর্যন্ত কিসমিস ভিজাইয়া রাখা হয়। ফলে ইহাতে তীব্র তেজ সৃষ্টি হয়।

এইসকল পানীয়ও ব্যাপকভাবে হারাম। চাই কম পান করুক কিংবা বেশী পান করুক। কিন্তু এইগুলি পানকারী নেশাগ্রস্ত না হইলে 'হদ্দ' (শাস্তি) ওয়াজিব হইবে না। যদি এইগুলি পান করিয়া কেহ নেশাগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব হইয়া যাইবে। -(ফতহুল কাদীর ৮ঃ১৫৯ ও ১৬০)

(তিন) উপর্যুক্ত চারিপ্রকার ছাড়া অন্যান্য মাদকজাতীয় পানীয় যেমন, খেজুরের তাজা নির্যাস, কিসমিসের ভিজানো রস সামান্য পাকানো অবস্থায় কিংবা আঙ্গুরের রস যাহা পাকানোর ফলে একতৃতীয়াংশ নিঃশেষ হইয়া যায়। অনুরূপ মধু, ডুমুর, গম, যব এবং অন্যান্য শস্যদানা মিশ্রিত পানি।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (রহ.)-এর মতে এই প্রকারের পানীয় সামান্য পরিমাণ পান করা হারাম নহে। যদি কেহ খেলা-তামাশা ও গান গাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া চিকিৎসা কিংবা শক্তিলাভের লক্ষ্যে পান করে। কিন্তু এইগুলি পেয়ালা ভর্তি পান করা দ্বারা নেশা উদ্রেক করিলে হারাম হইবে। আর এইগুলি পান করিয়া কেহ নেশাগ্রস্ত হইলে 'হদ্দ' (শাস্তি) দিতে হইবে কি না এই বিষয়ে শায়খায়ন হইতে দুইটি রিওয়ায়ত রহিয়াছে। এক রিওয়ায়ত মতে ইহার পানকারীর উপর 'হদ্দ' আসিবে না, যদিও নেশাগ্রস্ত হয়। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) কিতাবুল আশরিবায় লিখেন, গম, যব, মধু এবং ভুট্টা দিয়া যেই পানীয় তৈরী করা হয়, উহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে হালাল। আর তাহার মতে এই প্রকার পানীয় পান করিয়া যদি কেহ নেশাগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার উপর 'হদ্দ' (শাস্তি) প্রয়োগ হইবে না। -(ফতহুল কাদীর ৮ঃ১৬০)

আর শায়খায়নের দ্বিতীয় রিওয়ায়ত মতে এই প্রকারের পানীয় পান করিয়া যদি কেহ নেশাগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার উপর 'হদ্দ' (শাস্তি) প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

সারসংক্ষেপ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে মদ্যপায়ীর উপর সর্বাবস্থায়) (مطلقا) 'হদ্দ' (শরয়ী শাস্তি) ওয়াজিব হইবে। আর মদ্য ছাড়া অন্যান্য সকল পানীয় পান করার দ্বারা যদি নেশাগ্রস্ত হয় তাহা হইলে 'হদ্দ' ওয়াজিব হইবে। নেশাগ্রস্ত না হইলে 'হদ্দ' ওয়াজিব হইবে না। আর জমহুরে উলামার মতে নেশা জাতীয় পানীয় পান করিলে সর্বাবস্থায় (مطلقا) 'হদ্দ' ওয়াজিব হইবে। চাই পানকারী নেশাগ্রস্ত হউক কিংবা না।

জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে সেই সকল হাদীছ যাহাতে 'নেশা বিশিষ্ট সকল বস্তু সামান্য হইলেও হারাম' বর্ণিত হইয়াছে। আর নেশা জাতীয় অন্যান্য পানীয় হারাম মদ্য-এর অনুরূপই। কাজেই নেশা বিশিষ্ট পানীয় পান করিলে 'হদ্দ' কার্যকর হইবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল হইতেছে যে, মদ (خمر) ব্যতীত অন্যান্য নেশা জাতীয় পানীয় পানকারী নেশাগ্রস্ত না হইলে شبهة (সন্দেহ)-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কেননা, হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয় নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্য ছাড়া অন্যান্য 'পানীয়' পানকারী নেশাগ্রস্ত না হইলে 'হদ্দ' কার্যকর করিয়াছেন। আর 'হুদূদ' (শরয়ী শাস্তি) কিয়াসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই মদ্য ছাড়া নেশা জাতীয় পানীয় পানকারী নেশাগ্রস্ত না হইলে তাহার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করা যাইবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৪৮৮-৪৯৬ সংক্ষিপ্ত)

(৪৩২৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(৪৩২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৩৩০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

(৪৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপায়ীকে খেজুরের ডাল এবং স্যান্ডেল দ্বারা আঘাত করিয়াছেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)

(স্বীয় খিলাফতযুগে) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করিয়াছেন। অতঃপর যখন হযরত উমর (রাযিঃ) খলীফা হইলেন তখন (মানুষের সমৃদ্ধি আসিলে) লোকেরা উর্বর কৃষি ভূমি ও পল্লী এলাকায় বসবাস স্থাপন শুরু করেন। তিনি তাহাদের (সাহাবায়ে কিরাম)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, মদ্যপানের বেত্রাঘাত সম্পর্কে আপনাদের রায় কি? তখন হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) বলিলেন, এই সম্পর্কে আমি মনে করি যে, ইহার সর্বনিম্ন শাস্তি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হউক। রাবী বলেন, তখন হযরত উমর (রাযিঃ) মদ্যপানের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى (আর লোকেরা উর্বর কৃষি ভূমি ও পল্লী এলাকায় বসতি স্থাপন শুরু করেন)। **الريف** শব্দটির বহুবচন **أرياف** অর্থ উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন কৃষি জমি। বাক্যটির অর্থ হইতেছে সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশ বিজয়ের পর লোকেরা অনেক আঙ্গুর ও খেজুর বাগানের মালিক হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করে। তখন তাহারা এই সকল উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন ভূমি সংলগ্ন বসতি স্থাপন করে। আর তাহাদের অধিকাংশ মদ্যপানে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। এই কারণেই হযরত উমর (রাযিঃ) মদ্যপায়ীর শাস্তিতে কঠোরতা অবলম্বন করেন। আল্লামা উবাই (রহ.) স্বীয় শরহের ৮ঃ৪৭১-৪৭২ পৃষ্ঠায় কুরতুবী (রহ.) হইতে যাহা নকল করিয়াছেন উহার সারসংক্ষেপ ইহাই। -(তাকমিলা ২ঃ৪৯৬-৪৯৭)

(৪৩৩১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩৩২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ وسلم كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى.

(৪৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপানের অপরাধে জুতা এবং খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করিতেন। অতঃপর উল্লিখিত রাবীদ্বয়ের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি الرِّيفَ وَالْقُرَى (কৃষি জমি ও পল্লী) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪৩৩৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ.

(৪৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তাহারা ... হুসাইন বিন মুনযির আবূ সাসান (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রাযিঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়ালীদকে তাঁহার কাছে এমন অবস্থায় আনা হইল যে, সে ফজরের দুই রাকাআত (ফরয) আদায় করার পর বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের সামনে আরও অধিক নামায আদায় করিব। তখন দুই ব্যক্তি ওয়ালীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন হুমরান। তিনি বলিলেন, সে মদ্যপান করিয়াছে আর অপরজন সাক্ষী দিলেন যে, তিনি তাহাকে (মদ্যপানের কারণে) বমি করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন হযরত উছমান (রাযিঃ) বলিলেন, সে মদ্যপান করিবার পরই বমি করিয়াছে। কাজেই তিনি হযরত আলী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি উঠুন এবং তাহাকে বেত্রাঘাত করুন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) হাসান (রাযিঃ)কে বলিলেন, হে হাসান! তুমি উঠ এবং তাহাকে বেত্রাঘাত কর। হযরত হাসান (রাযিঃ) বলিলেন, যিনি খিলাফতের স্বাদ ভোগ করিতেছেন তিনিই 'হদ্দ' কার্যকর করুক। ইহাতে হযরত আলী (রাযিঃ) যেন তাহার প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আবদুল্লাহ বিন জা'ফর! তুমি উঠ এবং তাহাকে বেত্রাঘাত কর। তখন তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে রহিলেন আর হযরত আলী (রাযিঃ) গণনা করিতে থাকিলেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাতে পৌঁছিলেন তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, বিরত হও। অতঃপর তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) (স্বীয় খিলাফতযুগে) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করিয়াছেন। আর হযরত উমর (রাযিঃ) (স্বীয় খিলাফতযুগে) আশিটি বেত্রাঘাত করিয়াছেন। এতদুভয় সংখ্যার প্রতিটিই সুন্নত। তবে ইহা (আশিটি বেত্রাঘাত) আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। রাবী আলী বিন হুজর (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে ততখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রাবী ইসমাঈল (রহ.) বলেন, আমি ইহা দানাজ (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন উহা আমার হিফয নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (যিনি খিলাফতের স্বাদ ভোগ করিতেছেন তিনিই 'হদ্দ' কার্যকর করুক)। القار শব্দটি القر এর فاعل এর সীগা। ইহার অর্থ البرد (ঠাণ্ডা, শান্তি)। আর ইহা দ্বারা ভালো এবং সহজের দিকে ইঙ্গিত করা হয় যেমন حار দ্বারা মন্দ এবং কঠোরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। ইহা দ্বারা মর্ম ول شرها من تولى خيرها (যিনি ভালো উপভোগ করেন তিনিই উহার তিক্ততা উপভোগ করুক)। -(লিসানুল আরব ৫ঃ২৫২)

বস্তুতঃভাবে এই বাক্যটি সায়্যিদিনা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর কথা যখন তাঁহার কাছে আবূ মাসউদ বদরী (রাযিঃ)-এর ফতোয়া দেওয়ার বিষয়টি পৌঁছিয়াছিল। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন بلغنى انك تفتى ، ول حارها من تولى قارها (আমার কাছে খবর পৌঁছিয়াছে যে, আপনি ফতোয়া দেন, যাহা হউক যিনি ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেন তিনিই উহার তিক্ততা ভোগ করেন। -(নিহায়া লি ইবনে আছরী ৩ঃ২৭১)। অতঃপর এই বাক্যটি সেই সকল লোকের ক্ষেত্রে প্রবাদ বলা (ضرب مثلا) হিসাবে ব্যবহৃত হয় যে নিজে ক্ষমতায় থাকিয়া ভালো ও কল্যাণের স্বাদ উপভোগ করে এবং মন্দ ও অকল্যাণের যিম্মাদারী অপরের উপর অর্পণ করে। -(কিতাবুল আমছাল লি আবী উবায়দ ২২৭ পৃ.)

আর হযরত হাসান (রাযিঃ)-এর কথায় حار দ্বারা اقامة الحد ('হদ্দ' কার্যকর করা) মর্ম এবং القار দ্বারা الخلافة (খিলাফত) মর্ম। (এই হিসাবেই হাদীছের তরজমা করা হইয়াছে) -(তাকমিলা ২ঃ৫০৫)

وَجَدَ عَلَيْهِ (তিনি হযরত হাসান (রাযিঃ)-এর প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হইলেন) অর্থাৎ غضب عليه (তিনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন) -(নওয়াভী ২ঃ৭২)

حَتّٰى بَلَغَ أَرْبَعِينَ (যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাতে পৌঁছিলেন)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় ওয়ালীদ বিন উকবা (রাযিঃ)কে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে হযরত উছমান (রাযিঃ) নৈতিক গুণাবলী (مناقب عثمان رض) অনুচ্ছেদে উবায়দুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার (রহ.) সূত্রে দীর্ঘ ঘটনায় হযরত উছমান (রাযিঃ) বলেন, اما ما ذكرت من شان الوليد ، فسنأخذ فيه بالحق ان شاء الله ، ثم دعا عليا ، فامره ان يجلد ، فجلده ثمانين (অবশ্য ওয়ালীদ সম্পর্কে যাহা কিছু আপনি বর্ণনা করিলেন সেই ব্যাপারে আমি অচিরেই ইনশা আল্লাহু তাআলা হকের সহিত পাকড়াও তথা ফায়সালা করিব, অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)কে ডাকিলেন এবং তাহাকে হুকুম দিলেন যে, ওয়ালীদকে বেত্রাঘাত করুন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে আশিটি বেত্রাঘাত করিলেন।

এতদুভয় হাদীছে সমন্বয় এইভাবে যে, তহাভী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে এমন একটি বেত দ্বারা বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন যাহার অগ্রভাগ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই কারণে কতক রাবী আঘাতের সংখ্যা চল্লিশটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর কতক দুইটি বেত একসাথে থাকার কারণে আশিটি বেত্রাঘাত বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত বর্ণিত হাদীছসমূহের যেই ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহার তায়ীদ করেন। -(তাকমিলা ২:৫০৬)

وَكُلٌّ سُنَّةٌ (আর এতদুভয় সংখ্যার প্রতিটিই সুন্নত)। আর শেষোক্ত সংখ্যায় (দুইটি বেত একসাথে করিয়া চল্লিশটি আঘাতে আশিটি) বেত্রাঘাত করাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। এই বিষয়ে ইতোপূর্বে (৪৩২৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায়) মদ্যপায়ীর 'হদ্দ' (শাস্তি)-এর পরিমাণ নির্ধারণের মাসয়ালায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে একটি বেত দ্বারা আশিটি বেত্রাঘাত মর্ম। আর দুইটি পাদুকা কিংবা দুইটি বেত দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করা মর্ম। আর এতদুভয়ই সুন্নত। এই সর্বশেষ পদ্ধতিটি হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কাছে অধিক পছন্দনীয়। কেননা, তিনি এই পদ্ধতি (দুইটি বেত একসাথে করিয়া চল্লিশটি আঘাত করা) ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য কোন পদ্ধতিতে মদ্যপায়ীকে প্রহার করিতে দেখেন নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর বিধি-বিধানকে মর্যাদা দিতেন এবং তাহার হুকুম ও কথাকে সুন্নত বলিয়া জানিতেন। অনুরূপ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কেও। ইহা দ্বারা শীআদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, খুলাফা রাশিদূন-এর কর্ম এবং কথা দ্বীনী বিষয়ে সুন্নত, যদিও আমাদের দলীল জানা না থাকে। অন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সুন্নতের উপর আমল কর এবং খুলাফা রাশিদূন-এর সুন্নতের উপরও। -(তাকমিলা ২:৫০৬, নওয়াভী ২:৭২)

(৪৩৩৪) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِى نَفْسِى إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ.

(৪৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল আদ-দাবীর (রহ.) তিনি ... হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কোন অপরাধীর উপর 'হদ্দ' কার্যকরে যদি সে মারা যায় তাহাতে আমি শঙ্কিত নহে। তবে মদ্যপায়ীর শাস্তি প্রদানে আমি ভীত। কেননা, ইহাতে যদি সে মারা যায় তাহা হইলে আমি তাহার 'দিয়্যাত' আদায় করিব। কেননা, এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু বলিয়া যান নাই।

(৪৩৩৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ نَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তা'যীর (হদ্দযোগ্য নয় এমন অপরাধের সতর্ককরণে শাস্তি)-এর বেত্রাঘাতের পরিমাণ

(৪৩৩৬) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ".

(৪৩৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তিনি ... আবূ বুরদা আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, কাহাকেও যেন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি ব্যতীত দশটি বেত্রাঘাতের অধিক বেত্রাঘাত না করা হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ يُجْلَدُ (বেত্রাঘাত করা না হয়)। لاَ يُجْلَدُ শব্দটির د বর্ণে পেশ দ্বারা نفى এর সীগায় পঠিত। আর কেহ বলেন, د বর্ণে জযম দ্বারা نهى এর সীগায় পঠিত। অর্থ বেত্রাঘাত করিবে না। আর ইহা সহীহ বুখারী শরীফের ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান (রহ.) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা তায়ীদ হয়। উহার শব্দ এইরূপ যে, لاَ تجلدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ তোমরা দশটি বেত্রাঘাতের অধিক বেত্রাঘাত করিও না। -(তাকমিলা ২ঃ৫০৯)

فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (দশটি বেত্রাঘাতের অধিক)। আর সহীহ বুখারী শরীফে ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فوق عشر جلدات (দশটি বেত্রাঘাতের অধিক)। আর ইবন মাজা শরীফে (২৬০২ নং হাদীছ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتعزروا فوق عشرة اسواط (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে দশটি বেত্রাঘাতের অধিক দিও না)। (উল্লেখ্য, যে অপরাধ হদ্দযোগ্য নহে এই জাতীয় অপরাধের কারণে যেই শাস্তি প্রদান করা হয় উহাকে তা'যীর বলা হয়)।

আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ (রহ.) এক রিওয়ায়তে, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই এবং লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) বলেন, দশটি বেত্রাঘাতের অধিক তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি) প্রদান জায়িয নাই। -(ফতহুল বারী ১২ঃ১৭৮)

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) এক রিওয়ায়তে বলেন, তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে দশটি বেত্রাঘাতের অধিক জায়িয আছে। অতঃপর কি পরিমাণ অধিক বেত্রাঘাত করা জায়িয এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে।

(১) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে সতর্কীকরণ শাস্তি গোলামের 'হদ্দ'-এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছিবে না। কাজেই তাহাদের উভয়ের মতে উনচল্লিশটি বেত্রাঘাতের অধিক জায়িয নাই। চাই অপরাধী গোলাম হউক কিংবা স্বাধীন। -(রদ্দুল মুখতার ৩ঃ১৯৪)

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে স্বাধীন ব্যক্তির 'হদ্দ' আশিটি বেত্রাঘাতের নিকট পর্যন্ত পৌছিবে না। অতঃপর তাঁহার এক অভিমত অনুযায়ী উনাশিটি বেত্রাঘাত পর্যন্ত জায়িয। আর তাহার হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, আশিটি বেত্রাঘাত হইতে পাঁচটি কম তথা পচাত্তরটি বেত্রাঘাতের অধিক জায়িয নাই। -(ঐ)

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে অপরাধী যদি গোলাম হয় তাহার উপর সতর্ককরণ শাস্তি গোলামের 'হদ্দ'-এর নিকট পর্যন্ত পৌছিবে না। আর যদি স্বাধীন ব্যক্তি হয় তাহা হইলে স্বাধীন ব্যক্তির 'হদ্দ'-এর নিকট পর্যন্ত পৌছিবে না। আর তাহার মতে স্বাধীন ব্যক্তির মদ্যপানের 'হদ্দ' হইতেছে চল্লিশটি বেত্রাঘাত। সুতরাং গোলামের সতর্কীকরণ শাস্তি বিশটি বেত্রাঘাত এবং স্বাধীন ব্যক্তির সতর্কীকরণ শাস্তি চল্লিশটি বেত্রাঘাতের কম হইবে।

যাহারা দশটির অধিক বেত্রাঘাত করা জায়িয বলিয়া অভিমত পেশ করিয়াছেন তাহাদের দলীল সেই সকল হাদীছ যাহাতে সতর্কীকরণ শাস্তি দশটি বেত্রাঘাতের বেশী প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل للرجل يا يهودى فاضربوه عشرين و اذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين الخ (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে 'হে ইয়াহুদী' বলিয়া সম্বোধন করে তাহা হইলে তোমরা তাহাকে বিশটি বেত্রাঘাত প্রদান কর। আর যদি বলে ইয়া মুখান্নাছ (হে মেয়েলী)! তাহা হইলে তোমরা তাহাকে বিশটি বেত্রাঘাত প্রদান কর)। -(তিরমিযী, কিতাবুল হুদূদ, হাদীছ নং ১৪৮৭)

ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদ্যপায়ীকে সতর্ককরণের উদ্দেশ্যেই প্রহার করা হইত। তাই ইমাম তহাভী (রহ.) তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে দশটির অধিক বেত্রাঘাত করা জায়িয হইবার ব্যাপারে এই রিওয়ায়ত দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب اربعين بنعلين (নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপায়ীকে দুইটি পাদুকা দ্বারা চল্লিশটি প্রহার করেন)। -(মশকিলুল আছার ৩ঃ১৬৪)

সুনানু আরবাআ গ্রন্থকার নকল করেন যে,

ان النعمان بن بشير رضى الله عنه رفع اليه رجل وقع على جارية امراته فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت احلتها لك جلدتك مائة وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه احلتها له ـ فجلده مائة ـ (سنن ابى داود ، حدود ، رقم : ৪৪৫৮)

নিঃসন্দেহে এই সকল বেত্রাঘাত তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি) হিসাবেই ছিল। কেননা, বিবাহিত (আযাদ, বালিগ ও সুস্থ) ব্যক্তির (ব্যভিচারের) 'হদ্দ' হইতেছে 'রজম' (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা। হালাল হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় যখন হদ্দ বাতিল হইয়া গেল তখন তা'যীর হিসাবে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। আর ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একশত বেত্রাঘাত পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

অনুরূপ অনেক সাহাবায়ে কিরাম হইতে প্রমাণিত যে, তাঁহারা তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি) দশটির অধিক বেত্রাঘাত করিয়াছেন। সুতরাং উপর্যুক্ত হাদীছ ও আছার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি) দশটির অধিক বেত্রাঘাত করা জায়িয আছে।

আর আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা যায়।

(ক) এই হাদীছ প্রশাসনিক শাস্তি ছাড়া আদব শিক্ষা দেওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে যেমন, মনিব স্বীয় ক্রীতদাসকে, স্বামী নিজ স্ত্রীকে এবং পিতা নিজ সন্তানকে তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে দশটি বেত্রাঘাতের অধিক প্রদান করা জায়িয নাই।

(খ) কতক বিশেষজ্ঞ দাবী করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছটি সেই সকল হাদীছ ও আছার দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে যাহাতে তা'যীর (সতর্ককরণ শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে দশটির অধিক বেত্রাঘাত প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৫০৯-৫১২)

بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ 'হুদূদ' প্রদানে অপরাধীর পাপ ক্ষমা হইয়া যাওয়া প্রসঙ্গে

(৪৩৩৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ".

(৪৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমরা কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বসা ছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, চুরি করিবে না এবং কাহাকেও হত্যা করিবে না যাহা আল্লাহ তাআলা হারাম করিয়াছেন। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে (তথা কিসাস কিংবা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধে)। সুতরাং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহা পূর্ণ করিবে, সে উহার ছাওয়াব আল্লাহ তাআলার নিকট পাইবে। আর যে কেহ উপর্যুক্ত অপরাধের কোন একটিতে সমাবৃত হইয়া (দুনইয়ার) শাস্তি ভোগ করে, তাহা হইলে উহা তাহার জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উপর্যুক্ত অপরাধের কোন একটিতে সমাবৃত হয়, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহা গোপন রাখেন, তাহা হইলে বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীনে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (তাহা হইলে উহা তাহার জন্য কাফ্ফারা (বদলা) হইয়া যাইবে)। সর্বসম্মতিক্রমে ইহা শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, দুনইয়াভী কোন শাস্তি শিরক-এর কাফ্ফারা হয় না। যাহা হউক প্রকাশ্যভাবে এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ পার্থিব হুদূদ (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) এবং শাস্তিসমূহ দ্বারা কাফ্ফারা হইয়া যাইবে (দুনইয়াভী শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধের জন্য আখিরাতে পাকড়াও হইবে না)। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে ইহাই উত্তম ব্যাখ্যা।

অন্যান্য কতক বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, হুদূদ শরীআতের বিধানে কাফ্ফারা হিসাবে নহে; বরং সতর্ক-করণার্থে প্রযোজ্য। কাজেই 'হদ্দ' কার্যকর করার দ্বারা আখিরাতে গুনাহের কাফ্ফারা (বদলা) হইবে না। তাহাদের প্রমাণ, আল্লাহ তাআলা বিদ্রোহী ও ডাকাতদের দুনইয়াভী শাস্তি উল্লেখ করার পর ইরশাদ করেন যে, **ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ** (ইহাই হইল তাহাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে। -সূরা মায়িদা, ৩৩)

কিন্তু তাহাদের উপস্থাপিত দলীলের জবাব হইতেছে যে, এই আয়াত উরায়নাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, উম্মতের সর্বসম্মত মতে 'হদ্দ' (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) শিরক-এর কাফ্ফারা হয় না।

আর কতক বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে **توقف** (সিদ্ধান্ত না দিয়া নির্ভরশীল থাকা) অবলম্বন করেন। তাহাদের দলীল হাকিম কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত মরফূ হাদীছ **لا ادرى الحدود كفارة لاهلها ام لا ؟** ('হুদূদ' কাফ্ফারা হইবে কি না তাহা আমার জানা নাই)।

যাহা হউক এই মাসয়ালায় দীর্ঘ আলোচনা রহিয়াছে। তবে হানাফীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত হইতেছে যে, 'হুদূদ' গুনাহের কাফ্ফারা হয় না। এই বিষয়ে আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) স্বীয় ফয়যুল বারী গ্রন্থে সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন যে, 'হদ্দ' কার্যকর করার পর তিনটি অবস্থা। কাজেই 'হদ্দ' প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাওবা করে তাহা হইলে এই 'হদ্দ' তাহার জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। আর যদি তাওবা না করে তাহা হইলে দুই অবস্থা। যদি সে উক্ত গুনাহ থেকে বিরত হয়, শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পুনরায় উক্ত গুনাহে লিপ্ত না হয়। তাহা হইলে তাহার জন্যও 'হদ্দ' কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যদি 'হদ্দ' প্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ না করে, পূর্বের অবস্থায়ই থাকে এবং পুনরায় উক্ত গুনাহে লিপ্ত হয় তবে তাহার জন্য 'হদ্দ' কাফ্ফারা হইবে না।

আল্লামা বদরে আলম মীরাঠী (রহ.) স্বীয় 'আল-বদরুস সারী' গ্রন্থে আরও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমার মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী **فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ** (তবে উহাই তাহার জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে)। ইহা হুকুম হিসাবে নহে; বরং বিষয়টি আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর সোপর্দ হইবে। অর্থাৎ যখন অপরাধীর উপর 'হদ্দ' কায়িম করা হইবে তখন আশা করা যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাহার জন্য উহা কাফ্ফারা করিয়া দিবেন। -(তাকমিলা ২ঃ৫১৭-৫১৮)

(৪৩৩৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَتَلاَ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الآيَةَ.

(৪৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, সুতরাং তিনি আমাদের নিকট মহিলার বায়আত সম্পর্কিত আয়াত **أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الآيَةَ** (তাহারা যেন আল্লাহ তাআলার সহিত কাহাকেও অংশীদার না করে। -সূরা মুমতাহিনা) আয়াতটি (শেষ পর্যন্ত) তিলাওয়াত করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَلاَ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ (অতএব তিনি আমাদের নিকট মহিলার বায়আত সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন)। অর্থাৎ সেই আয়াত যাহাতে মহিলার বায়আত সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর উহা হইল সূরাতুল মুমতাহিনাহ-এর আয়াত। আর ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, ইহা সূরা নিসা-এর আয়াত। -(তাকমিলা ২ঃ৫১৮)

(৪৩৩৯) حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".

(৪৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসমাঈল বিন সালিম (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হইতে (অনুরূপ) অঙ্গীকার নিলেন যেইরূপ মহিলাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন– যেন আমরা আল্লাহ তাআলার সহিত কাহাকেও অংশীদার সাব্যস্থ না করি। চুরি না করি, ব্যভিচার না করি, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ না করি। কাজেই তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি উহা (অঙ্গীকারসমূহ) পূর্ণ করিবে উহার ছাওয়াব সে আল্লাহ তাআলার কাছে পাইবে। আর তোমাদের মধ্য হইতে যদি কেহ এমন কোন অপরাধ করে যাহাতে 'হদ্দ' (শরয়ী শাস্তি)-এর উপযোগী হয়, অতঃপর তাহার উপর সেই 'হদ্দ' কার্যকরী হয়, তাহা হইলে উহা তাহার অপরাধের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যাহার পাপ কর্ম আল্লাহ তাআলা গোপন রাখিলেন, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে শাস্তি দিবেন। আর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ اخذ منا الميثاق (তিনি আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিলেন)। -(তাকমিলা ২ঃ৫১৮)

وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا (এবং একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ না করি)। العضه শব্দটি (ع বর্ণে যবর, ض বর্ণে সাকিন এবং শেষে ه বর্ণ) باب فتح হইতে, অর্থ মিথ্যা রটনা, অপবাদ। এই শব্দটির আসল হইল العضيهة (ع বর্ণে যবর এবং ض বর্ণে যের) এবং العضهة (ع বর্ণে যের এবং ض বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠন) এতদুভয় শব্দ البهتان (অপবাদ)-এর অর্থে ব্যবহৃত। (নিহায়া লি ইবন আছীর ৩ঃ১১৯) -(তাকমিলা ২ঃ৫১৯)

(৪৩৪০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ. وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللّٰهِ.

(৪৩৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি সেই সকল দলপতিদের একজন ছিলাম, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলাম এই শর্তে যে, আমরা আল্লাহ তাআলার সহিত অন্য কিছুকে শরীক সাব্যস্থ করিব না, ব্যভিচার করিব না, চুরি করিব না, কাহাকেও হত্যা করিব না যাহা আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু হক (শরয়ী বিধান) মতে, ডাকাতি করিব না এবং নাফরমানী করিব না। আমরা যদি উপর্যুক্ত কার্যাবলী যথাযথ সম্পাদন করিতে পারি তাহা হইলে আমরা জান্নাত পাইব। আর যদি আমরা উপর্যুক্ত অপরাধসমূহের কোন একটিতে সমাবৃত হই, তাহা হইলে ইহার ফায়সালা আল্লাহ তাআলার সমীপেই। রাবী ইবন রুমহ (রহ.) বলেন, ইহার ফায়সালা মহান আল্লাহর সমীপেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمِنَ النُّقَبَاءِ (দলপতিদের একজন ছিলাম)। نقباء শব্দটি نقيب এর বহুবচন। ইহার অর্থ দলপতি, প্রধান, তত্ত্বাবধায়ক। তাহারা বারজন ছিলেন, যাহারা লায়লাতু আকাবায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের একজন স্বয়ং রাবী হযরত উবাদা বিন সামিত

(রাযিঃ)। আর অন্যান্য দলপতিগণ হইতেছেন, আসআদ বিন যুরারা, রাফি' বিন মালিক, বাররা বিন মা'রূর, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, সা'দ বিন রবী', আবদুল্লাহ বিন রাওহা, সা'দ বিন উবাদা, মুনযির বিন আমর বিন হুবায়শ, উসায়দ বিন হুযায়র, সা'দ বিন খায়ছামা এবং আবুল হায়ছম বিন তায়হান (রাযিঃ)। কেহ কেহ শেষোক্ত নামটির স্থলে বিফাআ বিন আবদুল মুনযির (রাযিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (মানাকিবে ফাতহিল বারী ৭ঃ২২১) -(তাকমিলা ২ঃ৫১৯)

بَابُ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতে কেহ আহত বা নিহত হইলে, খনি কিংবা কূপে পতিত হইয়া আহত কিংবা নিহত হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে

(৪৩৪১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".

(৪৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক আহত করা ক্ষমাযোগ্য, কূপে পতিত হইয়া আহত নিহত হওয়া ক্ষমাযোগ্য এবং খনিতে পতিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতি ক্ষমাযোগ্য (ইহাতে কেহ আহত ও নিহত হইলে কাহারও উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাইবে না)। আর জাহিলিয়্যা যুগের গুপ্তধন কিংবা খনিজ পদার্থ প্রাপ্তিতে এক পঞ্চমাংশ আদায় করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَرْحُهَا (জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক আহত কিংবা নিহত)। الجرح শব্দটি ج বর্ণে যবর দ্বারা مصدر (ক্রিয়ামূল) এবং ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে اسم (বিশেষ্য)। আর জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক আহত করার ব্যাখ্যা এই জন্য করা হইয়াছে যে, অধিকাংশ সময় জন্তু-জানোয়ার আহত-ই করে। অন্যথায় উহা দ্বারা যাহাই সংঘটিত হইবে সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে আছে– العجماء جبار (জন্তু-জানোয়ারের ক্ষতি ক্ষমাযোগ্য) এই রিওয়ায়তে الجرح (আহত) শব্দ নাই। ইহার অর্থ হইতেছে জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা যে কোন ধরনের ক্ষতিসাধন। আহত করা হউক বা অন্য কিছু। -(উমদাতুল কারী, ১১-২৬)

الجُبَارُ শব্দটি ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থ বেকার তথা ইহার কোন ক্ষতিপূরণ নাই। ইবন মাজাহ গ্রন্থে হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে والعجماء : البهيمة من الانعام و غيرها والجبار هو اهدر الذى لا يغرم (العجماء) হইতেছে গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার। আর الجبار হইতেছে এমন কথা বা কর্ম যাহার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না)। -(তাকমিলা ২ঃ৫২০-৫২১)

চতুষ্পদ প্রাণীর অপরাধের মাসয়ালা

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মালিকের পক্ষ হইতে সীমালঙ্ঘন ছাড়া কোন পশু কাহারও ক্ষতি করিলে উহার জন্য জরিমানা দেওয়া ওয়াজিব হইবে না।

আর চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার দ্বারা ক্ষতিসাধন দুইভাবে হইতে পারে। (১) হয়তো উহা মুক্তপ্রাণী উহার সহিত কেহ নাই কিংবা উহার সহিত আরোহী, চালক কিংবা রাখাল রহিয়াছে। যদি মুক্ত থাকে এবং উহার সহিত কেহ না থাকে, অতঃপর সে ক্ষতি করে তাহা হইলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে মালিকের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে

না। চাই দিনে কিংবা রাত্রিতে হউক। কেননা, আলোচ্য হাদীছের হুকুম ব্যাপক (مطلق)। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, দিনের বেলায় ক্ষতি করিলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না আর রাত্রিতে ক্ষতি করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কেননা, সাধারণতঃ মালিকগণ রাত্রিতে নিজেদের জন্তু-জানোয়ার আবদ্ধ করিয়া রাখে। কাজেই তাহারা যদি রাত্রিতে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে সীমালঙ্ঘন হইল। ফলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল হইতেছে যাহা সুনানু আবী দাউদ, আহমদ এবং ইবন মাজা গ্রন্থে হারাম বিন মুহাইয়্যাসা (রহ.) হইতে, তিনি বারা বিন আযিব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন যে, "তাহার একটি আঘাতকারী উষ্ট্রী ছিল। সে জনৈক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করিয়া ক্ষতি করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করিয়া দিলেন যে, দিনের বেলায় বাগানের মালিক বাগান হিফাযত করিবে এবং রাত্রিতে জন্তু-জানোয়ারের মালিক উহাদের হিফাযত করিবে।"

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই ক্ষেত্রে দিন-রাত্রির হুকুমের মধ্যে পার্থক্য আছে।

আমাদের শায়খ থানুভী (রহ.) স্বীয় 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থের ১৮ঃ২৪২ পৃষ্ঠায় ইমাম তহাভী (রহ.) হইতে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের তাহকীক করতঃ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মতে হিফাযতকারীসহ জন্তু-জানোয়ার পাঠাইলে যদি কাহারও ক্ষতি করে তাহা হইলে মালিকের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আর যদি হিফাযতকারী ব্যতীত ছাড়িয়া দেয় এবং ক্ষতি করে তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। সারকথা হইতেছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে হুকুম রাত্র-দিনের সহিত সম্পর্কিত নহে; বরং হিফাযতে ত্রুটি করা এবং না করার সহিত সম্পর্কশীল। কাজেই মালিক যদি নিজ জন্তু-জানোয়ারের হিফাযতে ত্রুটি করে এবং সে ক্ষতি করে তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অন্যথায় না। আর বারা (রাযিঃ) উষ্ট্রী সম্পর্কিত হাদীছ হিফাযতে ত্রুটি করার উপর প্রয়োগ হইবে।

আল্লামা থানুভী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পক্ষে দলীল উপস্থাপন করিয়াছেন যে, ইমাম দারা কুতনী (রহ.) আমর বিন শুআইব হইতে নকল করেন। তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন ما اصابت الابل بالليل ضمن اهلها - وما اصابت بالنهار فلا شيئ فيه ، وما اصابت الغنم بالليل والنهار غرم اهلها (উট রাত্রিতে কাহারও ক্ষতি করিলে উহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং দিনের বেলায় ক্ষতি করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আর বকরী রাত্রি ও দিনে কাহারও ক্ষতি করিলে উহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে)।

শায়খ (রহ.) বলেন, এই হাদীছে বকরীর মালিকের জন্য ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার জন্য দিনের কোন বিশেষত্ব নাই; বরং রাত্র-দিনের যে কোন সময় অপরের ক্ষতি করিলে উহার মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। ইহার কারণ হইতেছে যে, বকরী হিফাযত করা সহজ। ফলে রাখালের সংরক্ষণের অভাবেই সে অন্যের ক্ষতি করিয়াছে। পক্ষান্তরে উট। ইহাকে সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন। ইহাই পার্থক্য।

(২) যদি জন্তু-জানোয়ারের সহিত কেহ থাকে তবে নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) পশুর সহিত যে আছে তাহার মালিকানা ভূমিতে যদি বিচরণ করে এবং কোন কিছু ক্ষতি করে তবে পশুর মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ আসিবে না। তবে যদি তাহার অবহেলার ধরুন কোন ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে জরিমানা আদায় করিতে হইবে।

(খ) যদি অন্যের ভূমিতে তাহার অনুমতি নিয়া বিচরণ করে তাহা হইলে উক্তরূপ হুকুম।

(গ) আর যদি অন্যের ভূমি তাহার অনুমতি ছাড়া পশুর মালিক পশু নিয়া বিচরণ করে। আর উহা কোন ক্ষতি করে তাহা হইলে পশুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ঘ) আর যদি কোন আরোহী, চালক কিংবা রাখাল পশু নিয়া চলাচলের রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করার সময় কাহারও ক্ষতি করে তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি জন্তুর সহিত লোক থাকে, আর সে জন্তু কোন ব্যক্তি, অঙ্গ কিংবা সম্পদ ধ্বংস করে তখন উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। চাই সেই লোক চালক, আরোহী কিংবা রাখাল হউক। চাই সে উহার মালিক হউক কিংবা ভাড়ার ভিত্তিতে তাহার অধীনে হউক। চাই দিনে হউক কিংবা রাত্রে। আর এই ধ্বংস ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় করুক, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ।

-(তাকমিলা ২ঃ৫২১-৫২২)

وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (কূপে পতিত হইয়া আহত-নিহত হওয়া ক্ষমাযোগ্য)। ইহার জন্য কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) এই স্থানে البئر (কূপ) দ্বারা মরুভূমিতে অবস্থিত এমন প্রাচীনতম কূপ, যাহার মালিকানা জানা নাই। ইহাতে যদি কোন মানুষ কিংবা পশু পতিত হইয়া আহত বা নিহত হয়, উহার জন্য কাহারও উপর কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি নিজের মালিকানার উর্বর কিংবা অনুর্বর ভূমিতে কূপ খনন করে, অতঃপর উহাতে কোন মানুষ কিংবা অন্য কিছু পতিত হইয়া ধ্বংস হইলে কাহারও উপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হইবে না। আর যদি মুসলমানদের চলাচলের রাস্তায় বা অন্যের মালিকানা জমিতে তাহার অনুমতি ব্যতীত কূপ খনন করে, অতঃপর উহাতে কোন মানুষ পতিত হইয়া আহত কিংবা নিহত হয় তাহা হইলে কূপ খননকারী অভিভাবকদের উপর ক্ষতিপূরণ (ضمان) ওয়াজিব হইবে এবং খননকারীর সম্পদ হইতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। আর যদি মানুষ ছাড়া অন্যকিছু ধ্বংস হয় তাহা হইলে খননকারীর সম্পদ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা ওয়াজিব হইবে। আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা হানাফী মাযহাবও। -(রদ্দুল মুখতার ৫ঃ৫২৪ ও ৫২৫) -(তাকমিলা ২ঃ৫২৪)

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (খনিতে পতিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতি ক্ষমাযোগ্য)। হাফিয (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ১২ঃ২৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন, যদি কেহ নিজের উর্বর কিংবা অনুর্বর ভূমিতে খনি খনন করে, অতঃপর কোন ব্যক্তি ইহাতে পতিত হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে তাহার রক্ত বেকার তথা কাহারও উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। অনুরূপ খনি খননের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করিলে সে যদি উহাতে পতিত হইয়া মরিয়া যায় তাহার রক্তের ক্ষতিপূরণ কাহারও উপর ওয়াজিব হইবে না। কূপ এবং খনি খননে যেই সকল শ্রমিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে তাহাদের উদাহরণ অনুরূপ যে, কোন শ্রমিককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খেজুর গাছের চূড়ায় কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হইল সে উহা হইতে পতিত হইয়া মারা গেলে নিয়োগকর্তার উপর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ওয়াজিব হইবে না।

কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী হাদীছের আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, খনিতে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু তাহাদের এই ব্যাখ্যা অবাস্তব। কেননা, এই স্থলে দিয়্যাত মাসয়ালায় আলোচনা করা উদ্দেশ্য। -(তাকমিলা ২ঃ৫২৫)

গুপ্তধন ও খনিতে প্রাপ্ত সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব ঃ

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (আর জাহিলিয়্যা যুগের গুপ্তধন কিংবা খনিজ পদার্থ প্রাপ্তিতে এক পঞ্চমাংশ আদায় করিতে হইবে)। এই স্থলে ركاز শব্দের মর্ম নির্ধারণে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী এবং আহমদ (রহ.) বলেন, উহা হইল শুধু জাহিলিয়্যাত যুগের দাফনকৃত সম্পদ। কাজেই ইহা গণীমতের সম্পদ হইবার কারণে এক পঞ্চমাংশ (خمس) ওয়াজিব হইবে। তাহাদের মতে খনিজ পদার্থ (معدن) প্রাপ্তিতে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ওয়াজিব নহে। কেননা, ইহা ركاز (জাহিলিয়্যাত যুগে দাফনকৃত গুপ্তধন) নহে। অধিকন্তু খনিজ পদার্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কঠোর চেষ্টা সাধনা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে كنز (জাহিলিয়্যাত যুগের দাফনকৃত গুপ্তধন)।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ركاز শব্দটি عام (ব্যাপক)। ইহা জাহিলিয়্যাত যুগের প্রোথিত গুপ্তধন (كنز) এবং খনিজ পদার্থ (معدن) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই প্রত্যেকটির মধ্যে এক পঞ্চমাংশ (خمس) ওয়াজিব হইবে। আর ইহা ইমাম ছাওরী, আওযায়ী এবং আবূ উবায়দ (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অভিধান, রিওয়ায়ত এবং যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি সম্মত।

অভিধানভিত্তিক দলীল ঃ

অভিধানে ركاز শব্দের শাব্দিক অর্থ অভিধান বিশেষজ্ঞ ইবন মানযূর (রহ.) স্বীয় 'লিসানুল আরব' গ্রন্থের ৭ঃ২২২ পৃষ্ঠায় বলেন, الركاز হইতেছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খন্ড যাহা যমীন কিংবা খনি হইতে উত্তোলন করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, الركاز ما اخرج المعدن (রিকায বলা হয় যাহা খনি হইতে উত্তোলন করা হয়)।

ইবন ফারিস স্বীয় مقاييس اللغة গ্রন্থের ২ঃ৪৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, الركاز হইল সেই সম্পদ যাহা জাহিলিয়্যাত যুগে দাফনকৃত। আর ইহা কিয়াসের ভিত্তিতে বলা হয় لان صاحبه ركزه (কেননা সম্পদের মালিক স্বীয় সম্পদ মাটির নীচে পোঁতিয়াছে)। আর এক জামাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, الركاز المعدن (ركاز এবং معدن একই বস্তু)।

আল্লামা আযহারী স্বীয় تهذيب اللغة গ্রন্থের ১০ঃ৯৫ পৃষ্ঠায় উপর্যুক্ত মতানৈক্য উল্লেখ করিয়া লিখেন যে, লায়ছ (রহ.) বলেন, الركاز قطع الفضة تخرج من المعدن (রিকায হইতেছে রৌপ্যের টুকরা, যাহা খনি হইতে উত্তোলন করা হয়)। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি খনি হইতে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তোলন করে তখন اركز صاحب المعدن বলে।

অভিধানবিদগণের উপর্যুক্ত অভিমতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহিলিয়্যাত যুগের প্রোথিত গুপ্তধন ছাড়াও খনি হইতে উত্তোলনকৃত পদার্থের উপর ركاز শব্দের প্রয়োগ হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে خمس ওয়াজিব হইবে।

হাদীছভিত্তিক দলীল

(১) আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় নকল করেন عن عمرو بن شعيب ان المزنى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة توجد فى الطريق العامر او قال الميتاء فقال عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهى لك قال يا رسول الله! فما يوجد فى الخراب العادى؟ قال فيه وفى الركاز الخمس (আমর বিন শুআয়ব (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, একদা হযরত মুযানী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই لقطة (পড়িয়া থাকা বস্তু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যাহা চলাচলের রাস্তায় কিংবা অব্যবহৃত রাস্তায় পাওয়া যায়। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিবে। যদি উহার মালিক আসে তবে তাহাকে দিয়া দিবে। আর যদি মালিক না পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহা তোমার। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি মালিকানাহীন পতিত জমিতে গুপ্তধন পাওয়া যায় (ইহার কি হুকুম)? তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহার মধ্যে এবং ركاز এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ আদায় করিবে)।

এই হাদীছে الخراب العادى হইল সেই জমি যাহার মালিক জানা নাই এবং মালিকানা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইল, যাহা মালিকানাহীন পতিত জমিতে দাফনকৃত كنز (গুপ্তধন) পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الخراب العادى এর উপর ركاز কে عطف (সংযোজক) করিয়াছেন। আর

عطف বিপরীত অর্থ বুঝায়। একই অর্থবোধক শব্দের একটাকে অন্যটার উপর عطف করা যায় না। কাজেই ركاز দ্বারা كنز ছাড়া অন্য বস্তু হইবে। আর অন্য বস্তু معدن (খনিজ দ্রব্য) ছাড়া আর কি?

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) স্বীয় كتاب الخراج গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় আবূ সাঈদ আল-মাকবারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছের শেষে আছে ঃ "وفى الركاز خمس" فقيل وما الركاز يا رسول الله قال: الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الارض يوم خلقت (ركاز) এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত। তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ركاز কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সেই সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য যাহা আল্লাহ তাআলা যমীন সৃষ্টির সময় মাটিতে সৃষ্টি করিয়াছেন)। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ركاز কে معدن বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) আল্লামা আবূ উবায়দা (রহ.) স্বীয় الاموال গ্রন্থের ৩৪১ পৃষ্ঠায় হযরত ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তাহাকে ركاز এবং معدن সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "ইহার প্রতিটি হইতে উত্তোলনকৃত বস্তুতে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত।"

সুতরাং ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ কে উপর্যুক্ত ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর ব্যাখ্যার উপর প্রয়োগ করা যথাযোগ্য হইবে। অর্থাৎ ركاز এর মধ্যে كنز (প্রোথিত গুপ্তধন) এবং معدن (খনিজ পদার্থ) উভয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হইবে।

যুক্তিভিত্তিক দলীল ঃ

كنز (গুপ্তধন) যদি কাফিরদের প্রোথিত হয় তবে গণীমতের মাল। আর كنز (গুপ্তধন) যদি মুসলমানের প্রোথিত বলিয়া চিহ্নিত হয় তাহা হইলে উহা لقطة (হারানো বস্তু)-এর হুকুমে হইবে। ইহার প্রচার করা ওয়াজিব। সুতরাং জাহিলিয়্যাত যুগের প্রোথিত সম্পদ গণীমতের সম্পদ হইবার কারণে যদি এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়, (এই অর্থের সহিত معدن (খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ)-এর অংশীদারিত্ব রহিয়াছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইহাকে যমীন সৃষ্টির দিনই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন), তাহা হইলে ইহা الارض المغنومة (গণীমতের জমি)-এর এক অংশ হইবার কারণে গণীমতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হইবে।

তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে বলিয়াছেন معدن (খনিজ দ্রব্য) লাভ করিতে অনেক চেষ্টা-সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ইহার জবাব এই যে, গণীমতের সম্পদ লাভের জন্যও তো আরো অধিক শ্রম ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়া লাভ করিতে হয়।

সুতরাং যুক্তিভিত্তিক দলীল দ্বারা বুঝা গেল যে, ركاز এবং معدن হইতে প্রাপ্ত সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৫২৫-৫২৯)

(৪৩৪২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ عِيسَى قَالَ نَا مَالِكٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ. مِثْلَ حَدِيثِهِ.

(৪৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে রাবী লাইছ (রহ.)-এর সনদে তাহার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩৪৩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৩৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৩৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".

(৪৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, কূপের মধ্যে পতিত হইয়া কেহ আহত কিংবা নিহত হইলে উহা ক্ষমাযোগ্য। খনিতে পতিত হইয়া কেহ আহত কিংবা নিহত হইলে উহা ক্ষমাযোগ্য এবং পশুর আঘাতে কেহ আহত কিংবা নিহত হইলে উহাও ক্ষমাযোগ্য। আর গুপ্তধন ও খনিজ দ্রব্য প্রাপ্তিতে এক পঞ্চমাংশ আদায় করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ
৪৩৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৩৪৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ نَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ نَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন সালাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

كِتَابُ الأَقْضِيَةِ

অধ্যায় ঃ বিচার বিধান

القضاء শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ

الاقضية শব্দটি قضاء শব্দের বহুবচন। আর القضاء শব্দের আভিধানিক অর্থ الحكم (আদেশ করা, রায় দেওয়া), الفصل (ফায়সালা করা, বিচার করা, মীমাংসা করা, সিদ্ধান্ত দেওয়া) এবং القطع (কর্তন করা, পার্থক্য করা)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ (আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। -(সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

শরীআতের পরিভাষায় قضاء এর অর্থ ফকীহগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল ব্যাখ্যাই প্রায় সমার্থক। شرح ادب القاضى للخصاف গ্রন্থের ১ঃ১২৬ পৃষ্ঠায় قضاء এর সংজ্ঞা লিখিয়াছেন যে, إنه فصل الخصومات والمنازعات (قضاء হইতেছে ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা)।

আল্লামা ইবন ফরহুন (রহ.) স্বীয় 'তাবসিরাতুল আহকাম' গ্রন্থের ১ঃ১২ পৃষ্ঠায় قضاء শব্দের সংজ্ঞা এই শব্দে দিয়াছেন هو الاخبار عن حكم شرعى على سبيل الالتزام (শরীআতের হুকুম বাধ্যবাধকতা হিসাবে গ্রহণের খবর দেওয়াকে قضاء বলে)।

'ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া' গ্রন্থের ৩ঃ৩০৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হইল, القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة (قضاء হইল এমন বাধ্যতামূলক কথা যাহা সার্বজনীন প্রশাসন কর্তৃক জারী করা হয়)।

এই সকল সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, ان القضاء قول ملزم وفق الاحكام الشريعة يفصل به خصومة فريقين (দুই দল বাদানুবাদকারীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে আহকামে শরীআতের নিয়মে মীমাংসা করিয়া দেওয়াকে قضاء বলে)।

قضاء (মীমাংসা) এবং افتاء (ফতোয়া)-এর পার্থক্য এই যে, ফতোয়া (افتاء) হইতেছে শরীআতের বিধান জানাইয়া দেওয়া। ইহাতে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কাজেই প্রশাসনের পক্ষ হইতে মুফতী নিয়োগ ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে قضاء (মীমাংসা)। ইহার জন্য বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। সুতরাং قاضى (বিচারক) প্রশাসন কর্তৃক নিয়োগ ব্যতীত কার্যকর হইবে না। -(তাকমিলা ২ঃ৫৩০)

بَابُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাদীর উপর কসম

(৪৩৪৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ".

(৪৩৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মানুষের দাবী অনুযায়ী যদি তাহাদেরকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা হইত তাহা

হইলে কোন কোন মানুষ অপর ব্যক্তি জান এবং মালের দাবী করিত। তাই বিবাদীর উপর আল্লাহর নামে কসম নেওয়া কর্তব্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন)।

আল্লামা বায়হাকী (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থের ১০ঃ২৫২ পৃষ্ঠায় ইবন আবী মুলাইকা (রহ.) হইতে, قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف ـ ثم ذكر قصة المرأتين ثم قال فكتبت الى ابن عباس ـ فكتب الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجل اموال قوم و دماءهم ـ ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر (তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিঃ)-এর পক্ষ হইতে তায়িফের কাযী ছিলাম। অতঃপর তিনি দুই মহিলার ঘটনা উল্লেখ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তখন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে পত্র লিখিলাম। তিনি আমার কাছে লিখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি মানুষের দাবী অনুসারে তাহাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা হইত তাহা হইলে কোন কোন লোক অপর ব্যক্তির মাল এবং জান দাবী করিয়া বসিত। তাই দাবীদারের উপর দলীল (সাক্ষ্য) আর বিবাদীর উপর কসমের বিধান নির্ধারণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল বারী ৫ঃ২৮৩)

বায়হাকী (রহ.)-এর বর্ণিত এই হাদীছ এবং আলোচ্য হাদীছ শরীআতের বিধানের একটি বড় কানূন যাহা দ্বারা হাজারো বাদানুবাদের মীমাংসার পদ্ধতির উপায় জানা গেল। যখন কেহ দাবী করে আর কেহ অস্বীকার করে তখন দাবী উত্থাপনকারীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া হইবে। সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে না পারে তাহা হইলে বিবাদী হইতে কসম নেওয়া হইবে। সে যদি কসম করিয়া ফেলে তাহা হইলে দাবী হইতে রেহাই পাইয়া গেল। আর যদি কসম না করে তাহা হইলে দাবী প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (তাই বিবাদীর উপর আল্লাহর নামে কসম নেওয়া কর্তব্য)। এই হাদীছের ভিত্তিতে জমহুরে উলামায়ে কিরাম বলেন, (বাদী-বিবাদীর মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন থাকুক কিংবা না থাকুক) সর্বাবস্থায় বিবাদীর উপর কসম ওয়াজিব হইবে, যদি দাবী উত্থাপনকারী সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিতে অক্ষম হয়।

তবে ইমাম মালিক (রহ.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, শুধু দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই বিবাদীর উপর কসম ওয়াজিব হইবে না। তবে যদি এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক কিংবা অন্য কোন মুআমালা থাকে তাহা হইলে বিবাদী হইতে কসম নেওয়া যাইবে। অন্যথায় দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা ভদ্র ও সম্মানিত লোকদেরকে পুনঃপুনঃ কসমের মাধ্যমে বিব্রত করার সুযোগ পাইবে। এই অনিষ্ট প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক কিংবা অন্য কোন লেনদেন থাকার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। নওয়াভী (রহ.) বলেন, তাহার অভিমতের স্বপক্ষে কিতাব, সুন্নত কিংবা ইজমা হইতে কোন দলীল নাই। -(তাকমিলা ২ঃ৫৪৮ ও নওয়াভী)

(৪৩৪৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(৪৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদী হইতে কসম নেওয়ার মাধ্যমে ফায়সালা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (বিবাদী হইতে কসম নেওয়ার মাধ্যমে ফায়সালা করিয়াছেন)। ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, বিবাদী ছাড়া আর কাহারও উপর কসম

দেওয়া ওয়াজিব নহে। যদি বিবাদী কসম করে তাহা হইলে সে দায়মুক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি কসম করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে বাদীর পক্ষে ফায়সালা হইবে। কিন্তু বাদীর উপর কসম প্রযোজ্য হইবে না।

আর ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, শুধু বিবাদী কসম করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে ফায়সালা করা হইবে না, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে সম্পদের ব্যাপার হইলে বাদীর উপর কসম প্রযোজ্য। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে সকল দাবীর ক্ষেত্রে কসম প্রযোজ্য হইবে। কাজেই বাদী কসম করিলে তাহার কসম মুতাবিক ফায়সালা হইবে। সে যদি কসম না করে এই ব্যাপারে তাহার জন্য কোন কিছুই হুকুম করা হইবে না। -(আল কাফী লি-ইবন আবদিল বার, ২ঃ৭২১)-(তাকমিলা ২ঃ৫৫০)

بَابُ وجوب الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ و يَمِينٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষী ও কসমের সমন্বয়ে ফায়সালা দেওয়া প্রসঙ্গে

(৪৩৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

(৪৩৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদী হইতে কসম এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে মীমাংসা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ (বাদী হইতে কসম এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে মীমাংসা করিয়াছেন)। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, বাদীর যদি একজন সাক্ষী বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে অপর সাক্ষীর শূণ্যতায় একজন সাক্ষী ও কসম এতদুভয় দ্বারা ফায়সালা করা যাইবে। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ১২ঃ১০)।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে বাদীর পক্ষে একজন সাক্ষী এবং অপর আরেক সাক্ষীর পরিবর্তে কসম নিয়া ফায়সালা করা যাইবে না। বাদীর পক্ষে ফায়সালার জন্য দুইজন পুরুষ সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর সাক্ষী উপস্থাপন করা ওয়াজিব। -(আত-তামহীদ লি ইবন আবদিল বার ২ঃ১৫৪)

হানাফীগণের দলীল কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (আর তোমরা দুইজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে। যদি দুইজন পুরুষ না হয়, তাহা হইলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য হইতে যাহাদেরকে তোমরা পছন্দ কর। -সূরা বাকারা ২৮২)

এই আয়াতে সাক্ষীর ক্ষেত্রে দুইটি বস্তুর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। এক. সাক্ষীর সংখ্যা তথা সাক্ষী দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ কিংবা শুধু দুইজন মহিলা সাধারণ লেনদেনের সাক্ষের জন্য যথেষ্ট নয়। দুই. সাক্ষী পুরুষ মুসলমান হইতে হইবে, অধিকন্তু সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য আদিল (বিশ্বস্ত) হইতে হইবে। ফাসিক ও ফাজির (পাপাচারী) হইলে চলিবে না। আর مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (ঐ সাক্ষীদের মধ্য হইতে যাহাদেরকে তোমরা পছন্দ কর) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন সাক্ষী ও কসম দ্বারা ফায়সালা করা বাতিল। কেননা, আমরা আয়াত হইতে অবগত হইলাম যে, এক সাক্ষী গৃহীত নহে। আর আয়াতের মর্মও এইরূপ নহে। আর বাদীর কসমকে সাক্ষী হিসাবে নামকরণও জায়িয নাই। আর না বাদী

নিজেকে নিজের পছন্দ বলা জায়িয আছে। কাজেই এই সকল নীতির বিবেচনায় একজন সাক্ষী ও কসম নিয়া ফায়সালা করা আয়াতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়।

হানাফীগণের হাদীছ ভিত্তিক দলীল ঃ

(১) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত (৪৩৪৬ নং) হাদীছে স্পষ্টভাবে বিবাদীর উপর কসমের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করণসহ উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু আল্লামা বায়হাকী (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থের ১ঃ২৫২ পৃষ্ঠায় এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم و دماءهم ولكن البينة على المدعى والايمين على من انكر (যদি মানুষের দাবী অনুসারে তাহাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা হইত তাহা হইলে কোন কোন লোক অপর ব্যক্তির মাল এবং জান দাবী করিয়া বসিত। তাই দাবী উত্থাপনকারীদের উপর দলীল (সাক্ষ্য) আর বিবাদীর উপর কসমের বিধান নির্ধারণ করা হইয়াছে)। হাফিয (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৫ঃ২৮৩ পৃষ্ঠায় ইহার সনদকে হাসান বলিয়াছেন।

(২) সাইয়্যিদুনা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) কর্তৃক হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিঃ)-এর কাছে লিখিত পত্রে আছে البينة على من ادعى واليمين على من انكر (দাবী উত্থাপনকারীর জন্য দলীল প্রয়োজন এবং অস্বীকার কারীর উপর কসম আসিবে)।

উপর্যুক্ত হাদীছ ও আছার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাবীদারের দায়িত্বে দলীল তথা সাক্ষী উপস্থিত করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব হইতেছে কসম করা। আর এই বন্টিত বস্তুটি শরীকানার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কাজেই এই হিসাবে বিবাদীর দায়িত্ব (কসম)কে বাদীর আওতায় আনা যাইবে না।

আয়িম্মায়ে ছালাছা কর্তৃক প্রদত্ত অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছের জবাব বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। কিন্তু উহা প্রশ্নাতীত নহে বলিয়া দীর্ঘায়িত করা হইল না। -(বিস্তারিত তাকমিলা ২ঃ৫৫৩-৫৬৪)

বলাবাহুল্য, আয়িম্মায়ে ছালাছা (রহ.)-এর উপস্থাপিত আলোচ্য হাদীছে বেশ আলোচনা থাকিলেও উহা সহীহ। তবে সংশ্লিষ্ট ঘটনার উপর সঠিক চিন্তা করিলে বুঝে আসে যে, ইহা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ ঘটনা, যাহাতে সামগ্রিকভাবে দলীল-প্রমাণ প্রদান করা যায় না। আর হানাফীগণের উপস্থাপিত কুরআন মাজীদের আয়াত, হাদীছ, আছার এবং জ্ঞানভিত্তিক দলীল শক্তিশালী। ফলে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য এবং ইহার ভিত্তিতে ফায়সালা করা সর্বাধিক নিরাপদ। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

بَابُ بَيَانِ اَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাকিমের ফায়সালা দ্বারা গোপন বিষয়ের হুকুম পরিবর্তন হয় না

(৪৩৪৯) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

(৪৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা মুকাদ্দমা নিয়া আমার কাছে আস। আর তোমাদের একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হওয়ায় দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠা কর। আর আমি উহা শ্রবণ করিয়া তাহার অনুকূলে ফায়সালা করি। কাজেই ইহাতে যদি তাহার ভাইয়ের হকের কিছু তাহাকে প্রদান করি (আর বস্তুতভাবে সে উহার

হকদার নহে) তখন তাহার উচিত উহা গ্রহণ না করা। কেননা, ইহাতে যেন আমি তাহাকে জাহান্নামের অগ্নির টুকরা হইতে একটি টুকরা প্রদান করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ অর্থাৎ أبلغ بحجته (অধিক বুদ্ধিমান হওয়ায় দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে স্বীয় ...)। اللحن শব্দটি ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে لحن হইতে নির্গত এবং الفطنة (বুদ্ধি, মেধা, বিচক্ষণতা) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হইতে অধিক বুদ্ধিমান হয় তবে সে স্বীয় দাবীর পক্ষে দলীল উপস্থাপনে অপর ব্যক্তির উপর অধিক সক্ষম হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৫৬৬)

فَلَا يَأْخُذْهُ (তখন তাহার কর্তব্য হইবে উহা গ্রহণ না করা)। আয়িম্মায়ে ছালাছা ও হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (রহ.) আলোচ্য হাদীছের এই অংশের ভিত্তিতে দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, বিচারকের ফায়সালা কেবল যাহির (তথা প্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে, বাতিল (তথা অপ্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতে স্বীয় দাবীর পক্ষে বিচারকের রায় করাইয়া নেয় তবে তাহার জন্য উক্ত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নহে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, আকদ (বিবাহ) এবং فسخ (ছাড়িয়া দেওয়া)-এর ব্যাপারে বিচারকের ফায়সালা যাহির ও বাতিন-এর ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে। যদিও পূর্বে বস্তুতভাবে সে উক্ত বস্তুর মালিক ছিল না। যেমন কোন ব্যক্তি একজন মহিলার ব্যাপারে এই দাবী করিল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং ইহার পক্ষে সাক্ষীও উপস্থাপন করিল। আর বিচারক তাহার পক্ষে ফায়সালা করিলে তখন উক্ত মহিলা তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। চাই মিথ্যা সাক্ষী হউক। ফায়সালার পর উক্ত মহিলার সহিত তাহার সহবাস করা হালাল হইয়া যাইবে। ইহা যেন বিচারক কর্তৃক নতুনভাবে তাহাদের মধ্যে বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। কিন্তু সে তাহার দাবীতে মিথ্যুক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপনের জন্য কঠিন গুনাহে গুনাহগার হইবে। তবে মাসয়ালাটি নিম্ন লিখিত শর্ত মুতাবিক হইতে হইবে। যথা–

(১) দাবীদারের দাবী আকদ এবং তাহা রহিত করণের ক্ষেত্রে হইতে হইবে। الاملاك المراسلة এর দাবীতে বাতিন (অপ্রকাশ)-এর ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে না। আর الاملاك المراسلة হইতেছে কোন বস্তুর মালিকানা লাভের কারণ উল্লেখ ছাড়া শুধু মালিক হওয়ার দাবী করা। এই ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কেবল যাহির (প্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে। যাহার পক্ষে রায় হয় সে যদি বস্তুতভাবে মালিক না হয় তবে তাহার জন্য উক্ত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নহে।

(২) মালিক হইবার দাবীকৃত বস্তুটি যদি নতুন ভাবে মালিক হইবার সম্ভাবনা থাকে যেমন بيع (বেচাকেনা) نكاح (বিবাহ)। আর যদি নতুনভাবে মালিক হইবার সম্ভাবনা না থাকে। যেমন الارث (উত্তরাধীকারী সম্পদ), এই ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কেবল যাহির (প্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে যার প্রাপক দ্বীনদারীর ভিত্তিতে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নহে।

(৩) ফায়সালাকৃত বস্তুটি মালিকানা হওয়ার যোগ্য হইতে হইবে। যদি বস্তুটি মালিকানা হওয়ার যোগ্য না হয় তাহা হইলে বিচারকের ফায়সালা বাতিন (অপ্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় মুহাররমাত (বিবাহ হারাম)-এর কোন মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া দাবী করে এবং দাবীর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষীও প্রতিষ্ঠা করে। তাহা বাতিন (অপ্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে না। কেননা, ইহা নতুনভাবে সম্পাদনার কোন অবকাশ নাই।

(৪) বিচারকের নিকট মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপনের বিষয়টি অজানা থাকিতে হইবে। যদি বিচারক জানেন যে, মিথ্যা সাক্ষী তাহা হইলে ফায়সালাটি বাতিন (অপ্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হওয়া তো দূরের কথা যাহির (প্রকাশ্য)-এর উপরও কার্যকর হইবে না।

(৫) ফায়সালাটি شهود (সাক্ষী) কিংবা نكول (প্রত্যাবর্তন)-এর ভিত্তিতে হইতে হইবে। কসমের ভিত্তিতে নহে।

(৬) সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হইতে হইবে। কাজেই সাক্ষীদ্বয় দাস কিংবা মিথ্যার জন্য হদ্দ (শাস্তি) প্রাপ্ত হইলে ফায়সালা বাতিন (অপ্রকাশ্য)-এর উপর কার্যকর হইবে না। কেননা, এই গুণসম্পন্ন সাক্ষীদের যাচাই করা সম্ভব। পক্ষান্তরে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। ইহা গোপনীয় বস্তু হওয়ায় দৃঢ়ভাবে জানিয়া নেওয়ার কোন রাস্তা নাই।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল হইতেছে, যাহা আমর বিন মিকদাম (রহ.) তিনি স্বীয় পিতা মিকদাম (রহ.) হইতে ان رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى الحسب فابت ان تزوجه فادعى انه تزوجها و اقام شاهدين عند على رضى الله عنه فقالت انى لم اتزوجه قال قد زوجك الشاهدان - فامضى عليهما النكاح "কোন গোত্রের জনৈক লোক একজন মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল। আর সে বংশীয় মর্যাদায় মহিলার তুলনায় নিম্নে ছিল। ফলে মহিলাটি তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। অতঃপর সে দাবী করিয়া বসিল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং দুই জন সাক্ষীও হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কাছে উপস্থাপন করিল। তখন মহিলাটি বলিল, আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন দুইজনের সাক্ষীর দ্বারা বিবাহ সম্পাদন হইয়া যায়। অতঃপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ কার্যকর করিলেন। – আহকামুল কুরআন লি জাস্‌সাস ১ঃ২৫৩ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ ইউসুফ হইতে, তিনি আমর বিন মিকদাম হইতে।" -(তাকমিলা ২ঃ৫৬৭-৫৬৮)

(৪৩৫০) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৩৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরাইব (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩৫১) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا".

(৪৩৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজরার দ্বার প্রান্তে জনৈক ঝগড়াকারীর শোরগোল শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি তাহাদের কাছে তাশরীফ নিয়া গেলেন এবং ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। আর আমার কাছে যখন কোন ঝগড়াকারী আসে তখন সম্ভবতঃ একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিক যুক্তি প্রমাণে কথা উপস্থাপন করে। আর আমি ধারণা করি যে, সেই (তাহার দাবীতে) সত্যবাদী। আমি (প্রকাশ্য সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে) যাহার পক্ষে মুসলমানদের হকের বিষয়ে ফায়সালা করি। (অপ্রকাশ্য যদি প্রকাশ্যের অনুকূলে না হয় তবে) তাহা বস্তুত জাহান্নামের একটি টুকরা। সে চাই উহা গ্রহণ করুক কিংবা পরিত্যাগ করুক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তাঁহার অবস্থাও অন্যান্য মানুষের অনুরূপ এবং তিনি গায়িব জানেন না। কিন্তু যাহা আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে জানাইয়া দেন তাহা অবগত হন। আর ইহাও জানা গেল যে, আহকাম এবং ফায়সালার ক্ষেত্রে যাহা অন্যদের হইতে হয় তাহা তাঁহার হইতেও হয় এবং তিনি প্রকাশ্যের ভিত্তিতে হুকুম দেন এবং অপ্রকাশ্যের খবর আল্লাহ তাআলাই জানেন। কাজেই তিনি সাক্ষী এবং কসম-এর উপর ফায়সালা করেন। আর যদি আল্লাহ তাআলা চাহিতেন তাহা হইলে প্রত্যেক মুকাদ্দমার প্রকৃত ঘটনা বলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইহাই পছন্দ করিয়াছেন যে, তিনিও উম্মতের ন্যায় প্রকাশ্যের উপর হুকুম করুন যাহাতে উম্মতগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। আর যেই সকল বিশেষজ্ঞ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতিহাদে ভুল হওয়া জায়িয বলিয়া অভিমত পোষণ করেন তাহারাও এইরূপ বলেন যে, তিনি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। কাজেই এমন ফায়সালা যাহা সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে হয় উহা যদিও বাস্তবের বিপরীত হয়, ভুল নহে; বরং উক্ত হুকুম সঠিক। আর এই হাদীছ জমহুরে উলামা যেমন, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয় যে, হাকিমের হুকুম অপ্রকাশ্যের উপর কোন প্রভাব করিবে না। আর কোন হারাম বস্তু হাকিমের ফায়সালা দ্বারা হালাল হইবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে নিকাহ হালাল হইয়া যায় কিন্তু মাল হালাল হইবে না। (এই বিষয়ে বিস্তারিত ৪৩৪৯ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ২ঃ৭৪ সংক্ষিপ্ত)

টীকা

جَلَبَةَ خَصْمٍ (জনৈক ঝগড়াকারীর শোরগোল ...)। **جلبة** শব্দটি ج এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর আগত ৪৩৫২ নং রিওয়ায়তে لَجَبَةَ خَصْمٍ (ل এবং ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উভয় পঠন সহীহ। **اَلْجَلَبَةُ** এবং **اللَّجَبَةَ** উভয় শব্দের অর্থ **اختلاط الاصوات** (শোরগোল) আর **خصم** শব্দটি এই স্থানে বহুবচনে ব্যবহৃত। আর ইহা সেই সকল শব্দের অন্তর্ভুক্ত যাহা এক বচন ও বহুবচন উভয় অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। -(তাকমিলা ২ঃ৫৭৫)

(৪৩৫২) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ.

(৪৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন-নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে (**جلبة خصم** এর পরিবর্তে) **قالت سمع النبى صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب ام سلمه** (উম্মু সালামা (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামার হুজরার দ্বার প্রান্তে জনৈক ঝগড়াকারীর শোরগোল শুনিতে পাইলেন) রহিয়াছে।

بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ (আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী) হিন্দ-এর মুকাদ্দমা

(৪৩৫৩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".

(৪৩৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সাদী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হিন্দ্ বিনত উতবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফয়ান একজন ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি। তিনি আমার এবং আমার সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচাদি প্রদান করে না। কিন্তু আমি তাহার অজ্ঞাতেই তাহার সম্পদ হইতে প্রয়োজনীয় খরচাদি নিয়া থাকি। ইহাতে কি আমার কোন গুনাহ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহার সম্পদ হইতে ততখানি গ্রহণ করিতে পার যতখানি ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَجُلٌ شَحِيحٌ (একজন ব্যয়কণ্ঠ ব্যক্তি)। আল্লামা হাফিয (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৯ঃ৫০৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, الشح হইল কার্পণ্যের সহিত লোভ থাকা। আর الشح শব্দটি البخل হইতে ব্যাপক। কেননা, البخل শুধু সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করার সহিত খাস। আর الشح হইল সকল বস্তুতে কৃপণতা করা তথা ব্যয়কুণ্ঠ। -(তাকমিলা ২ঃ৫৭৭)

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ الخ (তুমি তাহার সম্পদ হইতে ততখানি গ্রহণ করিতে পার যতখানি ন্যায় সঙ্গতভাবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী خذى (তুমি গ্রহণ করিতে পার) নির্দেশটি মুবাহমূলক। ইহার দলীল হইতেছে ৪৩৫৫ নং রিওয়ায়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী لا حرج (কোন দোষ নাই)। আর معروف (ন্যায়সঙ্গতভাবে) দ্বারা মর্ম হইল সেই পরিমাণ গ্রহণ করা যাহা প্রচলিত মাধ্যম পন্থায় তাহার জন্য যথেষ্ট হয় (এবং ইহাতে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়)। -(তাকমিলা ২ঃ৫৭৮)

(৪৩৫৪) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪৩৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরাইব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা সকলেই হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৩৫৫) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ

الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "وَأَيْضًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ". ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِى عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ".

(৪৩৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, (আবূ সুফয়ানের স্ত্রী) হিন্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার কসম। যমীনের মধ্যে আপনার পরিবারবর্গ অপেক্ষা অন্য কোন পরিবারবর্গের প্রতি আমার এমন অধিক প্রত্যাশা ছিল না যে, তাঁহাদেরকে আল্লাহ তাআলা অপমানিত করুন। আর এখন যমীনের মধ্যে আপনার পরিবারবর্গ অপেক্ষা অন্য কোন পরিবারবর্গের প্রতি আমার এমন অধিক আকাঙ্খা নাই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহাদেরকে সম্মানিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সেই মহান আল্লাহর কসম! যাঁহার কুদরতী হাতে আমার জান, উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে (যখন তোমার অন্তরে ইসলামের নূর প্রবেশ করিয়াছে)। অতঃপর হিন্দ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফয়ান একজন ব্যয়কুণ্ঠ প্রকৃতির লোক। কাজেই আমি যদি তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার পরিবার পরিজনের জন্য তাহার সম্পদ হইতে ব্যয় করি, ইহাতে কি আমার কোন দোষ হইবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহাদের জন্য তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবে (অপচয়হীন) খরচ করিলে কোন দোষ হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَهْلُ خِبَاءٍ (ঘরবাসী, পরিবার পরিজন) শব্দটি الخباء বর্ণে خ যের এবং ب তাশদীদবিহীন মদসহ পঠিত। অর্থ লোম কিংবা পশমের তাঁবু। অতঃপর ইহা ঘরবাসী তথা পরিবার-পরিজনের উপর প্রয়োগ হয়। -(ফতহুল বারী ৭ঃ১৪১, তাকমিলা ২ঃ৫৮১)

(৪৩৫৬) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا ابْنُ أَخِى الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَأَيْضًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ". ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَهَا "لاَ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ".

(৪৩৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহাইর বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হিন্দ বিনত উতবা বিন রবীআ আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভূপৃষ্ঠের উপর আপনার পরিবারবর্গ অপেক্ষা অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এমন অধিক প্রত্যাশা ছিল না যে, তাঁহারা লাঞ্ছিত হউক। আর অদ্যকার দিনে ভূপৃষ্ঠের উপর আপনার পরিবার বর্গ অপেক্ষা অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এমন অধিক প্রত্যাশা আর নাই যে, তাঁহারা সম্মানিত হউক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন : সেই মহান আল্লাহর কসম যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, (তোমার অন্তরে ঈমানী নূর প্রবেশের কারণে) তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। অতঃপর হিন্দ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার স্বামী) আবূ সুফয়ান একজন ব্যয়কুণ্ঠ প্রকৃতির লোক। কাজেই আমি যদি আমাদের পরিবার পরিজন যাহাদের ব্যয়ভার বহনে তাহার দায়িত্বে তাহাদেরকে তাহার সম্পদ

হইতে (বিনা অনুমতিতে) খাবার প্রদান করি তাহা হইলে কি ইহাতে আমার কোন দোষ হইবে? তখন তিনি (জবাবে) তাহাকে বলিলেন, (তোমার দোষ হইবে) না। তবে উহা স্বভাবগত ন্যায়সঙ্গতভাবে হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَجُلٌ مِسِّيكٌ (একজন ব্যয়কুণ্ঠ প্রকৃতির লোক)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, مِسِّيكٌ শব্দের মর্ম شحيح (ব্যয়কুণ্ঠ) এবং بخيل (কৃপণ)। আল্লামা কাযী مسيك শব্দটিকে দুই ভাবে পঠনের পদ্ধতি লিখিয়াছেন। (এক) مَسِيكٌ (م বর্ণে যবর এবং س বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠন)। (দুই) م বর্ণে যের এবং س বর্ণে তাশদীদসহ مِسِّيكٌ পঠন। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি মুহাদ্দিছগণের রিওয়ায়তে অধিক প্রসিদ্ধ। আর প্রথম পদ্ধতিটি আহলে আরাবিয়ার কাছে অধিক সহীহ। উভয় পঠনে مبالغة (অতিশয়োক্তি)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ২ঃ৫৮৩)

ফায়দা

(১) ফায়সালা এবং ফতোয়া দেওয়ার লক্ষে আজনবিয়া মহিলা (যে মহিলার সহিত বিবাহ হালাল)-এর কথা শ্রবণ করা জায়িয আছে। তবে যে সকল বিশেষজ্ঞ মহিলার স্বর পর্দা হওয়ার প্রবক্তা তাহারা বলেন, এই স্থলে জরুরতের কারণে জায়িয। আর অন্য একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, মহিলার স্বর পর্দা নহে।

(২) স্বামীর সম্মতি থাকিলে কিংবা স্বামী জানিলে অসন্তুষ্ট হইবেন না বলিয়া জানা থাকিলে স্ত্রী কোন প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাওয়া জায়িয আছে।

(৩) প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে قضاء (ফায়সালা) জায়িয আছে। এই ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে জায়িয নাই। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে মানুষের হকের ব্যাপারে জায়িয এবং আল্লাহর হকের ব্যাপারে জায়িয নাই।

(৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)-এর স্ত্রীকে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা ফতোয়া হিসাবে না-কি قضاء (ফায়সালা) হিসাবে? সহীহ হইতেছে ফতোয়া হিসাবে। তবে প্রত্যেক মহিলার জন্য অনুরূপ জায়িয। -(নওয়াভী ২ঃ৭৫, তাকমিলা ২ঃ৫৮৪)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, প্রাপ্য হক না দেওয়া এবং না হক কিছু চাওয়া নিষেধ

(৪৩৫৭) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".

(৪৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যাহা পছন্দ করেন, (উহা হইল (১)) তোমরা তাঁহারই ইবাদত করিবে, (২) আর তাঁহার সহিত কোন বস্তুকেই অংশীদার সাব্যস্ত করিবে না এবং (৩) তোমরা সকলে আল্লাহ তাআলার রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করিবে (তথা কুরআন মাজীদের উপর আমল করিতে থাকিবে) ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে না। আর তোমাদের জন্য তিনি যেই সকল কাজ অপছন্দ করেন, (উহা হইল ঃ ১) অনর্থক বেশী কথাবার্তা বলা, (২) অহেতুক অধিক প্রশ্ন (বা ভিক্ষা) করা এবং (৩) সম্পদ বরবাদ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (আর তোমাদের জন্য তিনি অনর্থক বেশী কথাবার্তা বলা অপছন্দ করেন)। উলামাগণ قيل এবং قال শব্দদ্বয়কে দুইভাবে পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। এতদুভয় পদ্ধতির প্রসিদ্ধ পদ্ধতি হইতেছে যে, দুই শব্দের ل বর্ণে তানভীন ছাড়া যবর দ্বারা পঠিত। মর্ম হইবে يكره لكم ان تقولوا قيل وقال (তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন যে, তোমরা বাজে কথাবার্তা বল)। দ্বিতীয় পদ্ধতি উভয়টি مصدر হিসাবে قيلا ও قالا পঠন। হাদীছ শরীফসমূহে এই শব্দদ্বয় দ্বারা উহার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, অত্যধিক কথাবার্তা অপছন্দনীয়। কেননা, ইহার ফলে মানুষ ভুলে নিপতিত হয়। আর বারণের ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তির লক্ষে পুনরাবৃত্তি লওয়া হইয়াছে। -(তাকমিলা ২:৫৮৫ ও ৫৮৬ সংক্ষিপ্ত)

كَثْرَةَ السُّؤَالِ (অধিক প্রশ্ন করা)। ইহার মর্ম বর্ণনায় মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, سؤال দ্বারা سؤال المال (সম্পদের আবেদন, ভিক্ষা চাওয়া) মর্ম। এই কারণেই ইমাম বুখারী এই শব্দ মুগীরা বিন শু'বা সূত্রে كتاب الزكاة এর মধ্যে সংকলন করিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা জটিল ও রহস্যময় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিক প্রশ্ন করা মর্ম। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, উপর্যুক্ত দুই অর্থেই ব্যাপক। হাকিম ইবন হাজার (রহ.) শেষোক্ত অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ২:৫৮৭)

وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (আর সম্পদ বরবাদ করা)। শরীআত যেই সকল কর্মের অনুমতি দেয় নাই সেই সকল কাজে সম্পদ খরচ করাই হইতেছে সম্পদ বরবাদ করা। চাই উহা দ্বীনী হউক কিংবা দুন্‌ইয়াভী। -(ফতহুল বারী ১০:৪০৮, তাকমিলা ২:৫৮৯)

(৪৩৫৮) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ وَلاَ تَفَرَّقُوا.

(৪৩৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ (রহ.) তিনি ... সুহাইল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, "আর তিনি তোমাদের প্রতি তিনটি কাজে ক্রোধান্বিত হন"। আর তিনি ولاتفرقوا (এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪৩৫৯) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".

(৪৩৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাআলা হারাম করিয়াছেন তোমাদের উপর মা-এর অবাধ্য হওয়াকে, কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করাকে এবং (সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও) অন্যের হক আদায় না করা ও না হক কোন বস্তু প্রার্থনা করাকে। আর তিনটি বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন– (১) অনর্থক কথাবার্তা বলা, (২) অহেতুক অধিক প্রশ্ন করা এবং (৩) সম্পদ বিনষ্ট করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْعًا وَهَاتِ (অন্যের হক প্রদান না করা ও না হক কোন বস্তুর যাচ্ঞা করা)। এই বাক্যে منعا শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল) আর هات শব্দটি সম্পর্কে কেহ বলেন, ইহা اسم الفعل (অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষ, Infinilive (ব্যা)) أعط (প্রদান কর) অর্থে ব্যবহৃত। আর কেহ বলেন, ইহা ايتاء (প্রদান করা) হইতে - أمر এর সীগা। অধিক ব্যবহারের কারণে همزه কে هاء দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। নিষেধাজ্ঞাটির ফল কথা ঃ منع ما امر باعطائه وطلب مالا يستحق اخذه (না দেওয়া (সেই ব্যক্তিকে যাহাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন) এবং যাচ্ঞা করা সেই বস্তুর যাহা নেওয়ার হক নাই)। -(তাকমিলা ২ঃ৫৯০)

(৪৩৬০) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

(৪৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন) এবং তিনি إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন) বাক্যটি বলেন নাই।

(৪৩৬১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ".

(৪৩৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... শাবী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ)-এর লেখক হাদীছ বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হযরত মুগীরা (রাযিঃ)-এর নিকট পত্র লিখিলেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন এমন কিছু বিষয় আমাকে লিখে জানান। তখন তিনি তাঁহাকে লিখিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন ঃ (১) অনর্থক বেশী কথা বলা, (২) ধন-সম্পদ বরবাদ করা এবং (৩) (অহেতুক) বেশী প্রশ্ন করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৪৩৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৩৬২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَلاَ وَهَاتِ. وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ قِيلٍ وَقَالٍ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ".

(৪৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমার (রহ.) তিনি ... ওয়াররাদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত মুগীরা (রাযিঃ) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে পত্র লিখিলেন ঃ 'আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আম্মা বাদ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনটি বস্তুকে হারাম করিয়াছেন এবং তিনটি কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি হারাম করিয়াছেন; পিতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা এবং অন্যের হক আদায় না করা ও না হক কিছু যাচঞা করা। আর তিনটি কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ঃ অনর্থক বেশী কথা বলা, (অহেতুক) অধিক প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ বরবাদ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪৩৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য)

بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের ছাওয়াব, প্রচেষ্টার পর তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হউন কিংবা ভুল করুন

(৪৩৬৩) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".

(৪৩৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... আমর বিন আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, যদি কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা-গবেষণা করিবার পর ফায়সালা দেন, অতঃপর তিনি তাঁর ফায়সালায় সঠিক হন তাহা হইলে তাহার জন্য দুইটি ছাওয়াব রহিয়াছে। আর যদি যথাযথ চিন্তা-গবেষণার পর ফায়সালা দেন, অতঃপর (বাস্তবে) তিনি ভুল করেন তাহা হইলেও তাহার জন্য একটি ছাওয়াব রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (অতঃপর (বাস্তবে) তিনি ভুল করেন তাহা হইলেও তাহার জন্য একটি ছাওয়াব রহিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, মুসলমানগণ এই বিষয়ে একমত যে, আলোচ্য হাদীছ সেই বিচারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি জ্ঞানী, ফায়সালা দেওয়ার যোগ্য। তিনি যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তবে দুইটি ছাওয়াব পাইবেন, একটি ছাওয়াব হক অনুসন্ধানে চিন্তা-গবেষণার জন্য আর একটি ছাওয়াব সঠিক ফায়সালা দেওয়ার জন্য। আর যদি ভুল ফায়সালা দেন তবে তাহার চিন্তা-গবেষণার জন্য তিনি একটি ছাওয়াব পাইবেন। আলোচ্য হাদীছে কিছু উহ্য রহিয়াছে যে, বিচারক যদি জ্ঞানী ও ফায়সালা দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি না হন তবে তাহার জন্য ফায়সালা দেওয়া হালাল নহে। আর তিনি যদি রায় দেন তাহার জন্য কোন প্রতিদান নাই; বরং তিনি গুনাহগার হইবেন এবং তাহার হুকুম জারী হইবে না। চাই তাহার ফায়সালা সঠিক হউক কিংবা না। কেননা, তাহার ফায়সালাটি ঘটনাচক্রে সঠিক হইয়াছে। শরীআতের উসূল মতে হয় নাই। ফলে তাহার ফায়সালা হকের মুয়াফিক হউক কিংবা না, সকল ক্ষেত্রেই সে গুনাহগার হইবে। তাহার বিচার কার্য পরিত্যাজ্য।

সুনান গ্রন্থে এক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী আর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী। (১) দক্ষ বিচারক, যিনি হক বুঝিয়াছেন। অতঃপর তিনি হকের সহিত ফায়সালা করেন, তিনি জান্নাতী। (২) দক্ষ বিচারক, যিনি হক বুঝিয়াছেন। কিন্তু হকের বিপরীতে ফায়সালা করেন, তিনি জাহান্নামী এবং (৩) অদক্ষ বিচারক যে মূর্খতার সহিত ফায়সালা করে সেও জাহান্নামী। -(তাকমিলা ২ঃ৫৯২)

(৪৩৬৪) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(৪৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন আবূ উমার (রহ.) তাহারা ... আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর হাদীছের শেষাংশে কিছু অতিরিক্ত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। রাবী ইয়াযীদ (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছখানা আবূ বকর বিন আমর বিন হাযম (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার নিকট আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে আবূ সালামা (রহ.) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৩৬৫) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

(৪৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামা বিন আল-হাদ আল লাইছী (রহ.)-এর সূত্রে হাদীছ খানা উভয় সনদে আবদুল আযীয (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধ অবস্থায় বিচারকের বিচার কার্য সম্পাদন করা মাকরূহ

(৪৩৬৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

(৪৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা (আবূ বাকরা রাযি.) আমাকে দিয়া (আমার ভাই) সিজিস্তানের বিচারক উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বাকরা (রহ.)-এর নিকট একটি পত্র লিখাইলেন যে, তুমি ক্রোধ অবস্থায় দুই জনের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করিবে না। কেননা, আমি (আবূ বাকরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কোন বিচারক যেন ক্রোধ অবস্থায় দুই জনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পাদন না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ (আমার পিতা আমাকে দিয়া একটি পত্র লিখাইলেন যে, ...)। কেহ কেহ বাক্যটির এই অর্থ করিয়াছেন যে, আবূ বাকরা (রাযিঃ) নিজেই একবার পত্র লিখিলেন। পরে তাহার ছেলে আবদুর রহমান (রহ.)কে তাহার ভাই (সিজিস্তানের বিচারক উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বাকরা (রাযিঃ))-এর কাছে পত্র লিখিতে আদেশ করেন তখন আবদুর রহমান দ্বিতীয়বার তাহার কাছে পত্র লিখেন। আল্লামা হাফিয (রহ.) বলেন, আমি বলিতেছি যে, এই অর্থ নির্ধারিত নহে; বরং এই বাক্য তথা كتب ابى (আমার পিতা লিখিলেন) অর্থাৎ امر بالكتابة (তিনি লেখার জন্য নির্দেশ দিলেন)। আর হাদীছ শরীফের বাক্য وكتبت له (আর আমি তাহার কাছে লিখিলাম) অর্থাৎ باشرت الكتابة التى امربها (যাহা লিখিতে তিনি নির্দেশ দিলেন তাহা আমি

লিখিলাম)। বস্তুতভাবে এই স্থলে দুইবার পত্র লিখা মর্ম নহে। আর লিখিত চিঠির মূল অংশ (متن) এই ব্যাখ্যার তায়ীদ করে যে, انى سمعت (নিশ্চয়ই আমি শ্রবণ করিয়াছি) বাক্যটি হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ)-এর। তাহার ছেলে আবদুর রহমান (রহ.)-এর নহে। কেননা, আবদুর রহমান (রহ.) হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ)-এর প্রথম সন্তান, বাসবায় জন্মগ্রহণ করেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত লাভ করেন নাই। (এই দ্বিতীয় মর্ম হিসাবেই হাদীছের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে)। -(আল ফাতহ ১৩ঃ১৩৭, তাকমিলা ২ঃ৫৯৩-৫৯৪)

وَهُوَ غَضْبَانُ (আর তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই ক্রোধের হুকুমের মধ্যে সেই সকল অবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহাতে অমনোযোগ প্রকাশিত হয়। যেমন, অত্যধিক ক্ষুধার্থ, পিপাসার্ত, ভর্তি পেট, অনেক বেদনা এবং অধিক আনন্দ-খুশি প্রভৃতি। কেননা, এই সকল অবস্থায় বুদ্ধিমত্তা সঠিক থাকে না এবং অন্তর অন্য দিকে মনোযোগী থাকে। ফলে ভুল হইবার আশংকা থাকায় উক্তরূপ অবস্থায় ফায়সালা করা মাকরূহ। যদি এই অবস্থায় ফায়সালা করা হয় তবে উহা সহীহ এবং জারী হইবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত অবস্থায়ও ফায়সালা দিয়াছেন। যেমন كتاب اللقطة এর বর্ণিত (৪৩৭৫নং) হাদীছে ইরশাদ করেন, مالك ولها الخ (উহাকে নিয়া তোমার ভাবনা কী? উহার সহিত আছে উহার জুতা আর আছে পানির মশক, যতক্ষণ না উহার মালিক উহাকে পাইয়া যায়)। -(শরহু নওয়াভী ২ঃ৭৭)

ফায়দা

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (ক) শায়খ হইতে শ্রুত হাদীছের ন্যায় লিখিত হাদীছের উপরও আমল করা ওয়াজিব। (খ) শিক্ষার ক্ষেত্রে দলীলসহ হুকুম উল্লেখ করা সমীচীন। (গ) পিতা স্বীয় সন্তানের প্রতি দয়াদ্রতার লক্ষে তাহার জন্য যাহা উপকারী তাহা জানাইয়া দেওয়া এবং ক্ষতিকর বস্তুতে সমাবৃত হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। -(তাকমিলা ২ঃ৫৯৪)

(৪৩৬৭) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح قَالَ وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَقَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

(৪৩৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরাইব (রহ.) তাহারা ... আবূ বাকরা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ আওয়ানা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

بَابُ نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাতিল বিধি-বিধান উচ্ছেদ এবং বিদআতী কার্যকলাপ পরিত্যাজ্য

(৪৩৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ نَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ".

(৪৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ ও আবদুল্লাহ বিন আওন হিলালী (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের কাজের (দ্বীনের) মাঝে ইবাদতের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, দ্বীন ধর্মে যাহার কোন ভিত্তি নাই, তাহা প্রত্যাখ্যাত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا (যে ব্যক্তি আমাদের কাজের (দ্বীনের) মাঝে ইবাদতের নামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে)। অর্থাৎ ابتدع فى الاسلام بدعة (ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু বিদআত উদ্ভাবন করে)।

বিদআতের আভিধানিক অর্থ ঃ যে কোন নতুন আবিষ্কৃত বস্তুকে বিদআত বলে। চাই উহা স্বভাব জাতীয় হউক কিংবা ইবাদত জাতীয়। আল্লামা শাতবী (রহ.) স্বীয় 'ইতিসাম' গ্রন্থের ১ঃ৩৭ পৃষ্ঠায় বিদআতের সংজ্ঞায় বলেন ঃ طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه (যেই সকল কাজ শরীআত পরিপন্থী এবং যাহা সম্পাদনে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে বাড়াবাড়িই উদ্দেশ্য হয় এমন কর্মপন্থা চালু করিবার নাম বিদআত)। ইমাম শাতবী আরও বলেন, দ্বীনের বন্ধিত্ব এই কারণে যে, ইহা দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত এবং উদ্ভাবক ইহার প্রতিই আসক্ত থাকে। পক্ষান্তরে দুন্ইয়ার ব্যাপারে কোন কিছু নতুন আবিষ্কার করিলে তাহা বিদআত নহে।

শরীআতের পরিভাষায় বিদআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়া আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যেই জিনিস বা কাজ আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যান নাই এবং নির্দেশ দেন নাই সেই ধরনের জিনিস বা কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা, ইহার অঙ্গ বলিয়া সাব্যস্ত করা, ছাওয়াব বা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় মনে করিয়া এই ধরনের কাজ করা, ইহার স্বকল্পিত আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়া ইহার জন্য কিছু মনগড়া শর্ত ও বিধি প্রবর্তন করা এবং শরীআত সম্মত কোন কাজ কিংবা নির্দেশের মতো এইটিরও পাবন্দি করা কিংবা এইটাকে নিয়মানুবর্তিতার সহিত আমল করিবার নামই হইল বিদআত।" আল্লামা মুফতী কিফায়ত উল্লাহ (রহ.) বলেন, শরীআতে যাহার মূল ভিত্তি নাই এমন সকল কাজকে বিদআত বলে। -(তাকমিলা ২ঃ৫৯৫ ও অন্যান্য)

বলা বাহুল্য, কুরআন মাজীদ এবং হাদীছ শরীফে যাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যামানায় যাহা ছিল না ঐ সকল কাজকে দ্বীনের কাজ মনে করা কিংবা তরক করাকে 'বিদআত' বলে। বিদআত ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও রূপরেখায় যতখানি আঘাত হানে এবং শরীআতের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করে অন্য কিছু ইহার তত ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। বিদআত এমন একটি মারাত্মক ব্যধি যাহা মানুষের ঈমানকে ঘুণে খাওয়া কাষ্ঠখন্ডের ন্যায় ঝাঁজরা করিয়া দেয়। একবার কাহারও অন্তরে বিদআত বদ্ধমূল হইলে তাহা বিতাড়ন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, বেদআতীগণ বিদআতকে সাধারণ মুসলমানগণের সামনে সুন্নতের আকৃতিতে উপস্থাপন করে, যাহার কারণে অল্প প্রচেষ্টাতেই জনসাধারণ উহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ভাঙ্গন ধরে তাহাদের ঈমানের এবং বিলুপ্ত হইতে থাকে সুন্নতে। আল্লাহ আমাদেরকে বিদআত হইতে হিফাযত করুন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ -(অনুবাদক)।

فَهُوَ رَدٌّ (তাহা প্রত্যাখ্যাত)। শারেহ নওয়াভী বলেন, আরবীগণ বলেন, এই স্থলে الرد (খন্ডন) শব্দটি المردود (প্রত্যাখ্যাত) অর্থে ব্যবহৃত। আলোচ্য হাদীছখানা ইসলামী কানূনসমূহের মাঝে বড় কানূন। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর جوامع كلمة (মহা পান্ডিত্যপূর্ণ কথা)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ইহা দ্বীনের মধ্যে সকল নতুন উদ্ভাবিত বস্তুর খন্ডনে স্পষ্ট দলীল। শরীআত পরিপন্থী কার্যাবলীর খন্ডনের লক্ষ্যে দলীল উপস্থাপনের জন্য এই হাদীছ শরীফখানা মুখস্থ করিয়া নেওয়া সমীচীন। -(তাকমিলা ২ঃ৫৯৬)

(৪৩৬৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".

(৪৩৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... সা'দ বিন ইবরাহীম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)কে সেই লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহার তিনটি বাড়ী ছিল। অতঃপর সে (মৃত্যুকালে) প্রত্যেক বাড়ীর এক তৃতীয়াংশ দান করিবার ওসিয়্যাত করিয়া যায়। তিনি বলিলেন, এই সকল অংশকে একটি বাড়ীতে একত্রিত করা হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমাকে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই লোক এমন কোন আমল করিল যাহা আমাদের কাজ (দ্বীন)-এর মধ্যে নাই, উহা প্রত্যাখ্যাত।

بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ শ্রেষ্ঠ সাক্ষীগণের বিবরণ

(৪৩৭০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".

(৪৩৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন খালিদ জুহানী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীদের সম্পর্কে অবহিত করিব না? উত্তম সাক্ষী হইতেছে সেই ব্যক্তি, যে সাক্ষ্য দিতে আগাইয়া আসে, তাহাকে সাক্ষ্যের জন্য আহবান করিবার পূর্বেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তির প্রাপ্য হক যদি সাক্ষীর অভাবে হাত ছাড়া হইবার কিংবা খুন বিফল যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। আর হক প্রাপক জানে না যে, এই ব্যাপারে সাক্ষ্য আছে তখন সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে যে, আমি সাক্ষী আছি এবং বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। এই ধরনের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আগাইয়া আসা শ্রেষ্ঠ সাক্ষীর পদমর্যাদা লাভ করিবে। আর এই হাদীছ ঐ হাদীছের বিপরীত নহে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন কিছু লোকের সৃষ্টি হইবে, যাহাদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হইবে না, অথচ সে নিজে অগ্রগামী হইয়া সাক্ষ্য দিবে।" এই হাদীছে সেই সাক্ষী মর্ম যাহা অপ্রয়োজনীয় কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য কিংবা সাক্ষীর অযোগ্য লোক সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ২ঃ৭৭ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ بَيَانِ اخْتِلاَفِ الْمُجْتَهِدِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুজতাহিদগণের মতানৈক্যের বিবরণ

(৪৩৭১) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا شَبَابَةُ قَالَ ثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ

إِحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ . وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " . قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ .

(৪৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, একদা দুইজন মহিলা তাহাদের নিজ নিজ ছেলেকে নিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটি বাঘ আসিয়া তাহাদের একজনের ছেলেটিকে নিয়া যায়। তখন তাহাদের একজন স্বীয় সঙ্গীনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোমার ছেলেকে বাঘে নিয়াছে। আর দ্বিতীয় জন বলিল, নিশ্চয় তোমার ছেলেকে বাঘে নিয়াছে। এতদুভয় হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে মুকাদ্দমা নিয়া গেল। তিনি বয়সে বড় মহিলার পক্ষে রায় দিয়া ছেলেটি দিয়া দিলেন। তখন উভয়ে বাহির হইয়া সুলায়মান বিন দাউদ (আঃ)-এর পাশ দিয়া যাওয়ার কালে উভয়ে ঘটনাটি তাহার কাছে বলিল। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমাকে একটি ছুরি আনিয়া দাও, আমি শিশুটিকে দুইভাগ করিয়া তোমাদের দুই জনকে দিয়া দিব। তখন বয়সে ছোট মহিলাটি বলিয়া উঠিল, না। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন (ভাগ করিবেন না)। ছেলেটি ঐ মহিলারই। তখন তিনি ছোট মহিলার পক্ষে ছেলেটি প্রদানের রায় দিলেন। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলার কসম! আমি سكين (ছুরি) শব্দটি অদ্যকার দিনের পূর্বে আর কখনও শ্রবণ করি নাই। আমরা ছুরিকে مُدية বলিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى (তিনি বয়সে বড় মহিলার পক্ষে ছেলেটির রায় দিলেন)। এতদুভয় মহিলার উভয়ই দাবী উত্থাপনকারী ছিল, কিন্তু কেহই দলীল উপস্থাপন করিতে পারে নাই। তাই হযরত দাউদ (আঃ) বয়সে বড় মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। কেননা, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। আর ইহার-ও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ছেলেটি বড় মহিলার হাতে ছিল। আর ছোট মহিলাটি দাবি উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু সে দলীল উপস্থাপন করিতে পারে নাই ফলে বড় মহিলার পক্ষে রায় দিয়াছেন। আর এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি শরয়ী কানূন মুতাবিক রহিয়াছে। -(তাকমিলা ২ঃ৫৯৯-৬০০)

أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا (আমি সন্তানটি কাটিয়া তোমাদের উভয়ের মাঝে ভাগ করিয়া দিব)। বস্তুতভাবে সন্তানটি দুই ভাগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তিনি প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র। বিচারকগণ প্রকৃত বিষয়টি জ্ঞাত হইবার জন্য প্রয়োজনে এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন।

-(তাকমিলা ২ঃ৬০০)

فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى (তখন তিনি ছোট মহিলার পক্ষে ছেলে প্রদানের রায় দিলেন)। হযরত সুলায়মান (আঃ) যখন দেখিলেন যে, ছেলেটির প্রতি ছোট মহিলার অধিক স্নেহ রহিয়াছে। তাই তিনি তাহার স্বীকারোক্তি 'ছেলেটি বড় মহিলারই'-এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। কেননা, ছোট মহিলাটি চাহিয়াছিল যে, অন্ততঃ ছেলেটি জীবিত থাকুক। এই আলামতের মাধ্যমে ছেলেটির প্রতি ছোট মহিলাটির অত্যধিক দয়াদ্রতা প্রকাশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বড় মহিলা, ছেলেটির প্রতি তাহার দয়াদ্রতা প্রকাশিত হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ছেলেটি ছোট মহিলার। কাজেই তিনি ছোট মহিলাটির পক্ষে ছেলেটি প্রদানের রায় দিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ) স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফায়সালা দেওয়ার পর হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য উক্ত ফায়সালা ভাঙ্গিয়া ফেলা কিভাবে জায়িয হইল? উলামায়ে কিরাম ইহার বিভিন্ন জবাব দিয়াছেন। (১) সম্ভবতঃ

তাহাদের শরীআতে বিচারকের হুকুম রহিত করা জায়িয ছিল, যখন অন্য বিচারক হুকুমটি যথার্থতার বিপরীত বলিয়া মনে করেন।

(২) হযরত দাউদ (আঃ) অকাট্যভাবে ফায়সালা দেন নাই। তিনি কেবল অভিমত প্রকাশ করিয়া তাহাদের দুই জনকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে পাঠাইয়া দেন।

(৩) আমার কাছে সর্বাধিক উত্তম জবাব উহাই যাহা শারেহ নওয়াভী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর স্বীয় পিতা দাউদ (আঃ)-এর হুকুম রহিত করিয়া দেন নাই; বরং তিনি প্রকৃত ঘটনাটি উদঘাটনের লক্ষে একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন হক প্রকাশিত হইয়া গেল তখন বয়সে বড় মহিলাটি স্বীকার করিয়া ফেলিল যে, বস্তুতঃ ছেলেটি তাহার সঙ্গীনী বয়সে ছোট মহিলাটিরই। তখন তিনি তাহার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেন। কেননা, স্বীকারোক্তির ফলে সেই মুতাবিক রায় দেওয়া অত্যাবশ্যক, যদিও পূর্বের ফায়সালার পরিপন্থী হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬০০)

(৪৩৭২) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ.

(৪৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়াইদ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উমাইয়া বিন বিসতাম (রহ.) তাহারা ... আবূ যিনাদ (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ওয়ারকা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلاَحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক কর্তৃক বিবদমান দুই দলের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দেওয়া মুস্তাহাব

(৪৩৭৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلاَمٌ وَقَالَ الآخَرُ لِي جَارِيَةٌ. قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا".

(৪৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) যেই সকল হাদীছ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন উহাদের একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি হইতে এক খন্ড জমি ক্রয় করে। যেই ব্যক্তি জমি ক্রয় করিয়াছিল সে স্বীয় ক্রয়কৃত জমিতে একটি স্বর্ণ ভর্তি কলস পাইল। তখন ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, তুমি আমার কাছ হইতে তোমার স্বর্ণ বুঝিয়া নাও। আমি তো তোমার নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াছি; স্বর্ণ ক্রয় করি নাই। তখন যেই ব্যক্তি জমি বিক্রি করিয়াছিল সে বলিল, আমি তো তোমার নিকট জমি এবং জমির মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছুই বিক্রি করিয়াছি। (সুতরাং স্বর্ণ তোমার। সুবহানাল্লাহ। বিক্রেতা এবং ক্রেতা কেমন খোশ নিয়্যাত ও ঈমানদার ছিলেন)। তিনি বলেন, অতঃপর তাহারা উভয়ে এক ব্যক্তির কাছে গিয়া ইহার ফায়সালা চাহিল। তখন তিনি (সালিস)

বলিলেন, তোমাদের কি কোন সন্তান আছে? তাহাদের একজন বলিল, আমার একটি ছেলে আছে এবং অন্যজন বলিল, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন তিনি (সালিস) বলিলেন, তোমরা ছেলেটিকে মেয়েটির সহিত বিবাহ করাইয়া দাও এবং স্বর্ণকে তাহাদের উভয়ের উপর খরচ কর এবং কিছু (আল্লাহ তাআলার রাস্তায়) সদকাও কর (ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দেওয়া। আর ইহা মুস্তাহাব যাহাতে উভয় খুশি থাকে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَقَارَ এর আভিধানিক অর্থ বাড়ি এবং ভূ-সম্পত্তি। আর কতক বিশেষজ্ঞ খেজুর বাগানকে عقـار বলেন। আর বাড়ির শৌখিন আসবাব পত্রকেও عقـار বলা হয়। আর আল্লামা কাযী আয়ায (রহ.) বলেন, عـقار দ্বারা সেরা সম্পদ মর্ম। আর কেহ বলেন, গৃহ সামগ্রী। যাহা হউক আভিধানিক অর্থে সবগুলিই অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এই স্থলে عقـار দ্বারা الـدار (বাড়ি, ঘর, ভূমি) মর্ম। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ২ঃ৬০১)

جَرَّةٌ শব্দটি ج বর্ণে যবর এবং ر বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। মৃৎশিল্পীর মাটি দ্বারা তেরী পাত্র তথা কলস। -(উমদাতুল কারী ৭ঃ৪৭০)

جَرَّةٌفِيهَاذَهَبٌ (কলস ভর্তি স্বর্ণ)। কিন্তু ইসহাক বিন বিশর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে ان الـمـشـتـرى قال انـه اشـتـرى دارا فـعـمـرهـا فـوجـد فـيـهـا كـنـزا وان الـبـائـع قـال لـه لـمـا دعـاه الى اخذه ما دفـنـت ولاعـلـمـت (ক্রেতা একটি ভূসম্পতি ক্রয় করিয়া নির্মাণ কাজ করিতে গিয়া একটি গুপ্তধন পাইলেন। অতঃপর ক্রেতা যখন বিক্রেতাকে এই গুপ্তধন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন তখন বিক্রেতা বলিলেন, ইহা আমি দফন করি নাই এবং আমি জানিও না)।

উপর্যুক্ত কারণে যদি উক্ত প্রাপ্ত ধনে জাহিলিয়্যাত যুগের দাফনকৃত বলিয়া আলামত পাওয়া যায় তাহা হইলে ইসলামী শরীআতে উহাকে ركـاز বলিবে। আর যদি মুসলমানের প্রোথিত বলিয়া আলামত পাওয়া যায় তাহা হইলে لـقـطـة হইবে। আর যদি কোন আলামত না পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার হুকুম الـمـال الـضـائـع (পতিত মাল)-এর মধ্যে গণ্য হইয়া বায়তুলমালে জমা হইবে। (ركـاز এর মাসয়ালা ৪৩৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা এবং لـقـطـه সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায় (৪৩৭৪নং হাদীছ)-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ২ঃ৬০২)

فَتَحَـاكَـمَـاإِلَى رَجُلٍ (অতঃপর তাহারা উভয়ে এক ব্যক্তির কাছে গিয়া ইহার ফায়সালা চাহিলেন)। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় 'আল-উমদা' গ্রন্থের ৭ঃ৪৭০ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সালিসির মাধ্যমে ফায়সালা জায়িয। তবে এই বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, সালিসের রায় যদি শহরে বিচারকের রায়ের অনুকূলে হয় তবে গৃহীত হইবে। অন্যথায় না। আর ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সালিস যদি ফায়সালা দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হন এবং হকের সহিত উভয়ের মধ্যে ফায়সালা দেন তাহা হইলে জায়িয হইবে। চাই শহরের বিচারকের রায়ের অনুকূলে হউক কিংবা না হউক। (হানাফী ফকীহগণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিদায়া গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ২ঃ৬০২-৬০৩)

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় ঃ কুড়ানো বস্তুর বিবরণ

(৪৩৭৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا". قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ "لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا .

(৪৩৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়া তাঁহাকে কুড়ানো বস্তু (اللقطة) প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উহার থলি ও উহার বাঁধনের রশি ভালোভাবে চিনিয়া রাখিবে। অতঃপর এক বৎসর পর্যন্ত ইহার প্রচার করিতে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি উহার মালিক আসিয়া যায় (তবে তাহাকে উহা দিয়া দিবে)। অন্যথায় উহা তোমার ইচ্ছাধীন। তারপর সে হারানো ছাগল (ضالة الغنم) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা তোমার জন্য, তোমার ভাইয়ের জন্য কিংবা নেকড়ে বাঘের জন্য। অতঃপর সে হারানো উট (ضالة الابل) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, এই ব্যাপারে তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই? উহার সহিত পানির মশ্‌ক (পেটের মধ্যে পানি ধারণের থলে) জুতার ন্যায় (মরুভূমিতে চলাচল উপযোগী) পায়ের পাতা আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যাইতে পারে এবং গাছের পাতা আহার করবে যতক্ষণ না মালিক উহাকে পাইবে। রাবী ইয়াহইয়া বলেন, আমার মনে হয় আমি عفاصها পাঠ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে লিখেন প্রশ্নকারী লোকটির নাম সুয়াইদ বিন জুহানী (রাযিঃ)। -(তাকমিলা ২ঃ৬০৬)

فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ (অতঃপর তাঁহাকে কুড়ানো বস্তু (لقطة) প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন)। لقطة শব্দটি ل বর্ণে পেশ, ق বর্ণে সাকিন এবং ط বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার শাব্দিক অর্থ কুড়ানো বস্তু, রাস্তায় পড়ে থাকা বস্তু প্রাপ্তি। তবে কুড়ানো বস্তুটি যদি প্রাণহীন বস্তু হয় তবে لقطة বলে। আর যদি প্রাণ বিশিষ্ট উট, গরু ছাগল হয় তবে ضالة (হারানো জন্তু) বলে।

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (তুমি উহার থলি ও উহার বাঁধনের রশি ভালোভাবে চিনিয়া রাখিবে)। عفاص শব্দটির ع বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) স্বীয় জামিউল উসূম গ্রন্থের ১০ঃ৭০২ পৃষ্ঠায় লিখেন, العفاص এবং الوعاء হইতেছে এমন থলি যাহার মধ্যে টাকা-পয়সা রাখা হয়। চাই ইহা চামড়া, কাপড় কিংবা অন্য কোন বস্তু দ্বারা তৈরী হউক।

وَوِكَاءَهَا (আর উহার রশি)। وكاء হইতেছে সেই সুতা যাহা দ্বারা থলি, ঝুলি, মশক এবং অনুরূপ জাতীয় বস্তু বাঁধা যায়। ইহা দ্বারা لقطة এর থলি এবং রশির আলামত সংরক্ষণ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। আর অন্বেষণকারী আলামত বলিতে সক্ষম হইলে তাহাকে প্রদান করা হইবে। -(জামিউল উসূল, তাকমিলা ২ঃ৬০৭)

ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (অতঃপর এক বৎসর পর্যন্ত ইহার প্রচার করিতে থাকিবে)। জমহুরে ফুকাহায়ে কিরাম হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, কুড়ানো বস্তু প্রাপ্তিতে (মালিক অনুসন্ধানে) প্রচার কাল এক বৎসর। আর এই মাসয়ালা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মতে কুড়ানো বস্তুটি উত্তম হউক কিংবা নিকৃষ্ট, সকল ক্ষেত্রেই প্রচারকাল এক বছর। ইমাম তহাভী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অনুরূপ ইমাম শা'বী, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব এবং এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ৬ঃ৩২০)

(২) শাফেয়ী মাযহাবের অধিক সহীহ মত অনুযায়ী কুড়ানো বস্তুটি যদি সল্প মূল্যের হয় তবে এক বছর প্রচার করা ওয়াজিব নহে; বরং এতকাল প্রচার করিবে যাহা প্রবল ধারণা মতে বস্তুটির মালিক তালাশে থাকিবে। কাজেই বস্তুটি যদি রৌপ্যের دانق (ছোট মুদ্রাবিশেষঃ এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ) হয় তবে উপস্থিত সময়ে প্রচার করিবে। আর স্বর্ণের দানিক (دانق) হইলে একদিন, দুইদিন কিংবা তিনদিন প্রচার করিবে। কুড়ানো বস্তুটি যদি উচ্চ মর্যাদাবান তথা মূল্যবান হয় তবে এক বৎসর কাল প্রচার করা ওয়াজিব। (مغنى المحتاج ২:৪১৪) আর ইহা অধিকাংশ মালিকী ফকীহগণের অভিমত। (مواهب الجليل الحطاب ৬:৭৩)

(৩) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতে, কুড়ানো বস্তুটি দশ দিরহামের কম হইলে একমাস এবং দশ দিরহামের বেশী হইলে এক বছর প্রচার করিবে।

আল্লামা শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (রহ.) হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যায় বলেন, হানাফীগণের মতে প্রচারের জন্য নির্ধারিত সময় নাই; বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণত কতদিন পর্যন্ত প্রচার করিলে মালিক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিংবা মালিক কতদিন পর্যন্ত বস্তুটির অনুসন্ধানে থাকিবে তাহা স্থান, কাল, পাত্র ও কুড়ানো বস্তুটির মূল্য কম-বেশী ইত্যাদি হওয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই কোন বস্তুর ক্ষেত্রে একদিন কিংবা দুই দিন। আর কখনো বস্তুটি বিরাট মূল্যবান হইবার কারণে এক বছরের অধিককাল প্রচারের প্রয়োজন হইতে পারে। -(মাবসূত লি সারাখসী ১১ঃ৩)

হিদায়া গ্রন্থকার ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' ৬ঃ৩৫১ পৃষ্ঠায় আল্লামা সারাখসী (রহ.)-এর কথা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন وهذا جيد (আর ইহা উত্তম)। অতঃপর সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (৪৩৮২ নং) হাদীছের হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) ঘটনা বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে উল্লেখ করেন যে, انه وجد مائة دينار فامره النبى صلى الله عليه وسلم بتعريفها ثلاث سنين (তিনি একশত দীনার পাইয়াছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তিন বছর প্রচার করিতে নির্দেশ দেন)। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, সম্পদটি মহামূল্যবান হইবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বছর কাল প্রচার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থের ১০ঃ১৩৬ পৃষ্ঠায় ইসমাঈল বিন উমাইয়্যা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة ايام فان جاء من يعترفها والا فشأنك بها (হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, হারানো বস্তু পাইলে তিনদিন পর্যন্ত মসজিদের দরজায় প্রচার করিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি ইহার মালিক আসিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হয় তবে তাহাকে তাহা দিয়া দিবে। অন্যথায় তাহা তোমার এখতিয়ারভুক্ত)।

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থের ১০ঃ১৩৫ পৃষ্ঠায় মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, ان سفيان بن عبد الله الثقفى وجد عيبة فيه مال عظيم فامره عمر بن الخطاب رضى الله عنه بتعريفه سنة (সুফয়ান বিন আবদুল্লাহ আছ ছাকাফী (রহ.) একটি চামড়ার ব্যাগ পাইলেন যাহাতে মূল্যবান সম্পদ ছিল। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) তাহাকে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিতে নির্দেশ দিলেন)।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রচার করার সময়ের বিষয়টি শরীআতে নির্ধারিত নাই; বরং প্রবল ধারণা মতে মালিক যতদিন পর্যন্ত বস্তুটির অনুসন্ধানে থাকিবে উহার ভিত্তিতে প্রচার করিতে হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬০৭-৬০৮)

وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا (অন্যথায় তাহা তোমার এখতিয়ারভুক্ত)। فشانك শব্দটির ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহ্য فعل হইতে منصوب হইয়াছে। আর উহা اشأن شانك ইহার অর্থ عليك به (ইহা তোমার ইচ্ছাধীন)। আর তাহযীব গ্রন্থে আছে اشأن شانك অর্থাৎ اعمل ما تحسن (তুমি যাহা উত্তম মনে কর তাহাই কর)।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, প্রচার করিবার পর যদি মালিক পাওয়া না যায় তাহা হইলে প্রাপক উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয। চাই সে ধনী হউক কিংবা গরীব। তবে প্রাপক উপকৃত হইবার পর যদি মালিক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বস্তুটি অবশিষ্ট থাকিলে ফেরত দিবে। আর যদি বস্তুটি অবশিষ্ট না থাকে তবে বদলা দিতে হইবে। আর ইহা ইসহাক, ইবন মনযির ও শা'বী (রহ.) প্রমুখের মত। আর ইহা ইবন উমর, ইবন মাসউদ, আয়িশা, আলী ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ৬ঃ৩২৬)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, لقطة প্রাপক যদি গরীব হয় তাহা হইলে প্রচার করিবার পর মালিক পাওয়া না গেলে উহা ভোগ করিতে পারিবে। আর যদি ধনী হয় তবে সদকা করিয়া দিতে হইবে। তবে যদি পরবর্তীতে মালিক আসে তাহা হইলে মালিকের জন্য দুইটি বিষয়ের এখতিয়ার রহিয়াছে। হয়তো সদকার ছাওয়াবের উপর সন্তুষ্ট থাকিবে কিংবা বদলা আদায় করিবে। যদি বদলা আদায় করে তবে সদকার ছাওয়াব لقطة (পড়িয়া থাকা বস্তু)-এর প্রাপকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। আর ইহা ইমাম ছাওরী, হাসান বিন সালিহ (রহ.)-এর মাযহাব। অধিকন্তু ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও এক অভিমত অনুরূপ।

আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে لقطة প্রাপ্তির বিষয়টি প্রচারের পর প্রাপকের জন্য তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা রহিয়াছে। হয়তো বস্তুটি মালিকের জন্য আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখিবে, ইহাকে সদকা করিয়া দিবে কিংবা নিজে (দারিদ্র হইলে) ভোগ করিবে। তবে পরবর্তীতে যদি মালিক উপস্থিত হয় তাহা হইলে সদকা করা ও ভোগ করার পদ্ধতিতে উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণের দলীল আলোচ্য হাদীছ। কেননা, এই হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারানো বস্তু প্রাপককে সদকা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন নাই; বরং তিনি ইরশাদ করিয়াছেন فشأنك بها (উহা তোমার এখতিয়ারভুক্ত)। আর পরবর্তী (৪৩৭৫ নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে فاستنفقها (অতঃপর তুমি উহা খরচ করিতে পার)। এই সকল হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারানো বস্তু প্রাপকের জন্য উক্ত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)ও তাঁহার অনুরূপ অভিমত পোষণ কারীগণের দলীল ঃ

(১) عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصاب لقطة فليشهد ذا عدل او ذوى عدل ولايكتم ولايغيب فان وجد صاحبها ليردها عليه والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ـ

(ইয়ায বিন হাম্মার (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি লুকতা (হারানো বস্তু) পাইবে। সে উহা গোপন না রাখিয়া ন্যায় পরায়ন সাক্ষী রাখা উচিত (এবং প্রচার করিবে)। অতঃপর উহার প্রকৃত মালিক আসিলে উহা তাহাকে দিয়া দিবে। অন্যথায় উহা আল্লাহ তাআলার মাল। যাহাকে ইচ্ছা দিয়া দিবে)। -(আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ)

এই হাদীছে প্রচার করিবার পর মালিক পাওয়া না গেলে উহা আল্লাহর মাল বলা হইয়াছে। আর এই শব্দটি সাধারণত দরিদ্রদের হকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। ধনীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না।

(২) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحل اللقطة من التقط شيئا فليعرفه فان جاء صاحبها فليردها اليه ـ فان لم يأت فليتصدق بها ، فان جاء فليخيره بين الاجر و بين الذى له

(হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লুকতা তথা পড়ে পাওয়া বস্তু হালাল নহে। যেই ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে পাওয়া বস্তু কুড়াইবে তাহার জন্য প্রচার করা সমীচীন। যদি প্রকৃত মালিক আসে তাহা হইলে তাহাকে বস্তুটি দিয়া দিবে। আর যদি মালিক না পাওয়া যায় তাহা হইলে উহা সদকা করিয়া দেওয়া চাই। পরবর্তীতে যদি মালিক আসে তাহা হইলে তাহার জন্য এখতিয়ার রহিয়াছে যে, সে ছাওয়াব নিবে কিংবা মালের বদলা নিবে।

(৩) عن يعلى بن مرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة يسيرة ثوبا او شبهه فليعرفه ثلاثة ايام ومن التقط اكثر من ذلك ستة ايام فان جاء صاحبها والا فليتصدق بها فان جاء صاحبها فليخيره

(হাওলা বিন মুররা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সামান্য মূল্যের লুকতা যেমন কাপড় বা অনুরূপ কিছু উঠাইল তবে তাহার জন্য তিনদিন প্রচার করা উচিত। আর যে ইহা হইতে অধিক মূল্যের লুকতা উঠাইল সে ছয় দিন পর্যন্ত প্রচার করিবে। অতঃপর উহার মালিক আসিলে (তাহাকে প্রদান করিবে) অন্যথায় উহা সদকা করিয়া দিবে। অতঃপর মালিক উপস্থিত হয় তবে তাহার এখতিয়ার রহিয়াছে (সদকার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া ছাওয়াব নিবে কিংবা প্রাপক হইতে বদলা নিবে)।

অধিকন্তু ইহা সাহাবাগণের আমলের মধ্যেও রহিয়াছে যথা ঃ

(১) عن عاصم بن ضمرة عن على بن ابى طالب رض انه قال فى اللقطة يعرفها صاحبها الذى اخذها سنة ان جاء لها طالب والا تصدق بها ثم ان جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار ـ ان شاء ضمنه مثلها ـ وكان الاجر للذى تصدق بها ـ وان شاء امضى الصدقة وكان له الاجر ـ

(আসিম বিন যুমরা (রহ.) হইতে, তিনি হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তাহাকে লুকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি প্রাপককে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিতে বলেন। অতঃপর যদি মালিক আসে (তাহাকে দিয়া দিবে) অন্যথায় উহা সদকা করিয়া দিবে। সদকা করিবার পর যদি অনুসন্ধানকারী মালিক উপস্থিত হয় তবে প্রাপকের জন্য এখতিয়ার আছে। সে চাহিলে প্রাপ্ত বস্তুটির অনুরূপ বদলা দিয়া দিবে। ফলে সে সদকার ছাওয়া পাইয়া যাইবে। আর যদি মালিক সদকা বহাল রাখে তবে তাহার ছাওয়াব হইবে)। -(জামিউল মাসানিদ ২ঃ৭৬)

(২) عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثنى ابى قال وجدت عشرة دنانير فاتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة ـ فان لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر او الغرم ـ (مصنف ابن ابى شيبة ٦:٤٤٩)

(আবদুল আযীয বিন রফী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমি দশ দিনার পাইলাম। অতঃপর উহা নিয়া ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া উহা সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এক বৎসর প্রচার করিতে থাকুন। যদি মালিক না পাওয়া যায় তবে উহা সদকা করিয়া দিবেন। পরবর্তীতে যদি প্রকৃত মালিক আগমন করে তবে তাহার এখতিয়ার আছে। সে হয়তো ছাওয়াবের উপর রাযী থাকিবে কিংবা (প্রাপক) হইতে ক্ষতিপূরণ নিবে)।

উপর্যুক্ত হযরত আলী ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ছাড়াও হযরত উমর, ইবন মাসউদ, ইবন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমর, আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ) প্রত্যেকের হইতে প্রমাণিত আছে যে, তাঁহারা কুড়ানো বস্তু (لقطة) দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেন নাই; বরং সদকা করিয়া দেওয়ার কিংবা আমানত হিসাবে সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা শক্তিশালী দলীল যে, যেই সকল হাদীছ এবং আছার-এ لقطة (কুড়ানো বস্তু) দ্বারা

মুসলিম ফর্মা -১৬-১৮/১

উপকৃত হওয়া হালাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে উহা দরিদ্র প্রাপকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। (অর্থাৎ প্রাপক দরিদ্র হইলে উপকৃত হইতে পারিবে কিন্তু ধনীরা উপভোগ করিতে পারিবে না)। -(তাকমিলা ২ঃ৬০৯-৬১৪)

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের প্রদত্ত দলীলের জবাব।

তাহাদের উপস্থাপিত হাদীছসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদেরকে লুকতা দ্বারা উপকৃত হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহারা দরিদ্র ছিল।

লুকতা সদকাটি ওয়াজিব সদকা নহে; বরং নফল সদকা। আর অধিকাংশ হানাফীগণের মতে নফল সদকা বনী হাশিমের দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য হালাল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬০৯-৬১৫)

فَضَالَّةُ الْغَنَمِ (হারানো ছাগল)। হারানো ছাগলের হুকুম কী? উলামাগণ বলেন, হারানো বস্তুটি যদি প্রাণ বিশিষ্ট হয় তবে ضالة বলা হয়। আর যদি প্রাণহীন জড় পদার্থ হয় তাহা হইলে لقطة বলে। -(তাকমিলা ২ঃ৬১৬)

(৪৩৭৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ "عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ "خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

(৪৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব। কুতাইবা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুড়ানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত উহার প্রচার করিতে থাকিবে এবং তুমি উহার থলি ও বাঁধন চিনিয়া রাখিবে। অতঃপর তুমি উহা খরচ করিতে পার, আর যদি উহার প্রকৃত মালিক আসে তাহা হইলে তাহাকে উহা আদায় করিয়া দিবে। অতঃপর সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারানো ছাগলের হুকুম কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, উহা তুমি নিয়া রাখ। কেননা, ইহা তুমি নিবে বা তোমার ভাই (মালিক) নিবে কিংবা নেকড়ে নিয়া যাইবে। অতঃপর সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারানো উটের হুকুম কি? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইলেন, এমন কি তাঁহার উভয় মুবারক গন্ডদ্বয় লাল হইয়া গেল। অথবা তিনি (রাবী) বলিয়াছেন ঃ তাঁহার মুবারক চেহারা লাল হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, উহাকে নিয়া তোমার চিন্তা কিসের? উহার সহিত উহার জুতা আছে আর আছে পানির মশক; যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার মালিক উহাকে প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইলেন, এমন কি তাঁহার উভয গন্ডদ্বয় মুবারক লাল হইয়া দেল)। الوجنة শব্দটির و বর্ণে যবর, পেশ এবং যের দ্বারা পঠিত। গণ্ডদ্বয়ের উচ্চ গোশত। রাগান্বিত হইবার কারণ সম্পর্কে আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, প্রশ্নকারীর জ্ঞানের স্বল্পতা ও উপলব্ধি জনিত ত্রুটির কারণে তিনি রাগান্বিত হইয়াছিলেন, অধিকন্তু যে অসাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুর সহিত কিয়াস করিয়াছে। لقطة এমন বস্তুর নাম যাহাকে উহার মালিক হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং কোথায় হারাইয়াছে তাহা তাহার জানা নাই। উটের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। কেননা, ইহা সত্তা ও গুণগত দিক দিয়া لقطة -এর বিপরীত। উট নিজে নিজের প্রভুর কাছে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম। মরুভূমিতে চলাচলের উপযোগী

পদযুগল এবং পানের জন্য তিন-চার দিনের পানি উহার কাছে সঞ্চিত আছে। আর নেকড়ে ও অন্যান্য ছোটখাট হিংস্র জন্তুকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা আছে। পক্ষান্তরে ছাগল। কেননা, ইহা উটের বিপরীত। কাজেই হারানো ছাগলকে لقطة -এর মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ২ঃ৬১৭)

مَالَكَ وَلَهَا (উহাকে নিয়া তোমার ভাবনা কিসের)? অর্থাৎ তুমি উহাকে ধরিয়া রাখার প্রয়োজন নাই। -(তাকমিলা ২ঃ৬১৭)

(৪৩৭৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ "فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا".

(৪৩৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) ... রাবিআ ইবন আবূ আবদুর রহমান (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিল তখন আমি তাঁহার সহিত ছিলাম। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাবী বলেন, আমর (রহ.) তাহার বর্ণিত হাদীছে বলেন যে, যখন ইহার কোন অনুসন্ধানকারী না আসে তখন উহা খরচ করিতে পারিবে।

(৪৩৭৭) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ "ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً". "فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ".

(৪৩৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান বিন হাকীম আওদী (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিল ... অতঃপর তিনি রাবী ইসমাঈল বিন জা'ফর (রাযিঃ)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "তখন তাঁহার মুবারক মুখমন্ডল ও ললাট লাল হইয়া গেল এবং তিনি রাগান্বিত হইলেন"। আর তাঁহার "অতঃপর এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিবে" ইরশাদের পর এতখানি অতিরিক্ত তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি উহার মালিক না আসে তবে উহা তোমার নিকট আমানত হিসাবে থাকিবে।

(৪৩৭৮) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ "اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ "مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا". وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ "خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ".

(৪৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী যায়িদ বিন খালিদ

জুহানী (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উহার বাঁধন ও থলি চিনিয়া রাখিবে। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত ইহার প্রচার করিবে। তার পরও যদি মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে তুমি উহা খরচ করিতে পার। তবে উহা তোমার নিকট আমানত হিসাবে থাকিবে। যদি কাল প্রবাহে কোন এক দিন উহার দাবীদার আসে তবে তুমি উহা তাহাকে প্রদান করিবে। অতঃপর সে হারানো উট সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা উঠানো তোমার প্রয়োজন কী? ইহাকে উহার অবস্থায় ছাড়িয়া দাও। কেননা, ইহার সহিত (মরুভূমিকে চলাচল করিবার উপযোগী) ইহার জুতা আছে এবং (চার-পাঁচ দিনের) পানি সংরক্ষণের থলি আছে। অধিকন্তু সে নিজেই পানির ঘাটে যাইতে পারে এবং ঘাস-পাতা খাইতে পারে। এমনকি একদিন উহার মালিক উহাকে পাইবে। অতঃপর সে ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা তুমি নিয়া নাও। কেননা, ইহা তুমি নিবে কিংবা তোমার ভাই নিবে কিংবা নেকড়ে নিয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪৩৭৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৩৭৯) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ. زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ".

(৪৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, রাবী বারীআ (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, "তিনি ইহাতে এমন ক্রোধান্বিত হইলেন যে, তাঁহার গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া গেল।" অতঃপর তিনি অন্যান্য রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি আরও অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করেন যে, অতঃপর যদি ইহার মালিক আসে এবং উহার থলি, (মুদ্রার) সংখ্যা এবং বন্ধন সঠিকভাবে পরিচয় দিতে পারে তাহা হইলে উহা তাহাকে দিয়া দিবে। অন্যথায় উহা তোমারই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ (আর উহার থলি, (মুদ্রার) সংখ্যা এবং বন্ধন সঠিকভাবে চিনিতে পারে তবে উহা তাহাকে দিয়া দিবে)। মালিকী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, যদি কেহ এই চিহ্নগুলি সঠিকভাবে পরিচয় দিতে পারে তবে উক্ত ব্যক্তিকে উহা দিয়া দেওয়া প্রাপকের উপর ওয়াজিব। যদিও উক্ত ব্যক্তি কোন সাক্ষী উপস্থাপন না করে। আর চাই দাবীদারের বর্ণিত পরিচয় সত্য বলিয়া প্রাপকের প্রবল ধারণা হউক কিংবা না। আর ইহা আবূ উবায়দ, দাউদ যাহরী ও ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর অভিমতও। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ৬ঃ৩২৬)

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, প্রাপকের প্রবল ধারণা যদি হয় যে, দাবীদারের বর্ণিত চিহ্নে সে সত্যবাদী তবে তাহাকে বস্তুটি দিয়া দেওয়া জায়িয আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬১৮-৬১৯)

(৪৩৮০) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ "عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ".

(৪৩৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিবে। অতঃপর যদি কেহই না চিনে (অর্থাৎ দাবীদার না আসে) তবে উহার থলি এবং বাঁধন স্মরণ রাখিবে। অতঃপর তুমি উহা খাইতে পারিবে। যদি দাবীদার আসে (তাহাকে উহার চিহ্ন-এর পরিচয় বলিতে বলা হইবে যদি সঠিকভাবে বলিতে পারে) তবে তাহাকে উহা দিয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪৩৭৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৩৮১) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ "فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا".

(৪৩৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... যাহ্‌হাক বিন উছমান (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে বলেন যে, যদি উহার পরিচয় পাওয়া যায় তবে তাহাকে উহা দিয়া দিবে। অন্যথায় তুমি উহার থলি, বাঁধন এবং (মুদ্রার) সংখ্যা চিনিয়া রাখিবে।

(৪৩৮২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا غُنْدَرٌ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالاَ لِي دَعْهُ. فَقُلْتُ لاَ وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. قَالَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "عَرِّفْهَا حَوْلاً". قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ "عَرِّفْهَا حَوْلاً". فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ "عَرِّفْهَا حَوْلاً". فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. فَقَالَ "احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ أَدْرِي بِثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ.

(৪৩৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাহারা ... সুওয়ায়দ বিন গাফালা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি এবং যায়িদ বিন সূহান ও সালামান বিন রাবীআ জিহাদে গিয়াছিলাম। আমি একটি ছড়ি পাইয়া উহা উঠাইয়া নিলাম। তখন আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বলিলেন, তুমি উহা রাখিয়া দাও। আমি বলিলাম না; বরং আমি ইহার প্রচার করিব। যদি উহার মালিক আসে তাহা হইলে ভালো। অন্যথায় আমি উহা নিয়া ব্যবহার করিব। তিনি বলেন, আমি তাহাদের উভয়ের কথা প্রত্যাখ্যান করিলাম। অতঃপর আমরা যখন জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন এক সময় আমার হজ্জে যাওয়ার সুযোগ হইল। তখন আমি মদীনায় গেলাম এবং হযরত উবায় বিন কা'ব (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। আমি তাঁহাকে ছড়ির ঘটনা ও সঙ্গীদ্বয়ের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক থলি পাইয়াছিলাম। উহাতে একশত দীনার ছিল। আমি উহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম, তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিবে। রাবী বলেন, আমি উহার প্রচার

করিলাম কিন্তু উহার পরিচয় দিয়া নিতে পারে এমন কাহাকেও পাইলাম না, অতঃপর আমি তাঁহার কাছে (পুনরায়) গেলাম, তখন তিনি বলিলেন, আরও এক বছর পর্যন্ত প্রচার কর। এইবারও আমি উহার পরিচয় করিয়া নিতে পারে এমন কাহাকেও পাইলাম না। অতঃপর পুনরায় আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তখন তিনি বলিলেন, আরও এক বছর উহার প্রচার কর। তারপরও আমি উহা পরিচয় দিয়া নিতে পারে এমন কাহাকেও পাইলাম না। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহার সংখ্যা, থলি ও উহার বাঁধন সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে। অতঃপর যদি উহার মালিক আসে তবে ভালো। অন্যথায় তুমি উহা উপভোগ করিবে। তখন আমি উহা উপভোগ করিলাম। পরবর্তীতে আমি মক্কা শরীফে গমন করিলে সালামা বিন কুহাইল (রহ.)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। তখন তিনি সন্দেহ করিয়া বলেন, আমার স্মরণ নাই যে, তিনি তিন বছরের কথা বলিয়াছিলেন, না কি এক বছরের কথা।

ফায়দা

سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ (সুওয়ায়দ বিন গাফালা) **غفلة** শব্দটির غ এবং ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সহীহ মতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাফন সমাপ্ত করিবার পরক্ষণে তিনি মদীনায় পৌঁছেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস স্থাপন করে। প্রথম তিন খলীফা হইতে রিওয়ায়ত করেন এবং অনেক বিজয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরে কুফায় অবস্থানরত অবস্থায় ১৩০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি সংসারত্যাগী ও বিনয়ী গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ১২০ বৎসর বয়সেও তিনি দাঁড়াইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের ইমামতী করিয়াছেন। -(ইসাবা ২ঃ১১৭, তাকঃ ২ঃ৬২০)

فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ (পরবর্তীতে আমি মক্কা মুকাররমায় গমন করিলে তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম)। ইহার প্রবক্তা হইলেন, শু'বা (রহ.)। আর যাহার সহিত মক্কা মুকাররমায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনি হইলেন সালামা বিন কুহাইল (রহ.)। -(তাকমিলা ২ঃ৬২১)

لَا أَدْرِى بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ (আমার স্মরণ নাই যে, তিনি তিন বছরের কথা বলিয়াছিলেন ...)। এই বাক্যের বক্তা সালামা বিন কুহাইল (রহ.)। ইহা মুসনাদে তায়ালিসী-এর রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে আছে। উহার শব্দ এইরূপ **قال شعبة فقلت سلمة بعد ذلك فقال لا ادرى الخ** (শু'বা (রহ.) বলেন, পরবর্তীতে আমি সালামা (বিন কুহাইল)-এর সাক্ষাৎ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমার স্মরণ নাই ....)। -(তাকমিলা ২ঃ৬২১-৬২২)

(৪৩৮৩) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ نَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا.

(৪৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশর আবদী (রহ.) তিনি ... সুওয়ায়দ বিন গাফালা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি এবং যায়িদ বিন সূহান ও সালমান বিন রাবীআ (রহ.)-এর সহিত বাহির হইলাম। তখন আমি একটি ছড়ি পাইলাম অতঃপর তিনি উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ ....) "অতঃপর আমি উহা ব্যবহার করিলাম" পর্যন্ত রিওয়ায়ত করেন, রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, পরবর্তীতে আমি তাঁহাকে দশ বছর পর বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি উহা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করিয়াছিলেন।

(৪৩৮৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَفِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ إِلاَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِى حَدِيثِهِ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ "فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ". وَزَادَ سُفْيَانُ فِى رِوَايَةِ وَكِيعٍ "وَإِلَّا فَهِىَ كَسَبِيلِ مَالِكَ". وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ "وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".

(৪৩৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তাহারা সকলেই ... সালামা বিন কুহাইল (রহ.)-এর সনদে শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহাদের সকলের বর্ণিত হাদীছেই তিন বছরের কথা রহিয়াছে। তবে হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) বর্ণিত হাদীছ। তাঁহার বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে "দুই বছর কিংবা তিন বছর"। আর সুফয়ান, যায়িদ বিন আবূ উনায়সা ও হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং ইহার (মুদ্রার) সংখ্যা, থলি ও বাঁধনের সঠিক পরিচয় দিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে উহা দিয়া দিবে" রহিয়াছে। আর সুফয়ান ও ওয়াকী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, অন্যথায় উহা তোমার সম্পদের ন্যায়ই। আর ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, অন্যথায় তুমি উহা ভোগ করিতে পারিবে।

بَابُ فِى لُقَطَةِ الْحَاجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজীগণের হারানো বস্তু কুড়ানো সম্পর্কে

(৪৩৮৫) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

(৪৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন উছমান তায়মী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজীগণের হারানো বস্তু কুড়ানো হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ (হাজীগণের হারানো বস্তু কুড়ানো হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। আবূ দাউদ (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, "ইবন ওহাব (রহ.) হাজীগণের হারানো বস্তু কুড়ানো সম্পর্কে বলেন, উহাকে উহার অবস্থায় উহার মালিক না পাওয়া পর্যন্ত রাখিয়া দিবে।" আর আল্লামা আল-মুনযিরী (রহ.) স্বীয় 'তালখীসু লি আবী দাউদ' গ্রন্থে লিখেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন প্রচার করিবার উদ্দেশ্য ছাড়া হাজীগণের হারানো বস্তু কুড়ানো হালাল নহে। আর সহীহ অভিমত হইতেছে যে, হারাম শরীফে কেহ লুকতা প্রাপ্ত হইলে তাহার জন্য উহা কুড়ানো জায়িয নাই। কিন্তু সে যদি উহা মালিককে প্রদানের জন্য সংরক্ষণ করে, তবে ইহার জন্য তাহাকে সর্বদা প্রচার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য শহরের প্রাপ্ত লুকতা (হারানো বস্তু)। কেননা, উহা উঠাইয়া ভোগ করা জায়িয আছে।

বস্তুতভাবে আল্লামা আল মুনযিরী (রহ.) যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সহীহ অভিমত। বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে لاتحل لقطته الا لمنشد (প্রচার করিবার উদ্দেশ্য ছাড়া হারম শরীফের লকতা উঠানো হালাল নহে)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) المنشد এর ব্যাখ্যায় لمعرف (প্রচারকারীর জন্য) বলিয়াছেন। কাজেই তিনি হারাম এবং হারামের বাহিরের লুকতা তথা হারানো বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, হারাম শরীফের বাহিরের হারানো বস্তু প্রাপ্তিতে এক বছর প্রচার করা নির্ধারিত থাকিলেও হারাম শরীফের লুকতা প্রাপ্তিতে এক বছর প্রচার করা নির্ধারিত নহে; বরং মালিক না পাওয়া পর্যন্ত সর্বদা প্রচার করিতে হইবে। কেননা, হারামে মক্কা মুকাররমা পবিত্র হজ্জ করার স্থান, সেই স্থানে হাজীগণ বারবার যায়। হয়তো মালিক হারানো বস্তুটির উদ্দেশ্যে পরবর্তী বছরসমূহে হজ্জে যাইবে কিংবা কোন সন্ধানকারীকে পাঠাইবে।

জমহুরে উলামার মতে حرم (হারম) এবং حل (হারমের বাহিরের স্থান) উভয়ের হারানো বস্তু কুড়ানোর হুকুম এক। ইহা হযরত ইবন উমর, ইবন আব্বাস ও আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব। আর ইহা ইমাম আহমদ (রহ.) হইতেও এক রিওয়ায়ত অনুরূপ রহিয়াছে।

তবে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অপর এক অভিমত রহিয়াছে যে, হারাম শরীফের লুকতা উপভোগের উদ্দেশ্যে কুড়ানো জায়িয নাই। হ্যাঁ, উহার মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে উঠাইয়া সংরক্ষণ করা জায়িয আছে। আর উহার মালিক না আসা পর্যন্ত প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা আবদুর রহমান বিন মাহদী, আবূ উবায়দা (রহ.)-এর অভিমত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দুই অভিমতের এক অভিমত।

জমহুরে উলামার পক্ষে আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) দলীল পেশ করেন যে, লুকতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ ব্যাপক। আর উহা প্রাপকের নিকট আমানত হিসাবে থাকিবে। কাজেই حرم (হারাম শরীফ) এবং حل (হারাম শরীফের বাহিরের স্থান)-এর মধ্যে ইহার হুকুমে কোন পার্থক্য হইবে না। যেমন গচ্ছিত সম্পদ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী الا لمنشد (তবে ঘোষকের জন্য) দ্বারা সম্ভবত মর্ম এইরূপ যে, الا لمن عرفها عاما (তবে সেই ব্যক্তি যে এক বছর পর্যন্ত উহার প্রচার করিবে। আর ঘোষকের সহিত খাস (নির্দিষ্ট) করার দ্বারা তাকীদ উদ্দেশ্য, লুকতা খাস করা উদ্দেশ্য নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

-(তাকমিলা ২ঃ৬২২-৬২৩)

বর্তমান যুগে হাজীগণের মাল তাহাদের কাছে পৌঁছানো অনেক সহজ। প্রত্যেক হাজীর মূল্যবান মালামালে বিস্তারিত ঠিকানা লিখিত থাকে। আর জিদ্দায় ও হারাম শরীফে প্রত্যেক দেশের হজ্জ মিশন থাকে। কাজেই হজ্জ মিশনে মালটি পাঠাইয়া দিলে সঠিক মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। তবে ইহা সংশ্লিষ্ট বছরই প্রযোজ্য। অন্য বৎসর আর এই সুযোগ থাকে না। আর প্রাপকের জন্য সর্বদা প্রচার করা খুবই মুশকিল। ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ফলে জমহুরের অভিমত অধিক প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

(৪৩৮৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا".

(৪৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হারানো বস্তু উঠাইয়া রাখিল সে যদি উহা প্রচার না করে তাহা হইলে সে পথভ্রষ্ট।

بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন পশুর দুধ দোহন হারাম হওয়ার বিবরণ

(৪৩৮৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ".

(৪৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহঃ) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমাদের কেহ যেন কোন ব্যক্তির পশুর দুধ তাহার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। তোমাদের কেহ কি ইহা পছন্দ করিবে যে, তাহার প্রকোষ্ঠে তাহার অনুমতি ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশ করুক। অতঃপর তাহারা ধনাগার ভাঙ্গিয়া খাদ্যদ্রব্য নিয়া যাক? (কেহই ইহা পছন্দ করিবে না) নিশ্চয়ই তাহাদের পশুদের স্তনসমূহ তাহাদের ধনাগার স্বরূপ, তাহারা উহাতে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে। সুতরাং তোমাদের কেহ যেন অন্য কাহারও পশুর দুধ উহার মালিকের অনুমতি ছাড়া দোহন না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَاشِيَةَ أَحَدٍ (কোন ব্যক্তির পশু)। নিহায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, الماشية শব্দটি উট, গরু ও ছাগলের উপর প্রয়োগ হয়। কিন্তু ছাগল-ছাগীর ক্ষেত্রে অধিক প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৬২৫)

مَشْرُبَتُهُ শব্দটি ر বর্ণে পেশ আর কখনও যবর দ্বারা পাঠ করা হয়। অর্থাৎ غرفته (তাহার প্রকোষ্ঠে)। আর ان يؤتى مشربته অর্থাৎ ان ياتى احد غرفته بغير اذنه (যে, কেহ তাহার প্রকোষ্ঠে তাহার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করুক)। -(তাকমিলা ২ঃ)

فَلاَ يَحْلُبَنَّ (সুতরাং তোমরা দুধ দোহন করিবে না)। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মুসলমান অপর মুসলমানের কোন বস্তু তাহার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করিবে না। আর বিশেষভাবে দুধকে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, লোকেরা ইহার প্রতি কোমল আচরণ করে। এই বস্তুই যখন মালিকের অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার বৈধ নহে তবে অন্যান্য বস্তুতে আরও কঠোরভাবে এই নীতি কার্যকর হইবে। ইহাই জমহুরে উলামার অভিমত। তবে বিশেষ অনুমতি কিংবা ব্যাপক অনুমতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে সালাফি সালিহীন অনেকের অভিমত যে, বিশেষ অনুমতি কিংবা ব্যাপক অনুমতি না থাকিলেও যদি এই ধারণা থাকে যে, তাহার সম্পদ হইতে পানাহার করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না; বরং খুশি হইবেন তাহা হইলে তাহার সম্পদ হইতে পানাহার করা জায়িয আছে। ইবন মাজা ও তহাভী শরীফে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে বর্ণিত আছে যে, اذا اتيت على راع فناده ثلاثا فان اجابك والا فاشرب من غير ان تفسد - واذا اتيت على حائط لبستان فذكر مثله (তুমি যখন বকরী রাখালের নিকট যাইবে তখন তিনবার আহ্বান করিবে। যদি তোমার আহ্বানে জবাব দেয় তবে ভালো। অন্যথায় ক্ষতি না করিয়া দুধ দোহন করিয়া পান কর। আর যদি বাগানের দেয়ালের কাছে আস। অতঃপর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন)। ইবন হিব্বান ও হাকিম (রহ.) ইহা সহীহ বলিয়াছেন।

জমহুরে উলামার পক্ষে জবাব দেওয়া হয় যে, নিষেধাজ্ঞার হাদীছ অধিক সহীহ। কাজেই নিষেধাজ্ঞার হাদীছের উপর আমল করা উত্তম। আর তাহাদের উপস্থাপিত হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত মারফু হাদীছ শরীআতের অকাট্য কানূন "মুসলমানের মাল তাহার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা হারাম" ... এর বিপরীত

হওয়ায় উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যায় না। আর কোন কোন বিশেষজ্ঞ উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করিয়া বলেন যে, অনুমতির হাদীছকে উহার উপর প্রয়োগ করা হইবে যখন জানা থাকে যে, মালিক জানিয়া খুশী হইবেন। আর যেই মালিকের অবস্থা জানা নাই তাহার মালের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার হাদীছ প্রয়োগ হইবে। কিংবা অনুমতির হাদীছ মুসাফির ও নিঃসহায়দের জন্য খাস, অন্যান্যদের জন্য নহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬২৫-৬২৬)

(৪৩৮৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا "فَيُنْتَثَلَ". إِلاَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ "فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ". كَرِوَايَةِ مَالِكٍ.

(৪৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ রাবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... সকলই নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) ছাড়া সকলের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে فَيُنْتَثَلَ (অতঃপর বাহির করিয়া নিয়া যাক)। আর রাবী লায়ছ বিন সা'দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রাবী মালিক (রহ.)-এর হাদীছের অনুরূপ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ (তাহার খাদ্য-দ্রব্য বাহির করিয়া নিয়া যায়) বাক্য রহিয়াছে।

بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানদারী ও অনুরূপ বিষয়ের বিবরণ

(৪৩৮৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ". قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

(৪৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি . আবূ শুরাইহ আদবী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার কানদ্বয় শ্রবণ করিয়াছে এবং চক্ষুদ্বয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলিতেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন উত্তমরূপে স্বীয় মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তমরূপে এর মর্ম কী? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার একদিন ও এক রাত্রি। আর (সাধারণভাবে) মেহমানদারীর সময়কাল তিন দিন। ইহার হইতে

অধিক দিন মেহমানদারী করা, তাহার জন্য সদকা স্বরূপ। তিনি আরও ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা চুপ থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ (সে যেন উত্তমরূপে আপন মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে)। الضيف শব্দটি بدل الاشتمال শব্দটি جائزته মনসুব হইবে এবং مفعول به এর الاكرام হইবার কারণে منصوب হওয়ায় منصوب হইবে। বাক্যটির মর্ম হইতেছে فليكرم جائزة ضيفه (সে যেন উত্তম রূপে আপন মেহমানের সম্মান প্রদর্শন করে)। আর الجائزة শব্দের আভিধানিক অর্থ العطية (অনুদান), جائزة الضيف (মেহমানের পরিতৃপ্তি)। মেযবান মেহমানের জন্য একদিনে পানাহারে যাহা খরচ করে। -(তাকমিলা ২ঃ৬২৮)

(৪৩৯০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ "يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ".

(৪৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ শুরাইহ কুযায়ী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মেহমানদারী তিন দিন এবং উত্তমরূপে মেহমানদারী এক দিন ও এক রাত্রি। কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য হালাল নহে যে, সে তাহার ভাইয়ের কাছে অবস্থান করিয়া তাহাকে গুনাহে সমাবৃত করিবে। তখন সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিরূপে সে তাহাকে গুনাহে সমাবৃত করিবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, সে তাহার কাছে (এত দীর্ঘ সময়) অবস্থান করিবে, অথচ তাহার কাছে এমন কিছু নাই, যাহা দ্বারা সে তাহার মেহমানদারী করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى يُؤْثِمَهُ (এমনকি সে তাহাকে গুনাহে সমাবৃত করিবে)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) স্বীয় 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে বলেন, يوثمه অর্থাৎ يوقعه فى الاثم (সে তাহাকে গুনাহে পতিত করিবে)। কেননা, মেহমান যখন মেযবানের কাছে (দীর্ঘ সময়) অবস্থান করিবে তখন সে মেযবানকে অস্থির রাখিবার মাধ্যমে গুনাহকারী করিবে।

কাযী ইয়ায (রহ.) بان يقيم عنده ولاشئ عند بضيفه (তাহার নিকট এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করিবে অথচ তাহার কাছে মেহমানদারী করিবার মত কিছু নাই)-এর ব্যাখ্যা বলেন, অর্থাৎ তাহার জন্য হালাল নহে যে, সে তাহার নিকট তিন দিনের অধিক অবস্থান করিয়া তাহাকে পাপের মধ্যে নিপতিত করিবে। অর্থাৎ দীর্ঘ দিন অবস্থান করিবার কারণে সে গীবত করিবে যে, কেমন বে-হায়া লোক, কিংবা কাহারও নিকট হইতে অবৈধ মাল আনিয়া পানাহার করাইবে। -(শরহুল উবাই)

সহীহ বুখারী শরীফের আদব অনুচ্ছেদে ইমাম মালিক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে ولايحل له ان يثوى عنده حتى يحرجه (আর তাহার জন্য হালাল নহে যে, সে তাহার নিকট (দীর্ঘ সময়) অবস্থান করিয়া তাহাকে কষ্টে নিপতিত করিবে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ১০ঃ৫৩৪ পৃষ্ঠায় ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, উপর্যুক্ত সকল ব্যাখ্যা সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যে, বাড়ীর মালিক যদি তাহার অবস্থানে সম্মতি না থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি তাহার অনুমতি নিয়া তিন দিনের অধিক অবস্থান করে কিংবা মেহমানের প্রবল ধারণা আছে যে, অধিক দিন অবস্থানের কারণে মেযবান খারাপ মনে করিবে না তাহা হইলে জায়িয আছে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬২৮-৬২৯)

(৪৩৯১) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَبَصُرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ "وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ". بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(৪৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ শুরায়হ খুযায়ী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার কানদ্বয় শ্রবণ করিয়াছে, আমার চক্ষুদ্বয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রাখিয়াছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন, অতঃপর তিনি রাবী লায়ছ (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহাতে উল্লেখ করিয়াছেন, কাহারও জন্য হালাল নহে তাহার ভাইয়ের নিকট ততদিন অবস্থান করা যাহাতে সে তাহাকে গুনাহে সমাবৃত করে। অবশিষ্টাংশ রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রহিয়াছে।

(৪৩৯২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ".

(৪৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা উভয়ে ... উকবা বিন আমির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে (বিভিন্ন অঞ্চলে) প্রেরণ করেন, কখনও আমরা এমন এক গোত্রের কাছে অবতরণ করি, যাহারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এই ব্যাপারে আপনি কি রায় দেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা যদি কোন গোত্রের কাছে অবতরণ কর, আর তাহারা তোমাদের জন্য এমন সকল বস্তু প্রদানের হুকুম করে যাহা মেহমানদারীর জন্য প্রয়োজন তাহা হইলে তোমরা উহা গ্রহণ কর। আর তাহারা যদি উহা না করে তবে তোমরা তাহাদের হইতে মেহমানদারীর হক আদায় করিয়া নিবে, যাহা তাহাদের জন্য করণীয় ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ (তাহা হইলে তোমরা তাহাদের হইতে মেহমানদারীর হক আদায় করিয়া নিবে)। প্রকাশ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মেহমানদারী করা ওয়াজিব। কাহারও বাড়ীতে মেহমান উপস্থিত হইলে যদি সে মেহমানদারী করিতে বিরত হয় তাহা হইলে উহা জোরপূর্বক আদায় করিয়া নিবে। ইমাম লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) ব্যাপকভাবে এই হুকুমের পক্ষপাত করেন। আর ইমাম আহমদ (রহ.) এই হুকুমকে মরুভূমির সহিত খাস করেন, গ্রামবাসীদের সহিত নহে। কেননা, গ্রাম ও শহরের বাজারসমূহে পানাহারের সুযোগ থাকায় কাহারো বাড়ী হইতে খানা চাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আর জমহুরে উলামা বলেন, মেহমানদারী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ওয়াজিব নহে। যদি ওয়াজিব হইত তবে যাহার কাছে উপনীত হইবে তাহার হইতে জোরপূর্বক আদায় করিতে সক্ষম হইত। হ্যাঁ, যদি সে অত্যধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় মজবুর হয় তবে জোর পূর্বক মেহমানদারী আদায় করিয়া নিতে পারিবে।

জমহুরে উলামার পক্ষে জবাব

(ক) আলোচ্য হাদীছ মজবুরদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। যে ক্ষুধায় মরণাপন্ন হইয়াছে। তাহার মেহমানদারী করা ওয়াজিব। কাজেই লোকেরা যদি উহা না করে তবে সে স্বীয় প্রয়োজন মুতাবিক তাহার মাল হইতে পানাহার করিতে পারিবে।

(খ) মুখাপেক্ষী লোক ক্রয়ের আবেদনের উপর প্রয়োগ হইবে। অর্থাৎ ক্রয় করিবার প্রস্তাব দেওয়ার পর যদি খাদ্য দ্রব্যের মালিক তাহা বিক্রি করিতে বিরত থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য জোরপূর্বক উহা ক্রয় করিয়া নিয়া নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

(গ) তহশিলদারদের সহিত খাস, যাহাদেরকে ইমামের পক্ষ হইতে সদকাসমূহ উসূল করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬২৯-৬৩০)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল দ্বারা অন্যের সহায়তা করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৪৩৯৩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ". قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.

(৪৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার কাছে আগমন করিল। রাবী বলেন, অতঃপর সে ডানে-বামে তাকাইতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন। যাহার কাছে পরিভ্রমণের কোন অতিরিক্ত যানবাহন রহিয়াছে, সে যেন উহা দিয়া যাহার কোন যানবাহন নাই তাহাকে সাহায্য করে। আর যাহার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য-দ্রব্য রহিয়াছে, সে যেন উহা দিয়া যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য নাই তাহাকে সাহায্য করে। অতঃপর তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের এইভাবে বর্ণনা দিলেন। এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি হইল যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত মালের মধ্যে আমাদের কাহার-ও কোন হক নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً (ডানে-বামে তাকাইতে লাগিল)। 'ফতহুল ওদূদ' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ হইতেছে তাহার উষ্ট্রী চলাচলে দুর্বল সেই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো। যাহাতে তিনি তাহাকে অপর একটি বাহন প্রদান করেন। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩১)

حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি হইল যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে আমাদের কাহারও কোন হক-অধিকার নাই); বরং উহা সেই মুসলমানের হক, যিনি উহার মুখাপেক্ষী। আর এই হুকুম ওয়াজিব মূলক নহে; বরং মুস্তাহাব মূলক। কেননা, অন্য হাদীছে আছে যে, সম্পদের মধ্যে যাকাত ব্যতীত অন্য কোন হক নাই।

فَضْلُ ظَهْرٍ অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত আরোহনের পশু। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩১)

فَلْيَعُدْ بِهِ (সে যেন উহা দিয়া তাহাকে সাহায্য করে)। ليعد শব্দটি العود হইতে امر -এর সীগা الرجوع (প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন, প্রত্যাহার করা, ফিরাইয়া দেওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ فليرجع بالاحسان به على المحتاج اليه (সে যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত পশুটি দিয়া তাহাকে সাহায্য করে যে ইহার মুখাপেক্ষী)। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩১)

بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্য যখন অল্প থাকে তখন সকলের খাদ্যদ্রব্য একত্রে মিলাইয়া ফেলা এবং ইহা দ্বারা একে অপরকে সাহায্য করা মুস্তাহাব

(৪৩৯৪) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ قَالَ نَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزُرَهُ كَمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ". قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَرِغَ الْوَضُوءُ".

(৪৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসুফ আযদী (রহ.) তিনি ... সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক যুদ্ধে বাহির হইলাম। তখন আমাদের মধ্যে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। এমনকি আমরা আমাদের কিছু আরোহণের পশু যবেহ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমে আমরা আমাদের (যৎসামান্য) খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করিলাম। আমরা একটি চামড়া (-এর তৈরী দস্তরখান) বিছাইলাম এবং উহার উপর লোকদের খাদ্য-সামগ্রী জমা করা হইল। রাবী বলেন, আমি উহার পরিমাণ অনুমান করিবার জন্য উঁচু হইলাম এবং আমি অনুমান করিলাম যে, উহা একটি বকরী বসিবার স্থানের সমপরিমাণ হইবে। আর আমরা ছিলাম চৌদ্দশত। রাবী বলেন, আমরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলাম। অতঃপর আমরা আমাদের নিজ নিজ খাদ্য রাখিবার পাত্রগুলি পূর্ণ করিয়া নিলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ওযূর পানি আছে কী? রাবী বলেন, এক ব্যক্তি তাহার পাত্রে সামান্য পানি নিয়া আগমন করিলেন। তিনি উহা একটি বড় পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর আমরা চৌদ্দশত লোক সকলেই উহা হইতে পানি ঢালিয়া ঢালিয়া ওযূ করিলাম। অতঃপর আরও আটজন লোক আসিয়া বলিল, ওযূর পানি আছে কী? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন (ওযূর) পানি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাহার পিতা হইতে) অর্থাৎ সালামা বিন আকওয়া (রাযিঃ) হইতে। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩২)

فِي غَزْوَةٍ (এক জিহাদে)। সম্ভবতঃ ইহা গযূয়ায়ে তাবূক ছিল। সহীহ মুসলিম শরীফের ঈমান অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে (৪৬ নং) হাদীছে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আর উহা তাবুক জিহাদে সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩২)

مَزَاوِدَنَا শব্দটি المزادة এর বহুবচন। আর উহা হইতেছে সেই পাত্রসমূহ যাহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩২)

نِطَعًا শব্দটির ن বর্ণে যের বা যবর দ্বারা এবং ط বর্ণে সাকিন বা যবর দ্বারা পঠন জায়িয। আর অধিকতর শুদ্ধ হইতেছে যাহা শারেহ নওয়াভী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, نطعا শব্দটি ن বর্ণে যের এবং ط বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর نطع হইল চামড়ার তৈরী দস্তরখান বা বিছানা বা মাদুর। -(তাজুল উরূস ৫ঃ৫২৬, তাকমিলা ২ঃ৬৩২)

فَتَطَاوَلْتُ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ আন্দাজ করিবার জন্য উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে উঁচু করিলাম। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩২)

كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ (একটি ছাগল বসার স্থানের সমান)। ربض অর্থাৎ برك (হাঁটু গাড়িয়া বসা) আর العنز হইল পুরুষ ছাগল। ইহা দ্বারা মর্ম হইল ছাগল হাঁটু গাড়িয়া বসিবার পরিমাণ স্থান। অর্থাৎ একত্রিতকৃত খাদ্য সামগ্রী এক স্থানে রাখিলে একটি ছাগল বসিবার পরিমাণ স্থান অতিক্রম করিবে না। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩৩)

حَشَوْنَا جُرُبَنَا (আমরা আমাদের নিজ নিজ খাদ্য রাখিবার থলিগুলি পূর্ণ করিয়া নিলাম)। الحشو অর্থ খালি পাত্র পূর্ণ করা। আর الجرب শব্দটি ج এবং ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। جراب (থলি, ঝুলি)-এর বহুবচন। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩৩)

نُطْفَةٌ অর্থাৎ قليل من الماء (সামান্য পানি)। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩৩)

نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً অর্থাৎ الصب الشديد (প্রচন্ডভাবে গড়াইয়া যাওয়া, অধিক ঢালিয়া দেওয়া)। -(ঐ)

فَرِغَ الْوَضُوءُ (পানি শেষ হইয়া গিয়াছে)। فرغ শব্দটি ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ انتهى (শেষ, ইতি, সমাপ্ত)। আর الوضوء শব্দটির و বর্ণে যবর দ্বারা অর্থ পানি, যাহা দ্বারা ওযূ করা হয়। অর্থাৎ قد انتهى الماء الذى يتوضأبه (যেই পানি দ্বারা ওযূ করা হইতেছিল সেই পানি শেষ হইয়া গিয়াছে)-(তাকমিলা ২ঃ৬৩৩)

ফায়দা

(১) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইটি মুজিযা প্রকাশিত হইয়াছে। আর এতদুয় হইতেছে খাদ্যদ্রব্যের আধিক্য এবং পানির আধিক্য। আর এই আধিক্য প্রকাশ্যভাবেই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। আল্লামা আল-মাযরী (রহ.) মুজিযার বাস্তবায়নের বিষয়টি বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন, খাদ্যের যেই যেই অংশ আহার কিংবা পানির যেই যেই অংশ পান ও ওযূ করা হইত সেই সেই অংশ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিয়া দিতেন। ফলে চৌদ্দশত লোক তৃপ্তিসহকারে পানাহার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দ্বারা ওযূ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(২) এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় "মুসাফিরগণ নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত করা এবং এক সাথে বসিয়া আহার করা জায়িয, যদিও কেহ অধিক আহার করে আর কেহ অল্প আহার করে। ইহাতে সূদের কোন আশংকা নাই; বরং প্রত্যেকেই নিজের খাদ্য অপরের জন্য মুবাহ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য যখন অল্প থাকে তখন সকলের খাদ্য সামগ্রী একত্রে মিলাইয়া একে অপরের সাহায্য করা মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ২ঃ৬৩২-৬৩৩)

قد وقع الفراغ والحمد لله من شرح كتاب القسامة والديات ظهيرة يوم الاثنين ،
الاول من شهر ربيع الاول سنة اربعه وثلاثون واربعمائة بعد الالف من
الهجرة النبوية على صاحبها السلام واسئل الله تعالى ان يوفقنى
لاكمال باقى الشرح على هذا المنوال - انه على كل شئ قدير -
امين يا رب العالمين -

<u>১৬তম খণ্ড সমাপ্ত</u>

১৭তম খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

Avj-nv`xQ cÖKvkbx
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
শা'বান, ১৪৩৪ হিজরী, ২০১৩ ইং, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৬০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চকবাজার, ঢাকা-১২১১

* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
  ও
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 16th volume translated with essential explanation in to Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Al-Hadith Prokashony. 2 Waise Quarni Road. Mohammad Nagar. Munshihati. Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1211, Bangladesh. Price: Tk. 260.00. US$- 5.00.

بسم الله الرحمن الرحيم

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحى يوحى - (القران)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(আল-কুরআন)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর (রহঃ))

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

cÖKvkbvq

Avj-nv`xQ cÖKvkbx

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা